তিলোত্তমা মজুমদার

চাঁদের গায়ে চাঁদ

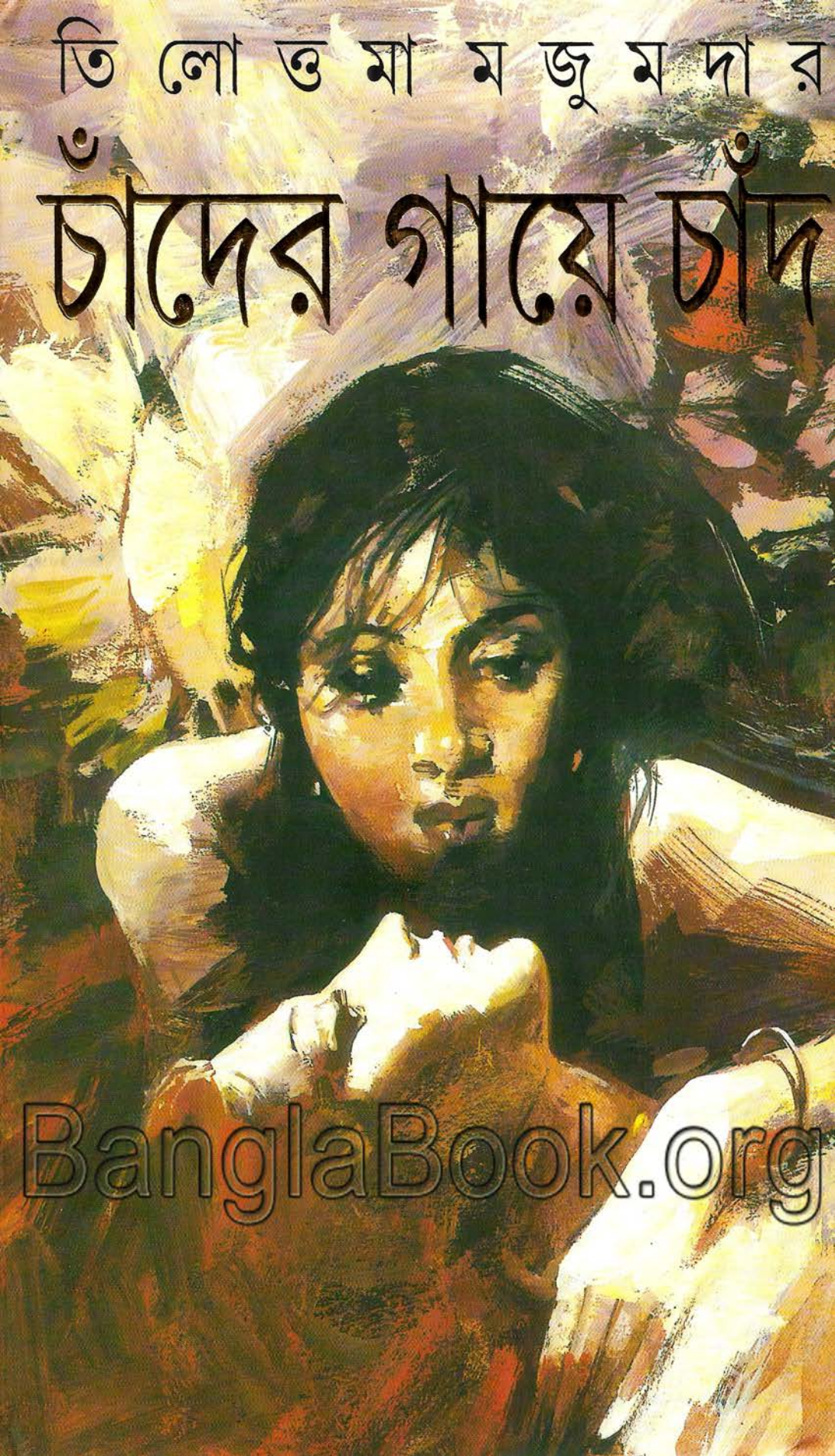

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

আত্মনির্ণয় বিপন্নতাই এখনকার মানুষের সবচেয়ে বড় অসুখ। যে-অসুখ শ্রুতি বসুকে নিরন্তর অপূর্ণতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। মফস্বল স্কুলের ভাল ছাত্রী শ্রুতি, কলকাতার কলেজে পড়তে এসে আত্মবিস্মৃত হয়েছিল এই বিপন্নতারই অজ্ঞাত হস্তক্ষেপে। শ্রেয়সী আর দেবরূপা—শ্রুতির দুই রুমমেট—পরস্পরের প্রতি অনিয়ন্ত্রিত আকর্ষণের মাধ্যমে যে-সব মুহূর্ত রচনা করেছিল, তারই ঘূর্ণাবর্তে শ্রুতি বন্যায় বিধ্বস্ত নৌকার মতো টুকরো টুকরো ভাঙছিল। অথচ এই ভাঙন হন্তারক ছিল না। শ্রুতি, নিজের বিবিধ খণ্ডের মধ্যেই একদিন নির্ণয় করেছিল নিজেকে। তার ভাইয়ের প্রতি ভালবাসার রূঢ় ও অলঙ্ঘ্য বোধ, তার নিজের বেঁচে থাকার নির্মম অনিবার্যতা এবং তার বাবা, লতিকাপিসি বা লক্ষ্মীপিসির অসহায় আত্মসমর্পণের বাইরে হোপ—সি সি আই সংস্থার কর্মজীবন তাকে দিয়েছিল মানব জীবনের বহুমাত্রিক অস্তিত্বের খবর। অনেক ভাঙনের পর, দর্শনের পর নিজের অন্তর্গত আত্মার চান্দ্রপ্রকৃতিকে বুঝতে পেরেছিল সে। সত্যের খোঁজে, মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতিতে, নিজের ভেতর দৃষ্টি রেখে, সেই ছিল শ্রুতির অমোঘ নির্ণয়।

আত্মনির্ণয় বিপন্নতাই এখনকার মানুষের সবচেয়ে বড় অসুখ। যে-অসুখ শ্রুতি বসু নামের মেয়েটিকে নিরন্তর অপূর্ণতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। শ্রুতির ধারণায় যে-জগৎ অন্তর্গত ছিল, তার সঙ্গে কোনও মিল ছিল না কলকাতার হস্টেল জীবনের। বহু নবলব্ধ বোধ তাকে বিধিবহির্ভূত উপলব্ধির কাছাকাছি পৌঁছে দিয়েছিল। অনেক ভাঙনের পর আপন আত্মার চান্দ্রপ্রকৃতিকে অনুভব করেছিল সে। এই অনুভবই, সম্ভবত, মানুষের চূড়ান্ত আত্মলিপিলেখা।

www.BanglaBook.org

তিলোত্তমা মজুমদারের জন্ম ১১ জানুয়ারি, ১৯৬৬, উত্তরবঙ্গে।
ছোটবেলা কেটেছে চা-বাগানের পরিবেশে, কালচিনিতে। স্কুলের পড়াশুনোও ওখানেই। ১৯৮৫-তে কলকাতায়। পড়েছেন স্কটিশ চার্চ কলেজে।
১৯৯৩ থেকে লেখালিখির শুরু। কালচিনি থেকে প্রকাশিত 'উন্মেষ' পত্রিকায় প্রথম গদ্য লেখা। পরিবারের সকলেই সাহিত্যচর্চা করে থাকেন। সাহিত্যরচনার প্রথম অনুপ্রেরণা দাদা।
প্রথম উপন্যাস 'ঋ'। ১৯৯৬ সালে 'একালের রক্তকরবী' পূজাসংখ্যায় প্রকাশিত। ১৯৯৮-তে লিখেছেন 'মানুষশাবকের কথা', ১৯৯৯-তে সাপ্তাহিক 'ভোরের কাগজ'-এ লিখেছেন ধারাবাহিক উপন্যাস 'সাধারণ মুখ'। ২০০১ থেকে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে 'বসুধারা' উপন্যাস।
বিভিন্ন পত্রিকায় ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা লেখেন নিয়মিত।
'চাঁদের গায়ে চাঁদ' উপন্যাসটি ১৪০৯ আনন্দবাজার পূজাবার্ষিকী সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।
পেশা—আনন্দ পাবলিশার্সের প্রকাশন বিভাগে সম্পাদনাকর্মের সঙ্গে যুক্ত।
ভালবাসেন গান শুনতে ও যখন তখন বেরিয়ে পড়তে।
'বসুধারা' উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন ১৪০৯ সালের আনন্দ পুরস্কার।

.....

প্রচ্ছদ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

www.BanglaBook.org

তিলোত্তমা মজুমদার

চাঁদের গায়ে চাঁদ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ২০০৩
ষষ্ঠ মুদ্রণ জুলাই ২০১৫

© তিলোত্তমা মজুমদার

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7756-335-1

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪
থেকে মুদ্রিত।

CHANDER GAYE CHAND
[Novel]
by
Tilottama Majumder

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

২৫০.০০

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ঋণ

সমীরকুমার গুপ্ত, সুধীর চক্রবর্তী, শুভঙ্কর পাত্র

পূর্বশ্রুতি

এসো এসো এসো আমরা তাকাই। দেখি। এসো, আমরা নিমগ্ন হই একটি অসামান্য অবলোকনের সুবিস্তৃত ক্ষেত্রে। না, এ কথা আগে থেকে অনুমান করা সম্ভব নয় যে এই অবলোকন অনুভূতি-নিরপেক্ষ হবে কি না। কিংবা আমাদের সামনে উঠে আসতে পারে এই জিজ্ঞাসা বা অন্য এক তত্ত্ব যে কোনও অবলোকনই কি অনুভূতি ব্যতিরেকে সম্ভবপর? আমরা স্মরণ করে দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করতে পারি কতিপয় ঘটনা। কিছু দৃশ্যাবলি। তোমাদের প্রত্যেকেরই সে-দৃশ্য নাও দেখা থাকতে পারে কিন্তু আমার দেখা সে-দৃশ্য বর্ণন করি। কিছুক্ষণের জন্য আমার চোখ হোক তোমাদের। আমার দৃষ্টি হোক তোমাদের।

বিষয়টি সামান্য কিন্তু অসামান্যও একে বলা যেতে পারে। পৃথিবীর সমস্ত ঘটনাই সামান্য থেকে অসামান্যে, সাধারণ থেকে বিশেষে উত্তীর্ণ হয় দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা। তেমনি এই ঘটনা যে শান্তিনিকেতন ছাড়িয়ে বোলপুর ইস্টিশানের দিকে আসতে থাকা জনবহুল রাস্তায় একটি ছাগশিশুর মৃত্যুর সূচনা আমি দেখেছিলাম। ওর কণ্ঠদেশ পিষে দিয়ে চলে গিয়েছিল কোনও ধাতব যান। তবু কোনও ক্ষীণ আশ্চর্য উপায়ে পিষ্ট কণ্ঠমাধ্যমে প্রাণশক্তি ও কাতর স্বর চলাচল করছিল। শিশুটি মাথা তুলে কণ্ঠ সমেত শরীর তুলে ফেলার চেষ্টায় ছিল, যদিও ও বুঝতে পারছিল না যে ওর মস্তক ও ধড়ের সন্ধি ভাঙতে বসেছে। কিছুক্ষণ পরই ওর মৃত্যু। তবে এ বিষয় নিশ্চিত ছিল। তথাপি আর্তনাদ, তা এমনই এক উৎসার ও পরিস্থিতি যা বিচলিত করে তোলে বটে এমনই আশা করা যায়। কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রী ছাগশিশুটির শায়িত অবস্থা ও অসহায় যন্ত্রণাছেঁড়া চিৎকার পথচারীরা অবহেলা করে চলে গিয়েছিল। তবু আমার এমনই নিশ্চিত হতে ইচ্ছে জাগে যে তোমরা যদি ওই সব পথচারীদের স্নায়ুদেশ ভ্রমণ করো তবে নিশ্চয়ই প্রত্যয় হবে যে মৃত্যুপথযাত্রী ছাগ, যার বাঁচার আর কোনও অর্থ নেই, কোনও উপায় বা সম্ভাবনাও না, তার জীবৎপ্রিয়তার তীব্র নাদ ও যন্ত্রণার অপচিৎকার স্নায়ুদেশ নাড়িয়ে দিয়েছিল। প্রত্যেকেই একবার-নয়-একবার ভেবে থাকে সেই ছাগশিশুর কথা, অতি নগণ্য অবস্থান ব্যতীত যার পৃথিবীতে অন্য আবেদন ছিল না।

BanglaBook.org

সুতরাং আপাত নির্বিকার চিন্তামণ্ডলীর মধ্যে অভ্রান্ত ঘূর্ণি বলবৎ এ কথা আমরা ধারণায় রাখতে পারি। এবং, এসো, আমরা এমন মাত্র ভাবি যে নিরপেক্ষতাই সেই বস্তু যাকে চর্চা করা যায়, অভ্যাস করাও যায় কারণ নিরপেক্ষতার ভান করা যায়। অতএব, এই পৃথিবীতে নিরপেক্ষতা একটি শূন্যেরই মতো প্রত্যক্ষ ও সত্য যা প্রকৃতই অস্তিত্ববিহীন কিন্তু সর্বত্রগামী অস্তিত্বের সূচনা সম্পন্ন করে।

তা হলে? আমাদের মধ্যে তা হলে এ কথাই হোক আমরা গভীর অবলোকন করতে থাকব, যা, পর্যবেক্ষণ হয়ে উঠবে, আর পর্যবেক্ষণের পর আমরাও আবিষ্কার করতে প্রচেষ্ট কোনও তত্ত্ব বা তাত্ত্বিক সূত্রের কতিপয় সমন্বয় যার দ্বারা আগামী পৃথিবী নিজের অস্তিত্ব বিষয়ে কোনও গঠনমূলক সিদ্ধান্তের কাছে পৌঁছবে। অবশ্য এ কথাও বলা যায় যে গঠনমূলক বলে আজ আমরা চিহ্নিত করি যে যে তাত্ত্বিক সংশ্লেষ, তার অর্থ এবং আমূল অভিব্যক্তি বদলে যায় সময়ের সাপেক্ষে নিয়ত। যদি-বা কোনও তত্ত্ব আমরা নির্ণয় করি যা হয়ে ওঠে মানবজাতি বিষয়ে অভিনব, অদ্ভুত কিংবা অসামান্য কিন্তু সন্তোষজনক, তবে আমাদের সন্তোষ উৎপাদন নিমিত্ত তত্ত্বে সুখকর অবগাহনের শেষে দেহ মুছতে মুছতে অন্যতর তত্ত্বের কথাই আবার বলতে থাকব যেগুলি পৃথিবীর ভবিষ্যৎ আবর্তনের সঙ্গে জড়িয়ে নির্ণয় করে নেবে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটি, এমনকী অস্তিত্ব পর্যন্ত। হ্যাঁ, এখানে অস্তিত্ব বলতে অস্তিত্ব-ভবিষ্যৎ, যা আমাদের ধরাছোঁয়া বহির্ভূত। মানুষের ইতিহাস সত্যি বদলাচ্ছে কি না, নাকি কোনও কোনও বিষয়ে তা ধ্রুবক, অনড়, পরিবর্তনবিমুখ এ নিয়ে সংশয় জাগে। আর সংশয় ভবিষ্যৎ নিয়ে সর্বকাল, অতীত নিয়ে নয়। যদি অতীতই হত সংশয়ের কারণ তবে ভবিষ্যৎ কিছু-বা সংশয় থেকে মুক্ত হত, কিছু-বা জ্ঞাত থাকত এই মর্মে যে ইত্যাদি ইত্যাদি সংশয় সম্পর্কে আমরা নিরুদ্বিগ্ন রইলাম।

তা হলে, তা হলে, এসো, এসো, আমরা অবলোকন করি, পর্যবেক্ষণ করি, প্রবেশ করি কোনও গভীর তত্ত্বে এবং এবং এবং কোনও তত্ত্বকে প্রকাশ করি। প্রকাশ বিনা আনন্দই কী, জীবনই কী, সুখই কী! আর তত্ত্ব! হ্যাঁ, এ-ও একটা কথা বটে। তত্ত্ব বিনা দুনিয়ায় কোনও ঘটনা নাই। অণু-পরমাণু হতে বিশাল বিশালতর গ্রহ-নক্ষত্রাদি—সমস্ত সমস্তই এই তত্ত্বের অন্তর্গত। আর, তুমি মানুষ? তুমি কী? তুমি হে মানবজাতি, তোমরা কী? মানুষ তুমি, মানবজাতি হে তোমরা, তোমরা স্বয়ং তত্ত্বের উদ্গাতা। নইলে কে-বা তত্ত্ব পড়ে, আর কে-বা তত্ত্ব করে!

যাহারা জানে না আমি মানুষ আমি কী—তাহাদের বলি তুমি মনুর পুত্র। তুমি মনুর জিনবাহক। আর মনু ব্রহ্মার।

ও! মনু! হ্যাঁ, মনুই বটে মানবজীবনের আদিবিন্দু। ব্যস। যতি। যে-লোকটা কাঠ কাটতে বনে গিয়েছিল সে বলল—ওই তো বন। ব্যস। সে থেমে গেল। যন্ত্র নেয়

BanglaBook.org

না। কাঠ কাটে না। তোমাদের হল গে সেই দশা। আমি, আমি। আমাদের হল গে ওই দশা। আমরা একটি প্রশ্ন করি, আর থেমে যাই। পরবর্তী প্রশ্ন ভাবনাতীত। আমরা চোখ তুলে দেখি বটে কিন্তু দৃষ্টিপাত করি না। বড় আলগা-আলগা। উচাটন। তুমি যাও, তোমার সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্ব যায়। তুমি চলো, তোমার সঙ্গে সঙ্গে চুপে চুপে চলে পুরাণ। পুরাণ? হ্যাঁ হ্যাঁ, পুরাণ। এই যে তোমাদের জন্ম—এই জন্মে লক্ষ কোটি বর্ষ অধীত। তোমাদের একটা পুরাণ থাকবে না? তত্ত্বও থাকবে। পুরাণও থাকবে। পুরাণ অবধি তত্ত্ব। গূঢ় তত্ত্ব। এই যে তোমরা মনুর সন্তান—এই যে আমি মনুর সন্তান—আমরা আমাদের মধ্যে লালন করি চতুর্দ্দশ মনুর জীবৎকাল। চতুর্দ্দশ মনুর চৌদ্দরকমে আমরা সব কিম্ভূত ও জটিল।

হ্যাঁ, দাদাভাই, হ্যাঁ দিদিভাই, কিছু গপ্পোকথা কই।

ব্রহ্মার পুত্র ধার্মিক স্বায়ম্ভুব মনু একসপ্ততি যুগ পর্যন্ত কর্মকার্য সাধন করে স্ত্রী শতরূপার সমভিব্যাহারে বৈকুণ্ঠধামে গমনপূর্বক শ্রীহরির দাসত্ব লাভ করেন এবং তাঁর পারিষদবর্গের অন্তর্ভুক্ত হন। এর পরে স্বারোচিষ মনু আবির্ভূত হন। তাঁর অবসানে এলেন উত্তম মনু। এই মনুদ্বয় কিছু এলে-বেলে গোত্রীয়। পুরাণতত্ত্বে তেমন স্বাক্ষর রাখে নাই। কিন্তু উত্তম মনুর পরবর্তী তামসমনু খুব ধার্মিক ছিলেন। হ্যাঁ, প্রশ্ন উঠতে পারে, এইসব ধর্ম কাদের জন্য ছিল, কী ছিল আর কারা সেগুলি পালন করত! সে-উত্তর আমি জানি না। আমি কিছু কম তত্ত্ব জানি রে ভাই। তার চেয়েও কম জানি গূঢ় প্রশ্নের উত্তর। তবে প্রশ্ন জানি শতেক। প্রশ্ন করি সহস্র। মনে ইচ্ছা এই—তোমরা, সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান, বুদ্ধিমতী মনুষ্যগণ—আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দেবে। তবে, এ বড় মজার কথা হে বন্ধু, হে ভ্রাতা, হে ভগ্নি...ঈশ্বরের পুত্রেরাও ধর্মাচরণে ফাঁকিবাজি দিব্যি করেছেন। নইলে কেউ কম ধার্মিক, কেউ বেশি ধার্মিক হয়?

হ্যাঁ, তবে ফের পুরাণ কথায় আসি। তামসমনুর পর এলেন জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ রৈবত মনু। রৈবত মনুর পর চাক্ষুষ মনু এবং তাঁর পর সপ্তম মনু এলেন বৈবস্বত মনু। অষ্টম মনু হলেন সূর্যতনয় সাবর্ণিমনু। তাঁর পর নবম মনু দক্ষসাবর্ণি। দশম ব্রহ্মসাবর্ণি। একাদশ মনু ধর্মসাবর্ণি। ইনি ছিলেন মনুশ্রেষ্ঠ। তাঁর অবসানে মনুত্বর অধিকার পেলেন জিতেন্দ্রিয় রুদ্রভক্ত রুদ্রসাবর্ণি। ত্রয়োদশ মনু দেবসাবর্ণি, তৎপরে, চতুর্দ্দশ ইন্দ্রসাবর্ণি।

তা এই গেল পুরাণকথা। এই গেল চতুর্দ্দশ মনুর বৃত্তান্ত। হে তুমি, হে তোমরা, তোমাদের আদি তবে কে? কোন মনু? নাকি এই চৌদ্দমনুই আমাদের সেই চৌদ্দপুরুষ, যাঁদের আমরা, এই মনুষ্যজন্ম দ্বারা উদ্ধার করে থাকি?

হ্যাঁ। তোমরা নিশ্চুপ থাকো। আমিও থাকি। উত্তরপত্র তৈরি করুক সেইসব মহান দার্শনিকেরা। আমাদের বেলা বয়ে যায়। এই বেলা চলো মাথায় তেল ঠেসে

BanglaBook.org

একটু নেয়ে আসি। দুটি খেয়ে নিই। বেলা যে ফুটল আর পড়ল!

তা হলে? তা হলে আর দেরি নয়। চলো চলো চলো। জীবন বড় দেরি গো, জীবন বড় অক্ষমতায় ধীর। এইবেলা চলে এসো দাদা, এসো গো দিদি, এসো আমার ভাই হে, বোন হে, হে বন্ধু, হে আত্মার বিধাতা। এসো হে সব, শোনো হে, দেখো হে, দুইটি খেলা দেখে যাও, দুইটি কসরত দেখে যাও। ডিগবাজি দেখো, আগুন দেখো, আলেয়া দেখো, সওয়ারি দেখো—তারপর, দয়া করো, করুণা, উপলব্ধি ছুড়ে দাও।

কেন না এই জীবন এক আস্ত কসরৎ। ছেলেমেয়ে ভুখা আছে, তো লোকটা কিছু আগুন নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। চিৎকার করছে— এ খেলা দারুণ খেলা! এ খেলা সেরা খেলা! খেলা দেখো, পয়সা ফেকো।... ... আগুন খেতে লাগল লোকটা আর পয়সা পড়তে লাগল। একজন সহ্য করতে পারল না, বলল— 'এই-ই-ই। থামো! কী নিষ্ঠুর তোমার খেলা! কী ভয়ঙ্কর!' লোকটা উদাস হয়ে গেল। একমুঠো পয়সা হাতে। বলছে— 'কী করব বলো! এই একটাই বিদ্যে আমি জানি।' তো? কী করবে ও? একটাই বিদ্যে ও জানে। আগুন খায়। তেমনি ওই ছেলেটা, গর্তে মাথা ঢুকিয়ে পেট অবধি পুঁতে বসে আছে। তুমি হদিশই পাবে না ও কী করে শ্বাস নেয়! লোকের ভয় করবে আর তারা পয়সা ছুড়ে দেবে তাড়াতাড়ি। কেউ একজন তাকে জিজ্ঞেস করবে— 'এই, এ সব কী! এ সব করিস কেন?' সে বলবে— 'খিদা লাগে। ভুখ লাগে।'

পৃথিবীতে কত্ত— কত্তরকম ভুখ আর কত্তরকম খিদা... আর সব খিদের কত হাজার তত্ত্ব! আর সব তত্ত্বের কত হাজার ব্যাখ্যা! আর সব ব্যাখ্যা নিয়ে কতরকম তর্ক! তোমরা জানো, মানুষেরা সব তত্ত্বে তত্ত্ব বসায় আপন অসম্পূর্ণ চিন্তার অচিন্ত্য প্রয়াসে। কান খোলা রাখো। চোখ খোলা রাখো। আপন-আপন চিন্তাপ্রসূত বিবিধ তত্ত্ব তোমার চোখে পড়বে। কানে আসবে। আসল কথা মানুষের মধ্যে তত্ত্ব। মানুষের মধ্যে দর্শন। যা থাকে, তা থাকে। তাই তাকে করতে হয়। না করে সে কী করবে! কবির মধ্যে কাব্য থাকে। কবিতা না লিখে তার উপায় নেই। যে পাগলটা রাস্তায় ইট দিয়ে শিব-দুর্গা-নৌকো-বাড়ি আঁকে তার মধ্যে আঁকা আছে, সে-আঁকা যতক্ষণ না ফুরোবে, যতক্ষণ না মরবে, ততক্ষণ না এঁকে তার উপায় নেই। যার মধ্যে যা আছে, তার তা প্রকাশ না করে উপায় নেই। দু'পাশে তাকালেই এ সব দিব্যি চোখে পড়ে। ওই যে লোকটা বাঁদরখেলা দেখাচ্ছে তার ছড়াতেও তত্ত্ব মেলে গো ভাই!

দাঁড়িয়ে যান গো বাবা এই দাঁড়িয়ে
যান গো মা। গেল গেল গেল গেল
ডানা ছাড়লাম, পাখনা হল,

BanglaBook.org

লাগল মেয়ের-মরদের পিঠে।
লাগ রে ডানা, লাগ রে ডানা
বুকে পিঠে লেগে যা। মেয়ে-মরদ
উড়ে যা। পাখিরা সব আকাশ
যা। টিয়া ময়না সা-বুলবুল।
খুল যা সিমসিম চক্ষু খুল।
আরে আরে চক্ষে নয়। সব মানুষই
পক্ষী হয়। পক্ষী মানুষ কোথায়
যায়? হৃদয়ে যায়, হৃদয়ে যায়।
সব মানুষই চাইলে গায়কি পাখি এক-একজন। নয়?
সব মানুষই চাইলে শিকারি পাখি এক-একজন। নয়?

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

তা এই হল যে মানুষের বিবিধ অবস্থা। পুরাণ—তত্ত্ব—গপ্পো। যুক্তি নাই। তর্ক থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু যুক্তি নাই। তোমার যেমন তিনটা চোখ নাই, আমার যেমন চারখান পা নাই। তেমন-তেমন, মানুষের কোনও যুক্তি নাই।

নাপিত মানিকলাল একদিন বাজার থেকে ইলিশ খরিদ করে। কী চড়া দর তখন ইলিশের। বাবুরা রূপসী ইলিশের টানে কাছে যায় আর মাছওয়ালা আঁশটে ন্যাকড়া দুলিয়ে মাছি ওড়াতে ওড়াতে বলে গোটা আড়াই, কাটা তিন। দাম বেশি কিন্তু আজ নিলে কাল আবার আসবেন। যেমনি রূপ তেমনি গুণ। গঙ্গার রাজকন্যে। আপুনি হন্যে দিয়ে খুঁজলেও এমুনটি আর পাবেননি।

এক বাবু, মাছ কেনার রেস্তো নেই তো শ্লেষ ছড়ান—কোথাকার গঙ্গা হে? কোলাঘাটের?

অন্যসব রেস্তো-কম বাবুরা রসিক প্রতিশোধের ধুয়ো ধরেন—হে হে হে হে...।

মাছওয়ালা গম্ভীর। মাছ সম্পর্কিত শ্লেষ তাকে বিঁধে উত্তেজিত করে না। সে নির্লিপ্ত বলে—না। ডায়মন্ডের গঙ্গা।

বাবুগণ বাজারের থলেয় আশি দরে কাটাপোনা পুরে চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন—এঃ! ডায়মন্ড! ব্যাটা মিথ্যেবাদী! ইলিশ খেতে খেতে হেজে গেলুম, ব্যাটা ডায়মন্ড চেনাচ্ছে! পাজি...

—যা বলেছেন! দেখলেন না, কানের কাছে কালচে ছোপ! ও কি গঙ্গার মাল হতে পারে? তাই তো পার্শে নিলুম। তা কম কী। দেড়শো...

খদ্দের আসে। যায়। কেউ ইলিশ কিনল, কেউ অন্য মাছ। তবু, অমন সুস্বাদু সুদর্শন মাছ পড়ে থাকছে না মোটে। বিকোচ্ছে। আর তখন বাবুদের বাজার থেকে একটা গোটা ইলিশ কিনে ফেলল নাপিত মানিকলাল। এক কেজি সোয়াশো। মাছওয়ালাকে দিয়ে গুণে-গেঁথে টুকরো করাল। বাড়ি ফিরে বউয়ের হাতে তুলে

BanglaBook.org

দিল সুদৃশ্য মাছ আর বউ চাক চাক করলা কেটে চমৎকার ইলিশের ঝোল রাঁধল।

তাই বলি, মানুষের রকমের কি শেষ আছে? তুমি-আমি মিলেই তো হাজার মানুষ। আমি তোমাতে বিশেষ সন্ধান করি, উহাতে সামান্য সন্ধান করি। তুমি আমাতে সামান্য সন্ধান করো উহাতে বিশেষ সন্ধান করো। সন্ধানে থৈ পাই-পাই, আবার পাই না। যদি আমি আমাতে সন্ধান করতুম আর তুমি তোমাতে—তবে, কে জানে, নিজের মধ্যেকার হাজার মানুষ অতিক্রম করে, সেই চতুর্দ্দশ মনু অতিক্রম করে আমরা হয়ে উঠতেও পারতুম সর্বজ্ঞানী, পরমদ্রষ্টা আদিপিতা ব্রহ্মা এক-একজন! বুঝি আমাদের সিদ্ধিলাভ হত! কী সিদ্ধি? নর সিদ্ধি। নারী সিদ্ধি। তখন আমরা এ সংসারকে বদ্ধ জ্ঞান করতাম, বলতাম মায়া—বলতাম মিথ্যা! আর আমাদের দুঃখাদির নিমিও আমাদের কর্মদোষ—এমনই প্রজ্ঞার উন্মেষ আমাদের চেতনায় জন্মাত। তদ্বধি আমরা হয়ে উঠতাম এক-একজন পঞ্চদশ মনু। অথবা আদি ব্রহ্মা। এক-একজন আত্মজ্ঞানী মানুষ। আর আমরা আমাদের বহুত্ব উপলব্ধি করতাম। একের মধ্যে বহুতে আমাদের দৃষ্টি অবধারিত হত। আমরা আত্মার বিভাজন উপলব্ধি করতাম। তথাপি আমরা আত্মানুসন্ধানী নই। পরানুসন্ধান আমাদের ব্রত। আমরা অন্যকে অন্বেষণ করি। চতুর্দ্দশ মনুর পরবর্তী মনু আমরা, মনুষ্যগণ, চলো, আমরা আমাদের ধর্মমতে তা-ই করি। সে-ও এক কর্ম বটে। কর্মই ত্যাগ। কর্মই প্রাণ। কর্মই মোক্ষ। কর্মই পুণ্য। কর্মই আমাদের হে বিশাল আকাশ!

কর্ম বটে। কিন্তু কী কর্ম কার কাছে গুরুত্বপূর্ণ লাগে! তোমার যা গুরুত্বপূর্ণ, আমার তা না-ই লাগল এমন হয়। তোমার যা লাগল না, ওই কোণে ওই দিদিভাই—তার বুঝি লাগল গো! আর সে উদাস হয়ে গেল! আর সে খুঁজতে লাগল! খুঁজতেই লাগল! কী খুঁজল সে? কী কী কী?

স্থান উত্তর মধ্য কলকাতা। কাল নিষ্প্রয়োজন। একটি ছাত্রী-আবাস। কোনও এক সন্ধ্যায়, যখন বুঝি-বা কিছু জুঁই ফুটেছে, আশে পাশের গৃহস্থী থেকে ভেসে আসছে চায়ের গন্ধ, একটি দুটি করে আলো জ্বলে উঠছে ঘরে ঘরে, এক আবর্তন শেষ করে পৃথিবী যেন-বা কিছু স্তিমিত, ভোরের আদরের রেশ বুকের তলায় লেগে থাকবার মতো কিছু আলো তখনও আকাশে। ছাত্রী আবাসের তিনতলায় একফালি বারান্দা। যেখানে দাঁড়ালে দেখা যায় একটি নিচু অন্ধকার ছাপাখানার স্যাঁতসেঁতে উঠোন, বাড়ির পর বাড়ি, ছাতের পর ছাত, রং চটকে যাওয়া শ্যাওলা-পড়া দেওয়াল। এইসব বাড়ির পুরু কাঠের দরজা, দুর্ভেদ্য চওড়া দেওয়াল ও বিষাদগ্রস্ত অনুলেপ দেখলে মনে হয়, প্রাচীন ইতিহাস ভিতরকার স্যাঁতসেতে ঘরে বসে খড়খড়ির জানালা ফাঁক করে আধুনিকতা দেখছে।

এই ছাত্রী-আবাসও তেমনি, যার একফালি বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল একটি মেয়ে। গায়ের রং গোলাপমতো। মস্ত চোখে সন্ধ্যা ঘনতর। বিশাল খোঁপায় বীরভূমের

BanglaBook.org

গেরিমাটির ঘ্রাণ। সে দেখছিল। বাড়ির পর বাড়ি। ছাতের পর ছাত। ছাপাখানার করুণ বিষণ্ণ উঠোন। কিংবা সে দেখছিল না কিছুই। ভাবছিল। সে-ভাবনা তার দেশ-কাল সাপেক্ষে হতে পারে বা সমাজ-সাপেক্ষে। হতে পারে কোনও ব্যক্তিগত স্বপ্ন অথবা অর্থহীন মনে পড়া। যাই হোক না কেন, সে ভাবছিল। তখন, অন্য একজন, পা টিপে টিপে এসে দাঁড়াল পিছনে। ছোট চুল। ছোট গড়ন। বলা যেতে পারে বালক গড়ন। বালক ছাঁট। একটানে সে বীরভূমের তুমুল খোঁপা খুলে দিল। চমকে ফিরে তাকাল খোঁপাসুদ্ধু মাথাটি। কিন্তু হাসল না। উচ্ছ্বসিত হল না। বিষণ্ণ সে। বালক ছাঁদের মেয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। তার মুখ ঠেকে গেল বীরভূমের বুকে। শীর্ণ ইছামতী ঢুকে পড়ল ভরন্ত কোপাই নদীতে। এ দৃশ্য, নিষ্ক্রিয় নীরব অবলোকন করল চাঁদ। বারান্দার অন্য কোণে পরিচিত অবয়বে দাঁড়িয়েছিল সে। কখন চাঁদ উঠল? অন্যদের খেয়ালও ছিল না।

এই তিনজন, এদের নাম হতে পারে কলিকা, কামিনী, সৌদামিনী। হতে পারে মোক্ষদা, ক্ষণপ্রভা, মাধুরীলতা। কাল সাপেক্ষে নামগুলি বদলে যায়। যেমন বদলে যায় হৃদয়, ভাবনা, গৃহস্থী। যে-কালে মেয়েরা বালকের ন্যায় চুল ও উরু দৃশ্যমান। স্কার্ট। যে-কালে মেয়েরা, এই বাংলার, এই ভারতের মেয়েরা স্পষ্ট আঁটো জিনস ও পুরুষ বন্ধুত্বের কাঁধ জড়িয়ে ফেরা, সে-কালে এই তিনজনের নাম শ্রেয়সী, দেবরূপা আর শ্রুতি।

BanglaBook.org

ওলুকে খাইয়ে দিচ্ছিল শ্রুতি। ওলু দুলছিল যতিচিহ্নহীন। হাসছিল। মাঝে মাঝে হাতে তালি দিচ্ছিল। শ্রুতি একবার বাঁ হাতে ওর চুলগুলো ঘেঁটে দিল। এখনও শুকোয়নি সব চুল। ওপরেরগুলো শুকনো মতো, কিন্তু তলায় তলায় ভিজে আছে। শ্রুতির মনে হল, হৃদয়ের মতো। হৃদয়ের মতো বা মস্তিষ্কের। কেন না, শ্রুতি উপলব্ধি করে, হৃদয় আসলে চিন্তন যা মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ করে। মস্তিষ্ক ঘটায়। হৃদয়, চিন্তা পদ্ধতির দেবতা-প্রতীকের মতো। মূর্তির মতো। দেবতারা এরকমই, কে জেনেছিল! তবু বিশ্বাসে ইচ্ছে যায়। কল্পনাকে বিশ্বাসে নিতে ইচ্ছে যায়। তেমনই, হৃদয় এক বিশ্বাস। হৃদয় এক অস্তিত্ব। যার ছোট-বড় সম্ভব। সংকোচন-প্রসারণ সম্ভব। বৈচিত্র সম্ভব। এবং হৃদয়ের অস্তিত্ব বুকের তলায়। আসলে বুক, মানুষের বড় প্রিয় জায়গা।

ওলুর চুলগুলি এখন হৃদয়ের মতো। ওপরটা শুকনো, ভেতরটা ভিজে। শ্রুতি, এ কথা জানে না যে সম্ভাব্য সমস্ত হৃদয় এ ভাবেই, এই প্রক্রিয়াতেই, গাঢ় ও কোমল থাকে কি না। সে শুধু তারটুকু জানে। তার মধ্যে তীব্র ভালবাসা। আবেগে মিশেল। সে টের পায়, এই একটুখানি শহর, পরিচিত পথ ঘাট মাঠ পুকুর ও গ্রীষ্মে শুকিয়ে যাওয়া পুকুরের তলাকার ফাটাফাটা কাদামাটি, এই অপার আকাশ যা তাকে বিকশিত করে, আর ইস্কুলের প্রতিটি ব্ল্যাকবোর্ড ও দেওয়ালে আঁচড়, ঝরঝরে রোদ্দুরের টিফিন-ঘণ্টা সব সে ভালবাসে, সব। ভালবেসে ছুঁতে পারে। জেনে-শুনে ভালবাসে।

মানুষ কী ভালবাসে, কাকে, কোন মাটি, কোন জল, দিনের কোন সময়সীমা পার করা আলো, তা জানতেই তো কেটে যায় কতদিন। এমনকী উপলব্ধির কালে, হয়তো-বা মাটি থেকে বহু দূরে সে তখন, ভালবাসা জল থেকে, ভালবাসা সময়। কিন্তু শ্রুতি নয়। শ্রুতির তা নয়। সে ভালবেসে ছোঁয়। ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভালবাসে।

BanglaBook.org

এই গ্রাম্য শহর, এই বাড়ি, এই ঘর, মা-র না থাকা সংসারের কিছু কিছু দায় আর ওলু আর বাবা। সে ভালবাসে। ভালবাসা ভালবাসে। সে হৃদয়ে বড়ই ঋদ্ধ। তবু, শ্রুতি কারিগর। মুখ যদি হয় কোনও হৃদয়ের প্রতিফলক, তবে সেই মুখ শুকনো আবেগহীন দেখাতে শিখে গেছে সে। কিন্তু ভেতরটা টলটল করে। বড় বেশি টলটল করে। বাবার জন্য। ওলুর জন্য। মায়ের জন্য। হ্যাঁ, মা, মা, মায়ের জন্যও। মা নেই, তবু, মায়েরও জন্য।

এখন, এই মুহূর্তে মায়ের সন্তান তারও সন্তানবৎ। এখন, এই মুহূর্তে ওলুর আঁচড়ানো পরিপাটি চুলগুলো এলোমেলো করে দিল সে। আর সেইসব পাতলা লালচে চুল ওলুর কপালে ঝাঁপ দিল। ঝর্না হল। ঝরে গেল বুঝি। নির্মল হাসল ও। বলল—'হস্টেল। হস্টেল।' তালি দিল দু'বার। হস্টেল, হস্টেল। শুনছিল শ্রুতি। গলার মধ্যিখানে টনটন করছিল তার। এইরকমই ও। তার ভাই। ওলু। অলক। কীরকম করে যেন স্বাভাবিক নয় ও। স্বাভাবিক হল না। মা বলত—'ওলু, ওলু।' অলক হাসত। একটানা বলে যেত—'ব্যাটো-বলঅ, ব্যাটো-বলঅ' অথবা বলে যেত—'সুজি খাব। সুজি খাব। সুজি খাব।' যাই বলত ও একটানা বলত। এখনও তেমন। কোনও বাক্য পেলেই ও বেছে কথা নেয়। তারপর উচ্চারণ করে। একটানা। বারবার। আর দোলে। হাসে। কাঁদে না কখনও। মা বলত—'ওলু, ওলু।' ও বলত—'ওলু, ওলু, ওলু, ওলু।' প্রথম প্রথম মজা পেত তারা। বারবার বলিয়ে দিত, বারবার দুলিয়ে দিত। ভাবত ছেলেমানুষি। ভাবত প্রথম কথা বলতে শেখার অপার্থিব প্রকাশ। ক্রমে ভুল এসে ধরা দিল নিজস্ব ক্রূর সত্যে। যে-প্রকাশ অপার্থিব মনে করে বড় আনন্দে ছিল তারা তার মধ্যে পৃথিবী ঢুকে গেল। পৃথিবীর চাহিদামতো তারা অলককে পার্থিব উদ্ভাসে দেখতে চাইল তখন। অলক পাল্টাল না তবু। রয়ে গেল একই। একই। অবিকল। ও মানসিক প্রতিবন্ধী থাকল। ও মানসিক বিকাশের প্রতিবন্ধী, নিজের মানসে নিজের মস্তিষ্ক বিকল।

শ্রুতি ভাবে। শোনে আলোচনা। মানসিক বিকাশের অভাব। মানসিক বিকাশ কম। মনের বিকাশ নেই। কে? কার? মানসিক প্রতিবন্ধী কে? ওর ভাই। শ্রুতির ভাই। ওলু। অলক। শ্রুতি ভাবে। তোমাদের মনের বুঝি সম্পূর্ণ বিকাশ? অলক-অলক। অলককে চিনিস না? শ্রুতির ভাই। ইস, দ্যাখ কী কষ্ট লাগে! ওর ভাই না মানসিক প্রতিবন্ধী। জড়বুদ্ধি। জড়। ওর ভাই। ওলু। শ্রুতির দুই চোখে জল এসে যায়। কেন আসে? কেন? রাগে আসে। ক্ষোভে। তোমরা-তোমরা-তোমরা, সারা পৃথিবীর সুস্থ মানুষ, তোমরা, সুস্থ মানস, সম্পূর্ণ মানস, তবে এত স্বার্থ কেন! রক্ত কেন! ঈর্ষা-দ্বেষ কেন! কেন? ঈশ্বর! হে ঈশ্বর! ওলু তবে মানসিক প্রতিবন্ধী? ওলু ঈর্ষা জানে না।

ওলু তবে, নিটোল শরীরের মধ্যে একখানি অপরিপূর্ণ মন। জড়বুদ্ধি। শ্রুতি,

BanglaBook.org

চোখ বন্ধ করে। মনে মনে বুদ্ধিকে আকৃতি দেয়। এ বুদ্ধির প্রকৃতি কেমন? গতিশীল। এ বুদ্ধি চলছে, ফিরছে, থামছে না। থামে না কখনও। হয়তো-বা খুদে খুদে হাত-পায়ে চলে। ফেরে। এ বুদ্ধি চরৈবেতি চরৈবেতি ওগো! আর অন্য বুদ্ধিটা? অন্য কার বুদ্ধিটা? ওলুর, ওলুর। ওলুর বুদ্ধিটা? প্রস্তরখণ্ড। পিরামিড আকৃতি। স্থবির। সমস্ত জাগ্রতকে বিদায়, প্রাণকে বিদায়, সচলকে বিদায়, নিষ্প্রাণকে করে আলিঙ্গন। পিরামিড। শ্রুতির দর্শনমতো জড়বুদ্ধির আকার পিরামিড। ওলু, অলক, ওই পিরামিড বুদ্ধি নিয়ে আছে। বেঁচে আছে। সব করে, আবার করেও না সে। সব পারে, আবার পারেও না সে। ও না থাকলেও কারও কোনও ক্ষতি ছিল না বলে ও যেন সমস্ত পারা না পারার মধ্যে থেকে নিজের অস্তিত্বকে অনিবার্য করে। শ্রুতি এক পুতুলখেলাবৎ ভাইয়ের অস্তিত্ব নিয়েছিল কারণ তার পুতুলখেলার বয়সেই ভাইয়ের আগমন। এখন ভাই সম্পর্কে সে স্নেহপূর্ণা এবং দায়িত্ববোধে সমাসীন। কিন্তু সে এক ভগিনী কেবল। অগ্রজা। জননী জন্মদায়িনী যে, তাঁর সঙ্গে তার দৃষ্টি অপসারী হয়। শ্রুতি-অলকের জননী, এই পিরামিডবুদ্ধির সন্তানকে নিয়েছিলেন পাপ কিংবা অভিশাপ। কী পাপ? শ্রুতি জানেনি তা। সে শুধু দেখেছে, পাপ সম্পর্কে মায়ের বিশ্বাস কী গভীর ছিল। কত নিশ্চিত ছিল। মা নেই। পাপ নেই। অভিশাপ নেই। মায়ের চিতার সঙ্গে জ্বলে-পুড়ে যাওয়া পাপ নেই পৃথিবীতে। ওলু আছে। মানসিক প্রতিবন্ধী অলক। অলকের মানসিক প্রতিবন্ধকতা কী? মানুষের পাপবোধ যত স্পষ্ট, পাপের অস্তি তত স্পষ্ট নয়। কল্পিত অস্তি পাপ, অদৃশ্য অস্তি। এই বুঝি এক কর্ম যার কর্ম স্পষ্ট নয়, স্পষ্ট ফলাফল। কোন কর্মের ফলাফলে পাপ? জানে না গো, জানে না। অজ্ঞাতে করেছে কোনও পাপকর্ম বুঝি। ফলাফলে বিষ বহে যায়।

শ্রুতি পূর্বে ও পশ্চিমে দেখে। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে তাকায়। দেখে নেয় উত্তরের দক্ষিণের হাওয়ার চলাচল। তার দৃষ্টিতে আটকে থাকে সমস্ত মানসিক বন্ধকতা। প্রতিবন্ধকতা। তার মনে হয়, প্রত্যেকটি মানুষ একটি পর্বের পর মানসিক প্রতিবন্ধী। মানবিক বিকাশের সম্ভাবনা অসীম। তবে বিকাশ ব্যাহত হয় কেন? কেন থামে? আটকে যায় কোনও এক উদ্ধত ক্ষোভে বা সুচারু গবান্ধ ক্রিয়ায়। মানসিক প্রতিবন্ধী সব। কেন নয়? সমস্ত সংবেদনশীলতার মৃত্যু হলে পর শুধু স্বার্থ নিয়ে বেঁচে থাকার অন্ধকার কী? প্রতিবন্ধকতা নয়? মানসিক বিকাশের মধ্যিখানে অলঙ্ঘ্য গিরি-পর্বত নয়? তবে ওলু একা কেন? কেন ও এমনই চিহ্নিত হয়? মানসিক প্রতিবন্ধী, জানিস? জড়বুদ্ধি। আহা! কী কষ্ট যে লাগে! মা ওর দুঃখে কেঁদে কেঁদে মরে গেল। কী কষ্ট যে লাগে! কেন লাগে? কীসের কষ্ট? কী কষ্ট? শ্রুতি নৈঃশব্দে চিৎকার করে। তার গলার শিরা ফুলে যায়। চোখ ঠিকরে আসে। বলে সে, বলে যায়—আমরা তোমাদের কষ্ট চাই না। সহানুভূতি চাই না। জানো

BanglaBook.org

না, তোমরা জানো না, আমাদের বুদ্ধির জমাট আকার শৈশব পেরুলেই স্থির?

ওলু। ওলু। অলক। ও বলছে—'হস্টেল। হস্টেল।' শ্রুতি ওর মুখে মাছ পুরে দিল। বলল—'হুঁ। খুব হস্টেল শিখেছ। আমি যে থাকব না কতদিন, আর তুমি আমাকে দেখতে পারবে না রোজ, আর তোমার সমস্ত জেদ আর বায়নাক্কা সামলাবার থাকবে না কেউ, তখন কী করবে তুমি একা একা?'

ওলু বলছে—'একা-একা। একা-একা। একা-একা।' দুলছে অলক। হাততালি দিচ্ছে আর বলছে, একা-একা। শ্রুতির চোখে জল আসছে। এই শব্দটাই পছন্দ হল ওর? একা? একা-একা?

একবার ভেবেছিল যাবে না কলকাতায়। বলেছিল বাবাকেও। বাবা ক্লান্ত দু'চোখ তুলে নীরবে তাকিয়েছিলেন। তাঁর চোখের তলায় চামড়া কুঁচকে বার্ধক্য। তাঁর চোখের কোণ থেকে অভিসারী রশ্মির মতো টানা টানা দাগ। তাঁর গালে কাঁচা-পাকা দাড়ি। দৃষ্টিতে নৈরাশ্যের হালকা আস্তর। তাঁর হাতে শিরাগুলি দৃশ্যমান। পেশি শুকনো এবং অতীত যৌবনের হাড়ে লম্বমান। নখে ক্ষয়ের কালচে ছোপ আর গোড়ালিতে যত্নহীনতার গভীর ফাটল। গায়ে তাঁর বিত্তহীন ছিদ্রপর গেঞ্জি। গেঞ্জিতে টিউকলের হলুদ হলুদ বিষাদের দাগ। শ্রুতির নিবেদনে তিনি জিজ্ঞাসায় স্থির। কিন্তু সর্বমোট মৃত মানুষের অভিব্যক্তি। মৃত্যুর আগে যেন প্রশ্ন ছিল—'কেন সু? যাবি না বলছিস কেন?' শ্রুতি বাবার কাঁচা-পাকা চুলে হাত রেখেছিল। দেখেছিল, এখন পাকাই বেশিরভাগ। মা চলে গেলে পর খুব তাড়াতাড়ি বাবার চুলগুলি পেকে গেল। তিনি, অতি দ্রুত, কোনও দুঃখময় সেতু টপকে বলিষ্ঠ ও উজ্জ্বল থেকে নিষ্প্রভ হয়ে গেলেন।

দুঃখ মানুষকে বৃদ্ধ করে দেয়। দুঃখ মানুষের প্রাণ নিংড়ে পৌঁছে দেয় জড়তার গহ্বরে। অথচ এ এক আত্মপ্রতারণা যে দুঃখ এলে, দুঃখের সে দীর্ঘ-দীর্ঘকাল, মানুষ সান্ত্বনা ডাকে—দুঃখ নয় সমগ্র জীবন। দুঃখ যেন সুখের সম্ভাবনা এক। অথচ দুঃখ যে শুষে নেয় পরমায়ু, ক্ষয় করে, হরে নেয় অমূল্য মহিমা সময়, তার কোনও কথা নেই? নেই হিসেব নিকেশ খতিয়ান বিবেচনা? শুধু সান্ত্বনা। আত্মপ্রতারণা। উপলব্ধি ও সত্যবোধ জড়বৎ করে দিতে চাওয়া এক ষড়যন্ত্র যেন। জড়তা। শ্রুতির চারপাশে যেন-বা জড়জগৎ। মা, জড়বুদ্ধি সন্তান দেখতে দেখতে হয়ে গেলেন জড়বৎ জীবনবিমুখ। বাবা জড়বৎ নন। তবু যেন জীবনবিমুখ। ইচ্ছে বা অনিচ্ছে নেই। শুধু বেঁচে থাকা। স্রোতে ভাসাইলাম ডিঙ্গা। জলে ভাসাইলাম। জীবন ভাসিল জলে, বন্ধু রে, ইচ্ছা ভাসাইলাম।... ... শ্রুতির মা মারা গেছেন। বাবা যন্ত্রবৎ। দুইয়ে তফাত অল্পই। একজন জড়বুদ্ধি মানুষ ডেকে এনেছে অবিশ্রাম নিশ্ছিদ্র জড়তা। হায়, জড়তার এ কী শক্তি স্তব্ধ করে প্রাণস্রোত গোটা পরিবারে!

যদিও, এ বিষয়ে শ্রুতি একদিকে, অন্যদিকে পৃথিবী। শ্রুতি, বিশ্বাস করে,

BanglaBook.org

ভাইটা জড়বুদ্ধি নয়। ওর বোধ শুধু কাটা-কাটা, ছেঁড়া-ছেঁড়া। যেন-বা দীর্ঘ তরঙ্গে ছেদ পড়ছে অকারণ পাথুরে আঘাতে। সংবাহিত হতে থাকা রক্তে যেমন হঠাৎ ওঠে বিপরীত ঢেউ। গতি থমকে যায়। আর যদিও অলক, শ্রুতি ভাবে, যদিও অলক জড়বুদ্ধি হয় তো পৃথিবীর অন্য সবাই, এমনকী শ্রুতি, এমনকী বাবা—প্রত্যেকে জড়বুদ্ধি।

—'তা হলে শ্রুতি, প্রত্যেকেই জড়বুদ্ধি যদি, তুমি ছেড়ে যেতে চাও না কেন বাবাকে, ভাইকে? প্রত্যেক জড়বুদ্ধি তা হলে পরস্পর শামিল? একে অপরের সহায়? প্রত্যেকেই জড়বুদ্ধি সত্ত্বেও নিজের দায়িত্ব নিতে পারে যখন, কেন পারবে না অলক? ওলু?'

এ সব প্রশ্ন নিজে করে শ্রুতি। নিজেই নিজেকে করে। সে সহজ সরল জানে, অলকের নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই। ওর কোনও প্রয়োজনই নেই। ওকে যদি খেতে দেওয়া না হয় সারাদিন, হাসবে ও, দুলবে, হাততালি দেবে। বলবে—'সন্ধ্যা যায়, সন্ধ্যা যায়।' বলবে—'ও আরতি ঘণ্টা দে বাতি দে। ও আরতি ঘণ্টা দে বাতি দে।' কী যে বলবে তার ঠিক থাকবে না মোটে। কিন্তু খেতে চাইবে না। বলবে না খিদে। বলবে না ঘুম। প্রাকৃতিক কৃত্য সমাধা করবে যেখানে-সেখানে। চালকের অভাবে ও হয়ে যাবে এক দিশাহীন শিমুল বীজ। উঠবে উড়বে পড়ে যাবে। ঠোক্কর খাবে যেখানে সেখানে।

তবু সত্যের সঙ্গে সত্যের বিরোধ ঘটিয়ে দেয় শ্রুতি। এক সত্যকে অস্বীকার করতে সে নিজের মতো অন্য সত্য রচনা করে। এ তার চরিত্রগত। এ তার মধ্যেকার নিজস্ব ধারা যা সম্পর্কে সে অবহিত নয়। যদি সাধারণে বলে—'লোকটা চরিত্রহীন। খারাপ পাড়ায় যায়। মদ্যপান করে।' সে তৎক্ষণাৎ এমন ভাববে—'কেন? এমন কেন? চরিত্রবান হওয়ার শর্ত তা হলে খারাপ পাড়ায় না যাওয়া ও মদ্যপান না করা? তা হলে, ধরা যাক, যে ছেলে মাকে দিবারাত্র প্রহার করে ও খেতে দেয় না, সে পত্নীতে ছাড়া গমন করে না, মদ্য স্পর্শ করে না ভুলেও, সে তবে চরিত্রবান?' বাইরের অপ্রিয় সত্যকে ভেতরের প্রিয় সত্য দিয়ে অস্বীকার করতে চায় সে। কিন্তু চায়ই মাত্র। এ এক এমন প্রয়াস যা প্রয়াসেই সীমাবদ্ধ। বাস্তবে নেই কোনও দিন। এই সব সত্য, এই বোধ, শ্রুতির একার। বিবাস্তবতার মধ্যে, শ্রুতির আসলে, দুঃখের পরিসীমা নেই। ঠুকরে ঠুকরে দুঃখগুলি তাকে করে দিচ্ছে আনন্দরহিত। সে বাবাকে বলছে—'আমি যাব না।'

—কেন?

—না হয় নাই গেলাম।

—কেন? পড়বি না? পড়তে চাস না আর?

—চাই তো। কিন্তু এখান থেকেই পড়ি না!

BanglaBook.org

—কীভাবে? সু, তুই জানিস এখান থেকে চৈতন্যপুর কলেজ দু'আড়াই ঘণ্টা যেতে। কখন পড়বি, কখন ফিরবি, কখন কলেজ করবি, তা হলে তো তুই কলকাতার কলেজেই ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করে পড়তে পারিস। কিন্তু ভেবে দেখ, তা কি সম্ভব? শীত আছে। গ্রীষ্ম-বর্ষা আছে। তোর পড়া আছে। কখন হবে এ সব? অবাস্তব ভাবনা প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়।

—তোমরা একা হয়ে যাবে বাবা। অসহায় হয়ে যাবে।

—আমাদের আগলানোর জন্যই যদি তোর থেকে যাওয়া তবে চৈতন্যপুর গিয়েও তা সম্ভব নয়। এ দিক ও দিক দুই কেন ডোবাবি সু?

—তোমাদের ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না বাবা।

—সু, আমি তো সুস্থ আছি এখনও। কিন্তু চিরকাল থাকব না। তখন? তুই যদি না পড়িস ঠিকমতো, না যদি দাঁড়াস, তারপর? ওলুর কী হবে? তোর? শোন সু। আমি ছুটি চাই রে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। তুই যা। পড় ভাল করে। খুব দরকার। তোর যাওয়া খুব দরকার। আমাদের সবারই জন্য।

টের পেয়েছিল শ্রুতি। বাবার ক্লান্তি টের পেয়েছিল। তার ওপর বাবার নির্ভরতা টের পেয়েছিল। দূরের যেখানে আকাশ আর মাটির মিশে যাওয়া সেখানে চোখ রেখে শ্রুতি ক্রমশ হয়ে উঠছিল প্রয়োজনীয় ভবিষ্যৎ যা ওলুকে ঘিরে থাকবে, শ্রুতিকে বাঁচাবে, বাবাকে ছুটি দেবে। কিন্তু জীবনকে বিদ্ধ করে আরও তির, আরও বহু তির, জীবনকে বিচ্যুত করে। মারে। নিটোল কণ্ঠ থেকে উঠে আসে ভলক ভলক হঠাৎ রক্তস্রোত। শ্রুতি জানত না। জানেনি তখনও। পুকুরের পাড়ে একটি গম্ভীর হাঁস দাঁড়িয়ে আছে দেখে আনন্দ তার। যেন সে দার্শনিক হাঁস। জলে নামবে কি নামবে না, জল প্রিয় নাকি ডানা, এমনই ভাবনায় সে স্থির। তাদের একটুকু শ্যাওলা-পরা উঠোনে ভুঁই-চাঁপার কলি ধরেছে। এক দুপুরে একটি দাঁড়াশ সাপ তার পাশ দিয়ে ঘুরে-ফিরে গেল। আনন্দ তার। কেন না তার বোধ হল, সাপেদের ফুলবোধ আছে। তার দুঃখগুলি স্পষ্ট ছিল। প্রতিবাদগুলি। আনন্দও স্পষ্ট ছিল। শ্রুতি জানত না। জানেনি তখনও। স্পষ্টতার পর অতর্কিত অন্ধকার আসে।

BanglaBook.org

কেন আবাসিক, বা, আবাসিক কী? আবাসিক কারণ প্রবাসে এ এক ভূমিহীনের গৃহহীনের অবস্থা। আবাসিক কারণ এখানে যারা এল, তারা এই উদ্দেশ্যে এল যে কিছু জ্ঞান তারা লাভ করবে, কিছু শিক্ষা উপার্জন করবে। সেই জ্ঞান এবং শিক্ষা তারা লাভ করবে, প্রয়োগ করবে জীবনে বা আদৌ প্রয়োগ করবে না। এই আবাসিক একটি ছবিমাত্র। এক টুকরো ছবি, যা, গভীর চিন্তার জন্ম দেয়। মনে করো সেইসব সময় যখন এই আবাসিক প্রয়োজন ছিল না। যখন, মেয়ে জন্মাত, আম-কুসি খেতে শিখবার আগেই কাঁসার থালায় বসে পড়ত, ঘুরত সাতপাক, এবং দিন এগোল, থালায় বিয়ে রইল না, তবে, আটে-নয়ে বিদায়। এগারোয় মানসিক পরিণতি এল কি এল না, তেরোয় মাতৃত্ব। তখন শুধু উৎপন্ন আর উৎপাদন।

নারী মনুষ্য নয়। নারী এক গাভীর ন্যায় জাতি, যার সঙ্গে সম্পর্কিত, শুধুমাত্র, উৎপাদন বৎস ও দুগ্ধ। আহা! মহিমা ছিল সেইসব নারীজন্মে! ক্রমে মহিমা শুকিয়ে এখন আবাসিক। মহিমা শুকিয়ে এখন ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকা তিনটি নারীপথযাত্রী মেয়ের। কেন-না, ওইসব উৎপাদনকারীরা লিপি ছুঁলো গোপনে আর আবাসিকের ভিত্তি রচিত হল। দরজা বন্ধ করে তারা সব সহৃদয় স্বামীদের কাছে বর্ণের পাঠ নিল, গোটা গোটা মুক্তাক্ষরে লিখতে শিখল চিঠি, তাদের মনের তলায় গাঢ় অন্ধকারে আলো পড়ল আর তাদের শাশুড়িরা জানতে পেলে ভয়ানক পাপের উদ্ভাসে পুত্রবধূদের অভিশপ্ত করল, চুল টেনে প্রহার করল, প্রজ্ঞা যেহেতু স্পর্শ করেনি তাদের, তারা প্রাজ্ঞ হয়েছে কেবল এবং পাপের কল্পনায় মশগুল। আর বর্ণ পরিচয় ও অপরিচয়ে এই সংঘর্ষ আবাসিকের ইট রচনা করেছে।

এমন একজন মহিলার কথা জানা যায় যিনি নয় বছর বয়সে বধূ হলেন, তেরোয় প্রথম মা। তার স্বামী মধ্যরাত্রে ঘরের দরজা বন্ধ করে বর্ণের পরিচয় করিয়ে দিলেন স্ত্রীর সঙ্গে, বর্ণের পরিচয়, একটি নতুন ও চমৎকার পৃথিবীর দরজা। বর্ণের

BanglaBook.org

পরিচয়—এক অপূর্ব দিগন্ত, অনেকটা প্রথম যৌনস্বাদের মতো। পাওয়ার আগে জীবন ও অস্তিত্ব একরকম, পাওয়ার পরে সম্পূর্ণ আলাদা। যেন-বা দুই জন্ম-মৃত্যু যা মানুষ একই জীবনে লাভ করল একাধিকবার।

তো, সেই নারী লিখতে শিখল। পড়তে শিখল। সে যখন পুকুরে গেল গা ধুতে তখন জল ছুঁয়ে মনে মনে উচ্চারণ করল জল। জ—ল জল। সে দেখল পাতা। উচ্চারণ করল পা—তা, মাটি, গান, আকাশ, সূর্য কোনও কিছু সে উচ্চারণ থেকে বাদ রাখল না। উচ্চারণ করল আর সমস্তটুকুর রূপ রস বর্ণ গন্ধ চিনল নতুন করে, স্বাদ পেল নতুন করে, তার সন্তানদের প্রত্যেককে সে প্রথম বর্ণ চেনাবে এই আনন্দে ও প্রত্যাশায় তার ভেতরে মেঘনা নদী বয়।

চারটি সন্তানের জন্ম দিল সে। আর স্বামী তার, মাঝে মাঝে যেমন প্রবাসে যেত তেমনি গেল একবার। আর ফিরল না। তৎকালীন, সহজলভ্য কোনও কাল-রোগ তার জীবন হরণ করল। সেই নারী বৈধব্যে করুণ। চারটি অসহায় সন্তান নিয়ে বিপন্ন ও অন্যের দয়ার মুখাপেক্ষী। সেই নারীর শোকের কোনও সীমা-পরিসীমা নেই, নেই সান্ত্বনা বা ভবিষ্যতের কোনও উদ্যানবাটির সম্ভাবনা যা তার বেঁচে থাকাকে কিছু-বা আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে। নেই, তেমন কিছুই নেই, কিন্তু বাঁচতে হবেই, বাঁচতেই হয় যদি ছোট ছোট চারটি সন্তান থাকে, আর তাদের বেড়ে ওঠা বিপন্ন হয়।

এ কাহিনী আলাদা নয়। ব্যতিক্রম নয়। কেন-না, স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী ও সন্তানের জীবন অদ্যাবধি বিপন্ন। কিন্তু এই কাহিনীই ছাত্রী-আবাস নির্মাণের ভিত্তি রচনা করে। বর্ণপরিচয়ের দায়ভাগিনী সেই মেয়েটিকে, বা তখন স্ত্রী ও জননী হয়ে যাওয়ায় সেই নারীটিকে স্বামীর মৃত্যুর কারণ হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল এই মর্মে যে তার প্রত্যেক অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর আয়ু ক্ষয়িষ্ণু হতে থেকেছে। তার প্রত্যেক শব্দ নির্মাণ ও বাক্যগঠন স্বামীকে অসুস্থ করেছে, এবং শেষ পর্যন্ত এ কথা প্রকাশিত হয়ে পড়ে যে এ যাবৎকালের মধ্যে এই প্রথম সে প্রবাসী স্বামীকে পত্র দিয়েছিল। তা হলে স্বামীকে লেখা এই তার প্রথম ও শেষ পত্র দাঁড়ায়।

হে প্রাণনাথ,

ইহা কহিয়া সম্বোধন করিলাম। আপনার চরণে শতকোটি প্রণাম নিবেদন করি। আমাকে বর্ণপরিচয় করাইলে আপনি আশা প্রকাশ করিয়াছেন আপনার প্রবাসকালে পত্র লিখিব। সেই, সুদূরযাত্রী পত্র, যাহা কোন পারাবত ওষ্ঠে ধরিয়া আপনার নিকট পহুঁছিবে জানি না, আপনি তাহা হস্তে ধারণ করিয়া প্রবাসের দুঃখ ভুলিবেন, বক্ষে চাপিয়া প্রবাসকে গৃহবৎ করিবেন। সন্ধ্যায় নবোদিত চন্দ্র যেরূপ আলোক এবং স্নিগ্ধতা বর্ষণ করে, সেইরূপ, আমা লিখিত পত্র আপনার শান্তিকল্যাণ হইবে।

BanglaBook.org

আপনি সুস্বপ্নে নিমজ্জিত থাকুন আর আপনার পদপ্রান্তে স্থানপ্রাপ্তা আমি সৌভাগ্যশালিনী আমার শাঁখা-সিন্দুর-আলতা অক্ষয় হউক। এই পত্র আপনার হস্ত-স্পর্শ পাইবে সে কত না সুখী আর আমি পত্র লিখিতেছি আর স্বয়ং পত্র হইতে ইচ্ছা করি। পত্র মাধ্যমে সন্তানের মস্তক আঘ্রাণ করিবেন। আর কী কহিব আপনার কথা সকলি আমার বক্ষোপরি খোদা আছে। প্রকাশ করিতে সঙ্কোচি। আমি নারী প্রকাশ আমাতে শোভে না গোপনেই আমার সুখ। আপনি আমার দেবতা অন্তর্যামী আপনি বুঝিবেন। অদ্য আপনার স্বপ্ন সফল করিলাম। আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করিলাম। আপনার পরিশ্রম কি আজি সার্থক হইল? নারীজন্ম দিয়া বিধাতা আপনার সেবায় আমাকে নিযুক্ত করিলেন। পত্র দ্বারা আপনার কিছু সেবা হইল কি না। আপনি কহিয়া থাকেন, শিক্ষায় নারীর সম্পূর্ণ অধিকার, নহিলে সমাজ অভিসম্পাতগ্রস্ত থাকে। আপনার সকল কথা বোধগম্য সম্ভবে না। তথাপি মনে রাখি। অদ্য আপনাকে সম্পূর্ণ পত্র লিখিলাম। যে পুস্তকগুলি অবশ্যপাঠ্য চিহ্নিত করিয়াছিলেন সেগুলির পাঠ সমাধা করিয়াছি। আপনার পুত্রেরা নিদ্রিত হইলে প্রত্যহ পাঠ করি। আপনি যে একখানি সহজ আংরেজি পুস্তক রাখিয়া গিয়াছিলেন উহা পড়িতেছি। খুব যে বুঝিতে পারি তাহা নহে। অপেক্ষায় আছি আপনার চরণতলে বসিয়া শিখিয়া লইব এবং দ্রুত বুঝিতে হইবেক উহাদের আপনার পুত্রগণকেও শীঘ্র পাঠ দিতে হইবেক ইহার কারণ। আপনি কয় পর্যন্ত আসিবেন পথ চাহিয়া থাকি। আপনি না থাকিবার কালে এ গৃহ অন্ধকার, এ গৃহ কারাগার বোধ হয়।

আপনার সন্তানসকল সুস্থ আছে। সুরো কহিতেছিল, মা, বাবা কবে পর্যন্ত আসিবেন? তিনি আমার পুস্তকগুলি আনিবেন কি? অঙ্গেতে নূতনের ঘ্রাণ লাগিয়া থাকিবে কি? উহাদের সহস্র প্রশ্ন। কহিলাম, হাঁ, আনিবেন খেলা আনিবেন পুস্তক জামা আর কত কী।

আপনার পদতলে পুনর্বার আমার ভক্তিনম্র শতকোটি প্রণাম। আপনার আজীবন সেবাদাসী

ইতি

প্রণতা বড়বৌ

পত্রদ্বারা ত্রুটি সারাজীবনের জন্য ঘটে যেতে পারে এই উপলব্ধি জনগণের তখন হয়, এ-ও এক প্রস্তর এই ছাত্রী-আবাসের গঠনের জন্য, কেন-না স্বামীর আয়ুক্ষয়ের জন্য দায়ী সমস্ত কিছুর পাশাপাশি আরও এবং শেষতম কারণ এই পত্র যা ওই নারীর সোহাগ-সিন্দুর হরণ করেছে। আবাহন করেছে যমকে যিনি আচমকা পাপের আবরণে আবৃত নারীর স্বামীর আয়ু ভস্ম করেছেন। দেহভস্ম ছাইভস্ম

BanglaBook.org

পোড়াকপালে এঁকে দিয়ে গেছে চিরকালের দাগ। সে-দাগ বৈধব্যের দুর্ভাগ্যের। এবং নারী, চিরকাল তার দুর্ভাগ্য ডাকে নিজেই, এভাবেই, কোনও না কোনও অনিয়মে, কোনও না কোনও লক্ষণে। যার সঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ ছিল সমস্ত সৌভাগ্য ও সত্য। সমস্ত সুকল্যাণ ও আয়ু। আয়ু। পরমকাম্য আয়ু!

এই পৃথিবীতে আছে আমেরিকা নামে একটি ক্ষমতাবান দেশ যারা প্রত্যহ তাদের শিক্ষা, সৈন্য ও উদার সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা করে থাকে। তারা আশা পোষণ করে এবং এই ঔদ্ধত্য করে যে সারা পৃথিবীর সমস্ত বিষয়ের, যেমন চিন্তন, যেমন শান্তিপ্রক্রিয়া, যেমন যুদ্ধের সিদ্ধান্ত, যেমন কোনও দুটি দেশের পরিসীমা নির্ণয়, যেমন কোনও ভেষজ উদ্ভিদের আদি প্রকাশ কোন মাটিতে ইত্যাদি-ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে তারা সর্বশেষ মতামত প্রতিষ্ঠা করার অধিকারী। এ হেন একটি চমৎকার এবং উর্বর ভূ-খণ্ডের মানুষেরাও ঊনবিংশ শতকে অতি শিক্ষিত নারীকুলের স্বাধীন চিন্তার বিরোধী ছিল। তুলনামূলকভাবে এই বিষয়গুলি এক। অগ্রগণ্য ইউরোপ-আমেরিকায় কল্পিত শয়তানের মাথায় দু'খানি শিং-এর অস্তিত্ব এবং লক্ষ করলে তাব শ্বদন্তও কিছু পাশবিক নজরে আসে। আমাদের অসুর অস্তিত্বের সঙ্গে দৈত্য-কল্পনার সঙ্গে শয়তানের সাদৃশ্য আছে বৈকি!

যদি অক্ষর পরিচয় না হত তার তবে স্বামী মারা যেত না। যদি সে আত্মজ্ঞানে সমৃদ্ধ না হত আর সন্তানকে বর্ণের সন্ধান না দিত তবে তার সন্তানেরা পিতৃহারা হত না। যদি সে পত্র না দিত তবে তার মতো সৌভাগ্যশালিনী কে! নারী তুমি, যত দিন প্রচলনে আছ, ভেসে যাচ্ছ নিষ্ক্রিয় শৈবাল যথা, এমনকী নদীতে প্রোথিত শিলায় বসবাসের সাহস করছ না, ততদিন কল্যাণী তুমি, নন্দিতা তুমি, তোমাতে জীবনের সোনার পাল্কি বাহিত। তোমার এতটুকু লব্ধবোধ নাড়িয়ে দেয় ভূমি এবং অন্যদের অকল্যাণ ডাকে এবং তোমাকে করে অভিশপ্ত। হ্যাঁ, সে-নারীও হল অভিশপ্ত। তার শাঁখা গুঁড়িয়ে দেওয়া হল! তখন নির্দয় প্রক্রিয়ার কারণে তার হাতে ভগ্ন শঙ্খের টুকরো গেঁথে হল রক্তপাত। তার কিছু শাস্তি হল ভেবে কেউ-বা আমোদ ও আরাম বোধ করল। তার মাথা চেপে ধরা হল আভূমি আর চুলগুলি, আহা, মেঘবর্ণ, আজানুলম্বিত ঘন চুলগুলি, কেটে ফেলা হল অযত্নে, নির্দয়তায়। তার সিঁদুর মুছে কপাল সাদা। তার গহনাগুলি কেড়ে কুক্ষিগত করল কোনও বয়স্থা কর্তৃত্বের নারী। হয়তো সধবা শাশুড়ি কিংবা বড় জা। তার আর সুন্দর হওয়ার উপায় রইল না। এত তিরস্কারের পর, এত হাবানোর পর, রিক্ততার পূর্ণ উপলব্ধির পর তার আর সুন্দর হওয়ার কোনও ইচ্ছে রইল না। তার মনের কোনায় কোথাও আর সোনা নেই। সে নিরলঙ্কার। নিরাভরণ। সিঁদুর না। শাঁখা না। তার কত সাধের এয়োতি শূন্য। নাই নাই। কিছু নাই। তার পুস্তকগুলিও নাই কারণ সেগুলি পোড়ানো হয়।

BanglaBook.org

পঠনের অভিশাপে সে বঞ্চিত এক। তার স্বাস্থ্য গেল, যে-স্বাস্থ্য স্বামীর সুখ ছিল। তার রঙ ও উজ্জ্বলতা গেল, হ্যাঁ, সে ছিল দুধে-আলতায়, সে-সব সাদা থানকাপড়ে ঢাকা পড়ল। যেন চিরকালের জন্য কুয়াশায় ঢাকা পড়ল অসামান্য অরুণোদয়। তার বাঁচবার ইচ্ছে গেল। কেউ ভালবাসল না তাকে। সহানুভূতি দেখাল না কেউ। তবু সে, নিরুপায়, বেঁচে রইল সন্তানগুলির জন্য। আর তার সমস্ত দুর্যোগের কারণ ওই পঠন-পাঠন সে ত্যাগ করল না কারণ সে বিশ্বাস করল পুস্তক হতে পারে দুর্ভাগ্যবাহী। সে ত্যাগ করল না মাঝরাতে রেড়ির তেলের বাতি জ্বেলে বই পড়া। সন্তানদের পড়ানো। সন্তানদেরই পাঠ্য বই সে পাঠ করল বারংবার। বড় ছেলে ইস্কুলের পাঠাগার থেকে বই এনে দিল। নিজে যা পাঠ করে আহরণ করতে পারে না, তেমন বই-ও, মায়ের জন্য। বই আনার বিষয়ে সে সন্তানকে উৎসাহিতই করত কেন-না, পাঠে কোনও পাপ নেই। কেন-না তার স্বামী তাকে পাপের সঙ্গে সম্বন্ধ করে দিতে পারেন না। হায়, সে-নারী সেই মানুষ ও মানুষ হয়ে ওঠা নারী, সে জানে না, মনে আনেনি, বিদ্যা স্বয়ং পুণ্য পুরুষদের তরে। নারীর জন্য পাপ। বিদ্যা সৌভাগ্য বহন করে পুরুষদের কপাল লিপিকায়। নারীর জন্য তা বৈধব্য। নারীর জন্য অন্যায়। নারীর জন্য অপরাধ। এমনকী এ কালেও অন্যতর এ সংস্কার।

সেই নারী, এমন সব নারী, তোমরা জেনো, এই ছাত্রী-আবাসের প্রস্তরসমূহ। এদের সমস্ত সহ্যবজ্র অস্থিগুলি দিয়ে গড়ে উঠেছে এমন আবাস। সেই গোপন ও নির্যাতিত পঠন থেকে ধীরে ধীরে কোনও একদিন সমস্ত পিতা গ্রাম থেকে নগরের অভিমুখে পাড়ি দিল সন্তানের হাত ধরে উচ্চশিক্ষা স্বপ্ন বুকে করে। সে-সন্তান শুধুই পুত্র রইল না। কন্যা হল। কন্যাদের হাত ধরে পিতারা এল আবাসের দরজায়। নিয়মে কানুনে ঠাসা ছাত্রী-আবাস। অনুশাসনের কড়া পাকে বাঁধা, তবু, সেইসব নারীদের থেকে বড় ও সহজ এই প্রক্রিয়া।

কে ছিল প্রথম আবাসিক? কোনও গবেষণাগ্রন্থ তার সন্ধান দিতে পারে। কিন্তু মনে জেনো, আর কেউ নয়, প্রথম আবাসিক ওইসব অভিযুক্ত তাড়, ওইসব নিঃস্ব নারীগুলি, ওইসব প্রাচীন অর্থহীন সংস্কার ও ভীতি টপকানোর অসীম ক্ষমতাশালী নারী, রেড়ির তেলের বাতির তলায় যাদের জ্ঞানার্জন বৈধব্যে পাঠের মূল্য দেওয়া। দেখো দেখো দেখো, ওই তারা নক্ষত্র কণায়। ওই তারা বায়ুতে ধাবিত। ওই তারা পথের কিনারে শুয়ে আছে একা অদৃশ্যজালে তৃপ্ত দ্বিধাহীন। ওই তারা সমস্ত বইয়ের ভাঁজে রেখে দেওয়া পদ্মের শুকনো পাপড়ির মতো কষ্টের নিষ্প্রভ চোখ মেলে দিল। তবু প্রাণ বয়ে যায়। চোখে জ্যোতি ফুটছে না। তবু প্রাণ। দৃষ্টিতে ঘৃণার অন্ধকার ছায়া ফেলে দিল। তবু প্রাণ। ভালবাসল না কেউ। কঠোর পৃথিবী দিল না এতটুকু মায়াময় কোল। তবু প্রাণ। পাঠ ভালবাসা। পড়া পড়া। পড়া সমুদ্র।

BanglaBook.org

পড়া সাগর। পড়া কী আশ্চর্য আত্মআবিষ্কার! সমস্ত ঘৃণা ও অভিযোগ প্রতিবিধিত করে এই আবাসিক। দেখো, দেখো তোমরা। আহা, এতসব কন্যাদের, সুমনা, কল্যাণী, বীথিকা, শ্রেয়সী, মণিদীপা, নন্দিনীদের সহজ আগমনের আগে কত কত ক্ষতচিহ্ন, রক্তচিহ্ন। কত কত ইচ্ছের অপূর্ব অভিরূপ, দেখো, দেখে নাও, আর তত্ত্ব খোঁজো, তত্ত্ব। তত্ত্বের রূপ বদলে যায়।

BanglaBook.org

শ্রুতি বসু। উচ্চমাধ্যমিক। স্কোর সাতশো চোদ্দো। যে যে কলেজে যে যে বিষয়ের জন্য শ্রুতি আবেদন করেছিল সেগুলি হল প্রেসিডেন্সি অঙ্কে, সেন্ট জেভিয়ার্স অঙ্কে, বেথুন, স্কটিশ চার্চ কলেজ ফিলজফি। দর্শন। প্রেসিডেন্সিতে ভর্তির পরীক্ষা নেবার দিন সে উপস্থিত থাকতে পারেনি কেন-না সে-দিন অলককে সকাল থেকে আটকানো যাচ্ছিল না। ঝড়ের পূর্বাভাসে যেমন জন্তুরা তেমনি ও চঞ্চল ছিল। অতীব অস্থির। শ্রুতিকে ও ধরে থাকছিল শক্ত মুঠোয়। হাসছিল কিন্তু সেই হাসির সঙ্গে, শ্রুতির দৃষ্টিতে অন্তত, কান্নার কোনও পার্থক্য ছিল না। কারণ সে-হাসিতে নির্বুদ্ধিতা মিশে ছিল। বোকামি ও অসহায়তা মিশে ছিল। কান্না পাওয়া ছাড়া এমন সম্ভব নয়। অর্থাৎ, ওলুরও সে-দিন, কান্নায় অনূদিত ছিল হাসি। আর শ্রুতি তাকে কোনও দিন ছেড়ে যাবে কী করে এই ভাবনা তাকে দুর্বল করেছিল। সে তখন মনে মনে কলেজ প্রেসিডেন্সিকে বিদায় জানায়। ওলু তাকে দুর্বল করে। বহু কিছুই তাকে দুর্বল করে। দুর্বলতার মন্ড হয়ে শ্রুতি বসু লক্ষ্মীপিসিকে কয়েকদিন ওলুর নিকটবর্তী রাখে কারণ লক্ষ্মীপিসি ভরসা। ওলু লক্ষ্মীপিসিকে চেনে। প্রত্যাহার করে না। কিন্তু লক্ষ্মীপিসি অলকের বড় ভগ্নি বা মায়ের মতো নয়। অলককে সে তেমন যত্ন করবে না শ্রুতি জানে। তবু, হাওড়ায় পৌঁছে গিয়েছে সে, পৌঁছতেই হয়। প্রত্যেককেই পৌঁছতে হয় সেইসব গন্তব্যে যেখানে নিরুপায় ভবিতব্য। বাবা সঙ্গে আছেন। শেখাচ্ছেন সাবধানে বাসে বা ট্রামে চাপা। শেখাচ্ছেন সহজে বিশ্বাস না করা যে-কোনও মানুষকে।

শ্রুতি শিখছে, ভাবছে। হিসাব কি হয়? পদক্ষেপে? কাকে বিশ্বাস করবে কাকে করবে না আগে থেকে কী করে বিচার হতে পারে! তবু, পিতা শেখালে পুত্রী শেখে। যাদের বজ্রহাড়ে গঠিত এই নারীশিক্ষা তারা অবিশ্বাস জানত না। বিশ্বাসই ছিল তাদের একমাত্র স্পর্ধিত প্রাণশক্তি। তারা বিশ্বাস করত ব্রতে। পতিভক্তিতে।

BanglaBook.org

চাঁদ ও সূর্যের আশীর্বাদশক্তিতে। বিশ্বাস তাদের বাঁচিয়ে রেখেছিল দীর্ঘকাল ওই আবদ্ধ পরিমণ্ডলেও। তারা কে তা জানার আগেই তারা কীটাণুকীটের ন্যায় মূল্যহীন, এই আরোপিত বোধ তারা অর্জন করেছিল। তথাপি আবাসিকের ইটগুলি দ্বারা প্রমাণিত হয়—আত্মপ্রশ্ন ও আত্মোপলব্ধির গভীর যাত্রাপথে তারা প্রথম যাত্রিক—এই জ্ঞান না থাকলেও আজকের স্বাধীন নারীর উড্ডীন ধ্বজা তাদেরই কুঁড়ি হয়ে ফুটছিল তখন। অজ্ঞান অবস্থাতেও তাদের জ্ঞান হয়। বিশ্বাসের ঘোরে তারা অবিশ্বাসকে বরণ করে নিতে শুরু করে। অর্থাৎ, বিশ্বাসের ফাটল দিয়ে ঢুকে পড়া অবিশ্বাসগুলিও বিশ্বাস হয়ে দেখা দেয়। যদিও, একটু ভাবলে, এই বোধ আজও জন্মে যে অবিশ্বাসও আসলে বিশ্বাসই রচনা করে। ধরো, আমি বললুম, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না। কথাগুলো এ ভাবে সাজানো যাক—

আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না।

আমি তোমাকে অবিশ্বাস করি।

আমার বিশ্বাস তোমার অবিশ্বস্ততা সম্পর্কে।

আমার বিশ্বাস তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না।

আমার বিশ্বাস তুমি বিশ্বস্ত নও।

আমার অবিশ্বাস তোমার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে।

বিশ্বাস! বি-শ্বাস! বিশ্বাস মানে কী?

সত্য বলে মানো। আমি যা বললুম তাকে সত্য বলে জানো। ইহারে সত্য বলিয়া গ্রহণ করো।

কেন? করিব কেন?

আমি বলিলাম তাই। আমি বলিতেছি তাই। আমাতে বিশ্বাস করো।

আচ্ছা! নয় করিলাম! তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য মানি। তবে বলো—সত্য কী!

সত্য কী! সত্য-সত্য! হাঁ। তবে সেই সত্য কী? যাহা ঘটে তাহাই সত্য। এই ধরো দুনিয়ায় যা—কিছু ঘটছে, একটা কাক ডাকা থেকে, একটা কালো

BanglaBook.org

লেজ-ঝোলানো পাখির অলস বসে থাকার থেকে, দুপুরে ফেরিওয়ালার হাঁক পাড়া...আর ধরো যেই তুমি ভাল করে তাকিয়েছ ওমনি পাখি আর নেই, উড়ে গেছে। যেই তুমি ভাল করে শুনবে বলে ভেবেছ, ওমনি ফেরিওয়ালার হাঁক আর শোনা গেল না—তো, তা হলেই, ওই পাখি ওই ফেরিডাক আর সত্য নয়?

হুঁ! সত্য!

তার মানে, এই পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে—সব সত্য, নয়? ধরো আমি সত্য, আমার মন সত্য। আমার মনের মধ্যে যা-সব চলছে, সব সত্য, নয়?

কলকাতা এই প্রথম নয়, তবু আগমনের ভিন্নতর উদ্দেশ্যে এই কলকাতা রূপ বদলাচ্ছিল শ্রুতির চোখে। এইখানে আমি থাকব, সে ভাবছিল, এইখানে আমি পড়ব। এখানে ন্যাশনাল লাইব্রেরি আছে। ব্রিটিশ কাউন্সিল আছে। আমেরিকান সেন্টার লাইব্রেরি। এখানে বড় বড় কলেজ আর তাদের সব বড় বড় লাইব্রেরি। একটি আশ্চর্য বইয়ের দুনিয়া খুলে যাবে তার চোখে, সে ভাবছিল, ফাঁক পেলেই সে চলে যাবে কলেজ স্ট্রিট, এমনই পরিকল্পনা করছিল সে। আর কলেজ স্ট্রিট থেকে পুরনো বইয়ের দোকান ঘুরে বই কিনবে এমনও ভাবছিল। ভাইকে ছেড়ে আসা এবং তাদের মা-হারা গৃহের দিনযাপন থেকে এক অন্য জীবনে প্রবেশ করার দুঃখ নিজস্ব সুস্থতার উপায় করে নিচ্ছিল এরূপে যে বইয়ের দুনিয়া তাকে এমন শক্তি সাহস ও আনন্দ দেবে যা দিয়ে নতুনতম ভুবনে সে জড়িয়ে যায়। অথবা, এমনও সম্ভব যে শ্রুতি তার যাবতীয় স্নেহকরুণা মায়া-মমতায় ভরিয়ে রাখতে চায় ততক্ষণই, যতক্ষণ সে ভালবাসার মানুষগুলির নিকটবর্তী থাকে। নিজের ভালবাসায় ভিজিয়ে দেবার জন্য তার দরকার প্রিয়জনের সান্নিধ্য। দূরত্ব তার মধ্যে স্নেহার্দ্রতার ঘনত্ব লাঘব করতে থাকে এবং সে তার বর্তমান নিয়ে পুরোপুরি মশগুল হয়ে যায়। তার চোখের সামনেকার অবস্থানের মধ্যেই সে ছড়িয়ে দেয় অনেকটা স্বপ্ন আর কল্পনা আর ভাল লাগা বা না-লাগা। আর সামান্যই থাকে ফেলে আসাদের জন্য। চোখের আড়ালে যারা রইল, রয়ে গেল, তাদেরই জন্য।

শ্রুতি এবং তার বাবা হাওড়া স্টেশন থেকে প্রথমে গিয়েছিল চিৎপুরে বাবার দূরসম্পর্কীয়া সেই বোনের বাড়ি। এ বাড়িতে তারা আগে এসেছে কয়েকবার, এসে থাকে। কলকাতায় কোনও প্রয়োজনে থাকার জায়গা এই একটাই। পুরনো, চওড়া ও গভীর ইটের দেওয়ালে গাঁথা এই পিসিমার বাড়ি পড়শিদের বাড়ি থেকে এতটুকু বিচ্ছিন্ন নয়। প্রত্যেকটি বাড়ি, পাড়া জুড়ে, এত গা-ঘেঁষাঘেষি যে গোটা পাড়া একটাই ঠিকানার অন্তর্গত বোধ হয়। বাড়িগুলিতে বসবাস করে যারা, পরস্পরের অশুভের প্রতি, অন্যায়ের প্রতি উৎসুক কিন্তু বাড়িগুলির মতো গা-ঘেঁষাঘেষি নয়। এইসব বাড়ি, রাস্তা থেকে হঠাৎ উৎপন্ন হওয়া গলি, গলতা এবং বসবাসকারী মানুষ—সবার মধ্যেই একটি রহস্য লুকিয়ে থাকে বলে শ্রুতির মনে হয়,

BanglaBook.org

সে-রহস্যগুলি নৈর্ব্যক্তিক। এমনকী শ্রুতির পিসিমার মধ্যেও একই রহস্য বা পাথুরে দূরত্ব যা শ্রুতিকে কোনও দিন কাছে টানেনি, ভয়ও উদ্রেক করেনি, কেবল অনিবার্য অপরজন হিসেবে চিহ্নিত করেছে যা দমবন্ধকর।

শ্রুতির বাবা, কোনও এক শৈশবের কৈশোরের টান সম্বল করে ফল-মিষ্টি নিয়ে এখানেই আসেন এবং বোনের সঙ্গে সেইসব আত্মীয়ের খবরাখবর বা স্মৃতি বিষয়ে কথা বলেন যাদের শ্রুতি চোখেই দেখেনি বা দেখলেও মনে করতে পারে না। এমনকী যাবতীয় আত্মীয় বিষয়ে তার আগ্রহ কম এবং এই পিসিমা বিষয়েও—যাঁর এক চিলতে ন্যাড়া ছাদে অজস্র পায়রার গম্ভীর ডাক ও খুঁটে খাবার প্রকৃতি—শ্রুতির মধ্যে গা-ছমছম রচনা করে এবং জগৎসংসার থেকে এক বিচ্ছিন্নতার বোধ যেন-বা কোথায় কী ঘটছে বা ঘটবে তার সামান্যতম প্রভাব এই ভারী ইটের দেওয়ালের মধ্যে ঢুকলে আর পৌঁছবে না। এবং পিসিমার সমস্ত কিছু—যেমন খেতে দেওয়া বা সামান্য কথোপকথন, তার মধ্যে এত নিরাসক্তি যে শ্রুতির মধ্যে একটি শূন্যতা তৈরি হয় যা-থেকে পিসিমার ফর্সা গালের একাটি কালো জড়ুলকেও তার মাঝে মাঝে লাগে অতল অন্ধকার।

এ সব সত্ত্বেও হাওড়া স্টেশন থেকে সে এসেছে কারণ কলেজে ভর্তি হওয়া ও হস্টেল পাওয়া পর্যন্ত কিছুকাল অন্যত্র থাকা ছাড়া উপায় নেই। ক'দিন লাগতে পারে জানা নেই। পৌঁছনোর দিন থেকেই তারা কাজ শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত বিষয় নির্বাচনে ধাক্কা খায়। অঙ্কের সঙ্গে ফিলজফি-জ্ঞানের অপরূপ দূর পর্যন্ত পৌঁছে একাকার হয় বটে কিন্তু জ্ঞান সংগ্রহের গোড়ায় এই দুই বিষয় বিপরীতমুখী মনে করা হয় কারণ তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও প্রতিষ্ঠা ও সংখ্যানির্ভর অঙ্কের পূর্ণমিলন সম্ভাবনা অনেকখানিই তৃণ ও বনস্পতির মিলনের ন্যায় সুদূরপরাহত দেখায়।

শ্রুতি সে, দর্শন পড়েনি কোনওদিন। তার বিষয় ছিল অঙ্ক ও বিজ্ঞান যা নিয়ে সে সারাজীবন কাটিয়ে দিতে পারত, তবু, কোনও প্রিয় শিক্ষক তাকে বলেছিলেন, অঙ্ক ও দর্শন প্রকৃতপক্ষে একাঙ্গী এবং যেন-বা সুখী পরিপূর্ণ দাম্পত্যের ন্যায় অবিচ্ছেদ্য এবং একই উদ্দেশ্যনির্ভর। শ্রুতি এটি প্রত্যক্ষ করার বাসনা পায়। যদিও এমতো মতামত সে বহুক্ষেত্রে পেয়েছে যে অঙ্ক তাকে চাকরির সুনিশ্চিত সম্ভাবনা দেবে, দর্শন তেমন নয়। যেন-বা মতামতগুলি এমনই সম্ভাবনা সৃষ্টি করে যাতে মনে হতে পারে বা বিশ্বাস জন্মে যে দর্শন পড়া ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষাজগতের অপরিণত অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানারোহণ প্রতিবন্ধী। তবু, শ্রুতি, এই বাসনা প্রকাশ করে যে অঙ্কের চেয়ে দর্শনেই তার ইচ্ছা। এবং এ কথা শোনামাত্র পিসিমা নির্বিকার মুখে কিছু বিরক্তির উদ্ভাস আনেন। শ্রুতিকে কিছুই না বলে শ্রুতির বাবার কাছে এ হেন বক্তব্য রাখেন যে দর্শন পড়ানোর জন্য হস্টেল, দর্শন পড়ানোর জন্য অর্থব্যয় ও বিবাহ আয়োজনের সহজতম পন্থা গ্রহণ না করা এই ব্যক্তির পক্ষে

BanglaBook.org

নির্বুদ্ধিতা। শ্রুতির বাবা বিনা প্রতিবাদে তাঁর নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে নতমস্তক থেকে এক দুপুরে শ্রুতি ছাড়াই চলে গেলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রিটের দরবারে। শ্রুতির সমস্ত শংসাপত্র তাঁর হাতে ছিল। যেমন, স্থানীয় নেতা ও চিকিৎসক ও পঞ্চায়েত প্রধান ও স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের দ্বারা বিরচিত শ্রুতির ভাল চরিত্রের দাখিল, কলকাতা থেকে শ্রুতির বাবার বসতবাটির দূরত্ব সম্পর্কে প্রামাণ্য কাগজ এবং শ্রুতির পরীক্ষা পাশ।

এ সবই এ কারণে নয় যে শ্রুতির জন্য কলেজের তদ্বির করতে দরকার, আসলে এগুলির প্রয়োজন হস্টেলের জন্য।

কলেজ স্ট্রিটের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং আশুতোষ বিল্ডিং খুঁজে খুঁজে শ্রুতির বাবা পৌঁছলেন আবাসিক দপ্তরে যেখানে গম্ভীর বোদ্ধা ও হাসি জানেন না এমন কর্মীরা কর্মরত বা গল্পের বিষয়ে উৎসুক। খেলা, রাজনীতি, সাম্প্রতিক চলচ্চিত্র বা নাটক—জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে তাঁরা আলোচনায় মত্ত যা দেখে এ দেশ কিছু জ্ঞানী ও নাগরিকসমৃদ্ধ বলে ভাবা যায়। শ্রুতির বাবাও তেমনই ভাবতে ভাবতে একটি টেবিলের কাছে দাঁড়ালেন। টেবিলের ও প্রান্ত বলল—কী চাই?

—হস্টেলের জন্য অ্যাপ্লাই করব।

—ইউ জি না পি জি?

শ্রুতির বাবা থমকালেন। তাঁর মস্তিষ্কে প্রতিক্রিয়া হতে সময় লাগল। চোখের মধ্যে সেই সময়টুকুতে জন্মাল বোবা আবেদন। টেবিলের অন্যপ্রান্ত সেটি লক্ষ করে বিরক্তির সঙ্গে বললেন—আন্ডার গ্র্যাজুয়েট না পোস্ট গ্র্যাজুয়েট?

এ বার স্পষ্ট হল। হাসি ফুটল শ্রুতির বাবার মুখে। নিজের সঙ্গে ব্যাপৃত এমন কোনও কিছু যদি থাকে যা বোঝা যাচ্ছে না তা ব্যক্তিত্ব খর্ব করে। ব্যক্তিত্বের খাতিরে অন্তত সমস্ত কিছু বোঝা দরকার জলের মতো স্পষ্ট। কিংবা বোঝার ভান করা দরকার। ভানের মধ্যে প্রবঞ্চনা থাকলেও পারস্পরিক ভানের অভিব্যক্তি পরস্পরের নিকট যে-প্রবঞ্চনা গড়ে তা মানবসমাজে স্বীকৃত। ভানও একরকম সততা যা-থেকে মানুষ ভেবে আশ্বস্ত হয় যে ওপর-চালাকির প্রতিভা অন্তত এর মধ্যে বিদ্যমান। কিন্তু সকলের পক্ষেই যে এমন প্রতিভা দর্শানো সম্ভব না তা প্রমাণ করে শ্রুতির বাবা বললেন—ও। হ্যাঁ। ইউ জি। মানে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট।

—ওই টেবিলে যান।

ওই টেবিল। শ্রুতির বাবা ওই টেবিলে গেলেন। বাংলার শত-সহস্র কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদের একজন। ওই টেবিলের অন্য প্রান্তেও গুঁফো, বোদ্ধা ও নিরস একজন। যাঁর মেয়ে থাকলেও থাকতে পারে। জীবনের বহু ক্ষেত্রে তিনিও হয়ে থাকতে পারেন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার ভূমিকাসম্বল। তাই বুঝি কিছু সহৃদয়।

BanglaBook.org

বললেন—বসুন। ইউ জি তো?

শ্রুতির বাবা এ বার আর ভুল করেন না। ব্যক্তিত্ব বজায় থাকে তাঁর। বলেন—ইউ জি।

—এই ফর্মটা ফিল-আপ করুন। জমা দিতে গেলে সঙ্গে রাখবেন সি সি, ভি সি, এম এস, কোন কলেজে ভর্তি হল তার প্রমাণপত্র, এ পি।

আবার ধাক্কা। আবার এক দুর্বোধ্য দুনিয়া। আদ্যক্ষরের জগতে হাঁসফাঁস করতে করতে শ্রুতির বাবা বললেন—দয়া করে আরেকবার বলবেন?

—কারেক্টার সার্টিফিকেট?

—হ্যাঁ হ্যাঁ এনেছি।

—ডিস্ট্যান্স প্রুফ?

—তা হলে ডি সি?

—ওই হল। ডিস্ট্যান্স সার্টিফিকেট।

—হ্যাঁ হ্যাঁ এনেছি।

—মার্কসশিটের প্রত্যয়িত নকল। কলেজে ভর্তি হওয়ার প্রমাণপত্র। এজ প্রুফ।

—মানে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড হলে হবে তো?

—হুঁ।

—কবে জমা দেব?

—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। সিট কম আছে।

—কতদিনে পাওয়া যাবে?

—ফর্ম জমা দেবার সাতদিন পর খোঁজ নেবেন।

বেথুনে ফিলজফি নিয়ে ভর্তি হয়ে গেল শ্রুতি। মেয়েদের স্কুল ও কলেজ। স্কুল ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীসমৃদ্ধ। কলেজ ছাত্রী ও অধ্যাপিকাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। হস্টেলে জায়গা পাওয়া যাবে এ কথা নিশ্চিত হল একটি তালিকা থেকে যা আবাসিক দপ্তরে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তবে হস্টেল যাবার অনুমতিপত্র মিলবে আরও দশদিন পর।

শ্রুতির বাবা শ্রুতিকে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের পথঘাট চিনিয়ে গৃহে ফিরলেন। কথা হয়ে রইল দূর সম্পর্কীয়া পিসিমার বাড়িতে শ্রুতি এই ক'দিন থাকবে আর দশদিন পর শ্রুতির বাবা এসে তাকে হস্টেলে পৌঁছে দেবেন। পিসিমা নীরবে ও নিরাসক্তিতে রইলেন। শ্রুতি পিসিমার বাড়িতে ভৌতিকের মতো বোধ করতে লাগল। কলেজ যাওয়া, বই কেনা বা অন্যান্য টুকিটাকির জন্য বাইরে থাকা ছাড়া শ্রুতি পিসিমার বাড়িতে। সন্ধ্যাবেলায় প্রায়ই পিসেমশাই, একজন নিঃশব্দ ও ক্ষীণজীবী মানুষ শ্রুতির পিসিমার পিঠ মালিশ করে দেন। তখন পিসিমার পিঠে

BanglaBook.org

কোনও আবরণ থাকে না। শ্রুতি তাকায়, কারণ না তাকিয়ে উপায় নেই। আর ভাবে মিঠুনদা, শ্রুতির দূরসম্পর্কীয় পিসতুতো দাদা খড়্গপুর থেকে এলে এ-দৃশ্য দেখে কিনা।

দশ দিন শ্রুতির কাটল জেলবন্দির মতো। এই দশ দিনে পিসিমা তাকে দিলেন বড় অবহেলার ভাত। একদিন বাসিভাত ছিল তাতে পচনশীল গন্ধ। একদিন ভাতে পিঁপড়ে ধরে গিয়েছিল। একদিন এত কম পরিমাণ বরাদ্দ ছিল যে মাঝরাতে শ্রুতির তুমুল খিদে পায়। তখন সে কেঁদেছিল একা একা এবং যদিও এমনই ঠিক করা আছে যে আবেদনপত্র অনুযায়ী পিসিমা ও পিসেমশাই শ্রুতির স্থানীয় অভিভাবক তবু সে ঠিক করে ফেলে, হস্টেল জীবন, যেমনই হোক, সে এ বাড়িতে একরাত্রের জন্যও আর থাকতে আসবে না।

BanglaBook.org

এ এক কর্মময় অধ্যায়। জীবন গড়ার ধাপ। এইরকম উদ্দেশ্য নিয়ে, লক্ষ্য নিয়ে, বিশ্বাস নিয়ে এক-একজন আসে। কারও ইচ্ছা বাবা-ভাইকে বাঁচায়। কারও ইচ্ছা মা-বোনকে রক্ষা করে, কারও ইচ্ছা নিজেকে দেখতে পাওয়া স্তম্ভের উচ্চতম ধাপে যেখান থেকে সমস্ত পৃথিবীকে লাগে নির্মল, ছবি। সমস্ত হাওয়া অতি শুদ্ধ। কোথাও দারিদ্র নেই কেন-না বস্তিবাসী চালাঘর জীবন গগনচুম্বী হর্ম্য এসে ঢেকে দেয়। চালাঘর আকাশ পর্যন্ত পৌঁছয় না। তাই উঁচুতলা পরিচ্ছন্ন জীবন আর সব তুচ্ছ করে বলে দেবে আসলে জীবন এক ভোগবাদ।

তা লক্ষ্য যেমনই হোক, লক্ষ্যই একমাত্র বস্তু নয় যা মস্তিষ্কে স্থান পায়। সুতরাং ঘটনা মানুষকেই লক্ষ্য থেকে টেনে আনে ভিন্নতর পরিস্থিতি ও পরিণতি সীমায়। এ সব অনেকাংশে নির্ভর করে ঘর-বসত কেমন, পরিবার কেমন, লক্ষ্য কার কী তেমন-তেমন বিষয়ে। লালনের সেই কলিখানি মনে পড়ে না গো তোমাদের? ...ঘর আছে তার দুয়ার নাই, লোক আছে তার বাস তো নাই গো...

আচ্ছা, তর্ক জাগে বুঝি! ব্যাখ্যা নিয়ে তর্ক বা রচয়িতা নিয়ে। লালনই এ গান রচেছিল কি না তার প্রামাণ্য নেই। কেউ বলে মদন শাহ্, কেউ বলে লালন। আবার কেউ বুঝি অন্য কারও নাম বলে। তা তর্ক হোক। চলুক জীবনভর। কত তর্কই তো সারা জীবনে হল, আর মীমাংসাও মিলল না। শুধু আখরগুলি দর্শন হয়ে জেগে রইল।

আচ্ছা, বলো তা হলে, এ সবের সঙ্গে যোগ হল কী?

জীবনে যোগ হল জীবন। একটার সঙ্গে অন্যটা জুড়বে, এটার ধাক্কা ওটায় লাগবে, এটার ধোঁয়া ওটার গায়ে ঝুল করে দেবে, তবেই জীবন জীবন হবে। এক নৌকা দুলল তো অন্য নৌকাগুলিও দুলে উঠল পর পর। ভেবে দেখো, জীবনও এমন কি না। এই যে তুমি দাদা, দাঁড়িয়ে আছ এখন আর তুমি পাশের দিদিমণির

BanglaBook.org

হাত ধরলে, বললে—'চলো।' দিদিমণি কইলেন—'কোথায়?'

—'চলো। জীবন যাপি। চলো দুঃখ বাঁটি। চলো সুখে আনন্দে পরস্পর একসঙ্গে জড়াই।'

—'না।'

দিদিমণি কইলেন, না, তোমার জীবন বদলে গেল। ধাক্কা লাগল তোমার আর তুমি পড়ে গেলে। পড়ে যাচ্ছ। কোথায় পড়ছ, কোথায়? শূন্যে। মহাশূন্যে। তোমার স্বপ্নে রং নাই। তোমার ইচ্ছার রূপ নাই। ইচ্ছারহিত তুমি, নিঃস্বপ্ন, পড়ছ পড়ছ পড়ছ— মাথা ঠেকে যাবে শক্ত মৃত্যুর গায়ে আর তুমি মৃত্যু... ...তখন কে এগিয়ে দিল বালিশ আর নরম হাতে তোমার দুই কপোল কে বেষ্টন করল যে তুমি মরতে মরতে বাঁচলে। তারপর বাঁচতে থাকলে। আবার স্বপ্ন দেখতে দেখতে তোমার রং ফেরত এল। তোমার ইচ্ছে। কে, সে কে? অন্য দিদিমণি বুঝি? অন্য দিদিমণি। একজন তোমাকে নেয়নি, অন্যজন তোমাকে নিল। তোমার জীবন বদলে গেল। ধারা বদলে গেল। কোন ধাক্কা কখন লাগবে আর জীবন বদলে যাবে, তা কেউ জানে না।

ওই আবাসিকের মেয়েরা, ছাত্রীরা ভবিষ্যতের নারী, দেশের দশের সমাজের ধ্বজাধারী কাণ্ডারি হে—এ-এ-এ।

কেমন করে তারা জানবে যে স্বপ্ন বদলে যায়। লক্ষ্য দিগ্‌ভ্রান্ত হতে থাকে। সবে ঘরের বাইরে এল। সবে দরজার চৌকাঠ পেরুল। সবে এক্কা-দোক্কা ছেড়ে, হা-ডু-ডু ছেড়ে এখন টেনিস কোর্ট। তাদের শরীর বদলায় গো। মন বদলায়। কেন-না তারা গাঁ থেকে শহরে আসে। শহর থেকে নগরে আসে। নগর থেকে মহানগর, জনবিরল থেকে জনবহুলে আসে। থিক থিক জনতার নীতি ও নষ্টামি, ভাঙন ও সংস্কার দেখতে দেখতে তাদের আপন নীতিতে পরিবর্তনের রং লাগে। বিধি দূর হল। নিষেধ নাই। এ বয়স এমন বয়স যে ভেসে যায়। ওকে দেখে না তো কেউ, তাই যা খুশি করে। ভাবে না তো কেউ, তাই যেখানে খুশি যায়। পরিবার ছেড়ে, এই আবাসিকে, নিজের জীবন যেন মুঠোর মধ্যে এসে ধরা দেয়। আপন মুঠোয় আপন জীবন অন্য স্পন্দনে ধরা দেয়, অন্য ছন্দে টানে। নিজের জীবনটিকে, জীবনের রহস্যগুলি, ঘেঁটে, চিড়ে ফালা-ফালা করে দেখতে চাওয়ার অশান্ত ইচ্ছে যদি হয় তুমি দোষ দিতে পারবে না। যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে অভিযোগ কোরো নাকো। আবাসিকে ছাত্রীদের পরিবার পরিস্থিতি উদ্দেশ্য লক্ষ্য স্বপ্ন ভুলিয়ে দেয় কে গো? কে? শুধু আবাসিকে নাকি? গৃহে নয়? গৃহে বুঝি ভোলে না? স্বপ্নভ্রষ্ট হয় না? হয় তো, হয়। সমস্ত ভ্রষ্টস্বপ্নের জন্য প্রধানতম দায়ী বয়ঃসন্ধিকাল।

বয়ঃসন্ধি? এই বয়স এই সন্ধি? দু'খানি বয়সের সন্ধি? কোন বয়স? বারো? তেরো?

BanglaBook.org

দেখো, দেখো। তোমরা যে-যার জীবনকিতাবের পাতা উল্টে দেখে যাও। ঠিক কখন এসেছিল বয়ঃসন্ধিকাল। আর তখন তোমার মধ্যে ঠিক কী ঘটেছিল! এই যে তুমি, তোমার মনে আছে কি সেই কথা? ইস্কুলে যাচ্ছিলে তুমি... মনে আছে? বলি তা হলে? বলি গল্পটা?

ও বালক ছিল তখন, জানলে! সে বালক ছিল। তার মুখখানা দেখছ তো? যেন কেষ্টঠাকুরটি! তার গড়ন-পেটন দেখো! একটি দামাল পৌরুষের সম্ভাবনা, তখন ওই বালক বয়সেই তার মধ্যে ছিল। গাঁয়ের এক শঙ্করদা রোজ তাকে সাইকেলে বসিয়ে ইস্কুলে পৌঁছে দিত। রোজই। শালবনের মধ্যে দিয়ে, চাষের মাঠের ওপর দিয়ে, রুক্ষ ভূমি দেখতে দেখতে যাওয়া। শঙ্করদা সাইকেলে না নিয়ে গেলে হাঁটা। হেঁটে যাওয়া। তার ভাল লাগত সাইকেল। সে, শঙ্করদা ডাকলেই, উঠে পড়ত আর একদিন শঙ্করদা তাকে জঙ্গলের গভীরে নিয়ে গেল। পোশাক খুলে দিল। বলল— যা করছি এ সব কারওকে বলবি না। তা হলে কিন্তু আর... আর কী? হ্যাঁ গো, আর কী? সে জানে না। জানত না। জানল। আর তার বয়ঃক্রম লাফিয়ে লাফিয়ে টেন থেকে ইলেভেন। ইলেভেন টপকে টুয়েলভ। টুয়েলভ টপকে থাট্টিন... টিন... টিন... টিন... রেল কাম ঝমাঝম। থাট্টি ফট্টিন আলুর দম। টিন... টিন... টিন... টিন... ঝক্কাঝক্কম বক্কা-বক্কম। দেখো মানুষ কত্তরক্কম। এই করতে করতে এইট্টিন... নাইটিন... টুয়েনটি। আর টিন না। টি। ন বাদ গেছে। শুধু টি। যেন উঠতে উঠতে মাঝ সমুদ্র থেকে ঢেউ ফুঁসে ঝাঁপ দিল। শক্ত ডাঙায়।

বয়ঃসন্ধিকাল। সন্ধিকাল। হে ভাই, হে বন্ধু, হে কন্যা, তোমরা জানো, এ কাল তোমাদের, এসেছে, এসেছিল, তোমরা জানো এ-এক মিশে যাবার কাল। মিলে যাবার কাল। এই কালে মন জাগে, চেতনা জাগে, বুদ্ধি জাগে, মেধা জাগে, সুন্দর জাগে, প্রেম জাগে, আর জাগে শরীর। শরীরের মধ্যে ভূত। ভূতের মধ্যে প্ররোচনা। প্ররোচনার তলায় কাম। তোমাদের শিক্ষিত আধুনিক ভাষায় সেক্স। যৌনতা। যৌনবোধের উচ্চারণ।

সে ছিল এক মৌসুমীদি। ইস্কুলে ফার্স্ট গার্ল। জাহাজের মডেল বানাতে গিয়ে সে আশ্চর্য যন্ত্র আবিষ্কার করে ফেলল! কাগজে ছবি উঠল। পুরস্কার পেল সে নানারকম। সে যন্ত্রের কাজ কী ছিল, কী উপকারিতা সে প্রসঙ্গে কাজ কী। আসলে মৌসুমীদি। আসলে তার বয়ঃসন্ধিকাল। তার প্রতিভা সম্পর্কে যখন কারও কোনও সন্দেহ রইল না তখন সে হঠাৎই তার পিসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে পালিয়ে চলে যায়। তার পরিবার দুঃখে লজ্জায় অপমানে সেই অঞ্চল ছেড়ে চলে যায়। লোকে বলেছিল—'ছি, ছি! অমন প্রতিভা! একটু ভাবল না! ছি, ছি! অত বুদ্ধি, বাবা-মার মুখে চুণ-কালি দিল!' হায় হায়! কেমন করে জানবে সে, কেমন করে বুঝবে! মুখ উজ্জ্বল করল যে তার তখন বয়ঃসন্ধিকাল। সমাজ ক্ষমা করে না

BanglaBook.org

কোনওদিন ঔজ্জ্বল্যের পরবর্তী কোনও অন্ধকার। মা-বাবা, সন্তানের আলো তাদের সয়, চুণ-কালি সয় না গো। ও দাদা, ও দিদি, আমার ভাই হে, ভগ্নি হে, তোমাদেরও কি সইবে কোনও ভুলের বয়ঃসন্ধিকাল? এ-সময় এক নির্ণয়ের সময়। নির্ধারণের সময়। মানুষের ছা এইসময় বুঝতে শেখে, জেনে যেতে থাকে, তার কোথায় গতি, কীসে মতি। জানে কিন্তু বোঝে না। সব সময়। বোঝে কিন্তু উপলব্ধি করতে চায় না। উপলব্ধি করলে প্রকাশ করে না কিছুতে। কিন্তু প্রকাশ হয়। এই যেমন তুমি ওর চোখে চাইলে, আমরা বুঝে গেলুম প্রেম, তেমনি। প্রকাশ নিজেই নিজের ধর্ম। অঙ্গারের মতো। তা তুমি লুকোবে কী প্রকারে! তাই প্রকাশ হয়ে পড়ে। তখন কী লজ্জা কী লজ্জা! হে সমাজ, লজ্জা দাও তুমি, কিন্তু মানুষ কী করে যদি প্রকৃতি অন্যভাবে ধরা দেয়!

অন্যভাবে? কীভাবে? যৌনতায়। না, লজ্জা পেয়ো না ভাই হে। ভগ্নী হে। যৌনতায় লজ্জা নেই। যৌনতা প্রাণীধর্মের পূর্ণরূপ গো। ওই যে গাছ ফুলে ফুলে ভরে উঠল আর মৌমাছিরা গুঞ্জরে, ওই যে পাতা সবুজ আর তলায় প্রজাপতি লাগে প্রজাপতিতে, ওই যে পাখি ডাকল আর অন্য এক পাখি সে ডাক শুনতে পেল, কত বন পাহাড় পেরিয়ে, মাঠ পেরিয়ে, মাইলের পর মাইল উড়ে সে আসছে, ক্লান্ত ডানা, তবু মিলিত হবে বলে, এই যে সব শুঁয়োপোকা সন্তানের জন্ম হল আর সাপে সাপ লাগল, আমরা তার ওপর নতুন কাপড় ছুঁড়ে দিতে চাইলাম সমস্ত মনস্কামনা পূর্ণ হবে বলে, ওই যে গোহালে গাই ডেকে উঠল, আর মঙ্গলশঙ্খ বাজল, কুকুরে কুকুর লাগল আর ঘোড়ায় ঘোড়া। নেউলকে কোলে নিয়েছে নেউল আর দুলছে। কেবল দুলছে। যেন-বা বউটির মাথা স্বামীর পিঠে আর স্বামী তাকে দোলা দিচ্ছে, দোলা দিচ্ছে। ওরা লজ্জা পায় না কেউ। মাথা নামায় না কেউ। বলে না কী খারাপ, কী অসভ্য, কী বিশ্রী, নোংরা। ওরা প্রকৃতিকে প্রকৃতি জানে, প্রকৃতিকে সভ্য গড়তে অন্ধকারে ঢেকে নেয় না মুখ। মানুষ নেয়। আমি নেই। তুমি নাও। তোমরা। মস্তিষ্কে যৌনতা রেখে জিহ্বাখানিতে আল্পনা দাও অন্ধকার। হায় গো হায়, যৌনবোধে মানুষ, আর যৌনতাকেই ছোট করে সে প্রমাণ করে তার নিজের ওপর আস্থা ও সম্মানের কী গভীর অভাব!

তো, এইসব মানুষের মেয়ে মানুষ, তাঁরা সব আবাসিকে থাকতে এসেছেন। এক মেয়ে অন্য মেয়ে দেখলেন। এক কন্যা অন্য কন্যার পাশে জায়গা পেলেন। এর ওকে পছন্দ হল তো তার হল না। এর ওকে দেখে ঈর্ষা জাগল তো ওর মায়া উত্থান। এ জিজ্ঞেস করল—'তুই কত পেয়েছিস উচ্চমাধ্যমিকে? তোর কীসে অনার্স?' বিজ্ঞান হলে গর্বের উত্তর। বিজ্ঞান না হলে কোথায় এক ম্লানিমা। এরই মধ্যে ভাব হল যেমন, ঝগড়ার ইন্ধনও হল। বন্ধুত্ব হল। বন্ধুত্ব হলও না। শত্রু-মিত্র গড়ে উঠল। দল-উপদল তৈরি হল। পড়াশুনোর ফাঁকে ফাঁকে কূটকচাল। তর্ক।

BanglaBook.org

গল্প। অন্যের জীবন বিষয়ে ঔৎসুক্য। ঘরগুলি দেখতে দেখতে ভরে গেল। একটি শয্যাও আর শূন্য রইল না। সুপারদিদি নাকে ভারী চশমা এঁটে ফাইল দেখতে লাগলেন। ফর্ম দেখতে লাগলেন। নতুন মেয়েদের ঠিকুজি কুলুজি বাসস্থান জানা কর্তব্য তাঁর।

তখন তিনতলায় কুড়ি নম্বর রুমে এলেন একজন। ট্রাঙ্ক বেডিং পৌঁছে দিয়ে গেল দারোয়ান। তিনি দেখলেন। কী দেখলেন? কী কী কী? দেখলেন চারজনের ঘরে আরও দুইজন উপস্থিত। একজনকে দেখা যায় না কারণ সে চাদর মুড়ে অদৃশ্য। অন্যজন কী সুন্দর! তার চোখ দেখলে মায়া। ঠোঁট দেখলে বিস্ময়। চুল দেখলে দীর্ঘ ঘন কালো এক অপরূপা লাগে তাকে। সে দীঘল। সে উঁচু। এমন গড়ন তোমরা কেউ নও গো। এমন রঙে রাঙা, যেন পাকা কামরাঙাটি, যেন চিনিচম্পা কলার পাকা রঙ দিয়ে গা ঘষেছে মেয়ে আর মেদ নাই শরীরে, তাইতে, দাদাদের মনে হতে পারে রোগা বটে কিন্তু সম্ভাবনা দারুণ। ওই শরীরে মেদ জমলে আহা কী যে হয় তখন! যেন স্বর্গের অপ্সরা কি পরি একজনায়। এক কথায়, মেয়ের থেকে চোখ ফিরানো যায় না। মেয়ের মনে মনে মন লাগার ইচ্ছে যায়। বীরভূমের মেয়ে, বীরভূমের কাদামাটি গাঁয়ের থেকে এক আশ্চর্য মেয়ে সে, কী তত্ত্ব দিবে গো, তত্ত্ব কী সে দেয়, জীবনকে ওলোট-পালোট করে, নাকি পৃথিবীকে উল্টে-পাল্টে দেয়, নাকি আবাহন করে নতুন কোনও জীবন, কোনও নিয়ম। নাকি সে এক বহু পুরাতন নিয়ম! শাস্ত্রে লেখা নাই!

হ্যাঁ! শাস্ত্রে লেখা নাই এমন বহুবিধ বস্তু ও ঘটনা আমাদের চারপাশে বিচরণ করে। ঘটে এমন যেন-বা ঘটার কথা ছিল। হয় এমন যেন এই অমোঘ সত্য না ফলেই-বা আবহমানকালকে কী কৈফিয়ৎ দিত! প্রত্যেক মুহূর্তেরই আবহমানকালকে কৈফিয়ৎ দেবার কিছু থাকে বটে। কোনও ঘটনা, তা সে যত তুচ্ছই হোক, তবু ঘটনা, যা ঘটবে—ঘটা উচিৎ এ-মতো শাস্ত্রে লেখা নাই, তবু হয় যদি তো কালের কাছে ঘটনা নিজেই তার কৈফিয়ৎ। কিছু ঘটার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু কিছু নাই, তা হলে সেই শূন্য মুহূর্ত মিথ্যা মুহূর্ত হয়ে থাকে এবং কাল তার কাছে কৈফিয়ৎ দাবি করে বসে। তাই, ঘটা চাই। ঘটতে থাকা চাই। প্রতিনিয়ত অসংখ্য ঘটনা। ওই কাকপাখি আমগাছ থেকে উড়ল, বাসের সন্ধানে বসল গিয়ে নারকোলের পাতায়। এমন ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে ওই দেখো ওই ছাদ। কিছু ঘটছে কি? না। কিছু ঘটছে না। ঘটছে গো। হচ্ছে কিছু। হওয়াই চাই। নইলে মুহূর্ত মিথ্যে হয়। কালের প্রক্রিয়ায় মুহূর্ত মিথ্যে হতে পারে না। ওই ছাদের মুহূর্ত, ওই আমগাছ ও নারকোল পাতার মুহূর্ত, ওই রাস্তার শকটগুলি, দুই-তিন-চার- ছয় চক্রের যান—ওদের সবার মুহূর্ত সত্য।

হ্যাঁ, তোমার মুখ বলছে কিছু কথা তুমি বলতে চাও। হ্যাঁ, ছাদ প্রসঙ্গে তুমি বলছ,

BanglaBook.org

ওই ছাদের মুহূর্ত তবে মিথ্যে কেন-না ছাদে কিছু নিষ্প্রাণ বস্তুর সমাহার যারা সত্য ঘটাতে সমর্থ নয়।

—তা কী করে হয়? নিষ্প্রাণ বস্তু বন্দুক, তা প্রাণ হরণ করে না?

—তার জন্য একজন সক্রিয় চালক থাকে।

—আচ্ছা, বেশ। তবে ধরো এই বাড়ি-ঘর—তারা অপারঙ্গমতায় ভেঙে পড়ে না? প্রাণ নেয় না? আসলে কাল নিষ্ক্রিয় পদার্থগুলির মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে কিংবা শক্তি হরণ করে। তা হলে কাল কি কোনও সচেতন বস্তু?

হ্যাঁ, দাদাভাই, দিদিভাই, কী যেন বলছিলাম—ছাদ। মুহূর্ত ও মুহূর্তের সত্য-মিথ্যা। তা দেখো দেখি, ছাদে কী কী দেখা যায়? কয়েকটি ইতস্তত টব, তাতে দিব্যি গাছ হয়েছে। আর?

—একটি লম্বা দড়িতে শুকোচ্ছে পোশাকগুলি। হাওয়ায় দুলছে।

—আর? আর কী দেখতে পাও?

—ধুলো, ধুলো! ধুলো আর বালি।

—না। ওখানে আছে দেখো একটি ছোট্ট বেবিসাইকেল। রং-চটা। স্থির। ওটা আছে। ফেলে দেওয়া হয়নি। এই সাইকেলটি এই ছাদের মুহূর্তের জন্য একটি ব্যঞ্জনা রচনা করে। এই ব্যঞ্জনাও এক পরম সত্য। এ কথা শাস্ত্রে লেখা নাই।

তাই বলি। শাস্ত্রে লেখা নাই, এমন বহু ঘটে। ঘটারই কথা। কে তাদের শাস্ত্রে অন্তর্গত করে! রাস্তার ধারে একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। সাদা গাড়ি। ঝকঝকে। দুটি মানুষ সেই গাড়িতে চাপলেন। তাঁদেরও পোশাক সাদা। ঝকঝকে। দু' জনের একজন, লম্বা-চওড়া, জীবন তাঁর পেরুতে পেরুতে অন্তিমে ঢলে। অন্যজন কৃশ ও উজ্জ্বল। মুখ-ভরতি দাড়ি তাঁর। পঞ্চাশ এখনও ছোঁয়া হয়নি বলে যেন-বা বিষণ্ণ। তাঁরা গাড়িতে বসলেন। এসো, বিশ্লেষণ করা যাক, এঁদের মুগ্ধবোধ কীরূপ। এঁদের কামানুভূতি কতখানি প্রয়োজন ও সক্রিয়।

—বড় মানুষটি ক' পার?

—এই ধরো সাতষষ্টি...

—ছোট্ট মানুষটি ক'পার?

—এই ধরো ঊন-প...

—তা হলে বড় মানুষটিকে বাদ রেখে...মানে বলছিলুম...

এই তো কথা। শাস্ত্রে নাই ওই সাদা গাড়ি। তবু গাড়িটি দিক বদল করবে বলে রাস্তায় ঘুরল-কি-ঘুরল না, একটা ত্রিচক্রযান ধাক্কা মারতে-মারতে-মারতে...তাকে বাঁচিয়ে দিল গাড়িটি! উঃ! ধাক্কা লাগলে কী হত! অটোরিক্স বাঁচত? অটোরিক্স থেকে উপচে পড়া সাতজন লোক?

BanglaBook.org

অটোরিক্স চলল। তার পিছনে গাড়িটি। ধীরে ধীরে চলে স্নায়ুচাপ মিটিয়ে নিচ্ছে। লাঘব করে নিচ্ছে। তার আলো পড়েছে অটোরিক্সর জানালায়। জানালায় একটি মসৃণ পিঠ। মসৃণ। সাদা। আলো ঠিকরানো। পিঠের ঠিক ওপরেই খোঁপার নম্রতা। বড় মানুষটি অস্ফুটে বললেন—পুষিয়ে গেল...।

এ সব কিছুই শাস্ত্রে লেখা নাই।

BanglaBook.org

রুম নং কুড়ি। তিনতলা। শ্রুতির তিন বছরের ঠিকানার অন্তর্গত হল। চারটি বিছানা ঘরে। প্রত্যেক বিছানার সঙ্গে লাগোয়া টেবিল। টেবিলের ওপরে দু'তাকের র‍্যাক। তার ওপর ল্যাম্প। প্রত্যেক টেবিলে আলোর ব্যবস্থা আলাদা। দরজা দিয়ে ঢুকেই বাঁ-দিকে বনা মিশ্রের বিছানা। মাঝখানে টেবিল রেখে নব্বই ডিগ্রি কোণে শ্রুতি বসু। শ্রুতির পরেই শ্রেয়সী আচার্য। শ্রেয়সীর উল্টোদিকে অর্থাৎ দরজা দিয়ে ঢুকেই ডানদিকে দেবরূপা। দেবরূপা পাল।

শ্রুতি পৌঁছল প্রায় পাঁচটায়। রাধানাথ বোস লেনে তখন বাড়তি অন্ধকার। এই আবাসিকে পাঁচটা বাজলেই সন্ধ্যা নেমে আসে আর বহু নিষেধ তৈরি হয়। চওড়া ইটের এই বাড়ি, ঘেঁষাঘেষি গলিপথে এই বাড়ি, এখানে ভোর আসে দেরিতে। সন্ধ্যা নামে দ্রুত। এখানে নিয়ম, সাড়ে ছ'টায় ঢুকে পড়তে হয়। ঠিক সাড়ে ছ'টায় একটি মোটা খাতা নিয়ে মেট্রন দোতলায় উঠে আসেন। দোতলায় একটি ছোট লাইব্রেরি, যেটাকে জমায়েত ঘরও বলা যায়। যে-কোনও কারণে সভা করতে গেলে এই ঘরটিকে কাজে লাগানো হয়। এ-ঘরের পাশেই সুপারের ঘর। সুপার কৃষ্ণা দত্ত নিয়মিত ছ'টার মধ্যে ফিরে আসেন। নাম ডাকা মেট্রনের কাজ। ওই খাতা আনা নাম ডাকার অভিপ্রায়েই। মেয়েরা তখন ঘর ছেড়ে সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। মেট্রন নাম ডাকেন। প্রত্যেকে যার যার উপস্থিতি ঘোষণা করে। সুপার এরপর ঘরগুলি পরিদর্শনে বেরোন। যাদের শব্দ পাওয়া গেল তারা প্রত্যেকেই ফিরল কি না। যে ফিরল না তার স্থানীয় অভিভাবকের স্বাক্ষরকৃত আবেদনপত্র আছে কি-না এ সবই তাঁর দেখার বিষয়। দরকার মতো মেয়েদের সুবিধা অসুবিধা অসুখ-বিসুখের কথাও তাঁকে জানতে হয়। নতুনদের পুরনোরা যাতে অসুবিধায় না ফেলে তার জন্য সতর্ক থাকতে হয়। শ্রুতি যে-দিন প্রথম এসেছিল সে-দিনও সুপার কৃষ্ণাদি পরিদর্শনে এসেছিলেন। তাদের ঘরে সে-দিন দেবরূপা ছিল না। শ্রুতি নিজে ছাড়াও ছিল বনা আর শ্রেয়সী।

BanglaBook.org

ছোট্টখাট্ট বনার পাশে শ্রেয়সীকে শ্রুতির মনে হয়েছিল আলোক ঝরানো মেয়ে। সে যখন হস্টেলের গলি দিয়ে ঢুকছে তখন এই মেয়েটিকে দেখতে পায়। একটি হালকা গোলাপি রঙের সালোয়ার কামিজ পরে ধীর গতিতে সে হেঁটে আসছিল। শ্রুতির মনে হয়েছিল স্বয়ং সরস্বতী সালোয়ার পরে হাঁটছেন। তার গায়ের দুধ-কলা রঙ বিভা ছিটকোচ্ছে। বুকের দু'পাশে দুটি চওড়া নিটোল বিনুনি। নেমে এসেছে নাভির সমান্তরালে। দীর্ঘ চোখগুলি শান্ত। মুখ জুড়ে অন্যায্য বিষণ্ণতা। কিন্তু ঠোঁট দুটি অপরূপ গড়নে। শ্রুতি এক ঝলকে এতখানি দেখে নিয়েছিল কেন শ্রুতি জানে না। হয়তো শ্রেয়সীর উপস্থিতি তাকে দেখতে বাধ্য করেছিল। পরে ঘরে ফিরে এই মেয়েটিকেই ঘরের অংশীদার পেয়ে খুশি হয়েছিল সে।

রাত্রে কথা হল তিনজনের, বনা মিশ্র এসেছে বালুরঘাট থেকে। তার বইপত্র জামাকাপড়ের সঙ্গে সঙ্গে সে এনেছে একটি সেতার। সে সেতার বাজায়। কিন্তু সুপার বলেছেন হস্টেলে সঙ্গীত সাধনা, নৃত্য অভ্যাস বা কোনও বাদ্যযন্ত্র বাজানো নিষিদ্ধ কারণ এ সব অন্যদের পক্ষে অসুবিধার কারণ হতে পারে। এ খবর বা নির্দেশ শোনামাত্র বনা দুঃখী ও বিষণ্ণ। সে তার হাতের কড়া দেখছে আর বলছে—'এ কড়া উঠে গেলে আমাকে আবার নতুন করে কড়া ফেলতে হবে।' একটি সুন্দর কাপড়ে মুড়ে সেতারটি সে রেখে দিয়েছে মাথার কাছে। দেওয়ালে ঠেস দেওয়া একটি নিথর ও নীরব সেতার, অনেকটা গবেষণাগারের কঙ্কালের মতো।

শ্রেয়সীর বাড়ি বীরভূমে। সে বলল—'গাঁয়ে আমাদের বাড়ি।' প্রত্যেকটি কথা উচ্চারণকালে শ্রুতি তার ঠোঁটের নড়াচড়া দেখল। চোখের উদাসীনতা দেখল। সে বলল—'আমাদের গাঁয়ে রাস্তা নেই। বাস থেকে পাকা রাস্তায় নেমে আলের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে হয়।'

—কোথায় পড়েছ? গাঁয়ে?

—না। গাঁয়ে স্কুল কোথায়? বাসে করে লাভপুর আসতাম।

—বাড়ির জন্য মন কেমন করছে, না?

—না। বাড়ির জন্য নয়।

—তবে এত বিষণ্ণ হয়ে আছ কেন? বিকেলেও দেখেছিলাম। বিষণ্ণ।

—বিকেলে কখন?

—আমি যখন এলাম।

—ও। তুমি ছিলে, না? আসলে আমার দময়ন্তীর জন্য মন খারাপ লাগছে। দময়ন্তী, আমার বন্ধু।

—কেন? ওর জন্য লাগছে কেন?

শ্রেয়সীর চোখ দুটিতে জল ভরে আসছে। স্নিগ্ধ শরতে বর্ষার জলে ভর্তি পুকুর।

—দাদা তো কবেই বাইরে চলে গেছে। বাড়িতে বাবা জমিজমা নিয়ে ব্যস্ত

BanglaBook.org

থাকত। মা সংসার। দময়ন্তীই আমার বন্ধু ছিল। একমাত্র বন্ধু।

—তোমাদের গাঁয়েরই?

—না। ও লাভপুরের। আমার স্কুলের বন্ধু। জানো, আমরা একদিনও কেউ কারওকে না দেখে থাকতে পারতাম না। সারাদিন স্কুলে একসঙ্গে থাকতাম। সারাক্ষণ গল্প করতাম। তবু বাড়ি ফিরে মনে হত ওকে অনেক কিছু বলার আছে। তখন চিঠি লিখতাম। ও-ও লিখত। স্কুলে বসে সেইসব পড়তাম আমরা। রবিবার খুব কান্না পেত। বাড়িতে ভাল লাগত না।

—দময়ন্তী কলকাতায় পড়তে আসেনি?

—না, এল না। ও লাভপুরে পড়ছে। আমাকে অনেক বারণ করেছিল। শুনিনি। শেষ পর্যন্ত ও আমাকে বলেছিল—তুই আমাকে ভালবাসিস না শ্রেয়া। আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিল।

—কী সুন্দর তোমাদের বন্ধুত্ব। আমার এ রকম কারও সঙ্গে হয়নি।

—কারও সঙ্গে না?

—না। আমার ভাইয়ের জন্য খুব মন খারাপ করছে।

কান্না সংক্রামক। মন খারাপ সংক্রামক। বিষণ্ণতার আবেশ সুদূরব্যাপ্ত। হস্টেলের ওই প্রথম সন্ধ্যায় কুড়ি নম্বর রুমের তিনটি মেয়ে খুব কাছাকাছি বসে কাঁদছিল সম্পূর্ণ তিনটি আলাদা আলাদা কারণে। বনা মিশ্র কাঁদছিল তার অচ্ছ্যুৎ সেতারের জন্য। শ্রেয়সী আচার্য কাঁদছিল দময়ন্তী বান্ধবীর জন্য। শ্রুতি বসু, তার ভাইয়ের জন্য। ভাই। অলক। অলক। ওলু। কী করছে ওলু? এতদিন হল শ্রুতি নেই। ওলু কী করছে? বাবা বলেছেন—'ও ঠিক আছে। তুই ভাবিস না।' ঠিক আছে ওলু? সত্যি? শ্রেয়সী জিজ্ঞেস করেছিল—'কোন ক্লাসে পড়ে তোমার ভাই?'

মাথা নেড়েছিল শ্রুতি। পড়ে না।

তবে?

বিরাট প্রশ্নচিহ্ন। ওলু, ওলু, অলক। সে ভাই। সে পড়ে না কেন? শ্রুতির গলা ভার হয়ে এসেছিল। যে-সত্যের সঙ্গে সে ছিল এতকাল, যে-সত্য সে স্বীকার করতে চায়নি, তা-ই অকপটে নতুন বন্ধুদের কাছে বলেছিল, যেন যুক্তি-তর্কের আর কোনও মানে নেই। ওলুকে ছেড়ে এসে, শ্রুতি, বুঝতে পারছে সেই সার কথা, সারসত্য, এবং বলছে বন্ধুদের—ও ইনভ্যালিড। মানে প্রতিবন্ধী। মানে মানসিক প্রতিবন্ধী। ও মেন্টালি রিটারডেড।

বনা ও শ্রেয়সী বিস্ময় ও ত্রাস নিয়ে দেখেছিল তাকে। শ্রুতি উচ্ছ্বাস কান্না ঢাকতে দু'হাতে মুখ রেখেছিল। শ্রেয়সী তাকে কাছে টেনেছিল। শ্রেয়সীর ঘ্রাণ কী সুন্দর! শ্রুতি সেই ঘ্রাণ আর কোনও দিন শ্রেয়সীর গায়ে পায়নি। সে দিন কি শ্রেয়া কোনও বিশেষ পারফিউম মেখেছিল? শ্রুতি জানে না।

BanglaBook.org

হ্যাঁ, সেই কথাই বলা হচ্ছিল। ইউ জি গার্লস হস্টেল অব দি ইউনিভার্সিটি অব ক্যালকাটা। ঠিকানা রাধানাথ বোস লেন। কলিকাতা সাত লক্ষ ছয়। জায়গাটা ঠিক কোথায় তোমাদের বলি। যদিও ওখানে না গেলেও কিছু এসে যায় না কেন-না উত্তর কলকাতার অমন গলি তোমরা নাও খুঁজে পেতে পারো। আর পারোও যদি, তাতেই-বা কী লাভ! সেখানে তোমাদের কেউই যে চিনবে না হে। আর শুধিয়েও কোনও লাভ নেই যে তোমরা তথ্যানুসন্ধান করবে। তথ্যকথা রাখো।

এই দুনিয়া হে দুনিয়া, প্রকৃতির এই দুনিয়াদারি, এর রহস্যের শেষ নাই। এক রহস্য মোচন হবে তো অন্য রহস্য আসবে। আর তার চেয়েও বড় রহস্য কী? কোথায়? মানুষের মন গো, মানুষের চিন্তার গতিবিধি। আর তার চেয়েও বড় রহস্য কী? বলো হে ভাই, বলো। দিদিমণি, বলো গো, প্রকৃতির রহস্য প্রকৃতিতে। রহস্য মোচনের পর দুর্জ্ঞেয় প্রকৃতি—তার বড় কর্ম কী? জিন গো জিন। কখন যে সে বোতল থেকে বেরিয়ে আসবে আর স্বমূর্তি ধরবে, আর কী সেই মূর্তি কিছুতেই বোঝা যাবে না আগে থেকে, হতে পারে সে তোমার বশংবদ, করুণা লোভাতুর, হতে পারে সে দুষ্ট মতি, তোমাতে দেয় ক্রোধ—তুমি জানো নাকো, শুধু সে তোমাকে গ্রাস করে নেয় ধীরে। যেমন কি-না, পুরাণে বলে, ক্ষত্রিয়ের হৃদয় সর্বদা কঠিন, ক্ষুরধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ এবং অন্যের অসাধ্য। ধরা যাক, একজন পুরুষ ক্ষাত্রকুলে জন্ম বলেই সমস্ত ক্ষাত্রধর্মসহ এক কঠিনহৃদয়। এ সম্পর্কে তার নিজস্ব কোনও দায় থাকতে পারে না। তবু মানুষ, প্রত্যেক স্বভাবের জন্য সমাজ দ্বারা দায়ী সাব্যস্ত হয়ে থাকে। অতএব, হে মানব, এ কথা বলা যেতে পারে যে জন্মই তোমার নিটুট শৃঙ্খল।

হ্যাঁ, যে কথা হচ্ছিল। কোনওভাবে উত্তর কলিকাতায় যাও। মনে করো শ্যামবাজার, আর সেখান থেকে বিধান সরণি ধরে হাঁটছ বা ট্রামেও চাপতে পারো,

BanglaBook.org

বাসেও উঠতে পারো ক্ষতি নেই, পৌঁছে যাও হেদুয়ার মোড়ে আর দেখো নাতিপ্রশস্ত বিডন স্ট্রিট, নাতিব্যস্ত, মাঝে মাঝে শবযাত্রীরা হুল্লোড় করে চলেছে, ঝাঁকে ঝাঁকে দুলে দুলে বলছে ব-অ-লো—হ-রি হ-রি-বোল, আর মড়া বলছে—এই আস্তে ঝাঁকাস না, এই আস্তে ঝাঁকাস না—তো সেই বিডন স্ট্রিট পশ্চিমে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ থেকে পূর্বে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোডের মধ্যে শায়িত। আর হেদুয়ার মোড়ে যে-পার্কের অবস্থান তার গালভরা নাম আজাদ হিন্দ বাগ, আর তাতে আছে জলাশয়, তাতে আছে পাখি। জলে আছে মাছ আর সন্তরণের আয়োজন। সকালে-বিকালে নর-নারী ছেলে-মেয়ে মৎস্যবৎ। জল তখন মাতোয়ারা, আলোকোজ্জ্বল। মাছেদের সন্তরণে শান্ত বটে, মানুষের সন্তরণে অপূর্ব প্রাণ পেয়ে শব্দ করে খলবল খলবল। একজন চা-ওয়ালা মদির সন্ধ্যায় হেঁকে যায়—চ্চা। চা—আ। চাঃ। চা-আ-আ-আ। স্বর তার গম্ভীর। গমগমে। বহুদূর পৌঁছতে সক্ষম, যেন, যাত্রাপালায় সে নিয়মিত অভিনয় করে আর সাজে হিটলার, রাণাপ্রতাপ। তোমরা, পার্কের এক কোণে যদি প্রেমে ডুবে থাকো, মাছ হয়ে চলে যাও জলের অতলে, তবে ওই গমক তোমাকে চমকিয়ে দেবে ক্ষণকাল।

রাধানাথ বোস লেন খুঁজতে পার্কে প্রবেশ জরুরি নয়। হেদুয়ার মোড় থেকে বিডন স্ট্রিট ধরে, মানিকতলার মুখে হাঁটলে অর্থাৎ সোজা পুবে গেলে পার্কের পরিসীমা শেষ হল যেই, ডানহাতে স্কটিশ চার্চ কলেজ। বাঁ হাতে ছোট্ট কেতাদুরস্ত ক্যাপ্রি রেস্তোরাঁ। তার গা ঘেঁষে গলি। উত্তরমুখো হয়ে দু'ভাগ হয়েছে। সিধে আর ডানে মোড়। ডানে মুড়ে যেয়ো নাকো। সিধে যাও। রাধানাথ বোস লেন। সেখানেই ইউ জি হস্টেল। সেখানে আছে নির্মলদা দারোয়ান বারফট্টাই। বুড়ো দাদু দারোয়ান অসভ্য উঁকি মারে মেয়েদের ঘরে ঘরে। ছুঁকছুঁকে কৈলাস মেশিনম্যান। কত অট্টালিকা গা ঘেঁষাঘেঁষি, ঘিঞ্জি, মাঝখানে হস্টেল। বাড়ির গায়ে বাড়ি। দেওয়ালের পিঠে পিঠে দেওয়াল। কার্নিশ ঝুলে আছে, ঝুঁকে আছে কার্নিশে। তার মাঝে হস্টেল। তার মাঝে ছাত্রী-আবাস। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-কোনও কলেজের ছাত্রীরা এখানে থাকতে পারার যোগ্য যদিও কয়েকটি প্রাথমিক শর্ত এখানে মানা হয়। যেমন আবাসিকের জন্য আবেদনকারী ছাত্রীর গৃহের থেকে কলকাতার একটি ন্যূনতম দূরত্ব নির্ধারিত আছে যা অতিক্রম না করলে তাকে আবাসিকের যোগ্য বলে বিবেচনা হবে না। যে-কলেজে সে পড়ে তার নিজস্ব ছাত্রী-আবাস থাকলেও তার আবেদন অগ্রাহ্য হবে। উচ্চমাধ্যমিকে সামগ্রিক পঞ্চান্ন শতাংশ নম্বর তাকে পেতে হবে এবং কোনও সাম্মানিক বিষয়ের ছাত্রী হতে হবে। সাধারণ পাস কোর্সের ছাত্রীকে থাকতে দেওয়া যাবে না।

অতএব অনুমান করতে পারো, এই আবাসিকে কন্যারা সাধারণ মেধার ঊর্ধ্বে। বয়ঃক্রম অন্তত আঠারো। সাধারণত প্রত্যেকেই ছোট শহর, শহরতলি বা গ্রাম

BanglaBook.org

থেকে আগতা। পোশাকে, আচরণে তেমন আধুনিকতা নেই বা চাকচিক্য, যেমন কলকাতায়। অবশ্যই ব্যতিক্রম দু'-একজন। তারা অন্যদের কাছে দূরের মানুষ প্রতিভাত হয়। আর এই কলকাতা শহর কারও মধ্যে বিভ্রম জাগায় বা ভীতি। এইখানে কচিকাঁচা মেয়ে সব, তাদের সর্বনাশ কত, সম্ভাবনাও কত! তারা জানে নাকো, এইখানে বাসে-ট্রামে লুব্ধ হাত। তারা জানে নাকো এইখানে শুলুক সন্ধানী কত। এক মেয়ে হাতিবাগানের টানে গেছে একদিন। বাজারের টানে গেছে। কত ঝলমলে চটি-জুতো। হাই হিল। শস্তা। কত ফুলতোলা ম্যাক্সির সারি। কত সালোয়ার-কামিজ, সব শস্তায়। ফিরে এল মেয়ে, চোখে জল, বিছানায় আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল—মা, মা, ওমা! ...বন্ধুরা শুধিয়েছে, কী হল, কী হল! হঠাৎ, একটি লোক, ছুটে এসে তার বুক দুটি ছেনে দিয়ে উধাও হয়েছে।

রাধানাথ বোস লেনের গলির মধ্যেকার এই আবাসিক যার গড়ন চৌকো মতো। ত্রিতল। মাঝখানে একটি চৌকো উঠোন যাতে আছে কলপাড় আর কলপাড়ে সারাক্ষণ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে ভাত। রোদ্দুর পৌঁছয় না উঠোনে। এই একতলাতেই অতিথিকক্ষ। মেয়েদের ঘরে এমনকী মা-বোনেরও যাওয়া নিষেধ। যে-কেউই আসুক, আত্মীয় বা অনাত্মীয়, তাকে দেখা করতে হবে এই অতিথি-কক্ষে বসে। নির্দিষ্ট সময়ে তাকে আসতে হবে। একতলা থেকে দারোয়ান হাঁকবে যেমন শ্রুতি বসু-উ-উ-ও—ভিজিটর। মেয়ে তখন দুদ্দাড় করে নীচে নামবে। চটির ফটফট শব্দ উঠবে সিঁড়িতে। কৃষ্ণাদি সুপার দোতলায় নিজের ঘর থেকে একবার নজর করবেন। তাঁর সুন্দর প্রসন্ন মুখমণ্ডল গম্ভীর থাকবে। কারণ কৃষ্ণাদি হাসলে পৃথিবীর সুন্দরীতমাদের পেশি সঞ্চার তাঁর মুখে রচিত হয় যা তিনি গোপন ও অপরিচিত রাখতে চান।

একতলাতেই খাবার ঘর। রান্নাঘর। ভাঁড়ার। আর তাতে লক্ষ লক্ষ আরশোলা। ইঁদুর। দুই ঠাকুরের থাকার জায়গা। একতলাতেই সুপারের সাহায্যকারিণী মেট্রনের ঘর। সঙ্গে থাকেন মায়াদি, অষ্টমীদি মাসি। মেয়েদের ঘরদোর পরিষ্কার করা। খাবার ও নানাবিধ জিনিস এনে দেওয়া তাঁদের কাজ। দোতলা-তেতলা মিলিয়ে মোট কুড়িটি ঘর। চারটি করে বিছানা। অর্থাৎ মোট আসন সংখ্যা আশিটি। তেতলায় দুটি স্নানঘর। একটি ছোট, একটি বড়। দোতলায় একটি ও একতলায় দুটি স্নানঘর। জল পর্যাপ্ত। যদিও নির্দিষ্ট সময়ে মেশিনম্যান জল তোলে না বরং প্রায়ই জল ফুরিয়ে গেলে মেয়েরা হল্লা করে। কোনও দিন বা রান্না খারাপ বলে খাবার বয়কট। কোনও সময় ঠাকুর ও মাসিরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীরা, মিছিলে যোগ দিতে চলে যায় ও সংগঠনের বহুবিধ দাবির সপক্ষে কর্মবিরতি ডাকে।

তখন মেয়েরা হাতিবাগানের মিতালি পাইস হোটেলে ডাল ভাত আলুভাজা

BanglaBook.org

আর ডিমের ঝোল খেতে যায়। সে-যাওয়া এক স্মরণীকা। সে-খাওয়াও। যে-মেয়ে প্রথমবার ওখানে গেল তার বুক দুর দুর করে। তবু তারা সেখানেই যায় কেন-না শস্তা পড়ে। কেন-না, ভি এল মিত্র ইউ জি হস্টেলের ঐতিহ্যের মধ্যে এই মিতালি পাইস হোটেলে আসাও অন্তর্গত। কোন যুগে এই হোটেল স্থাপিত হয়েছিল, তা ভি এল মিত্র হস্টেলের আগে, না কি পরে, কেউ জানে না। কবে, কোন মেয়ে, এসে, প্রথম সন্ধান পেয়েছিল এই মিতালি পাইস হোটেলের—ভি এল মিত্র হস্টেলের অন্য অনেক রহস্য ইতিহাসের মতো এ তথ্য অন্ধকারে! তবু, মাসিমা, যিনি এই হস্টেলে কৃষ্ণা দত্তের চেয়েও প্রাচীন, স্মরণ করতে পারেন যে, এ যাবৎকাল, সমস্ত ধর্মঘটে, সমস্ত ছুটির সময়, মেয়েরা ওই হোটেলেই খেতে গিয়েছে।

রাধা সিনেমার একেবারে গায়ে গায়ে, চটিজুতোর দোকান আর ঠাসা ফুটপাথের বস্তুসম্ভার এড়িয়ে, বিক্রেতাদের ডাকাডাকি অবহেলা করে, ঢুকে যেতে হবে একটি সরু গলতায়। হোটেল দোতলায়। কিন্তু গলতায় ঢুকে খুব নজর না করলে সিঁড়ি চোখে পড়বে না। কেন-না গলতাতেও চটি-জুতো, গিল্টি গয়না ও শস্তা ম্যাক্সির প্রভূত সম্ভার। সে-সবের ফাঁকে হঠাৎ একটি সিঁড়ি থাকতে পারে এ ধারণা থাকে না। ফলে সিঁড়ির আবিষ্কার অনেকটা ঐন্দ্রজালিক বা ভূতুড়ে লাগে! এবং সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকলে সেই গা ছমছম করা। সিঁড়িটা অন্ধকার, অপরিচ্ছন্ন। সিঁড়ির দেওয়ালে পানের রসের দাস। সরু গা ঘেঁষাঘেষি পরিসরে আরোহণ ও অবরোহণ এককালে সম্ভব হয় না। মেয়েরা এই অদ্ভুত স্থানের টানে ও প্রেরণায় উঠে যায় ওপরে। ময়লা, জল-তেল-ঝোলে কাদাটে মেঝের ওপর হালকা কাঠের টেবিল ও বেঞ্চে বসে। তাদের তখন খিদে পেতে থাকে। ময়লা তেল-চিটে গেঞ্জি এবং গরমে ঘাম চকচকে শরীরের—এত মেয়ে দেখে প্রসন্ন বয়টি কোমরের রং-চটা গামছা কষে বেঁধে টেবিলে নুনদান রেখে যায়। কী রং ছিল নুনদানের? বোঝা যায় না। এখন মাটির রং। বছরের পর বছর ধরে এটি রং পাল্টাতে পাল্টাতে এমন পাকাপাকি মেটে ধরনের। এই নুনদান ও বয়টির উপস্থিতি মেয়েদের ক্ষুধা তীব্র করে। অন্য অন্য খদ্দের, ডাল-ভাত-শব্জির আরও একটু বাড়তি স্বাদ পায় তখন, আরও একটু ভাত দাবি করে ফেলে। আর মলিন, ঝুল-ঝরানো, নগণ্য পাইস হোটেল নতুন করে মায়াময় হেসে ওঠে কিছুক্ষণের জন্য। প্রত্যেকে মেয়েতে মনোযোগী হয়।

আবাসিকদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া হয়ে থাকে। এ ওর নামে বলল, সে তার নামে, এ সব আছেই। তা ছাড়াও কে কত বেশি সময় ধরে স্নান করছে, কে ছোট বাথরুমে যেতেই চায় না, বড় বাথরুমে যায়— এ-ও ঝগড়ার বিষয়। কে রাত্রে আলো জ্বেলে রাখবে এবং তাতে কার ঘুম হবে না এ-ও অশান্তির কারণ ঘটায়।

BanglaBook.org

কিন্তু এ সবই আপাত। আঙ্গিক। এ ছাড়াও এই আবাসিকে নিহিত আছে এক গভীর ও অনুদ্ঘাটিত সত্য। জ্ঞাত কিন্তু অনুচ্চারিত। তার নাম বয়ঃসন্ধি। তার নাম যুব বয়স। তার নাম নিহিত কাম যা কেউ শিখে আসে, কেউ আসে না, কেউ শিখে নেয়।

পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান অস্তিত্ব মানব শরীর। কেন-না মানবচেতনা শরীর আশ্রিত। উঁহু! শুধু মানব-শরীর বলি কেন? দেবগণের কীর্তি-কাণ্ড—সবই যে শরীর জড়ায় তা কি আমরা জানি না? আহা! তাতে দোষ আছে এ কথা আমি বলি না।

ভক্তিভরে কহি আমি আত্মা দেবতার
শক্তি মহাশক্তি এবে অন্য সব ছার
নিরাকারে শক্তি আছে দেব মহাবল
অরূপে রূপের বিভা দেহধরা ছল
কী প্রকারে দেবগণ শক্তি বিভাজিবে?
নিরাকার আত্মা বায়ু সব উড়ি যাবে।
আত্মা উড়িয়া গেলে শক্তি রবে কোথা
শক্তির খাতিরে ভগবান নর যথা
আসলে সমস্ত মায়া সমস্ত বিভূতি
পুণ্য আত্মা ভূমিতলে শরীরে সদ্গতি
ধরা ত্যাগ করিলেই যথা আত্মা তথা
দেব-দেবী মুনি-ঋষি স্বর্গে শেষ কথা।

কিন্তু শরীর একবার ধারণ করলে আর ছাড়ান-ছোড়ন নাই। তখন তোমাদের যেমনি কাম-ক্রোধ, জ্বলন-পতন তাঁদেরও তাই। তা, দেবতাদের দেখে আমরা নীতিজ্ঞান শিখব সে-উপায় কই? নরে-বানরে-নারায়ণে আর তফাৎ রইল কী! আমরা যা করি, তাঁরাও তা-ই। শরীর না ধরলে, আমরা, এই মনুষ্যকুল যে শুদ্ধান্তরা হয়ে উঠব না তা তো আর প্রমাণিত নয়! কিন্তু মানুষ সর্বদোষে দোষী! কামে দোষী। ক্রোধে দোষী। ছয় রিপু দ্বারা প্ররোচিত হয়ে ছাপান্ন হাজার ছয় শো দোষে দোষী। শুধু দেবতাদেরই কোনও দোষ নাই। এ ক্ষণে, হে দাদারা, দিদিরা, তোমরা দুর্বাসা মুনির এক বৃত্তান্ত শ্রবণ করো।

একদিন গন্ধমাদন পর্বতের কাছাকাছি ধ্যান করছেন দুর্বাসা, হঠাৎ, টুং-টাং রিন-ঠিন উঃ-আঃ শব্দে তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হয়। চোখ মেলে দেখেন দানবরাজ বলির পুত্র এক পুংশ্চলীর সঙ্গে কামমত্ত ও অজ্ঞান। তাদের কামকেলীর শব্দেই মুনির

BanglaBook.org

ধ্যান ভঙ্গ হয়েছে। মুনি কুপিত হলেন, চিরকালই দুর্বাসা মুনি যা হয়ে এসেছেন, এবং ওই দুই প্রাণীকে কামলিপ্ত হওয়ার জন্য অভিশাপ দিলেন। তা দিলেন তো দিলেন, বেশ করলেন, কিন্তু মুনির কী হল? দুর্বাসা মুনি, তাঁর ধর্মে-কর্মে ঈশ্বরভজনায় মন নেই, তিনি আবিষ্কার করলেন যে তাঁর সঙ্গদোষ ঘটেছে। কেন-না পুরাণে বলছে, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরও অসৎ সংসর্গবশতঃ সাংসার্গিক দোষ উপস্থিত হয়। তো, তখন, সহসা মুনিবরের হৃদয়ের সুরতস্পৃহা উপস্থিত হইলে তিনি কামাতুর হইয়া তপস্যা ত্যাগপূর্বক কামিনী চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তো বৃত্তান্ত এই। এরপর অবশ্য দুর্বাসা কন্দলী নাম্নী অন্য এক মুনিকন্যাকে বিবাহ করেন এবং আপামর জনসাধারণের মতোই খাট-বিছানায় একই খেলা খেলে কিছুটা প্রবৃত্তি নিবারণ করেন। সেই কন্দলী ছিল দারুণ ঝগড়াটে। তার মুখ সহ্য করতে না পেরে দুর্বাসা তাকে পুড়িয়ে মারেন। পুড়িয়ে মারেন মানে এখনকার মতো তো বউয়ের গায়ে কেরোসিন ঢেলে দেশলাই জ্বেলে দেওয়া নয়। মহামুনি দুর্বাসা বললেন—ভস্ম হও! ব্যস! কন্দলী ভস্মীভূত!

অতএব অদ্যাবধি আমরা ইহা-কর্ম করে আসছি। ইহা-কর্ম, কী কর্ম? কেন? এই যে ভস্মীভবন! এই যে ক্রোধ বা ঈর্ষা হেতু, এই যে ক্ষোভ ও উন্মত্ততা হেতু আমরা আগুন লাগাই পরস্পরে, আর পোড়াই, পুড়িয়ে মারি এবং আমাদের অঙ্গারগুলি স্বাভাবিকতা বজায় রাখার অভিপ্রায়ে দগ্ধ হয়, আরও দগ্ধ হয়, আরও আরও আরও দগ্ধ হয়—সে তো শুরু হয়েছিল দুর্বাসার কাল থেকেই। না না তারও আগে থেকে। কবে থেকে? সেই আদিকাল থেকে—যখন মানুষ মানুষ হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করল। আর সেইসব মানবিক অভ্যাস—যার কিছু পশুতে দৃশ্যমান কিছু-বা নয়—আমরা বয়ে আনছি জন্ম জন্ম ধরে।

গত জন্মে কিছু ঈর্ষা সংগ্রহ করেছিলাম, এ জন্মে আর কিছু করেছি, পরবর্তী জন্মে আমার ঈর্ষানলে নিশ্চয়ই পুড়িয়ে মারতে সক্ষম হব আমি, আজকের নিরীহ গোবেচারা দেখতে মানুষটা। ভারতের জন্মান্তরবাদী দর্শন মস্তিষ্কের জড় উপাদান বা বাবা-মায়ের জিন দ্বারা মানব পশু পক্ষী সরীসৃপাদির বিচিত্র স্বভাব-চরিত্রের কার্যকারণ নির্ণয় স্বীকার করে না। তার মতে, আজকের ব্যবহার কালকের চর্চার পরিচয়। এই দর্শন বলছে, জীবমাত্রেই প্রাক্তন সংস্কার ব্যতীত ভক্ষ্যপেয়াদি বিষয়ে বিচিত্র রাগ জন্মিতে পারে না। সে-রকমই, মানুষের যে বিদ্যাবিশেষে বিশিষ্ট অনুরাগ ও অধিকার, তাও প্রাক্তন সংস্কার ছাড়া জন্মাতে পারে না। ধরা যাক, কেউ গণিতে বিরক্ত কিন্তু ইতিহাসে অতীব অনুরক্ত। এই অনুরাগ ও অধিকারের মূল হল পূর্ব জন্মে সেই বিদ্যার বিশেষ অভ্যাস ও অনুশীলন।

পৃথিবীর অস্তিত্ব মানুষের চেতনা নির্ভর। ভেবে দেখো, মানুষের চেতনা বিনা

BanglaBook.org

এই পৃথিবী সবুজ কিনা, সুন্দর কিনা, নির্মল কিনা, তাতে কী যায় আসে। যা আছে তা থাকার মধ্যে তার সার্থকতা। কিন্তু যা আছে তাকে জানার মধ্যে তার সম্পূর্ণতা। তাই এ দেহ, এই মানবদেহ, এই শরীর বড় মূল্যবান। বড় সুন্দর। বড় আদরকাড়া। তোমরা যে যার শরীরকে স্পর্শ করো আর ভাবতে থাকো, এই আমার পা, এই আমার হাত, এই আমার নাভি, এই আমার চোখ, মুখ, নাক, মস্তক, এই আমার স্তন ও যোনি। এই আমার শরীর। একে আমি স্পর্শ করি। একে আমি অনুভব করি। একে আমি উপলব্ধি করি। কোথায় কোথায় কোথায়। আমার মস্তকে। আমার মস্তিষ্কে। আমার চেতনায়।

হে চেতনা, তুমি কী দেখো? আমি দেখি কোষ। আমি দেখি এক কোষ থেকে কোষের জন্ম ও একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে দল বাঁধা।

হে চেতনা, আর কী দেখো তুমি?

আমি দেখি দল বাঁধা কোষেদের কলা। আমি দেখি দল বাঁধা কলাদের অঙ্গ। আমি দেখি অঙ্গ প্রতিবেশী। আমি দেখি তন্ত্র। যেন-বা ছোট ছোট গাঁ তাই শহর। ছোট ছোট শহর তাই নগর। ছোট ছোট নগর তাই রাজনগর। রাজনগর, তাই মহানগর। তাই গ্রামে নগরে মহানগরে দেশ। এই দেহ এক দেশ-ভাবনা যেন। এই দেহ এক অলীক, এক রহস্য ভাবনাও যেন। এবং সমস্ত রহস্যগুলি বয়ঃসন্ধিকালে চলে যায় জনন ভূমিকায়। চলে যায় যৌনতায়। এবং যৌনতা সম্বন্ধীয় এই বোধ যদি ঈশ্বরের তৈরি হয় বা প্রকৃতির তবে তা অত্যন্ত সচেতন নির্মাণ কারণ যৌনতার মধ্যে সৃষ্টিবীজ। যৌনতায় সৃষ্টি রহস্য। তোমরা জানো, সঙ্গম ও রতিক্রিয়ার প্রবণতার তলায় আছে স্বপ্রকাশ। আত্মপ্রকাশ। আত্ম উন্মোচন। সঙ্গম এক পার্থিব প্রক্রিয়া যাতে ধরা পড়ে অপার্থিব। সঙ্গম এক আনন্দ যাতে অনন্য সৃষ্টি। দেখো তোমরা, দেখো, একটু গভীর করে দেখো পরস্পর। একা হে? একা তুমি? একাকীত্ব বোধ হয়? দেখো হে, দেখো পরস্পর। তোমার চোখ ওকে টানে না? তোমার হাত ওকে টানে না? তোমার শরীর ওকে জড়ায়-জাপ্টায় না? একজনের ইচ্ছা জাগে না প্রবেশ করো অন্যতে? তখনও একা লাগে?

একা? দেখো, ভাবো, একজন অন্যজনে গিয়েছ। একজন অন্যজনে আছ। দেখো, আর কোনও দূরত্ব নেই। বিচ্ছেদ নেই এতটুকু। বিভাজন নেই। এখন আর অপূর্ণ নও। অসম্পূর্ণ নও। এখন এক। দুইয়ে মিলে এক। একে একে এক। এই এককের বোধের জন্যই আলাদা হলেন নর-নারী। এককের বোধের জন্য নারী পুরুষ হলেন। এইসব শাস্ত্রকথা নয়। এইসব বিশ্বাসের কথা। এইসব ঈশ্বরবিশ্বাসের মতো সুন্দর ও আবেগপূর্ণ। আসলে শাস্ত্র কথা হল কামোদ্দীপনা। বোধ। তবে, বলো দেখি, শাস্ত্রে বলে, কামোদ্দীপনায় পুরুষের লিঙ্গ হয় কঠিন ও দীর্ঘ। ওপরের দিকে সামান্য বাঁকা। শাস্ত্রে বলে, নারীর যোনির ভিতরের পথও উপরের দিকে

BanglaBook.org

বাঁকা। যেন ওই লিঙ্গ, ওই যোনি, একে অন্যের পরিপূরক।

হে ভ্রাতা ভগিনীগণ, তোমাদের কি মনে হয় না, প্রকৃতির এ এক নিপুণ নির্মাণ! নিপুণ বটে, কিন্তু জটিলতা আছে কিছু। কী জটিলতা? শোনো তবে। নারীর যোনিতে আছে নিমফি, বা লিবিয়া মাইনরা। নিমফির ভাঁজ দুটি ওপর দিকের যে জায়গায় মিশেছে তার নাম ক্লাইটোরিস, বহু স্নায়ুর মিলনস্থল, এই অংশটি তীব্র যৌন অনুভূতির কেন্দ্র। শাস্ত্রে বলে, পুরুষের লিঙ্গের সঙ্গে এই অংশটি চরিত্রে মেলে। কেন-না ভ্রূণ অবস্থায় যে-অংশ ধীরে ধীরে পুরুষ শিশুর বেলায় লিঙ্গ হয়ে দেখা যায়, সেই অংশ থেকেই মেয়েদের ক্লাইটোরিস গড়ে ওঠে। ক্লাইটোরিস বা ক্লিটোরিস, যাই বলো, যৌনতায় এর অনন্য ভূমিকা লব্ধ হয়। এইসব মেয়ে তার কিছু জানে নাকো। জানে নাকো কাকে বলে ক্লিটোরিস, নিমফি বা ফুল হয়ে ফুটে থাকা অপূর্ব তরল। জানে না, তবু যৌনতা ধরা দেয়। সে বড় ভয়ঙ্কর। না জেনে ধরা দেয়, সে বড় চিন্তার। শুধু এক বোধ কাজ করে। হ্যাঁ-বোধ, না-বোধ। লোকে বলে মেয়েদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। কে জানে, আছে কি না। বছর বছর পার করে দিল সব কত কিছু না জেনেই। ক্রমশ জানতে থাকা, যৌনতা-ভয়ার্ত মেয়ে, কখনও-বা নতুন দিগন্ত খুলে যায়। কী দিগন্ত! দিগন্ত কোথায়? কোনও এক সুস্থ স্বপ্ন এসে খেলা করে নর-নারী সম্পর্কের ঘরে। তথায় যৌনতা প্রকট নয়। সে এক অসামান্য প্রেম। অনির্বচনীয়। মুখখানি মনে পড়ে বুকের ভিতরে কী এক অপূর্ব কষ্ট টন টন করে। তার নাম প্রেম। এ সময়, এই কলেজে ইস্কুলে, এমন প্রেমই বেশি। অন্য যা কিছু, ভাবনার বিষয়। কারণ এই দেশে যৌনতা উদ্ভাসিত নয়। মুখরিত নয়। তাই চিন্তা। তাই ভেসে যাওয়া, ধসে যাওয়ার ভয়। মেয়ে বড় হলে মা বললেন—শোনো, বাবার সামনে খালি-গা হবে না।

—কেন মা?

—বাবা পুরুষমানুষ। আর তুমি বড় হয়েছ।

মেয়ে দেখে। মেয়ে বাবাকে দেখে। মেয়ে পুরুষমানুষ দেখে। আর?

আর? আর? মেয়ে দেখে বড় হওয়া।

মা বলেন—শোনো, দাদার পাশে শোবে না। হুটোপাটি করবে না।

—কেন মা? কেন?

—বড় হলে দাদার পাশে শুতে নেই।

মেয়ের ভয় করে। বড্ড ভয় করে। দাদার পাশে শোবে না কেন ও? এতদিন তো শুত? তবে? ও মেয়ে ধীরে ধীরে বুকে হাত রাখে। সেইখানে গাঢ় ব্যথা। এ ব্যথার নাম তবে বড় হওয়া!

মা বলছেন—কাকা, মামা, মেসো, পিসো সক্কলের থেকে দূরে রাখবে

BanglaBook.org

নিজেকে। কেউ যেন গায়ে হাত দিতে না পারে। তুমি বড় হয়েছ এখন। সাবধানে থাকতে হয়।

মেয়ে কাকাকে দেখে। মামাকে দেখে। মেসো দেখে। পিসো দেখে। আর এতদিনকার নির্ভীক প্রীতির জগৎ ভাঙতে ভাঙতে ভাঙতে একলা অন্ধকার কোনায় পৌঁছয়। তার একটা একলার জগৎ হয়। ভয় ও অজ্ঞতার জগৎ। তার খারাপ লাগে। কষ্ট হয়। কান্না পায়। নতুন জগৎটা বিচ্ছিরি। খারাপ! বড় হয়ে যাওয়া বিচ্ছিরি। বাজে বাজে বাজে। মনে মনে হাজার চিৎকার ওঠে। মা, আমি বড় হব না মা-আ-আ। ও মা গো। আমি ছোট থাকব। ছোট। ছোট্ট ওই মেয়ে...!

আর ছেলের বেলায়? কোনও সাবধানবাণী নেই। বলো, তোমরা বলো, তোমাদের মধ্যে পুরুষ হয়েছ যারা, তোমাদের বয়ঃসন্ধিকালে ভীত হওনি তোমরা? গা ছমছম করেনি তোমাদের? পোশাকের নীচে নিভৃত পরিবর্তন আর নারীবোধ তোমাদের দিশেহারা করেনি? তোমাদের কেউ সাবধান করে দেয়নি, তাই, পাড়ার কোনও যৌনতাকামী দিদি কিংবা পিসি কিংবা মাসি তোমাদের কোন অছিলায় সাপটে নিয়েছে বুকে আর তোমার দম বন্ধ হয়েছে, শরীরের মধ্যে সুখের চেয়ে অধিকতর কষ্ট, কারণ, সেই নারী তোমাকে পিষে ফেলতে ফেলতে কানে কানে বলছে—কারওকে বলিস না। কারওকে বলতে নেই। উঁ? মনে থাকবে?...কারওকে বলতে নেই? কেন? তোমার মধ্যে পাপবোধ ঢুকে পড়ছে। সুযোগ পেয়ে ভয়ও হল-বল করতে করতে অধিকার করছে তোমাকে। তুমি পাল্টে গেলে। তোমার মধ্যে নারীবোধ। কিন্তু তোমার সারল্য মৃত। দিদিবোধ মৃত। মাসি-পিসিবোধ মৃত। অসম্ভব কষ্টে তুমি প্রথম হস্তমৈথুন করে বন্ধ করে একা একা হাউ হাউ কেঁদেছ। কেউ জানে না। এ সব কারওকে বলতে নেই। তোমাদের বোধ আছে। পাপবোধ আছে। আবার যৌনবোধও। কিন্তু কী থেকে কী হয় সম্পূর্ণ জানো না।

তাই সাবধান। সাবধান পরস্পর। সাবধান ওগো ছেলে-মেয়ে।

BanglaBook.org

সকাল থেকেই তারা পরস্পর তুই-তোকারি সম্বোধন করেছিল। কলেজে যাবার আগে নীচে খেতে গিয়েছিল একসঙ্গে। সকালবেলার জন্য কোনও খাবারের ব্যবস্থা নেই হস্টেলে। যে-যার মতো চিঁড়ে, মুড়ি, বিস্কিট, পাঁউরুটি এনে রাখে। মায়াদি-অষ্টমীদিকে বলে দেয়, পয়সা দিয়ে দেয়, ওরা আনে। এবং প্রায়ই গুলিয়ে ফেলে সব। যার জন্য কচুরি আনার কথা তার জন্য আনে টোস্ট, যার জন্য টোস্ট আনার কথা তার জন্য আনে মুড়ি। এ নিয়ে মেয়েদের অভিযোগের শেষ নেই। অষ্টমীদি, মেয়েদের পরিতোষ নিমিত্ত কপাল চাপড়ায় আর ছোটাছুটি করে।

কলেজ যাবার আগে ভাত পাওয়া যায় ন'টা থেকে। এ সময়ের জন্য কোনও ঘণ্টা বাজে না। যে-যার সময়মতো নামে। তখন, প্রত্যেক রুমের মেয়েরাই নিজের-নিজের রুমমেটসহ নামছিল। বেশিরভাগ মেয়েই ক্ষীণজীবী ও ধূসর। তাই এই হস্টেলে কোনও র‍্যাগিং ছিল না। নবীনবরণ বা বিদায় উৎসবও ছিল না। এই পুরনো এঁদো শ্যাওলাপড়া ও নিরুত্তেজ হস্টেলবাড়িতে মেয়েদের প্রাণ এর চেয়ে বেশি বিকশিত হওয়া সম্ভব নয় হয়তো। নির্জীব মেয়ে ও নির্জীব বাড়ি, বড়ই মানানসই। দু'-একজন উজ্জ্বলতর হলেই বরং বেমানান। যেমন শ্রেয়সী বা দেবরূপা। শ্রেয়সী উজ্জ্বল। দেবরূপা চাকচিক্য সমন্বিত। যদিও তারা যখন কলেজ যাবার আগে খেতে নেমেছিল তখনও দেবরূপা আসেনি। বনা খেয়ে, বিদ্যাসাগরে চলে গিয়েছিল। শ্রেয়সীর আশুতোষ। শ্রুতির বেথুন বলে পা বাড়ালেই কলেজ। বনা, বটানি, বিদ্যাসাগর গিয়েছিল ট্রামে চেপে। কেমিস্ট্রি শ্রেয়সীকে বাসে তুলে দেবার জন্য কিছুক্ষণ দাঁড়াল শ্রুতি দর্শন। শ্রেয়সী বলেছিল—'কী যে ফিলজফি নিলি!'

শ্রুতি হেসেছিল। বলেছিল—'ফিলজফি নয়। দর্শন। ভাগ্যিস নিয়েছি। তাই তোকে দেখলাম।'

BanglaBook.org

—'কী দেখলি?'

—'তুই শ্রেয়া, তুই খুব সুন্দর!'

সারাদিন ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘমন হয়ে ছিল শ্রুতি। এ প্রথম হস্টেল, মনে হল ততটা কঠিন নয় যদি শ্রেয়সীরা থাকে। আর বনা? ভালই তো। দু'জনেই ভাল। তবুও বাড়িকেই মনে পড়ল বার বার। বাবা কী করছে? ভাই? লক্ষ্মীপিসি কি আসছে ঠিকমতো? তার ভরসার জায়গা অবশ্য আছে। লতিকাপিসি। কাজের ফাঁকে, সময়মতো খোঁজ নিশ্চয়ই নেবে। শ্রুতি, চলে আসার সময়, লতিকাপিসির সঙ্গে দেখা করতে যাবার পর্বে, তার চোখ জলে ভরে এসেছিল।— বাবার কী হবে পিসি? ওলুর? বাবা তো সকালের দিকটায় নড়তেই পারে না। হাড়ে খুব ব্যথা হচ্ছে আজকাল।... পিসি বলেছিল— তোর অত ভাবলে চলবে না। তোকে পড়তে হবে। মন শক্ত কর। আমি তো আছি।...

আমি তো আছি— এই কথাটি বড় সুন্দর, বড় মূল্যবান। শ্রুতি বুঝেছিল সে-দিন। আমি তো আছি, লোকে বলে। আমি। আমার দিকে তাকা। আমাকে দ্যাখ। আমি আছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত থাকে ক'জন? বেশিরভাগ আত্মঘোষণা ভুলে যে-যার মতো ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তবু, শ্রুতি, এই কথাটির মূল্য সম্পর্কে সচেতন। সে বিশ্বাস করে। লতিকাপিসিকে বিশ্বাস করে। তাই ওই কথাটিতেও বিশ্বাস করে। এমনি করে তার মনে পড়ল লক্ষ্মীপিসিকে, লতিকাপিসিকে, বাবাকে, ওলুকে। মনে পড়ল তার এমনকী পিসিমার বাড়ির কথাও। পিসিমার ফর্সা মুখে একটি বড় কালো আঁচিল। পিসিমার স্বল্পমেদী পিঠে পিসেমশাইয়ের শক্ত, শীর্ণ আঙুলের ঘোরাফেরা। মনে পড়ল পিসিমার বাড়িতে অযত্নের ভাত। আবার ভাত বলতেই মনে পড়ল হস্টেলের রান্না। বড় বড় উলোঝুলো চুলওয়ালা নোংরামতো বড়ঠাকুর। শ্রুতির একটু গা ঘিন ঘিন করছিল। রান্নায় স্বাদ নেই। জলের মতো ডাল। তরকারি সামান্য। ভাতের জন্য বরাদ্দ চালে লালচে মোটা দানা। স্বাদ নেই। আদর নেই। কিন্তু অনাদরও তো নেই। আদর না থাকা, সে একরকম, সে আগাছার মতো আপন খেয়ালে টিকে থাকা যায়। কিন্তু ইচ্ছাকৃত অনাদরে বড় অপমান লাগে। তার চেয়ে ভাল পেশাদারি। তার চেয়ে ভাল কাজের জন্য কাজ।

শ্রুতি ভাবে, ভেবে চলে, খারাপ লাগে না কেন বাবার, পিসির বাড়িতে? অপমান লাগে না কেন? বাবার দীর্ঘ কৈশোর পিসির সঙ্গে সঙ্গে গেছে। তাই বুঝি সম্পর্ক মান অপমান অবহেলার ঊর্ধ্বে। কিন্তু শ্রুতির কৈশোরে পিসি বড়ই শীতল। সে এই শৈত্য দ্বারা নির্যাতিত বোধ করে। এবং কষ্ট পায়। কষ্ট পায় কেন-না শ্রুতি, বাবার অপমান ঝেড়ে ফেলতে পারার আরও একটা কারণ উপলব্ধি করে। তার বাবার, পিসির বাড়িতে না উঠে উপায় নেই। বাঙালির জীবনে কলকাতা বড়

BanglaBook.org

কাজের জায়গা। সেখানে একটা ঘাঁটি থাকা চাই। হোটেলে উঠবে, সে-পয়সা নেই। অতএব বোনের, দূর সম্পর্কীয়া বোনের শিথিল নৈকট্যকে সম্মান জানানো। শ্রুতি, ধীরে পা ফেলে এবং কষ্ট থেকেই রেহাই পেতে অন্য কথা ভাবতে চায়। সে সফেদ দোপাট্টা ঠিকঠাক করে নেয়। কাঁধের ব্যাগটিকে অকারণে দেখে আর চেন খুলে বন্ধ করে ফের। এবং আবার বড়ঠাকুরকে মনে পড়ে তার।

বড়ঠাকুর কে? বড়ঠাকুর একজন ওড়িয়া পুরুষ। এই হস্টেলের রান্না ও পরিবেশনের দায়-দায়িত্ব তার। ছোটঠাকুর কে? ছোটঠাকুর এক ওড়িয়া পুরুষ। বড়ঠাকুরকে সাহায্য করে আর বড়ঠাকুরের অনুপস্থিতিতে সর্বেসর্বা হয়। কত মেয়ের জন্য রান্না করেছে ওরা। কত মেয়েকে খাইয়েছে। তার হিসেব নেই। লেখাজোখাও নেই। তাই ওদের মনে স্নেহ নেই। আদর নেই। কিন্তু ওরা নির্বিকার থাকে না। কটুভাষ্য করে না। এমনকী খেতে দেয় না পিঁপড়ে-ধরা বা বাসিগন্ধের ভাত। কোনও কোনও সময় অনাত্মীয়তা আত্মীয়তার চেয়ে অনেক বেশি সহনশীল। আত্মীয়তা বেশি ক্ষেত্রেই ভারী বোঝার মতো। অনাত্মীয়তায় যেখানে কর্তব্য সেখানে ভদ্রতার জমিনে আত্মসম্মানবোধের বুনোট। অনাত্মীয়ের দায়িত্ব কর্তব্য সবটাই স্বয়ং কাঁধে তুলে নেওয়া। তাই তা সম্পূর্ণ পালনে সম্মান। দুই অনাত্মীয়ের যে স্বাভাবিক দূরত্ব তা সূর্য ও পৃথিবীর দূরত্বের মতোই কল্যাণী। মানুষে মানুষে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব থাকলে উত্তাপ সহনশীল হয়।

সে-দিন এমনই একটি অবস্থান, শ্রুতির জীবন বদলে যাচ্ছে ক্রমশ। এক ধারা থেকে অন্য ধারায় যাচ্ছে। মফস্‌সলের শান্ত জীবন থেকে এই উদ্দাম মহানগর, গৃহের একান্ত আপনার মানুষের কাছ থেকে এইসব অচেনা মেয়েদের ভিড় হস্টেল, শ্রুতির ভাবনাকে নির্দিষ্ট ধারায় বইতে দেয়নি দীর্ঘকাল। সে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করতে পারেনি পড়াশুনোয় এবং সম্ভবত সেই দু' বছর সম্পূর্ণ। সে যে ভেবেছিল ন্যাশনাল লাইব্রেরি যাবে বা ব্রিটিশ কাউন্সিল—যায়নি তা। কলেজ লাইব্রেরিকেও সার্থক ব্যবহারে অপারগ হয়েছিল। অথচ সেই ছিল সেরা কাল। প্রধান সময় ছিল নিজেকেই গড়ে তুলবার। যখন, তার বাবার কথামতো, নিজের জন্য, বাবার জন্য, ভাইয়ের জন্য, প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সে পারেনি। করেওনি বলা যায়। কেন-না যা হয়নি, হল না, তা না পারা ও না করা দু ধরনের দায়িত্বই থেকে যায়। সেই দায়িত্ব শ্রুতি কখনও অস্বীকার করেনি।

সমস্ত ধারাবাহিক ঘটনাবলির দৈনন্দিনের মধ্যে তার নিজের প্রবেশকে সে অনুপ্রবেশ মনে করে কারণ এই ঘটনানুক্রম তাকে কিছুমাত্র দেয়নি। সুস্থ সম্পর্ক না। বোধ না। প্রেম না। আনন্দ না। সে যেন ছিল এক পরিপূর্ণ ক্ষয়ের কাল যা সে যাপন করেছিল। গড়েছিল অন্ধকার অতীত এবং নিঃস্ব ভবিষ্যৎ। সে-দিনকার কথাগুলি

BanglaBook.org

ভাবলে তার মনে পড়ে কিছু-বা, কিছু মনেও পড়ে না। সেই সময় সম্পর্কে অনীহা বিতৃষ্ণা ঘৃণা তাকে প্রত্যেকটি পারম্পর্য মনে রাখতে দেয়নি। কিন্তু স্মৃতির আশ্চর্য মহিমায় কলেজের বহু পাঠ তার মনে আছে। হস্টেল থেকে প্রথম কলেজ যাবার দিন শ্রেয়সীকে বাসে তুলে সে কলেজে গিয়েছিল আর পড়েছিল ন্যায়শাস্ত্র। সমস্ত প্রাণীই পতন দুঃখের কারণ জানে। এই বোধবশেই তারা পতনভয়ে ভীত হয় এবং সমস্ত শক্তি দ্বারা পতন নিবারণের চেষ্টা করে। যে-প্রাণী, পতনকে, দুঃখের কারণ হিসেবে জানে না, সে পতনভয়ে ভীত হয় না। অনুমান-প্রমাণ ধর্ম থেকে, পতনভয়ে ভীত প্রাণীর, পতন সম্পর্কে কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে ধরে নেওয়া যায়। স্মৃতি ছাড়া ভয় জন্মানো সম্ভব নয়। সংস্কার ছাড়া স্মৃতি জন্মাতে পারে না।

স্মৃতি এবং অভিজ্ঞতা বিষয়ে নানান উদাহরণসমেত এ কথাই সে-দিন প্রতিপাদ্য ছিল যে আত্মা অবিনশ্বর। জন্ম জন্ম ধরে আত্মার অর্জিত অভিজ্ঞতা পরবর্তী জন্মগুলিতে সঞ্চারিত হয়। আবার সেই জন্মান্তরের প্রসঙ্গই আসে। যদিও এই দর্শন পাঠ শ্রুতিকে তেমন সাহায্য করেনি কারণ সে জানত না এ জন্মে অর্জিত অভিজ্ঞতা, তার আত্মা, পরবর্তী কোন জন্মে কী কাজে লাগাবে। সে নিজে, এইসব তাত্ত্বিক দর্শনের প্রশ্নোত্তর তৈরির চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপৃত ছিল তুচ্ছ ও কুটিল বিষয় পর্যবেক্ষণে। যা প্রায় নেশা হয়ে গিয়েছিল তার। কেন হয়েছিল, সে আজও জানে না। তার মনে পড়ে সে-দিনের ফেরা। সে ফিরেছিল সবচেয়ে আগে। ঘরে এসে দেখেছিল নতুন একজন। সে দেবরূপা। দেবরূপা পাল।

স্মিত হেসেছিল মেয়েটি। দেওয়ালে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসেছিল সে। নিজের বিছানায়। ছেলেদের মতো করে ছাঁটা ছিল চুল। গড়নে শীর্ণ বলা যায়। চোখে পড়ার মতো কোনও সৌন্দর্যই তার ছিল না। খাকি রঙের একটি চাপা স্কার্ট তার পরনে ছিল। ওপরে আকাশি টি শার্ট। পোশাকে ও পারিপাট্যে সে কিছু নাগরিকই ছিল বটে। তবু, পথে-ঘাটে সে আলাদা চোখে পড়ত না। যে-কোনও মানুষ তাকে চিনে নিত আর দশজন আধুনিক মেয়েরই মতো যারা খাটো ও টাইট পোশাককে বলে স্মার্ট। তার বাঁ হাত ভাঙা ছিল। বাঁ হাতে প্লাস্টার। এই নিয়ে, এই অসুবিধা নিয়ে সে কেনই-বা হস্টেলে এসেছিল! সে এসেছিল বনগাঁ শহর থেকে। শ্রুতি, অত্যন্ত সাধারণী দৃষ্টিতে বলেছিল—'কী করে ভাঙল হাত?' সে বলেছিল, যেন কোনও স্বাভাবিক দৈনন্দিন ঘটনার বর্ণনা। বলেছিল, স্কুটারে ভাইকে চাপিয়ে স্কুলে পৌঁছে দিতে যাচ্ছিল সে। একটি ছোট দুর্ঘটনা হয়। ভাইয়ের লাগেনি। তার হাত ভেঙেছিল। শ্রুতি কিছুটা অপ্রস্তুত কিছুটা গ্রাম্যতায় বলেছিল—'ও! তুমি স্কুটার চালাও! ভয় করে না?'

হেসেছিল সে। বলেছিল—'না। হাত ঠিক হলে আবার চালাব।' 'সাহায্য চাইব তোমাদের কাছে'—বলেছিল সে। শ্রুতি জেনেছিল অঙ্ক ওর বিষয়। কলেজ

BanglaBook.org

জয়পুরিয়া। এবং প্রায় শ্রেয়সীর মতোই সে বলেছিল—'ফিলজফি? ফিলজফি পড়ে কী হবে? সাইন্স ছিল তোমার, পাল্টালে কেন?'

শ্রুতি হেসেছিল। বিজ্ঞান ছেড়ে দর্শন নিয়েছে বলে এইসব কথা সে শুনে আসছে। শুনছে। কারওকেই কিছু ব্যাখ্যা করতে চায়নি। দেবরূপাকেও, শুধু হেসে, নিজের উত্তর দিয়েছিল সে। দেবরূপা নিরুত্তর নিরুচ্চার শ্রুতিকে বলেছিল—'ইস! সারাদিন ঘ্যান ঘ্যান করে ফিলজফি পড়বে নাকি?' শব্দ করে হেসেছিল সে। শ্রুতির খারাপ লেগেছিল। সে, শ্রেয়সীকে যেমন বলেছিল, তেমন বলতে পারেনি, ভাগ্যিস পড়ছি, ভাগ্যিস—। এবং মনে মনে শ্রেয়সীকে প্রার্থনা করছিল সে। তখন, দেবরূপা আছে বলে, রুমটিকে অচেনা লাগছিল তার। আর বনা এসেছিল। হুড়মুড় ঘরে ঢুকে জানিয়েছিল মাসি এসেছেন ওকে নিতে। সঙ্গে নিয়ে যেতে। বনার চোখমুখ চকচক করছিল। যেন-বা একরাত্রে উপলব্ধি হয়েছে এই হস্টেল এক জেলখানা যেমন। কিংবা নির্বাসিত দ্বীপ। ভাই নেই, বন্ধু নেই, নেই কেউ, যারা আছে আত্মার নিকটবর্তী হয়ে। বনা, অতএব, মুক্তি পাচ্ছে দু'দিনের তরে আর তার উজ্জ্বল মুখ।

আর শ্রুতি একটু ঈর্ষা বোধ করেছিল। অসহায়। সে জানতই তখন, তার পিসি কোনও দিন আসবে না। কোনও দিন বলবে না—'চল, ঘুরে আসবি, থেকে আসবি দু'দিন।' হঠাৎই বাড়ি যেতে ইচ্ছে করেছিল। বাড়ির জন্য মন খারাপ। সে জানে না কেন তার শ্রেয়সীকে মনে পড়েছিল। যেন সে আশা করেছিল, শ্রেয়সী এলেই, ঘরের সমস্ত অন্ধকার কেটে যাবে। কিছু কিছু মানুষ আছেন যাঁদের ব্যক্তিত্বে দ্যুতি, উপস্থিতিতে আনন্দ-আবেশ। যাঁরা এলে মনে হয় দুঃখ আর দুঃখ নেই। একা আর একা লাগছে না। সমস্ত পরাজয় নিয়ে জয়ের অভিমুখে ধাবমান হওয়া যায় এইসব মানুষের সাহস-বাণীতে। শ্রেয়সী কি সে-রকম? শ্রুতি জানেনি কখনও। তবু তার মধ্যে কোন এক নির্ভরতা খুঁজে পেয়েছিল যেন সে এলে এ ঘরের এ-কোণে সে-কোণে পর্যাপ্ত বায়ু বয়ে যাবে। যেন ডানা মেলে উড়ে এসে ধরা দেবে কিছু কথা বলা পাখি। সমস্ত একাকীত্ব ও গ্রীষ্মের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে শ্রুতি, শ্রেয়সী এলেই। শ্রুতি, পরে ভেবেছিল, এক দিনে এতখানি প্রত্যাশা করা ঠিক হয়নি তার। সে-দিন বনার সঙ্গে দেবরূপার কোনও কথা হয়নি। বনা প্রায় নাচতে নাচতে ছটফটিয়ে বেরিয়ে গেলে দেবরূপা প্রশ্ন করেছিল—'মালটা কী পড়ে?'

চমকেছিল শ্রুতি। মালটা? মাল? এরকম উচ্চারণ, এরকম রকবাজ ভাষা সে ভাবতেও পারত না। তার ভ্রূ কুঁচকে গিয়েছিল। দেবরূপা অম্লান। তার মুখভর্তি মজা বা সহজ আমোদ। যেন এমনই মুখভঙ্গি হলে মাল বলা যায়। সে ডান হাতে চুল সরাচ্ছিল কপালে। তাকে বালক লাগছিল বা ছেলে-ছেলে ভাব। শ্রুতি, অতএব, প্রশ্নের উত্তর দেবার ভদ্রতা বজায় রেখে শুয়ে পড়েছিল। অকারণ ক্লান্ত

BanglaBook.org

ছিল সে। অকারণ কিংবা গ্রীষ্ম কিংবা বাড়ি থেকে দূরবর্তী হওয়ায় অথবা, 'মাল' শব্দ উচ্চারণ করা মেয়ে তার সহবাসী হবে এ ভাবনা তাকে উত্তাল করেছিল। মেয়েরা মাল বলে না। শালা বলে না। ঢ্যামনা বলে না। মেয়েরা এমনকী আজও শিস দেয় না এমনই তার শিক্ষাক্রম। সে অতএব শ্রান্ত বোধ করতেই পারে। কিংবা তার প্রয়োজন ছিল কোনও একাকীত্বের যার দ্বারা সে নির্ণয় করে নিতে পারে মেয়েদের মুখে 'মাল' শব্দ বিসদৃশ বেমানান হওয়া উচিৎ নাকি উচিৎ নয়। কিংবা, তার শ্রান্তি শ্রেয়সী আসছিল না বলেও কি?

এবং শ্রেয়সী এসেছিল। শ্রুতি হেসেছিল। শ্রেয়সীও। বলেছিল—'দর্শন হল?'

শ্রুতি বলেছিল—'হচ্ছে।'

একযোগে হেসেছিল তারা। এ কথার অর্থ শুধু তারা দু'জনেই বুঝতে পেরেছিল। দেবরূপা হাসেনি। সে নিজের একখানি বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল। ডান হাতে। তার দিকে তাকিয়েছিল শ্রেয়সী। হেসেছিল। দেবরূপাও। শ্রেয়সী বলেছিল—'তুমি তো দেবরূপা?'

দেবরূপা, অপলক, বলেছিল—'তুমি শ্রেয়সী।'

শ্রুতি বিস্মিত হয়েছিল। তার মনে আছে সে-দিনের বিস্ময়। তার মনে আছে সে-দিনের স্বরস্থান। শ্রেয়সীর ও দেবরূপার। সেই মুহূর্তে যা তাদের কণ্ঠ থেকে নির্গত হয়েছিল। সে-স্বর কি আলাদা ছিল? অন্য সব স্বর হতে পৃথক? পরবর্তীকালে শ্রুতি যতবার তাদের স্বর শুনেছে, সে-সব কি সে-দিনের মতো ছিল না? শ্রুতি মনে মনে জানে, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিশ্বাস করে যে ছিল। একই ছিল। আলাদা হবে কেন! কী কারণে! অথচ সে যখন বিজ্ঞান ছাড়িয়ে বোধের কাছে পৌঁছয়, যুক্তি ছাড়িয়ে অব্যক্ত অনুভূতির মোচড় উপলব্ধি করে তখন টের পায়, সে-দিন, স্বরগুলি, শ্রেয়সী ও দেবরূপার স্বরগুলি অন্য সবদিনের মতো ছিল না। আলাদা ছিল । শ্রেয়সীর ভারী খসখসে স্বর, যা তার সৌন্দর্যে একটি পৃথক মাত্রা দিয়েছিল—যে-মাত্রা হবেও-বা এক ব্যক্তিত্ব, সে-দিন হয়েছিল সরু ও অবাক। অবাক কেন-না দেবরূপার স্বরে জোর ছিল। এবং দেবরূপার স্বাভাবিক খর স্বর তীক্ষ্ণ ছিল সে-মুহূর্তে। আর শ্রুতি, শ্রেয়সী ছাড়িয়ে অবাক হয়েছিল কেন-না সে দেবরূপাকে তখনও নিজের নাম বলেনি। সে বলেছিল বেনা। বলেছিল বটানি বা নিজের সম্পর্কে বেথুন ও দর্শন। কিন্তু নামটি বলেনি। তা হলে দেবরূপা জানল কী করে? সে না জিজ্ঞেস করে পারেনি—'কী করে জানলে ও শ্রেয়সী?'

দেবরূপা বলেছিল—'শ্রেয়সী ছাড়া অন্য কোনও নাম ওকে মানায় না, তাই।'

শ্রুতি দেখেছিল শ্রেয়সীর অসামান্য হাসি। যেন কত দীর্ঘ চেনা মানুষের অপ্রত্যাশিত প্রশংসা পেয়ে আনন্দে ভরেছে। তারা কথা শুরু করেছিল। শ্রুতি শুয়ে ছিল। ওঠেনি। দেবরূপা-শ্রেয়সী কাছাকাছি বসেছিল। শ্রেয়সী বলেছিল—'ও, তুমি

BanglaBook.org

ম্যাথস্?' তাদের কথা এগিয়েছিল। শ্রুতির কোনও অংশ ছিল না তখন। শ্রেয়সী বলেছিল—'আমাকে সাহায্য করো। আমার পাস আছে।'

দেবরূপা বলেছিল—'আমারও পাসে কেমেস্ট্রি আছে। তোমার কাছ থেকে নোট নেব। বেশি হাই-ফাই দিয়ো না গুরু। পাসের জন্য বিশেষ খাটা-খাটুনি পোষাবে না। তবে এখানে ফিলজফি একজন আছে, মাইরি, পড়ে পড়ে লাইফ হেল করে দেবে।'

সমবেত হেসেছিল সে, শ্রেয়সীর সঙ্গে। শ্রেয়সী এত সপ্রতিভ যেন দেবরূপার জন্যই তার অপেক্ষা ছিল। দেবরূপা শ্রুতির উদ্দেশে বলেছিল—'গুরু, অনার্সটা পাল্টি করে নাও। ঘরে একজন জলজ্যান্ত দার্শনিক—পারা যাবে না গুরু।'

আবার হেসেছিল তারা। দেবরূপার কথায় হয়তো-বা মজা ছিল শুধু। কিন্তু শ্রুতি এক গম্ভীর ও বিষণ্ণ পরিবেশে মানুষ। তাকে নিয়ে মজা করা হয়নি কখনও। ইস্কুলে ভাল ছাত্রী হিসেবে সে সদাই স্বাভাবিক গম্ভীর। অন্য সাধারণী ছাত্রীদের থেকে দূরেও কিছুটা। তাকে নিয়ে আমোদ বা মজাক নির্মাণ সে উপভোগ করেনি। তা ছাড়াও অভিমানী ছিল সে। গাঢ় অভিমানী। কেন-না উদাসী বাবা ও জড়বুদ্ধি ভাই তাকে অভিমান নির্ভারের জায়গা দিতে সক্ষম ছিল না। দেবরূপাকে অপছন্দ করতে শুরু করেছিল সে। আর অভিমানী হয়েছিল শ্রেয়সীর প্রতি। এ সবই কি অস্বাভাবিক ছিল না? অত দ্রুত কারও প্রতি অভিমান?

শ্রুতি হয়তো-বা পরিচিত জায়গা আর মানুষজন ছেড়ে এসে সাময়িক ভারসাম্য হারিয়েছিল। অভিমান তার প্রতি করা চলে যার কাছে অধিকার থাকে। যে অভিমান বোঝে ও মূল্য ধরে দেয়। শ্রুতি, কেনই-বা অভিমানী হয়েছিল শ্রেয়সীর প্রতি? এক রাতে, সে কি ভেবেছিল, শ্রেয়সী তার আপনার কেউ? আত্মার কাছাকাছি? বুকের তলায় মোচড় লাগছিল তার প্রতিটি হাসিতে। কাল রাত্রে শ্রেয়সী দময়ন্তীর জন্য কাঁদছিল। আজ সকালে তার বিষণ্ণতা অনেকখানি প্রশমিত ছিল। শ্রুতি ভাবতে আনন্দ পেয়েছিল, তাদের সান্নিধ্য, তার ও বনার, হয়তো-বা এই প্রশমনে দায়ী। কিন্তু এই উচ্ছল হাসি শ্রেয়া হেসেছিল দেবরূপা আছে বলে। দেবরূপা, যেন পূর্বের পরিচয়ে অন্তরঙ্গ ছিল। দেবরূপা, যেন শ্রেয়সীকে অধিকার করেছিল প্রথম দর্শনেই। শ্রুতি ম্লান হয়েছিল। গলায় গুমরেছিল অবোধ কঠিন কান্না। তবু, শুকনো ও স্বাভাবিক, সে বলেছিল—'তোমার ভাল না লাগলেও আমি দর্শনই পড়ব। দেবরূপা। আর দরকার হলে জোরে জোরে শব্দ করেও পড়ব। কেমন?'

হয়তো-বা গাম্ভীর্য ছিল তার কথায়। ঠেলে দেওয়া ছিল। কেউ আর হাসেনি তখন। শ্রুতি দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়েছিল। তার বিছানার পাশেই জানালা। বিকেল গড়িয়ে গেছে। একটু পর ঝুপ করে নেমে আসবে সন্ধ্যা আর মেট্রন নাম-

BanglaBook.org

ডাকা-খাতা নিয়ে দোতলায় আসবেন। মেয়েরা স্ব স্ব উপস্থিতি জানিয়ে ঘরে যাবে। খুলে বসবে বই-খাতা। কেউ-বা গল্প করবে। নীচ থেকে ফোড়নের গন্ধ এসে ক্ষুধা পেটে ধাক্কা দিয়ে যাবে। শ্রুতিদের এই তিনতলার ঘর থেকে দেখা যায় অনন্ত ছাদময় কলকাতা। যেন এক ছাদভূমি। ছাদমেঝে। ছাদ ভরা দেশ। একটু-বা অসমান। একটু-বা ভিন্নতর গড়নে বরণে। ছাদ ফুঁড়ে অ্যান্টেনা উঠে এসে নির্মাণ করেছে সব আকাশ-জালিকা। ছাদে ছাদ এত কাছাকাছি, ঘেঁষাঘেষি, যেন, এক ছাদ থেকে অন্য ছাদে এক লাফে চলে যাওয়া যাবে। আর এইভাবে ছাদময় পৃথিবী পরিক্রমা। ছাদময় কলকাতা। মাটি আর প্রয়োজন নেই। তখন হঠাৎ শ্রুতি মাটি ছুঁয়ে দেখবার টান বোধ করেছিল। কতদিন হল সে শুধু সিমেন্টে হেঁটেছে আর অ্যাসফল্ট রাস্তায়। কতদিন মাটি ছুঁয়ে দেখেনি সে। ঘাস ছুঁয়ে দেখেনি। কলেজের লন দিয়ে হেঁটেছে যখন, আলাদা করে ঘাস, মাটি, প্রকৃতি, মনে হয়নি তার। লন, বড় বেশি বানানো, ঘাসছাঁটা স্পর্শ কোনও চেতনা আনেনি। শ্রুতিও তখন ঘুরে ঘুরে গিয়েছিল নিজের শহরে। তার মনে পড়েছিল ভাই। বাবা। ভাই। ওলু-ওলু-অলক। কী করছে সে? হাততালি দিচ্ছে বুঝি? কথা বলছে বুঝি? হাসছে? এত হাসি কেন ওর? ঈশ্বর সব কিছু কেড়ে নিয়ে হাসি দিয়েছেন। সে হাসি সহ্য হয়? তবে এত হাসি কেন? কেন?

সমস্ত হাসির বিরুদ্ধে কোনও তীব্র অভিযোগ জল এনেছিল চোখে। দেওয়ালের দিকে ফেরানো মুখে, জানলা দিয়ে চলে যাওয়া ছবির মতো এক টুকরো দৃশ্য দেখতে দেখতে সে দু' চোখ আড়াল করেছিল। তার মনে হয়েছিল—সে বোকা। কেন ভেবেছিল, শ্রেয়সী এলেই তার ভাল লাগবে! আলো জ্বলবে ঘরে আর বায়ু বয়ে যাবে। বরং সে টের পাচ্ছিল এ পৃথিবী বায়ুহীন। নিজেকে বোকা মনে করার আত্মলজ্জায় সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছিল ক্রমে। অর্থহীন এই সমস্ত বোকামি। তার কেবলই মনে হচ্ছিল তার ডানপাশে যত দূর দেখতে পায়—অন্ধকার। তার বাঁ পাশে ঘন জমাট ধোঁয়া, ঝাঁঝাল, তীব্র—যেন ঘন নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে কপারের বিক্রিয়া চলছে, চলতে চলতে তার মধ্যে ঢুকে পড়েছে লজ্জাবোধ আর ধোঁয়া উঠছে, ঘন ধোঁয়া উঠছে। সে অন্ধ শাসকের মতো নিজেকে শাসন করছিল বারবার। এবং সক্ষম হচ্ছিল না।

দেবরূপা বলেছিল—'তোমাকে অনেকখানি গ্রেটা গার্বো দেখতে।'

শ্রেয়সী বলেছিল—'কী যে বলো!'

আসলে পারিতোষিক। আসলে তুষ্ট ছিল সে। গ্রেটা গার্বো! গ্রেটা গার্বো! আনন্দ হয়েছিল তার। কথা এগিয়েছিল। শ্রেয়সী নিজের বিছানার কাছে পোশাক পাল্টাচ্ছিল। সালোয়ার ছেড়ে হালকা নাইটি পরা। পরতে পরতে দেবরূপার হাত প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছিল সে। দেবরূপা বলছিল। বিস্তারে। দু'লাইনে যে-রকম

BanglaBook.org

বলেছিল শ্রুতিকে সে-রকম নয়। শ্রুতি, মন লাগাবে না ভাবতে চেয়েও শুনছিল। তার বুঝি ঈর্ষা হয়েছিল, ঈর্ষা থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল সে। এই নিয়ন্ত্রণবিহীনতা তাকে ফিরিয়েছে বহুদিন। বহুকাল। শ্রুতিকে শ্রুতি না রেখে কী এক মূল্যহীন পরিচয়ে ঠেলেছে। জীবনের প্রধান সময়ে সে শুধু শুনে গেছে। দেখে গেছে। দেবরূপা বলেছিল—'সারা গা খিত খিত করছে।'

শ্রেয়সী জানতে চেয়েছিল—'কেন?'

আজ, নিজেকে সে-সময়ের ভূমিকায় স্মরণ করে শ্রুতিরও সারা গা খিত খিত করে। গায়ে, পায়ে, মুখে, মাথায় ঘুরে বেড়ায় আরশোলা, টিকটিকি, কেঁচো, কেন্নো, ফুলকপির সবুজ কীট। তারও ওই ঘেন্নার বোধ জাগে। অপরিচ্ছন্নতারও বোধ। কিন্তু তার এই বোধগুলি প্রকাশ করার পাত্র নেই। কেন এই বোধ—জিজ্ঞাসা করার পাত্র নেই। তাকে কেউ বলেনি—কেন। কিন্তু দেবরূপাকে বলেছিল। শ্রেয়সী বলেছিল—কেন। শ্রুতি—এক বিফল বিচ্যুত একাকী। তার জন্য কোনও প্রশ্ন নেই।

সে-দিন দেবরূপার সারা গা খিত খিত করছিল। আর শ্রেয়সী প্রশ্ন করেছিল—কেন?

দেবরূপা বলেছিল—'বনগাঁ লোকাল। জানো না তো কী জিনিস!'

—'গা ধোবে?'

—'ইচ্ছে তো করছে। কিন্তু ...'

সে হেসেছিল। ইশারায় দেখিয়েছিল হাতের বাঁধন। শ্রেয়সীই বলেছিল—'সাহায্য করে দিতে হয়? করে দেব?'

তার মুখখানি মায়াময় লাগছিল তখন। আরও নির্মল। সুন্দর।

একমাস। একমাস দেবরূপার হাত প্লাস্টার করা ছিল। একমাস দেবরূপা দিনে দু'বার শ্রেয়সীর সাহায্য নিয়েছিল। শ্রুতির মনে আছে, কয়েকটি দৃশ্য, যা প্রাথমিকভাবে তাকে নাড়ায়নি। টুকরো টুকরো কিন্তু অমোঘ। স্নান করতে যাচ্ছে দেবরূপা, সঙ্গে তোয়ালে, সাবান, পোশাক নিয়ে শ্রেয়সীও যাচ্ছে। দেবরূপা ফিরল, শ্রেয়সীও। দেবরূপাকে ব্রা পরতে সাহায্য করছে শ্রেয়সী। প্লাস্টার করা হাত গলিয়ে টিশার্ট পরতে সাহায্য করছে। খাওয়ার সময় মাছের কাঁটা বেছে দিচ্ছে। যদিও, মাছের কাঁটা প্রত্যেকেই, মাছ খেতে অভ্যস্ত প্রত্যেকেই, এক হাতে বেছে খেতে অভ্যস্ত বলেই সাধারণ ধারণা থাকত তাদের। তাই-ই এ-সব দেখতে দেখতে নীরব সেতারের সেতারিস্ট বনা হিস হিস করে উঠল একদিন। তীব্র রাগ ওর কথায়—'বেশি বন্ধুত্ব!'

—'তাতে কী?'

BanglaBook.org

—'কা আবার! আমার কিছু নয়।'

দেখতে দেখতে একমাস। দেখতে দেখতে মন বসে গিয়েছিল শ্রুতির। ইতিমধ্যে একবার মাত্র এক দিনের জন্য বাড়ি গিয়েছিল সে। ওলু তাকে দেখে খুশি প্রকাশ করেছিল। শ্রুতি ওকে প্রশ্ন করেছিল— 'অ্যাই, আমাকে ছাড়া ভাল আছিস?' ওলু দুলেছিল। হাততালি দিতে দিতে বলেছিল 'ছাড়া, ছাড়া, ছাড়া, ছাড়া...'। শ্রুতির, ওলুর চুলগুলো ঘেঁটে দিতে দিতে শ্রেয়সীকে মনে পড়েছিল। ওলুকে, বাবাকে ছেড়ে কলকাতায় যেমন, তেমনই যেন কলকাতা ছেড়ে বাড়িতে। অথচ, সেই প্রথম দিন যেমন, তার চেয়ে, একটুও বাড়তি সম্পর্ক শ্রেয়সীর সঙ্গে এই একমাসে তৈরি হয়নি। তবু, সে ভেবে স্বস্তি বোধ করেছিল যে সে মাত্র একদিনের জন্য এসেছে। এবং এই ভাবনাও তাকে পেয়ে বসে যে পুজোর ছুটিতে প্রায় একমাস—। একমাস শ্রেয়সীর সঙ্গে কোনও যোগাযোগই থাকবে না। সে যতখানি শ্রেয়সী ভেবেছিল ততখানি দর্শন ভাবেনি। তবু, বাবাকে জানিয়েছিল, প্রায়ই সে আসবে না। পড়বে। দর্শনের নানান বইয়ের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় হচ্ছে তখন। দেবরূপা প্লাস্টার কাটিয়ে এসেছে। সঙ্গে এনেছে মালিশ করে দেবার ওষুধ। শ্রেয়সী প্রতিদিন মালিশ করে দিচ্ছে।

দেবরূপা যখন বনগাঁ গিয়েছিল, সেই সময় শ্রেয়সী একদিন শ্রুতির কাছে এল। রবিবার ছিল শ্রুতির মনে আছে। শ্রুতির বিছানায় জানালার কাছে বসে শ্রেয়সী বলেছিল—একটা সমস্যা হয়েছে।

—কী?

দর্শন পড়ছিল তখন শ্রুতি। ডুবে যাচ্ছিল গভীরে। দর্শনের পুস্তকগুলির ভাষা আলাদা। বাক্যগঠন আলাদা। পড়তে গেলে মনে হয় বাংলা নয় এ এক অন্য ভাষার পাঠ যা থেকে বক্তব্যগুলি বাংলায় অনুবাদ করে নিতে হয়। শ্রুতি, প্রত্যেকটি বাক্য, বিদেশি ভাষা পাঠের মতোই মনোযোগ সহকারে পড়ছিল। জানছিল সে, বুঝছিল, প্রমাণ দ্বারা অর্থের যে প্রতিপত্তি বা বোধ তাই যথার্থ জ্ঞান। কিন্তু যা প্রমাণ নয়, কিন্তু প্রমাণের মতো প্রতীত তাকে বলা যেতে পারে 'প্রমাণাভাস'। এর দ্বারা উৎপন্ন হয় ভ্রমাত্মক জ্ঞান। জ্ঞানের বিষয় পদার্থ সেখানে থাকে না। প্রমা-জ্ঞানের যথার্থত্বরূপ প্রামাণ্য বা প্রমাত্ম সিদ্ধ না হলে সেই জ্ঞানের করণ প্রমাণ পদার্থের প্রামাণ্য সিদ্ধ হতে পারে না। এই পাঠ, শ্রুতির নীতিবোধের সমার্থক ছিল। এ থেকে সে বিচ্যুত হয়নি বহু প্ররোচনা সত্ত্বেও। সে কোনওদিন প্রমাণাভাস দ্বারা পরিচালিত হয়নি। তার নিজের মধ্যেকার ধারণাগুলি বিশ্বাস গড়েছিল। তার বোধগুলি বিশ্বস্ত ছিল দীর্ঘকাল। প্রমাণ সেগুলি ধ্বস্ত করে। এমনকী সে অনুমান পর্যন্ত স্বীকার করেনি। যদিও দর্শনপাঠ থেকে সে জেনেছিল অনুমান বহু ক্ষেত্রে প্রমাণাভাস ঘটায়।

BanglaBook.org

আবার অনুমান প্রমাণের দ্বারা প্রমাণের প্রামাণ্যনিশ্চয় সম্ভব হতে পারে। যদিও এ ক্ষেত্রে দরকার বিভাজন ও নমনীয়তা। দর্শনের ক্ষেত্রে নমনীয় কথা প্রযোজ্য নয়। কিন্তু শ্রুতি, বিজ্ঞানের ছাত্রী বলেই, দর্শনেও নমনীয় শব্দটি প্রয়োগ করে। কারণ দেখা যাচ্ছে অনুমান দ্বারা বহু কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। অনুমান দ্বারা প্রকৃত যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাচ্ছে। অতএব অনুমানেরও প্রামাণ্য সম্ভব।

সে-দিন, শ্রেয়সী শ্রুতিকে ভাবনা থেকে টেনে এনেছিল। নিজস্ব সমস্যার মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল তাকে। শ্রেয়সীর কথায় দর্শন থেকে মুখ তুলেছিল শ্রুতি। শ্রেয়সী বিষণ্ণ হয়ে কথা বলছিল। সাধারণ থেকে আসতে চাইছিল প্রসঙ্গে।

—তুই কি ব্যস্ত?

—না, না বল।

—আমার কীরকম লাগছে।

—কীসে?

—তুই প্রেম করেছিস কখনও?

—না। কেন?

—আমার কীরকম লাগছে।

—প্রেম?

—না, হয়নি তেমন কিছু। সুবুদা, দাদার বন্ধু, একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল আমার। শুভ্র। শুভ্রশীল। লাভপুরেরই ছেলে। আর জি করে পড়ছে।

—তো?

—খুব ভাল দেখতে নয় কিন্তু অসম্ভব ভাল আঁকে।

—দেখেছিস?

—হ্যাঁ। ওদের হস্টেলে একদিন নিয়ে গিয়েছিল। দেখিয়েছে। আমার ওর কাছে প্রায়ই যেতে ইচ্ছে করে।

—যা।

—না, মানে, ও আসে। কাজে-অকাজে। কালও এসেছিল। আমাকে হঠাৎ বলল, তোমার ঠোঁটদুটো ঠিক কমলালেবুর কোয়ার মতো।

—তুই কী বললি?

—কিছুই বলতে পারলাম না। ও যেন কীরকম একটা চোখে আমার দিকে তাকিয়েছিল। বলল, আজ একটা ছবি আঁকব।

—ওর ছবি তোর ভাল লাগে?

—সত্যি বলব? ওর ছবি আমি বুঝি না। ও কীসব সিম্বলিক আঁকে বা অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট। আমাকে টানে না খুব একটা। তবে রঙের ব্যবহারগুলো ভাল লাগে।

—তোর সমস্যাটা আসলে কী?

BanglaBook.org

—আমার ওকে খুব ভাল লাগছে। ওর কাছে যেতে ইচ্ছে করছে। আমি বোধহয়... ...ওর... ...

—আমি বলব?

—বল?

—যেমন যাচ্ছে যেতে দে। ও আসুক। তোর ইচ্ছে হলে তুই যা।

—তোকে একটা অনুরোধ করব। রাখবি?

—বল।

—দেবরূপাকে বলিস না। ও রাগ করবে।

শ্রুতি চেয়ারে পিঠ ঢেলে দিয়েছিল। ওপরে তাকিয়েছিল খানিকক্ষণ। তাদের হস্টেলের ডি সি পাখায় অনেক বড় বড় ডানা। সে দেখছিল। কবে রং করা হয়েছে এ হস্টেল? চারপাশ কীরকম বিবর্ণ লাগছিল তার। সে বলেছিল—এত কিছু বারণ করার আছে, তা হলে বললি কেন কথাগুলো আমাকে?

—তোকে বলতে খুব ইচ্ছে করছিল।

—কেন?

—জানি না।

শ্রুতি হেসেছিল। দেখেছিল নিজের বাহু। তার বাহুতে ভেজা, হেলে পড়া ঘাসের মতো রোম। সে ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের রোম এলোমেলো করেছিল। তারপর বলেছিল—তোর আমাকেই যে বলতে ইচ্ছে করছিল তা নয়। আসলে তোর কারওকে বলতে ইচ্ছে করছিল।

—তা হলে তো বনাকেও বলতে পারতাম। বলিনি। তোকে বলতে ইচ্ছে করল। বিশ্বাস কর আর না-ই কর।

—দেবরূপাকে বলবি না কেন?

—বললাম তো, ও রাগ করবে।

—রাগ করবে কেন?

—ও বলেছে গ্র্যাজুয়েশন শেষ হওয়ার আগে যেন প্রেম করার কথা না ভাবি।

—ও বলল তো কী? তোর নিজের মতামত যা বলে তুই তাই কর।

—না, মানে, ও তো ঠিকই বলেছে।

—তা হলে ও যা বলেছে তাই কর। মোট কথা, যে-কোনও একটা কর। দেবরূপা জানবে না, কিন্তু তুই শুভ্র-শুভ্র করবি, তা কেন? শেষ পর্যন্ত আমাদের সিদ্ধান্তগুলো আমাদেরই তো নিতে হয়।

চুপ করে ছিল শ্রেয়সী। কথা বাড়ায়নি। বড় বড় চোখের পাতাগুলি দ্রুত খুলছিল ও বন্ধ করছিল। যেন কোনও অস্থির ভাবনায় ডুবে ছিল সে। শ্রুতি, বই টেনে নিয়েছিল। বনা তখন ঘুমোচ্ছিল নিজের বিছানায়। এই ক'দিনে চারজনের

BanglaBook.org

পড়াশুনোর সময় নির্ধারিত হয়ে গেছে। বনার অভ্যাস ভোর থেকে পড়া। প্রায় চারটেয় ও উঠে পড়ে। বাকি তিনজনের রাত্রি জাগার ধারা।

জাগরণ, রাত্রি জাগরণ। এখন শ্রুতি ভাবে মাঝে মাঝে। ওর যদি রাত্রি জাগা না থাকত, ও যদি বনার মতো ভোরে উঠত, তা হলে কি ওর জীবন কিছু অন্যরকম হত? এর কোনও উত্তর হয় না। জীবন চিরকালের হেঁয়ালি। কী করলে কী হত তার সঠিক জবাব কে দেবে!

সে-দিন, ভেতরে একটি খুশি টের পেয়েছিল শ্রুতি। শ্রেয়সীর ওর কাছে আসার খুশি। শ্রেয়সীর ওকে ব্যক্তিগত কথা জানানোর খুশি। এ কথা শ্রুতি আজও স্বীকার করে যে শ্রেয়সীকে ও ভালবেসে ফেলেছিল। কেন ভালবেসেছিল তা স্পষ্ট নয়। হয়তো শ্রেয়সীর অসামান্য চেহারা যা খুব সাধারণ গড়পড়তা বাঙালিনী চেহারার শ্রুতিকে টেনেছিল। কিংবা শ্রেয়সীর উদাসী ব্যক্তিত্ব। ওপরের দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট চেপে ধরে অকুল ভাবনায় ডুবে যাওয়া। কিংবা অন্য কোনও কিছু, যার ব্যাখ্যা পায় না মানুষ। বাড়ি ছেড়ে এসে, অসহায় ভাই ও দুঃখী বাবাকে ছেড়ে এসে খানিক অমিশুক, খানিক গভীর গম্ভীর শ্রুতির তলায় তলায় যে একাকীত্ব ছিল তার উপশম হয়তো-বা হয়ে উঠতে পারত শ্রেয়সী। অন্তত শ্রুতি তেমনই চেয়েছিল। শ্রেয়সী বোঝেনি। শ্রুতিও বোঝাতে পারেনি। প্রথম রাত্রে শোনা দময়ন্তীর গল্প তাকে মোহাবিষ্ট করেছিল এই ভাবনায় যে ক্রমে সে হয়ে উঠতে পারবে শ্রেয়সীর এক অভিন্ন হৃদয় সুহৃদ। এক অন্য দময়ন্তী।

একটি মেয়ে আরেকটি মেয়েকে গভীর করে চায়। একটি ছেলে চায় আরেকজনকে। এই চাওয়া নিজের কাছে স্পষ্ট থাকে না সব সময়। শ্রুতির কাছেও ছিল এমন তা বলা যাবে না। শুধু তার মন ভাল থাকা বা খারাপ থাকা সবসময়ই বাড়ি ছেড়ে আসার দুঃখ দ্বারা নির্ধারিত হত না। তার মধ্যে ঢুকে পড়ত শ্রেয়সী বনা দেবরূপা বা অন্যান্য। ঢুকে পড়ত ফিলজফি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফিলজফি তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কেন যেতে দিল শ্রুতি? কেন দিল?

আজও তার পাঠ্যাংশ মনে আছে। সে জেনেছিল, কার্যের সঙ্গে কারণের সম্পর্ক নিয়ত অব্যভিচারী। কার্য-কারণ সম্পর্ক নিরূপণে সীমিত সংখ্যক দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। যত সংখ্যক দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা হল তত বা তার চেয়েও বেশি সংখ্যক যে পড়ে রইল বাইরে। কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় এক দুরূহ বা অসম্ভব প্রক্রিয়া কেন-না কার্যের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বহু কারণ ধর্ম। কোনও একটি ঘটনা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন কারণে তৈরি হয়। কার্য-কারণ সম্পর্কে অন্বয়ের এই হতাশাজনক বিশ্লেষণ শ্রুতিকে কোনও দিন কোনও সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত দেয়নি নিজের সম্পর্কে।

BanglaBook.org

এ এক যন্ত্রণা। শুধু বিশ্লেষণ করে গেছে সে। কারণের সন্ধানে গেছে। অঙ্কের প্রতি টান ও দর্শনের প্রতি ভালবাসা তাকে চিন্তাশীল করেছিল বটে যদিও নিজেকে প্রস্তুত করতে সে পূর্বাপর ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার জন্য সে নিজেকেই দায়ী করে কারণ কার্যসিদ্ধির অনুকূলে পরিস্থিতি সহায়ক হয় না সবসময়। প্রতিকূলতায় অবিচল থাকাই মানুষের শক্তির উপযুক্ত প্রমাণ। নিজের বিচ্যুতি সম্পর্কে সে এ কথা স্বীকার করে। কিন্তু যন্ত্রণা অবিশ্রাম। সে যদি সোজা পথে ভাবত, হ্যাঁ এবং না দিয়ে ভাবত, সে যদি এতটুকু ভিজে না থাকত অন্তরে, যদি হতে পারত বনা কিংবা অন্যদের মতো, তা হলে, সে হয়তো-বা প্রতিষ্ঠিত এখন। প্রতিষ্ঠিত না হওয়া, হতে না পারা— তার মধ্যে গর্ব নেই কোনও। সে সরাসরি কোনও পাপ করেনি বা অন্যায় যাকে কান্না দিয়ে ধুয়ে দেওয়া যেতে পারে। প্রত্যক্ষ পাপের অভাবেই বুঝি তার যন্ত্রণা অপরিসীম। সে শুধু একা হলে মনে করে সেই সব দিন। হস্টেলের সেই সব দিন।

শ্রেয়সী শ্রুতির কাছে আসার দু' দিন পর ফিরে এসেছিল দেবরূপা। প্লাস্টার কেটে ওষুধপত্র নিয়ে এসেছিল। আর দেবরূপা আসার পর থেকেই শ্রেয়সী আর শ্রুতির কাছে এল না। কিন্তু মাঝখানের এই দু'দিন শ্রেয়সী, যতক্ষণ পেরেছিল, সঙ্গে সঙ্গে ছিল। বিকেলবেলা কলেজ থেকে ফিরে তারা আর পড়তে বসেনি। খাতা খোলেনি। বই খোলেনি। কলেজ থেকে নিয়ে আসা ক্লাসনোটস-এর ওপর চোখ বোলায়নি পর্যন্ত। শুধু কথা বলেছিল। অনেক অনর্গল কথা। এবং তার প্রায় সবটাই শুনেছিল শ্রুতি। শ্রেয়সী বলেছিল। বলতে বলতে উদাস হয়ে যাচ্ছিল মাঝে মাঝে, কেন-না শ্রেয়সী শুভ্রশীলের কথা বলছিল। ওর মুখ তখন এমন— যেন জ্যোৎস্না বিতরণ করছে। শ্রুতি ধৈর্যে, মনোযোগে শুনেছিল সব। তার মুখ তখন এমন—যেন সে চকোরী এক। জ্যোৎস্নার ধারা পানে তৃপ্তি যার। শ্রুতি, আজও, চোখ বন্ধ করে ছুঁয়ে ফেলতে পারে ওই দু'টি দিনের মুহূর্তগুলি।

সে আর শ্রেয়সী শুয়ে আছে পাশাপাশি। শ্রেয়সীর চুল বিছানার প্রান্ত ছাড়িয়ে ঝাঁপ দিয়েছে নীচে। শ্রুতি, নিজের ডানহাতে মাথা রেখে দেখছে অপলক। শ্রেয়সী দেখছে। শুনছে নিরবচ্ছিন্ন। শ্রেয়সী শুনছে। শ্রেয়সীর চোখ ওপরের দিকে। উদাসী। লোহার চওড়া ভারী বিমে এ-ঔদাসীন্য ঠিকরে ফিরে আসছে চোখে। ফের চোখ থেকে চলে যাচ্ছে। ফের আসছে। ফের যাচ্ছে। চলছে, চলতে থাকছে ওই ক্রিয়া-প্রক্রিয়া। আর শ্রেয়সী বলছে, শ্রুতি শুনছে। চলছে এই ক্রিয়া-প্রক্রিয়াও।

—জানিস, মাঝে মাঝে ও এত দেরি করে ওঠে—তখন মুখ না ধুয়ে ক্লাসে চলে যায়।

—ও! এমা!

BanglaBook.org

—আমিও বলেছি। ও কী বলল জানিস?

—কী?

—'তুমি যখন আমার কাছে থাকবে তখন তিনবার দাঁত মাজব।'

—ওরে বাবা! তিনবার কেন?

—কেন বল?

—ও বুঝেছি।

—কী? কেন?

—এখন ও দাঁত মাজে না। তুই যখন ওর কাছে থাকবি ততদিনে ওর দাঁতে পোকা হয়ে যাবে। তখন ওর মুখে গন্ধ হবে।

—না না। ব্যাপারটা ওরকম নয়।

—তবে?

—ও বলে, চুমু খেলে বার বার দাঁত মাজা উচিৎ। একটা মানুষের স্যালাইভা সরাসরি আরেকটা মানুষের স্যালাইভাতে চলে যায় তো।

—ও তোকে এইসব বলে? এখনই?

—হুঁ।

—কিন্তু তোদের তো এখনও কোনও ডিসিশনই হয়নি যে তোরা শুধু বন্ধু, নাকি আর একটু বেশি।

—না তা হয়নি। তবে ও যে আমাকে শুকনো বন্ধু ভাবে না সেটা আমি বুঝতে পারি।

—তুই-ও যে ওকে শুকনো বন্ধু ভাবিস না সেটাও ও বুঝতে পারে। না হলে ও রকম বলে কেউ!

—না, না। ডাক্তারি পড়ে তো। ওদের মুখ একটু আলগা।

শখ করে শাড়ি পরেছিল দু'জন। শ্রুতির একটিমাত্র শাড়ি। মাতিকাপিসির দেওয়া। মেরুন শিফন। শ্রেয়সী পরেছিল সবুজ তাঁত। উজ্জ্বল লাগছিল ওকে। উজ্জ্বল ও সুন্দর। কিন্তু সে আলোয়। অন্ধকারে সব রং ডুবে ছিল। মেরুন ও সবুজ। শুধু কথা ভেসেছিল। শ্রেয়সী বলছিল। শ্রুতি শুনছিল। সেই একই প্রসঙ্গ। একই ক্রিয়া ও প্রক্রিয়া।

—ও, জানিস, শিশুদের মতো।

—কীরকম?

—বলে, 'আমাকে ছুঁয়ে থাকো। আমি ঘুমিয়ে পড়ি।' আমি ওকে আলতো করে ছুঁই ও ঘুমিয়ে পড়ে। মুখখানা মায়া হয়ে যায়। তখন আমার ভিতরে কীরকম কষ্ট হতে থাকে।

BanglaBook.org

শ্রুতি মনে করতে পারে এ সব। এই সমস্ত। এবং মনে পড়ে তার—দেবরূপা আসার পর শ্রেয়সী আর ওর খোঁজ রাখেনি।

শ্রুতি কলেজে গেল। ইন্দিরা, হৈমন্তিকা, মধুপর্ণাদের সঙ্গে আড্ডা মারল। ক্লাস করল। ফিরল হস্টেলে। বনার সঙ্গে কিছু কিছু কথা হল তার। সঙ্গীত সম্পর্কীয়। বটানি বিষয়ক। বা বিনোদ কাম্বলি ও অনিল কুম্বলে সম্পর্কেও কিছু কিছু। নয়তো নিছক কলেজের গল্প। অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের চরিত্র ও বিভিন্ন স্বভাব নিয়ে হাসাহাসি। কিন্তু সেসব স্রেফ সময় বইয়ে দেওয়া। ফাঁকা লাগা। শূন্য লাগা। যেন অর্থহীন সব। যেন অকারণ। কোনও দরকার নেই, তবু। যে আনন্দ বা আশ্রয়ের সন্ধান সে পেত শ্রেয়সীর সঙ্গে কথা বলে, বনার মধ্যে তা প্রত্যাশা করা সম্ভব ছিল না। বনার সঙ্গে বলা কথাগুলিই যদি শ্রেয়সীর সঙ্গে হত, তবে, শ্রুতি নিশ্চিত, অন্য স্বাদ, অন্য মাত্রা পেতে পারত সে। হয়তো-বা ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছিল বলেই এই বোধ তার মধ্যে জাগরূক ছিল যে পৃথিবীতে যে কোনও মানুষের কাছেই সবকিছু চাইতে নেই। প্রত্যেকেরই মধ্যেকার নিহিত সম্ভাবনা আলাদা রকম। এমনকী, এই যে পারস্পরিক প্রত্যাশা এরও মধ্যে রহস্য অসীম। শ্রুতি, শ্রেয়সীর কাছে যা চাইতে পারে তা বনার কাছে পারে না। দেবরূপার কাছেও না। দেবরূপা শ্রেয়সীকে যা দিতে পারছে তা পারছে না শ্রুতি দিতে চাওয়ার আকুল ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও। কেন-না, দেবার স্বরূপ সে জানে না। সে জানে না কীভাবে কোথায় এই সবকিছু নির্ধারিত হয়। সে শুধু কোনও একলা সময় জানলা দিয়ে বিস্তৃত মহানগর দেখতে দেখতে একটিই প্রশ্ন নিজেকে করে। তার মধ্যে শ্রেয়সী কীভাবে জায়গা পেল ওলুর মতো, বাবার মতো কিংবা ফিলজফির মতো? এতদিন যতখানি ছিল তার ভালবাসবার পরিধি, শ্রেয়সী কেমন করে তা বিস্তৃততর করেছিল?

এখন শ্রুতি জানে, তাদের ওই চারজনের বসবাসে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেছিল দেবরূপা কারণ দেবরূপার দ্বারা তাদের ঔৎসুক্য, বিরক্তি, রাগ, ঈর্ষা ইত্যাদি উৎপাদিত হত। শ্রেয়সীর ভাল থাকা, শ্রুতির ভাল না থাকা। এমনকী বনার সিদ্ধান্তগুলিও আসলে নির্ণয় করেছিল দেবরূপা।

শ্রেয়সী যাই চেয়ে থাকুক বা যেভাবেই চেয়ে থাকুক, শ্রুতি টের পাচ্ছিল, দেবরূপার কাছে শুভ্রশীলকে আর গোপন করা সম্ভব হয়নি। শ্রেয়সী ধরা পড়ে যাচ্ছিল। ধরা পড়া স্বাভাবিকও ছিল কেন-না দেবরূপা ও শ্রেয়সীর মধ্যে সামান্য আড়ালও আর থাকছিল না। দেবরূপার কাছে শুভ্রশীলকে লুকিয়ে রাখার যুক্তিসম্মত কোনও কারণ তখনও পায়নি সে। প্রেম তার নিজের জীবনে নেই কিন্তু সে চারপাশ দেখেছে। সে যখন স্কুলে পড়ত, তার বন্ধুরা বলত প্রেম, বলত প্রেমিক, বলত লাভার, বলত কিস—সে শুনত, জানত না লাভার বা কিস কেন-না তার লাভার হবার জন্য কারওকে কখনও ব্যস্ত হতে দেখা যায়নি। তার নিজের

BanglaBook.org

মধ্যেও ছিল না এমন উন্মেষ যার দ্বারা সে কোনও তরুণকে তার প্রেমিক বলে ভাবতে পারে।

সে যখন পঞ্চম শ্রেণী, তাদের ক্লাসের শ্রীরেখা তাকে নিয়ে গেল স্কুলের টয়লেটে। তখন, শ্রীরেখা তার প্রিয় বন্ধু। স্কুলের সব ক্লাসেই, শ্রুতি দেখেছে, তার প্রিয় বন্ধুরা বদলে গিয়েছে বারবার। তাই শেষ পর্যন্ত সে কোনও বন্ধুর সঙ্গেই অন্তরঙ্গ থাকেনি। কোনও বন্ধুকেই তার মনে হয়নি—এ আজীবনের। যখন, যে-পর্বেই দেখা হোক না কেন, এ টুটবার নয়।

ক্লাস ফাইভ থেকে যখন সিক্সে উঠল, সে প্রথম হল, কিন্তু শ্রীরেখা পাশ করতে পারল না। তখন, ষষ্ঠ শ্রেণীর নতুন পড়াশুনোর সঙ্গে সঙ্গে তার কাছাকাছি এল দেবিকা। দেবিকা ভাল ছিল লেখাপড়ায়। বার্ষিক পরীক্ষায় শ্রুতির পরই দেবিকা। দ্বিতীয় স্থান। দ্বিতীয় স্থান বলেই দেবিকা আর শ্রুতির বিভাগ আলাদা আলাদা হয়ে গেল। প্রথম তৃতীয় পঞ্চম সপ্তম এবং দ্বিতীয় চতুর্থ ষষ্ঠ অষ্টম—প্রথম দশজনের ক্ষেত্রে এমনই বিভাজন প্রক্রিয়া ছিল তাদের স্কুলে। প্রত্যেক বিভাগেই যাতে মেধাবী ছাত্র পাওয়া যায়—তার ব্যবস্থা। সুতরাং সপ্তম শ্রেণীতে শ্রুতির কাছাকাছি এল শিউলি। সেই পঞ্চম শ্রেণীর শ্রীরেখা ছাড়া, পরবর্তীকালে বরাবরই তার বন্ধুত্ব হয়েছিল মেধাসম্পন্নদের সঙ্গে। কিন্তু শ্রীরেখাকে শ্রুতি ভুলতে পারেনি। তারা যখন দশম শ্রেণী—শ্রীরেখা তখনও সপ্তম। একটি যুবকের সঙ্গে সে পালিয়ে যায়। স্কুলে, শ্রীরেখার পালিয়ে যাওয়া নিয়ে আলোড়ন হয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যেই থেমেও গিয়েছিল। শ্রুতি জানে না শ্রীরেখা এখন কোথায় আছে, কীভাবে আছে। জানার আগ্রহও সে কখনও উপলব্ধি করেনি। কিন্তু শ্রীরেখাকে ভুলে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কারণ, শ্রুতি জানে, সেদিনের শ্রীরেখা নামের মেয়ের শ্রুতিকে ডেকে নিয়ে যাওয়া।

ওলু এবং পরিবারের অন্যান্য বিষয়ে বিপর্যস্ত শ্রুতি পাঠে একমুখী ছিল এমন যে তার চারপাশে স্পর্শকাতর পৃথিবীর শিরশিরানি সে টের পেতে পারেনি। সে-পৃথিবীর সন্ধান শ্রীরেখাই তাকে প্রথম দেয়। সে-দিন, শ্রীরেখার চোখ জ্বলজ্বল করছিল। তার ফর্সা মুখে নাকের ডগাটি লাল হয়ে উঠেছিল। চারপাশে সন্দিগ্ধ তাকিয়ে একটি টয়লেটে সে শ্রুতিকে বন্দি করে নেয়। শ্রুতির ভেতরে অনুভূতিরা ঘোঁট পাকাচ্ছিল তখন। কোনও রহস্যের কাছে পৌঁছনোর উদ্বেগ আর আকর্ষণে সে আবিষ্ট হয়েছিল। কাঁপা গলায় প্রশ্ন করেছিল—এখানে এলি কেন? আমি হিসি করব না।

ঠোঁটে আঙুলের চাপ দিয়েছিল শ্রীরেখা। তার আঁট করে ফিতে বাঁধা চুলের উপরিতলে পথ করে উঠে এসেছিল দু'টি বিপ্লবী উকুন। শ্রুতি বলতে গিয়েও বলেনি কারণ উকুনে তার ঘেন্না। তা ছাড়াও, সে দেখেছিল, ক্লাসের অধিকাংশ

BanglaBook.org

মেয়েই মাথায় উকুনের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। অথচ তাদের আঁট করে ফিতেবাঁধা চুলে সার সার ডিম লেগে থাকে।

শ্রুতি, অতএব, চুপ থেকে দেখছিল শ্রীরেখাকে। শ্রীরেখা স্কার্ট তুলে দলা পাকিয়ে গলার ভাঁজে চেপে ধরেছিল। কালো প্যান্টি হাঁটু পর্যন্ত নামিয়ে তার মধ্যে থেকে তুলে এনেছিল একটি ভাঁজ করা কাগজ। শ্রুতি দেখছিল—শ্রীরেখার হিসু-জায়গায় কালো কালো নরম চুল। অনেকটা ন্যাড়া মাথায় নতুন চুল গজালে যেমন হয়। তার আশ্চর্য লেগেছিল। কেন-না তার ওইরকম ছিল না। সে অবাক গলায় বলেছিল—তোর ওখানে চুল কেন?

শ্রীরেখা হেসেছিল—বড় হলে হয়। তোরও আছে।

—আমার নেই।

—আছে। দেখি?

—না। আমার নেই।

—আছে, আছে। প্যান্ট খোল।

—ছিঃ। আমার লজ্জা লাগে।

শ্রীরেখা প্যান্টি পরছে তখন। স্কার্ট ঠিকঠাক করতে করতে বলছে—কীসের লজ্জা।

—অন্যের সামনে বুঝি ন্যাংটো হয়?

—ধুর! মেয়েরা মেয়েদের কাছে লজ্জা পায়? আমি হলাম না? খোল না, দেখি।

শ্রুতি, শ্রীরেখার মতোই, একই ভাবে স্কার্ট তুলে নিজের গলায় আটকেছিল। ধীরে ধীরে নিজের প্যান্টি টেনে নামাচ্ছিল যখন, তার কান-মুখ লজ্জায় গরম হয়ে যাচ্ছিল। সে যা করছে, তা যে খুব শোভন নয়, এই বোধ তার ছিল, কিন্তু নিজের বিষয়ে সে নিশ্চিত হতে চেয়েছিল, কারণ, ওই চুলের সন্ধান তার পছন্দের নাগাল পায়নি। শ্রীরেখা তাকে দেখে বলেছিল—নাঃ। তোর নেই। হয়নি এখনও। তবে হবে। নে। প্যান্টি পরে নে। এবার কাগজটা দ্যাখ।

শ্রুতি, তার নেই এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে প্যান্টি পরতে পরতে বলেছিল—কীসের কাগজ?

—চিঠি?

—চিঠি? কার?

—রতনদার।

—তুই লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ছিস কেন?

—ধুস। তুই কিছু বুঝিস না। এটা প্রেমপত্র না? বড়রা দেখে ফেলে যদি।

টয়লেটে আটক থাকতে আর ভাল লাগছিল না শ্রুতির। তা ছাড়া দু'জনে একসঙ্গে টয়লেটে ঢুকেছে জানতে পারলে দিদিমণিরা বকুনি দিতেন। শ্রুতি

BanglaBook.org

বকুনিকে অসম্মান জ্ঞান করেছিল গোড়া থেকেই। অতএব সে শ্রীরেখাকে মাঠে বসে পড়ার পরামর্শ দেয়। সেই মতোই, টয়লেট থেকে বেরিয়ে তারা প্রথমে ক্লাসরুমে গিয়ে দুটি খাতা-বই নিয়েছিল। শ্রীরেখার প্রেমপত্র চালান হয়ে গিয়েছিল বইয়ের ভাঁজে। মাঠের এক কোণ ঘেঁষে বইখাতা ছড়িয়ে বসেছিল তারা। দেখলে, যে কেউ ভাববে, জবর পড়াশুনো চলছে। এবং শ্রুতি, হয়তো নিজের নয় বলেই, অনেক বেশি সাহসের সঙ্গে প্রেমপত্র খুলেছিল। অসম্ভব কৌতূহলের সঙ্গে সে জীবনে প্রথম পাঠ করেছিল, একটি বানান ভুলে ভরা প্রেমের চিঠি।

প্রিয়তমাষু,

শ্রীরেখা,

তোমার কথা আমার সারাক্ষন মনে হয়। কাল যখন তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে বড় মাকের্টে যাচ্ছিল, আমি মোরে দাঁড়িয়েছিলাম। তুমি কি আমাকে দেখেছ? তুমি বলার পর থেকে আমি আর বেশি সিগরেট খাই না। মেজাজটা খারাপ। বাবা বলেছে। এবার পাশ করতে না পারলে বাসা থেকে বাড় করে দেবে। লোকটা একের নম্বরের নচ্ছাড় আছে। যাই হোক তোমাকে আমি বিয়ে করবই। তার আগে তোমাকে kiss খাব। কাল তোমাকে এত শুন্দর লাগছিল যে মনে হচ্ছিল বুকটা টিপে দিই। রাগ করলে? দিল কি রানি—আমি তোমাকে ভালবাসি।

তোমার দিওয়ানা প্রেমিক

রতনদা

চিঠিটা বেশ কয়েকবার পড়েছিল শ্রুতি। তারপর বলেছিল—কী বানান ভুল! রতনদা কে রে?

—আমার মাসতুতো দাদার বন্ধু। কোন বানানটা ভুল?

—এই যে মার্কেটে না লিখে মাকের্টে লিখেছে।

—ও রেফটা একটু গোলমাল হয়ে গেছে। আমারও হয়।

—আরও আছে।

—কী?

—সুন্দরকে শুন্দর লিখেছে। তালব্য শ-য় রস্যু হয় না।

—হোক গে। আমাকে একটা কথা বলবি?

—কী?

—কিস্ মানে কী রে?

—আমি জানি না।

—যাব্বাবা, আমি ভাবলাম তুই ইংরিজি ক্লাসে সব পারিস, তুই বলতে পারবি।

—একটু অপেক্ষা কর। লাইব্রেরি খুললে ডিকশনারি দেখে নেব।

BanglaBook.org

—ডিকশনারি কী রে?

—সব কথার মানে লেখা থাকে। শ্রীরেখা?

—বল্।

—লোকে তো ভালবেসে গাল টেপে। তোর রতনদা বুক টিপবে কেন?

—হি হি হি। প্রেম হলে বুক টেপে। তোকে টিপলে বুঝবি। ভাল্লাগে। হি হি হি। তোর তো বুকই হয়নি।

শ্রুতির ভিতরকার কোনও সূক্ষ্মতায় আঘাত লাগছিল তখন। সে আর কথা বাড়ায়নি। কিন্তু লাইব্রেরিতে অভিধানের সন্ধানে গিয়েছিল ঠিকই, আর সেখানে গিয়ে বিপদ ঘটেছিল। সে, ক্লাস ফাইভের মেয়ে ইংরিজি অভিধান চায় শুনে লাইব্রেরিয়ান বিপ্লবস্যর বলেছিলেন—কী জানতে চাও?

শ্রুতির মধ্যে থেকে বোধ উঠে এসেছিল, সত্যি বলা যাবে না, সে বলেছিল—ওই যে স্যর, ক্রোকোডাইল বানান ভুলে গেছি।

বিপ্লবস্যর একটি এ টি দেব সংস্করণ শ্রুতির হাতে দিতে দিতে বলেছিলেন—দেখে নাও। আমি বলে দিতে পারতাম। কিন্তু অভিধান দেখার অভ্যাস ভাল। দেখতে পারো?

শ্রুতি মাথা নেড়েছিল। পারে। বিপ্লবস্যর বলেছিলেন—কে শিখিয়েছে?

—ক্লাস ফাইভে ওঠার পর বাবা শিখিয়ে দিয়েছেন।

বিপ্লবস্যরের কাছ থেকে অভিধান নিয়ে দূরে চলে গিয়েছিল শ্রুতি। তারপর জি এইচ আই জে ওল্টাতে ওল্টাতে কে খুলেছিল। কে আই বার করে পেয়েছিল kirtle (কাট্‌ল্) মেয়েদের গাউন, ঘাগরা, পুরুষদের লম্বা ঝুলওয়ালা ঢিলা বহির্বাস। kiss (কিস্) চুমু খাওয়া, চুম্বন করা। kissed him good night; চুম্বন দিয়ে শুভরাত্রি জানাল। kissed her lips; ঠোঁটে চুমু খেল। kiss the book, kiss the gorund, kiss the dust, kiss goodbye to...।

কিন্তু এর মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই যে প্রেম আসে। প্রেম হয়। প্রেম কী বা কেন তা উপলব্ধির আগেই বিশ্বচরাচর তুচ্ছ করা অসামান্য আবেগ ও আকর্ষণ ভাসিয়ে নিয়ে যায় নারী ও নরকে। তখন, পরস্পরের সমস্ত দোষ ক্ষমার যোগ্য, সমস্ত অক্ষমতা গ্রহণযোগ্য, সমস্ত কাঠিন্যের সমর্থনে নর ও নারী ব্যাখ্যা খুঁজে পায় পরস্পর, তখন তাদের কাছাকাছি আসতে চাওয়া এমনই তীব্রতায় যে মৃত্যুও অনতিক্রম্য বোধ হয় না। এসবই অস্বাভাবিক নয়। নয় অপ্রাকৃতিক। দেবরূপা তবে কেন প্রেম বিষয়ে আপত্তি করে? বরং শ্রুতি, প্রেম উপলব্ধি না করলেও, এমন একটি অবতারণা প্রার্থনা করে যে সে স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে পারে আজীবন। সেই প্রেম, সে জানে না, কোনও দিন দুই হাত ভরে দিয়ে যাবে কখনও পুরুষ? সে জানে না। ভাবেও না গভীর করে। কারণ সে চেহারায় এত সাদা-মাটা,

BanglaBook.org

তাকে দেখে আকর্ষণ জন্মে না, প্রেম আকর্ষণ নিরপেক্ষ নয় সবসময়। শ্রুতি, অতএব, অন্যের প্রেম দেখে সাময়িক বিচলিত হয় এবং শ্রেয়সীর প্রেমিক থাকবে এমনই তাকে মানায় এ-বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে থাকে। তা হলে দেবরূপা মানছে না কেন? শ্রেয়সী কেনই বা দেবরূপা চায় না বলে লুকিয়েছে প্রেম? হ্যাঁ, হতে পারে প্রেম অধ্যয়নে অন্তরায় হয়। সর্বগ্রাসী প্রেম অধিকার করে নেয় সমগ্র সময়, অধিকার করে নেয় ভাবনার সমস্ত প্রসার। অনেকটা নেশার মতো। প্রেম দীর্ঘায়ু হয়ে থাকে কিন্তু এই সর্বগ্রাসী ধর্ম তার ক্ষণকালও চায়। মাঝে মাঝে শ্রুতি এমনকী এই মতো ভাবে যে শুভ্রশীল নয়, আরও অনেক বেশি অধিকার দেবরূপা করে আছে শ্রেয়সীকে। তা হলে? শ্রেয়সী শ্রুতিকে যা বলতে পারে, যতখানি পারে, দেবরূপাকে বলে না কেন?

সে-দিন রাত্রে বনা ঘুমিয়ে পড়েছিল তখন। শ্রুতি নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ছিল। বনার আলো আর দেবরূপার টেবিলের আলো নেভানো ছিল। দেবরূপা শ্রেয়সীর বিছানায় চলে গিয়েছিল। শ্রুতি আর শ্রেয়সীর মধ্যবর্তী আলনা দুটি বিছানার মাঝখানে প্রাচীর কেন-না চারজনের পোশাকের ভারে সেটি নিশ্ছিদ্র। শ্রুতি শ্রেয়সী ও দেবরূপাকে দেখতে পাচ্ছিল না। শুনছিল। শোনায় যে মন ছিল তা নয়। তবু মেঘে ডুবে থাকা জলেরই মতো ওদের কথাগুলি শব্দ হয়ে ভেসে ভেসে আসছিল। সে পড়ছিল। ভাবছিল। পড়ছিল। জ্ঞান। কতবিধ জ্ঞান? তত্ত্বজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞান। যদি মিথ্যাই, তবে আবার জ্ঞান কী? জ্ঞান, হওয়া উচিৎ, সত্য ও শাশ্বত। চিরভাস্বর। মিথ্যাজ্ঞান জ্ঞান বটে তবে তা নিঃসহায়, তাই দুর্বল। তত্ত্বের সহায় সত্য। সত্য মিথ্যার নিঃসহায়। দুর্বল মিথ্যাজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানের বাধক হতে পারে না।

দেবরূপা বলছিল, "ও রোজ কেন আসে?"

শ্রেয়সী বলেছিল "আসুক না। তুই তো দেখলি। আমি বেশিক্ষণ কথা বলিনি।"

—কিন্তু ও রোজ আসবে কেন? ও না এলে তোর চলে না?

—না। তা মোটেও নয়। কিন্তু ও এলে আমি না বলতে পারি না।

—হ্যাঁ। তোকে বলতে হবে। তুই বলবি।

—না। আমি পারব না।

—আসলে ও এলে তোর ভাল লাগে সেটা বল।

—হ্যাঁ। লাগে। ভাল লাগে।

BanglaBook.org

এই শরীর, এই ইন্দ্রিয়, এই বুদ্ধি, এই মন, এই শুভাশুভ কর্মপ্রবৃত্তি, এই পুনর্জন্মবোধ, এই ফললাভবৃত্তি, এই দুঃখ—এই সমস্তই মিথ্যাজ্ঞানের বিষয়। তাই এই সমস্তই রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ দোষের বিষয়। এগুলি প্রাথমিক মিথ্যাজ্ঞানের

আধার। মানুষকে ডুবিয়ে দেয় মিথ্যার ঘনতর মোহঅন্ধকারে। তখন তমসাবৃত চেতনাকে ধুতে পারে পরম তত্ত্বজ্ঞান। মিথ্যাজ্ঞান থেকে তত্ত্বজ্ঞানে উপনীত হলে চরম তত্ত্বজ্ঞান নিবৃত্ত করে থাকে সমস্ত অহঙ্কার। কিন্তু মিথ্যাজ্ঞান দৃঢ় হলে ঐহিক বা পারত্রিক সুখভোগের কর্মপ্রবৃত্তি হয়।

দেবরূপা ॥ তুই কি মনে করছিস, এভাবে অনার্স পেয়ে যাবি তুই? ফার্স্ট ক্লাস?

শ্রেয়সী ॥ কেন এভাবে বলছিস? আমি কি পড়ছি না?

দেবরূপা ॥ পড়ছিস? এটা পড়া? কলেজ থেকে সময়মতো ফিরিস না। শুভ্র তোর কলেজের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। হস্টেলে ফিরে আটটা বাজতে না বাজতে তোর ঘুম পেয়ে যায়। এর নাম পড়া? তোকে দেখে আমার রাগ হয়। তোর জন্য আমার পড়া হচ্ছে না।

শ্রেয়সী ॥ না, না, আমার জন্য নিজের ক্ষতি করিস না তুই। আমি পড়ব। ঠিক পড়ব। শুভ্রও তো পড়ছে।

দেবরূপা ॥ শুভ্রর কথা আমাকে বলবি না। ওরা প্রচণ্ড ধান্দাবাজ। ওরা যতটা শারীরিক পরিশ্রম নিতে পারে, আমরা পারি না। ওরা সারাদিন চষে বেড়িয়ে রাত জেগে পড়ে। তুই পারবি?

—ওরা কী? ওরা কারা? শুভ্রশীলকে নিয়ে কথা হচ্ছিল। ওরা মানে তুই কী বলতে চাইছিস?

—আমার কাছে শুভ্রশীল, শুভ্রমন, শুভ্রশঙ্খ, শুভ্রতনয়—সব এক। সবাই এক। সব ছেলেরা। ওরা সকাল-সন্ধে মস্তি করবে, গাঁজা খাবে, মেয়েদের সঙ্গে প্রেমবাজি করবে কিন্তু রাত হলে ঠিক গুটি গুটি পড়ে হায়েস্ট নম্বর বাগিয়ে নেবে। লোকে বলাবলি করবে—ও অয়ন? আটশো নব্বই পেয়েছে? কী করে পেল? ওকে তো পড়তেই দেখি না! শালা! না পড়লে কেউ ভাল নম্বর পায়? পৃথিবীতে কে কবে পাড়া মাথায় করে পড়ে ভাল রেজাল্টের সাক্ষী রেখেছে?

শ্রুতি শুনছিল আর ভাবছিল, কে বলেছে সাক্ষী থাকে না, কেউ! থাকে। তাদের পাড়ার গোপালদা ডাক্তারি পড়ত। ছুটিতে বাড়ি এলে বোঝা যেত গোপালদা উপস্থিত। চিৎকার করে পড়ে মেডিক্যালের বই মুখস্থ করত। লোয়ার পার্ট অব অ্যাবডোমেন উঁ...অ্যাঁ...লোয়ার পার্ট অব অ্যাবডোমেন...। কিন্তু গোপালদার উদাহরণ দিয়ে দিয়ে দেবরূপার সঙ্গে তর্ক বাঁধিয়ে দেবে, সে ইচ্ছে শ্রুতির করছিল না। সে শুনছিল শ্রেয়সী বলছে—তুই-ও মস্তি কর। ঘোর। রাত জেগে পড়। কে বারণ করেছে?

দেবরূপা ॥ আমি পড়ি রাত জেগে। পড়ি। তুই কী ভাবিস? পড়ি না?

শ্রেয়সী ॥ আমি ভাবব কেন?

BanglaBook.org

দেবরূপা ॥ না। আমাকে নিয়ে ভাববি কেন? শুভ্রশীলকে ভাববি আর পড়াশুনো ভোগে যাবে।

শ্রেয়সী ॥ এত রেগে যাচ্ছিস কেন? আমি তো বলছি ঠিকমতো পড়ব।

দেবরূপা ॥ কাল তোর পিবির বাড়ি পড়া ছিল লেক টাউনে।

শ্রেয়সী ॥ হ্যাঁ। ছিল।

দেবরূপা ॥ যাসনি কেন?

শ্রেয়সী ॥ গিয়েছিলাম।

দেবরূপা ॥ আমাকে ঠকাবার চেষ্টা করিস না। তুই লেক টাউন না গিয়ে এল এম হস্টেলে গিয়েছিলি।

শ্রেয়সী ॥ শোন আগে সবটা। আমি পিবির বাড়ি গিয়েছিলাম। পিবি ছিলেন না।

দেবরূপা ॥ তোর অপেক্ষা করার কথা ছিল। পিবি তোদের আধঘন্টা অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। সবাই অপেক্ষা করছিল, শুধু তুই করিসনি।

নানা মিথ্যা জ্ঞানবশতই অনুকূল বিষয়ে আকাঙ্ক্ষারূপ রাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষরূপ দোষ জন্মায়। এরই ফলে অসত্য প্রভৃতি নানা দোষের জন্ম। অসত্যই মানুষকে নানাবিধ পাপকর্মে প্রবৃত্তি প্রদান করে অধর্মে প্ররোচিত করে। মিথ্যাজ্ঞান সংসারের সব দুঃখের মূল।

শ্রেয়সী ॥ আমি শুভ্রর সঙ্গে দেখা করতে যাব, ব্যস।

দেবরূপা ॥ তুই পাশ করতে পারবি কিনা আমার সন্দেহ আছে। তোর লজ্জা করছে না? ও তোকে কী দেয়, অ্যাঁ, কী দেয়? ওর কী আছে যে তোর এত প্রেম?

শ্রেয়সী ॥ ওর যা আছে পৃথিবীতে আর কারও নেই।

একটি শব্দ শুনেছিল শ্রুতি এরপর। ঠাস শব্দ। সে জানে না, কেউ কারওকে চড় মেরেছিল কি? দেবরূপা কি শাসন করেছিল শ্রেয়সীকে? শ্রেয়সী হয়তো কাঁদছিল কেন-না একটা ভেজা পরিমণ্ডল ছড়িয়ে গিয়েছিল ঘরে। নাক টানার শব্দ ও শ্বাস টানা। এ কি তবে সেই সোজা হিসেব? চড়মারা ও কান্না? মা মেয়েকে। বাবা ছেলেকে। বন্ধু বন্ধুকে। কিন্তু শ্রেয়সী, ও যখন বসে থাকে একা, হেঁটে যায় বা কথা বলে অন্যদের সঙ্গে, এমনকী শুভ্রশীলের সঙ্গেও তখন কেউ ওকে চড় মারার দুঃসাহসী হতে পারে? ও কারওকে দিতে পারে এমন জায়গা তার কল্পনা দুঃসাধ্য। তবুও ঘরের মধ্যে ভিজে যায় বায়ু। শ্রুতি শোনে। তার গহিন অভ্যন্তরে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়, সে টেরও পায় না। সে শুধু শোনে। শুনে যায়। অদ্ভুত শুনে যাওয়া কিছু পোশাকের অন্তরাল থেকে। ভাঁজকরা জামাকাপড়ের দেওয়াল আড়াল থেকে। শ্রুতি সে। শ্রবণা। শুনে যায়, একটানা শুনে যায়।

—এত কান্নার কিছু হয়নি।

BanglaBook.org

—আঃ ... ছাড় আমায়... ছেড়ে দে.... উঃ ...

—আমার যা ইচ্ছে তোকে বলব। তুই কী করবি? আমি তোকে মারব, তুই কী করবি?

—ছাড় আমাকে...আঃ...ছাড়...

—ছাড়ব না।

—ছাড়...

—না। আরও জোরে ধরব। আরও শক্ত করে। তুই কী করবি?

—আঃ... কী করছিস! আমার লাগছে!

—এ কী! ব্রা পরে আছিস? এতক্ষণ ব্রা খোলার সময় পাসনি?

—আমার ইচ্ছে করেনি,খুলিনি! ব্যস!

—ব্রা খোল। বলেছি না রাত্তিরে ব্রা পরে থাকবি না।

—থাকব। বেশ করব। উঃ .... উ... উ...

—আবার কথা। দেখি, আমি খুলে দিই।

—না।

—কী না? আমার কাছে কীসের লজ্জা? অ্যাঁ? আমি কি ছেলে? অ্যাঁ? একটা মেয়ের কাছে আরেকটা মেয়ের কোনও লজ্জা নেই। কাল থেকে রাত আটটার পর যেন গায়ে আর ব্রা না থাকে।

ক্লান্ত লাগছিল। আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েছিল শ্রুতি। পুরোপুরি ঘুমোবার আগে তার মনে হয়েছিল দময়ন্তীর জন্য শ্রেয়সীর আর দুঃখ নেই। অভাববোধ নেই।

BanglaBook.org

হ্যাঁ। জীবনের সঙ্গে সর্বাঙ্গীণ জড়িত যৌন জীবন। সাধারণ স্বাভাবিক জীবনের ক্ষেত্রে যৌনজীবনকে আমরা আলাদা করে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়েছি অন্ধকারে আর কয়েকটি আচরণীয় পালনীয় বিধি-নিয়মের পাল্লা খাটিয়ে বাকিগুলিকে রেখেছি নিষেধে। রেখেছি কুসংস্কার বা বিকৃতি নামে প্রবৃত্তির জটিলতায়। সেই সব প্রবণতা ও বৃত্তিকে যত নিষেধ বলে চিনেছি তত তারই আকর্ষণে ছুটে চলেছি অন্ধ পাগলা দিগ্‌ভ্রান্ত ঘোড়ার মতো। ছুটতে ছুটতে মুখে ফেনা উপছে আসে আর মনে হয় পাপ। আমরা পিছনে তাকাই। পাপিষ্ঠ চেতনা আমাদের তাড়ায়। আমরা, সারাজীবন, পাপ চিহ্নিত করি, পাপের দিকে ছুটি, পাপ দ্বারা তাড়িত হই। কোনও বৃত্তি যখন আমাদের আনন্দের চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছে দিতে চায় বা আমরা আরোহণ করি পার্থিব স্বর্গের সত্যে তখনও কোনও অদৃশ্য রাহু ও কেতু পাপচেতনা দ্বারা আমাদের গ্রাস করে, আমরা স্বর্গচ্যুত হই।

যা কিছু নিষেধ আমাদের চারপাশে তার সবটাই কি সুন্দর পৃথিবী কল্যাণী পৃথিবীর জন্য? না। আমাদের নিষেধগুলির বেশিটাই স্বার্থপ্রণোদিত। বেশিটাই অজ্ঞতাপ্রসূত। সেই অজ্ঞতার মোড়কে স্বার্থগুলি সুস্বাদু চকোলেটের ন্যায় বিরাজে। হ্যাঁ? মাথা নাড়ছ বটে তোমরা। সমর্থন করছ? তা হলে চলো আমরা অজ্ঞতা মোচন করি। সংস্কার উড়িয়ে দিয়ে আলো আনি— আলো। ঝেড়ে পুছে পরিচ্ছন্ন করে দিই চারপাশ। আমরা বুকে টেনে নেই পরস্পরকে ভালবেসে। নারী-পুরুষ বিভেদ না করে বুকে ধরি এসো। নাইবা রইল কামবোধ উদ্দীপনা, প্রেম তো রইল। রইলই-বা কামবোধ উদ্দীপনা, প্রেমও রইল। আসলে মানুষে মানুষে প্রেম। নারীতে নারীতে হোক, পুরুষে পুরুষে হোক, নারীতে পুরুষে হোক। কিন্তু তারপর? তারপর কী করে প্রকৃতি?

হ্যাঁ। এ বটে প্রকৃতিরই দান। যৌনতা ও সৃষ্টিরহস্য একগর্ভ হলেও সৃষ্টিরহস্য

BanglaBook.org

ব্যতিরেকে যৌনতাও প্রকৃতির দান। মানুষের না হয় আছে বুদ্ধি ও চেতনা যা বিকৃত হতে পারে। পশুদের আছে বুদ্ধি যা স্থির ও নির্দিষ্ট। পশুর নেই চেতনা যা বিকৃতির সম্ভাবনা ধারণ করে। বিকৃতির মধ্যে একপ্রকার সচেতনতা বিদ্যমান। মানবধর্মে যতসম্ভব বিকৃতি, সে জানে, সে বিকৃত কেন। প্রকৃতর সঙ্গে কতদূর পার্থক্য থাকলে আমরা বিকৃত বলতে পারি। কিন্তু পশুপ্রবৃত্তিতে এতখানি সচেতনতা অবিদ্য। তাই পশুচেতনে যা কিছু সবই স্বাভাবিক। প্রাকৃতিক। প্রাকৃতিক বলেই স্বাভাবিক ধর্মে কোনও কোনও হরিণ ধায় হরিণে আর শূকর শূকরে। এমনকী সাদা বা চিত্রল ডানা মেলে উড়ে যেতে থাকা হাঁস—তারাও কখনও-বা অন্য হাঁসের তরে জাগে। সমস্ত হরিণী ও শূকরীরা জেহাদ করেনি তখন। কখনও হংসী অভিমান করেনি। কিংবা ধরা যাক দুটি গো-পুরুষ বা শঙ্খচিল। দুটি বানর বা গরিলা। প্রাকৃতিক নিয়মেই তারা বন্ধু হয়ে থাকে এবং এই বন্ধুত্ব যৌনতা পর্যন্ত। এরা পরস্পর টানে। সমলিঙ্গে টানে। বন তাদের পরিত্যাজ্য করেনি। অরণ্যে তৈরি হয়নি কোনও ভিন্নতর আইন। প্রকৃতি অবলীলায় ঘাসভর্তি বুক পেতে বলে থাকে, আয়, ঘুমো। খুব ক্লান্ত বুঝি? এবং অবলীলায় দেয় খাদ্য, দেয় বায়ু, দেয় আলো।

পশুত্বে সমস্ত স্বাভাবিক কিন্তু মনুষ্যত্বে নয়। মানুষ প্রকৃতিকে না বুঝে করতলগত করে। করতে চায়। তরলকে মুঠোয় রাখার মূর্খামির মতো। মানুষ প্রকৃতিকে বুঝতে শেখে বহু অধ্যায় পার করে এবং পার না হওয়া পর্যন্ত তৈরি করে প্রকৃতির বিরুদ্ধগামী আইন। হায়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মানুষের তৈরি নিয়ম, কানুন, আইন, নৈতিক বিধিবদ্ধতা মানুষকে যথাযোগ্য মনুষ্যত্ব মর্যাদা দেয় না। প্রকৃতি সমলিঙ্গে যৌন পশুকেও দেয় স্বাভাবিক পশুত্বের অধিকার কিন্তু মানুষ সে-অধিকার হরণ করেছে। মানুষের স্বার্থ আছে। সংস্কার। ভ্রান্তি আছে। অজ্ঞতাও। তা হলেই দেখো, গেল গেল গেল, নির্ধারিত হয়ে গেল ভ্রূণতেই কে কেমন কামনার ধন। শুক্র লাগল ডিম্বে আর ভ্রূণ হল আর জিন রটিত হল আর চিহ্নিত হয়ে গেল গর্ভে বাড়িছে সে, গর্ভে বাড়িছে সে, আসিছে আসিছে। তোমরা যখন পরস্পরের দিকে তাকাও, পরস্পরকে দোষারোপ করো না। বলো না, তুমি কেন অমন নও? তুমি কেন সেইরকমটি হলে না? ও যে ওইরকম নয় তার জন্য ও কী করবে? ও যে ওইরকম তার জন্যই বা ও কী করবে। কিছু করার নাই গো, কিছু করার নাই। ও কীরূপ প্রকৃতি পেল, বরং চেনো সেই প্রকৃতি। ও কীরূপ ধারক, ওর দেহ, ওর মন, বরং জানো। প্রত্যেকটি মানুষ একেকটি পৃথিবী বটে। আর মানুষে মানুষে মিলন হলে পৃথিবীর গায়ে পৃথিবী লেগে গেল। পাড়ার বৌঝিরা, গৃহের রমণীরা, বর-কনের মুকুট থেকে শোলা খসিয়ে ভাসিয়ে দেয় জলে আর টুকরো শোলা পরস্পর লেগে বন বন ঘুরতে থাকলে হেসে হেসে বলে—কী আঠা গো! কী আঠা!

BanglaBook.org

আঠা, আঠা! রস, রস! সম্পর্ক, সম্পর্ক! মানুষে মানুষে সম্পর্ক হোক না গো, যদি ভালবাসা! শৈশবে, মানুষের অজ্ঞাতে, অনভিজ্ঞতায়, যে-প্রকৃতি নির্ধারিত হয়ে গেল, তার মধ্যে বিকৃতি কোথায়? কোথায় বিকৃতি? যদি ভালবাসা থাকে পরস্পর আর কষ্ট না থাকে, বেদনা না থাকে তবে সব সুকৃতি-সুকৃতি। সু-সু। বি-বি বোলো না। বলো সু-সু। সব সু। সব সুন্দর। সব শুভ। নেতি নেতি বলতে নেই। বলতে হয় হে সুন্দর, তুমি আছো, তুমি থাকো, তুমি ধরা দাও।

ধরা-ধরা, ধরো-ধরো। যা আছে এই ধরায় আছে। যা আছে এই ভবে আছে। যা আছে সমস্ত প্রকৃতির অন্তর্গত। তোমরা কি এমন কিছু দেখো, দেখতে পাও, যা প্রকৃতি বহির্ভূত? কে কার দিকে কোমল চোখে চাইবে গো, আর কে কার যৌনসময় প্রার্থনা করবে, করল, তার সবটাই তো প্রকৃতি। শ্রীকৃষ্ণ যে পরকীয়া করল, তার জন্য প্রকৃতি লজ্জিত হল না। পুরুষ পুরুষকে জড়িয়ে ধরল আর দিল যৌনচাপ আর পুরুষালি হাতে মথিত করল ডলে পিষে নেড়ে। কম্পনে তখন ভূ-কম্পন হল না। মাটি বিদীর্ণ হল না। আকাশ থেকে তারা খসে পড়ল না আর জ্বালিয়ে দিল না পৃথিবীকে। নারী নারীতে আপতিত হল আর জিহ্বা দ্বারা, যেমন হিন্দুনারীগণ উলুধ্বনি করে, হাত দ্বারা, কোমল সরু চম্পক-কলিকা অঙ্গুলি দ্বারা কিছু জরুরি ভূমিকা তারা পালন করল। কোথাও হল না বজ্রপাত, শুধু দুটি তৃপ্ত মানুষ!

প্রকৃতির বিরোধী নয় কিছুই। অপ্রাকৃতিক নয় কিছুই। তবে হ্যাঁ, তোমরা পরিবেশের দাবি তুলতে পারো। তোমরা শিক্ষিত জনগণ, একালের জ্ঞানী, সতর্ক, দামাল, তুমুল, সংস্কারমুক্ত পুত্র-কন্যা তোমরা, তোমরা বলতেই পারো পরিবেশের কথা। পরিবেশ? সেও প্রাকৃতিক। তোমরা কে কেমন পরিবেশ রচনা করবে তাও কি প্রকৃতি-নির্ধারিত নয়? তার্কিকেরা বলবে, যদি তাই হবে তবে প্রকৃতিরাজ্যে আমরা নিশ্চেষ্ট থাকি না কেন? কেন পরিবর্তনের কথা ভাবি? কেন সুন্দর? কেন প্রয়াস? হ্যাঁ প্রয়াস। হ্যাঁ সুন্দর। হ্যাঁ পরিবর্তন। তুমি যে পরিবর্তন চাইবে তাও নির্ধারণ করে দিল প্রকৃতি। তুমি যে পরিবেশ গড়ে তুললে তা তোমার নির্ধারিত এবং সেটিও তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করে কারণ তোমরা দুটি সত্তাই প্রকৃতির অংশ। যা প্রকৃতি তোমাকে দিয়েছে, যা তোমার জিনবাহিত, তার প্রকাশে সহায়তা করে পরিবেশ। যার প্রয়াণেও সহায়ক হয় পরিবেশ। হ্যাঁ, একথা বলা যায় যে সমকামপ্রবৃত্তি অধিকতর প্রকাশিত হয় যদি সেই মানব সন্তানের পূর্বমানব কোনও বা তার আশে-পাশের কেউ, এই প্রবৃত্তির ধারক হয়।

মনের মধ্যেকার কৌমার্য অন্ধকার, নিষ্ক্রিয় অন্ধকার এবং মনের যে সামাজিক প্রকাশ তার মধ্যেও ক্রিয়শীল কী, জানো কি? জিন এবং মস্তিষ্করসায়ন। মস্তক মস্তক মস্তক। সমস্ত অনুভূতির কেন্দ্র মস্তক। সমস্ত সক্রিয়তার কেন্দ্র মস্তক।

BanglaBook.org

আগেকার কালে দিব্য দিত—আমার মাথা খাও, যাইয়ো না—মস্তক কি এমনি-এমনি এত গুরুত্বপূর্ণ, সুস্বাদ আর মূল্যবান?

এমতো ধারণা আমাদের অন্তর্গত যে কামবোধ মূলত এক সৃষ্টিরহস্য ও সৃষ্টিঅর্থক। উৎপাদনের নিমিত্ত এ এক যান্ত্রিক প্রকাশ। এই ভাবনা ও বিশ্বাসও বিবিধ পাপবোধের অনন্ত সম্ভাবনা। সম্ভাবনা দিগ্‌ভ্রান্ত হওয়ারও যে আসলে যদি সংযম কোথাও প্রত্যাশিত হয় তো সেই সংযম কী? জন্মনিয়ন্ত্রণজনিত না আত্মনিয়ন্ত্রণ?

আত্মনিয়ন্ত্রণ! আত্মনিয়ন্ত্রণই সব। মানুষ আত্মপ্রবণতাই ধারে হে। আত্মউদ্দেশ্যেই মানুষ লোভ করে বা ঈর্ষা। কাম ক্রোধ লোভ ঈর্ষার বিরুদ্ধে মানুষের যুদ্ধঘোষণা যে কত প্রাচীন তা লেখা আছে ধর্মগ্রন্থগুলিতে। মহাকাব্যগুলিতে। সাধারণ লোককাহিনীতে। এক বনের ধারে চোখ বুজে ধ্যানস্থ এক সাধক! কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে এক বিশাল যোদ্ধা সেখানে উপস্থিত হল। রোদ্দুরে তার ধাতব শিরস্ত্রাণ ঝলমল করছে। বুকের খাঁচা মুড়ে রাখার আবরণ বা তলোয়ার রাখার বাক্সটি থেকে আলো ঠিকরোচ্ছে। তার কণ্ঠ মেঘমন্দ্র। সে সাধকের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল— 'হে মহাত্মা, আমাকে বলুন স্বর্গ কাকে বলে, আর নরকই বা কী!'

সাধক অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন— 'যাও তো, তোমার সঙ্গে এসব ফালতু কথা বলে নষ্ট করার মতো সময় আমার নেই।'

খুব রেগে গেল যোদ্ধা। কোমর থেকে এক টানে তলোয়ার বার করে বলল— 'জানো তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ! জানো, তোমার এই দুর্বিনীত ব্যবহারের জন্য আমি এখুনি তোমাকে হত্যা করতে পারি!'

সাধক, শান্তভাবে বললেন— 'এই হল নরক।'

যোদ্ধা থমকে গেল। সাধকের কথার মর্ম উপলব্ধি করল সে। অস্ত্র সংবরণ করে সাধকের কাছে নতজানু হয়ে সে ক্ষমা প্রর্থনা করল। সাধক বললেন— 'এই তোমার স্বর্গ!'

তো সংযমও আছে হে। যৌনসংযম ছাড়াও অন্য সংযম মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে আরও বড় গুরুত্বের। সেই রাজাটির কথা মনে করো। তোমরা, শিক্ষিত যুবক-যুবতী, তাঁকে মনে করো, সেই শক্তিমান রাজা, যিনি এক সংখ্যালঘু ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি ক্ষোভে ঘৃণায় পরধর্মদ্বেষীতায় আদেশ জারি করলেন তাদের বিনাশের। সেইসব মানুষ সাধারণ, অপাপ, ছাপোষা মানুষ সব নিবেদন নিয়ে গেল এক শুভবুদ্ধি মন্ত্রীপ্রবরের কাছে, মন্ত্রী তাদের প্রাণরক্ষার দায়িত্ব নিলেন। রাজাকে বললেন—'হে শক্তিমান রাজন, পৃথিবীর ইতিহাসে শক্তিমান রাজা ও তাঁর ধ্বংসের কাহিনী নতুন নয়, অভিনব মর্যাদারও নয়। প্রত্যেক রাজাই শক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগ

BanglaBook.org

করে বিনাশের ইতিহাস গেঁথেছেন। তবে, হে মহান রাজন, আপনার কীর্তি যদি মানবেতিহাসে প্রথিত করে যেতে চান তবে ক্ষমাশীল হোন। সকলেই জানে আপনার ধ্বংসের শক্তি আছে। সে শক্তি আপনি সংবরণ করুন। যে গুটিকয় মানুষ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত, তারা আপনার বিরুদ্ধে যাবার শক্তিধারক নয়। অতএব আপনি প্রাণদণ্ড রদ করুন। মানুষ আবহমানকাল আপনাকে ভালবেসে মনে রাখবে। আপনি ঈশ্বরের আশীর্বাদে ধন্য হবেন। ইতিহাস আপনাকে প্রধান নৃপতির মর্যাদা দেবে।'

রাজা প্রাণদণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করেছিলেন। নির্দোষ মানুষগুলির রক্তপাত ঘটাননি। ইতিহাস তাঁকে মনে করে। যতবার রাষ্ট্রযন্ত্র ও ব্যক্তিগত লোলুপতার দায় অন্যদের ওপর ন্যস্ত হয়, সংখ্যাগুরুর হাতে সংখ্যালঘু দলিত, ততবার আমরা মনে করি সেই শুভবুদ্ধি মন্ত্রী ও রাজাকে। তাই সংযম বলতে সকলি সংযম। নিবৃত্তি বলতে সকলি নিবৃত্তি। আমরা সংযম বলতে যৌনসংযম বুঝি। নিবৃত্তি বলতে যৌনতা নিবৃত্তি বুঝি। আমরা অপূর্ণ বুঝি। অপূর্ণ দেখি। তবে সংযম পশুপ্রবৃত্তিতে বর্তমান নাই। আছে মানববৃত্তিতে।

সংযম সেইখানে চাই যেখানে ক্রিয়া কোনও ধ্বংসকে প্ররোচিত করে। তা হলে এক কঠিন প্রশ্ন আসে। তুমুল প্রশ্ন। যা কিছু ঘটমান, সবটাই প্রকৃতির অর্থবহ?

সবটাই প্রকৃতির অন্তর্গত?

যেহেতু এই পৃথিবী প্রকৃতি সেহেতু সমস্ত ধ্বংসও কি প্রাকৃতিক?

সৃষ্টি যদি প্রকৃতির ইচ্ছা তবে ধ্বংসও কি তার ইচ্ছা যা মানুষের মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হয়?

এর উত্তর নাই হে। এর মীমাংসা নাই। তবে, এ অনস্বীকার্য যে মানবে ও পশুতে যৌনকার্য বিষয়ে প্রকৃতি অনুদার। এ বিষয়ে আমরা সেই মারণরোগ স্মরণ করতে পারি, যা এখনও অভিশাপেরই মতো লাগে আমাদের, যা প্রথম নরদেহে প্রবেশ করে এক শিম্পাঞ্জির শরীর থেকে কেন-না একদা এক নারী এক রোগবাহী শিম্পাঞ্জির সহিত সঙ্গম করিয়াছিল। এ বিষয় এলেই, এমনই অনিবার্য যে প্রায় নীতিকথার পর্যায়ে, একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। ছাত্রপাঠ্যে কোনও দিন প্রবেশ করবে যৌনশিক্ষা এবং তখন পড়ানো হবে, একদা এক নারী... ...।

এ হল প্রকৃতির বিকৃতি। হুম্, এখানে তত্ত্বের বৈপরিত্য। যাহা ঘটিতেছে, যাহা ঘটিবেক, সমস্ত প্রকৃতির অন্তর্গত, এ যদি সত্যি হয়, মানুষে পশুতে যৌনাচার? তার বেলা? হে প্রকৃতি, কী তব উত্তর? এ কি ভ্রষ্টাচার? না কি এও ইচ্ছার খেলা যা স্বাভাবিক জাগে? এ বাঙ্ময় জগতে, এ চিন্ময় প্রকাশে মানুষের এ কী মত্ত লীলা!

BanglaBook.org

তবু শ্রুতি বিচলিত নয়, দৃঢ় ও গভীর বন্ধুত্বের বৈভব তাকে কেউ, কোনও বন্ধুই দেয়নি বলে বন্ধুত্বের চূড়ান্ত পর্ব সে ভেবেছিল যা তার নিজের জীবনে কখনও আসেনি, সে মনে করেছিল এরকম হয়, হতেই পারে। ভাবেনি এ কীরকম, এ কেন! তাকে প্রথম বলেছিল দেবস্মিতা। এক বছরের সিনিয়র ছিল বলে শ্রুতি ডাকত দেবস্মিতাদি। একদিন বিকেলে হঠাৎ ও শ্রুতির কাছে এসেছিল। একথা-সেকথার পর, শ্রুতির ঘরবাড়ি স্কুল ইত্যাদি অকারণ শোনার পর বলেছিল—দেবরূপাকে কীরকম লাগে?

শ্রুতি বলেছিল—কেন? ভালই তো?

—কীরকম বয়িশ না?

—হ্যাঁ, তা একটু।

—তোর লেগেছে?

—কী?

—ও বয়িশ? মানে ওর মধ্যে একটা ছেলে-ছেলে ব্যাপার?

—তা তো লাগে। ওর হাব-ভাব।

—জানিস ওর একটা ভাই আছে ঠিক মেয়েদের মতো?

—ওর ভাই আছে জানি। দাদাও আছে। আর কিছু জানি না।

—ওর ভাই ঠিক মেয়েদের মতো। আর ও ঠিক ছেলেদের মতো। কীরকম অদ্ভুত না?

—এর মধ্যে অদ্ভুত কী আছে? কেউ কেউ হয় এরকম।

—তুই কি সত্যি বুঝিস না! নাকি ন্যাকামো করছিস?

—তুমি ঠিক কী বলতে চাইছ?

—শোন, দেবরূপা সেদিন আমাদের রুমে গিয়েছিল। কথায় কথায় আমার

BanglaBook.org

পিঠে হাত রাখল। তারপর এমনভাবে হাত বোলাচ্ছিল যেন... ...

—যেন কী?

—আমার কীরকম ফিলিং হচ্ছিল জানিস? কোনও ছেলে হাত বোলাচ্ছে।

—ওঃ।

—ওঃ মানে?

শ্রুতি হাসছিল। কারণ তার কিছু বোধগম্য হচ্ছিল না। এসব আবার কী? তার ওলু, তার বাবা, তার উচ্চমাধ্যমিকের পাঠের জগতে তখন বহু দুনিয়া অনাবিষ্কৃত ছিল। তবু তারই মধ্যে এ প্রশ্ন সে না করে পারেনি—তুমি জানো বুঝি?

—কী?

—ওই যে, ছেলেরা পিঠে হাত বোলালে... ...

তার কথা শেষ হয়নি, সে হেসে গড়িয়ে পড়েছিল। দেবস্মিতা অপ্রস্তুত। গম্ভীর মুখে বলেছিল—সে একটু ভাবলেই বোঝা যায়। আমি বলে রাখছি তোকে। ও লেসবিয়ান। তোদের সবকটাকে সিডিউস করে দেবে। তখন দেখিস আমার কথা সত্যি কি না।

লেসবিয়ান? সিডিউস? নতুন কথা, খুবই নতুন কথা শ্রুতির কাছে। দেবস্মিতা চলে গিয়েছিল। তার, প্রথম প্রতিক্রিয়া হিসেবে মনে হয়েছিল সে ইংরিজিতে কাঁচা। সত্তর শতাংশ পাওয়া সত্ত্বেও কাঁচা। যে দুটি শব্দ অবলীলায় ব্যবহার করে গেল দেবস্মিতা, সেকেন্ড ইয়ার ইংলিশ অনার্স, সে তা কোনওদিন শোনেনি পর্যন্ত। মোটা জাবদা চেম্বার্স ডিকশনারি খুলে বসেছিল সে। প্রথমে কী দেখেছিল? লেসবিয়ান, না, সিডিউস?

সেড। সিড্যান। সিডেট। ... ... সেডিলিয়া... সিডিশন... সিডিউজ। এস ই ডি ইউ সি ই। টু ড্র অ্যাসাইড ফ্রম পার্টি।

শ্রুতি বুঝতে পারছে না দেবরূপা এরকম কী করতে পারে!

টু ড্র অ্যাসাইড ফ্রম পার্টি, বিলিফ, অ্যালিজিয়েন্স, সার্ভিস, ডিউটি...

অদ্ভুত! শ্রুতি হতবুদ্ধি। দেবস্মিতা দেবরূপা সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে কী বলতে চায়!

টু লিড অ্যাশট্রে, টু এন্টাইস, টু করাপট, টু ইনডিউস টু হ্যাভ সেকসুয়াল ইন্টারকোর্স!...

মাই গুডনেস! শ্রুতি মুখ ঢেকেছিল! এটাই কি বলতে চেয়েছিল দেবস্মিতা? ও

BanglaBook.org

তোদের সবাইকে সিডিউস করবে! ওরে বাবা! সে কী করে সম্ভব! শ্রুতি পাতা উল্টোচ্ছিল। লেসবিয়ান জানতে হবে তাকে। যেভাবে কিস জেনেছিল একদিন..আজ, এত বছর পর সে যেভাবে জানল সিডিউস—সেভাবেই।

লারনা। লারনি। লেসবিয়ান।

এল ক্যাপিটাল কেন?

অফ দি আইল্যান্ড অফ লেসবস। মিটাইলিন অর মাইটিলিন... উওম্যান হোমোসেকসুয়াল!

ও মাই গড! হোমোসেকসুয়াল, হোমোসেকসুয়াল! দেবরূপা হোমোসেকসুয়াল! শ্রুতি হোমোসেকসুয়াল জানে। শ্রুতি হোমোসেকসুয়াল ঘেন্না করে। শ্রুতি হোমোসেকসুয়াল ভয় পায়!

সে কিছুক্ষণ ছটফট করেছিল একলা। কারণ রুমে আর কেউ ছিল না তখন। সে একবার চেয়েছিল এ বিষয়ে কারও সঙ্গে কথা বলে। আর কারও, দেবস্মিতার মতো অনুভূতি হয়েছে কি না, সত্যি তারই রুমে এই সমকামপ্রবৃত্তি কিনা সে যাচিয়ে নেয়। কিন্তু কার সঙ্গে কথা বলবে! কাকে বলা যায়! বহু মুখ মনে পড়ল তার—শ্রাবণী, নন্দিনী, শুচিস্মিতা, সংঘমিত্রা, সুদেষ্ণা, আরতিদি, ইলাদি। না, কারও সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলা যায় না।

বনা? বনার সঙ্গে? বনা তো তার রুমমেট। কিন্তু কীভাবে বলবে? কী করে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করবে? বলা যায় কি, শোন, দেবরূপা লেসবি, দেবরূপা হোমো, দেবরূপা...। অসম্ভব! এ শ্রুতির দ্বারা সম্ভব নয়, শ্রুতি পারবে না। যা দেবস্মিতা পারছে। এবং দেবস্মিতা, শ্রুতিতে থেমে থাকছে না নিশ্চয়ই। ও মিতালিদিকে বলেছে, অনিন্দিতাদিকে বলেছে। এবং শ্রুতি বুঝতে পারছে, ওরা প্রায়ই তাদের রুমে চলে আসে যখন তখন। যে কোনও অজুহাতে। সেগুলোকে যথার্থই কারণ মনে হত শ্রুতির। অগভীর অপ্রয়োজনীয় হলেও, কারণ তার মনে হয়েছিল হস্টেল জীবনে এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হতে পারে। যেমন একদিন অর্পিতাদি হঠাৎ কড়া নাড়ছিল দরজায়—প্রশ্ন—তোরা কি কেউ বড় বাথরুমে গিয়েছিলি? না। যাইনি। কেন? কলটা ঠিকমতো বন্ধ করা নেই। কল বন্ধ করা নেই তো কুড়ি নম্বর কেন? অন্য রুম ছিল না? অন্য মেয়ে?

কিন্তু এ প্রশ্ন করা যায়নি। হস্টেলে সিনিয়র দিদিদের মান্যি করে চলা প্রথা। না চললে শোধ নিতে চাইবে সবাই। বাথরুম, চক্রান্ত করে, দখলে রাখবে। ফোন

BanglaBook.org

এলে, যদি এ প্রান্তে ওরা কেউ ধরে তো মিথ্যে বলে দেবে, নেই। সুপারের কাছে জানাবে অযথা নালিশ। ওর প্রচুর বয়ফ্রেন্ড। ও খুব খারাপভাবে রাস্তা দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সুপারের গুডবুক থেকে নাম কাটা যাবে। সুপার বড় বেশি খুঁতখুঁতে হয়ে উঠবেন তখন। সন্দেহপ্রবণ হবেন। নানা সমস্যা। নানা সম্ভাবনা। বিশেষ করে অর্পিতাদি। কারও বিরুদ্ধে কারওকে খেপিয়ে তোলার অসামান্য ক্ষমতা ওর। এখন শ্রুতি ভাবছে, নিশ্চয়ই দেখতে আসে ওরা। কিন্তু কী দেখতে আসে? দেবরূপাকে? নাকি তাদের সবাইকেই? কী সর্বনাশ! শ্রুতির মেরুদণ্ড বেয়ে হিমস্রোত বয়। ওরা কি ভাবছে শ্রুতিও সিডিউসড? সিডিউসড! শ্রুতির কান্না পেয়ে গিয়েছিল। এসব কী? এসব কেন! কেনই-বা দেবরূপাকে এরকম বলা হবে!

তখন ঘরে ঢুকেছিল একজন, সে দেবরূপাই। শ্রুতি, দেবরূপাকে দেখামাত্রই, কেন সে নিজেও জানে না, সমস্ত উদ্বেগ থেকে মুক্তি পেয়েছিল। তার মনে হয়েছিল, ওই তো, দেবরূপা, আর পাঁচটা সাধারণ মেয়েরই মতো নয়? ছোট চুল—তবু? একটু খাটো পোশাক পরে বা প্যান্ট শার্ট—তবু? একটু ছেলেপনা আছে। তবু? ওকে কি বলা যায় ও হোমোসেকসুয়াল? শ্রুতির বিশ্বাস হয়নি। বা, বলা উচিত বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করেনি। দেবরূপার বুকশেলফে সার সার সাজানো ক্যালকুলাস, ডাইনামিক্স, স্ট্যাটিক্স, অ্যাস্ট্রনমি, অ্যালজেব্রা, ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি। অঙ্ক করতে করতে কেমেস্ট্রি ফিজিক্স পড়তে পড়তে, এই মেয়েটি, দেবরূপা, অন্য মেয়ের প্রতি কাম বোধ করতে পারে? পারে না, পারে না। বরং শ্রুতি, শ্রেয়সীর সঙ্গে দেবরূপার দ্রুত ঘনিষ্ঠতা হেতু দেবরূপার প্রতি জাগ্রত গোপন বিদ্বেষ থেকে নিজেকে মুক্তি দিতে চায়। তার মধ্যে এই বোধ জাগে—বলো শুভ। বলো সুন্দর। বলো সুজন। বলো সুচির।

পৃথিবীর সমস্ত সু সে জাগিয়ে তোলে নিজের মধ্যে এবং বিস্কিটের কৌটো খুলে দু'খানি নিজে নিয়ে দু'খানি দেবরূপার দিকে এগিয়ে দেয়। দেবরূপা মিষ্টি হাসে। এবং শ্রুতি দেখেছিল তখন, দেবরূপা হাসলে চোখ দুটি কুঁচকে যায় তার, গালে হালকা টোল পড়ে, মিষ্টি লাগে ওকে তখন। যেন-বা দুষ্টু দুষ্টু ছেলেমানুষ। শ্রুতি বরং দেবস্মিতার প্রতি বৈরিতা বোধ করেছিল। সহজ স্বাভাবিককে বিকৃত দেখবার প্রবণতা তার কাছে মানুষের চিরকালীন হীনতার পরিচয় বোধ হয়েছিল। কিছুক্ষণ আগেকার অন্ধকার ভাবনাগুলির জন্য, ভয় ও দুর্বৃত্ত ইচ্ছার জন্য নিজের কাছে লজ্জিত হয়েছিল সে। অপরিসীম অন্ধকার থেকে ফিরবার ইচ্ছায় তার মনে হয়েছিল, আসলে পৃথিবীতে ততখানি ময়লা নেই যতখানি আছে বলে ভ্রম হয়। ময়লার পুরু স্তর মানুষের চিন্তনে। তার ওলুকে মনে পড়েছিল। ওলুর অনাবিল হাসি। ওলুর দোলন, ওলুর হাততালি দিতে দিতে একটাই প্রশ্ন উচ্চারণ, ভাত খেতে খেতে হাঁ-মুখ ওলুর স্বপ্নিল চেয়ে থাকা, তখন ওর মুখের ভেতর চোখে পড়ে

BanglaBook.org

নিস্পৃহ ভাত ও নিস্পৃহ জিভ। অলক তখন নিষ্পাপ পৃথিবীর একজন। এখন, নানা পাপচিন্তা উদ্গত হওয়ায়, শ্রুতির অলককে মনে পড়েছিল যেন অলকের উদ্ভাস সব কিছু ধুয়ে মুছে পবিত্র করে দেবে।

সে বই খুলেছিল। অনার্স যদিও-বা কিছু, পাসের বিষয়ে সে পিছিয়ে থাকছিল। রাষ্ট্রবিজ্ঞান খুলেছিল সে। পড়ছিল বিবিধ ধারার কথা। বিবিধ নিয়ম। মৌলিক অধিকার। সে জানত না প্রতিষেধ কী। জানত না উৎপ্রেষণ কী। জানছিল। জেনে নিচ্ছিল সেই দিন। প্রতিষেধ, নিম্ন আদালতের উদ্দেশে সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টের জারি করা আদেশপত্র। প্রতিষেধ পরমাদেশ নয়। পরমাদেশের মাধ্যমে নিম্ন আদালত কোনও কাজের আদেশ পায়। আর প্রতিষেধের মাধ্যমে পায় নিষেধের পত্র। নিম্ন আদালত বা ন্যায়পীঠ যদি নিজের অধিকার-সীমা লঙ্ঘন করে তবে প্রতিষেধ। উৎপ্রেষণও জারি করে উচ্চ আদালত। নিম্ন আদালত বা ন্যায়পীঠের কোনও আদেশ বা রায় বাতিল করার জন্য জারি হয় উৎপ্রেষণ। কোন পরিস্থিতিতে উৎপ্রেষণের আজ্ঞালেখ জারি হবে? কোন পরিস্থিতিতে বলা যেতে পারবে, ন্যায়পীঠ এক্তিয়ারের বহির্ভূত কাজ করেছে? বহু শর্ত। শ্রুতি পড়ছিল। দু'খানি বই খুলেছিল পাশাপাশি। কোন বইতে কোন অংশ ভাল দেখে নিচ্ছিল। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইস্কুলে পড়েছিল সামান্য। কিন্তু এখন ঠোক্কর খাচ্ছিল সে। কেন-না বাংলার পারিভাষিক শব্দাবলি কঠিন লাগছিল তার। বার বার বইয়ের শেষের দিকে চলে যাচ্ছিল সে, দেখছিল, অনাময়ব্যবস্থা মানে স্যানিটেশন, উত্তরজীবী মানে সারভাইভার, আসেধাজ্ঞা মানে ইনজাংকশন, উৎপ্রেষণ অর্থে সার্টিওরারি, ডিভিশন বেঞ্চ বাংলায় খণ্ড বিচারপীঠ, ফোর্সড লেবার অর্থে বলাৎশ্রম...।

সে ডুবে যাচ্ছিল, ডুবছিল, কিন্তু ধোঁয়া ধোঁয়া ছেঁড়া ছেঁড়া দেবস্মিতার কথাগুলি ভেসে আসছিল। বনা ফিরে এসেছিল। শ্রেয়াও। মেট্রনের নামডাকা হয়ে গেছে। সুপারের পরিদর্শন শেষ। বনা প্র্যাকটিকাল খাতায় আঁকিবুকি করছিল। দিনকয়েক পর ওরা যাচ্ছে শিক্ষামূলক ভ্রমণে। দার্জিলিং। বনা উৎসাহী খুব। নানাবিধ কাজ সে গুছিয়ে নিচ্ছিল দ্রুত। শ্রেয়সী দেবরূপার বিছানায় শুয়েছিল। দেবরূপা নিজের পা দুটি তুলে দিয়েছিল শ্রেয়সীর পেটের ওপর। একটি হাত শ্রেয়সীর মাথায় ন্যস্ত ছিল। দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বসে ছিল সে। শ্রেয়সী বিষণ্ণ ও গম্ভীর ছিল। যেমন সে থাকত বেশিরভাগ সময়। কথা বলছিল সে, নিচুস্বরে, ফিস ফিস, কেন-না ঠোঁট দুটি নড়া-চড়া করছিল। শ্রুতি গোটা দৃশ্যকেই ভেবেছিল অপূর্ব বন্ধুত্ব দৃশ্য। তবু তার মনোযোগ ছিন্ন হয়েছিল। সে বই মুখে রেখে উৎকর্ণ হয়েছিল ওদের আলোচনা শোনবার ইচ্ছায়। কোনও প্রয়োজন ছিল না তবু এরকম ইচ্ছা ও আচরণ করছিল বলে নিজের কাছে নিজে ক্ষুদ্রতর হয়েছিল ক্রমশই। সে পাল্টে যাচ্ছিল। খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। বুদ্ধিভ্রষ্ট। নীতিহীন। অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে কান পেতে রাখবার

BanglaBook.org

কুরুচি গ্রাস করেছিল তাকে। নিজের সীমাবোধ লঙ্ঘন করেছিল নিজেই আর যন্ত্রণা পাচ্ছিল। যেন-বা ছন্নছাড়া তার চোখে পড়েছিল, বনা, নিজের কাজে, কতখানি মগ্ন।

খাবারের ঘণ্টা বেজেছিল যখন, সে টের পেয়েছিল, দেড়ঘণ্টা সে কিছুই পড়েনি। তার আগে যতটুকু পড়েছিল, মনে নেই। কিন্তু এসবের পরেও সন্তোষ ছিল তার। সে শ্রেয়সীর ঠোঁট নড়া ধরে ফেলেছিল। দেবরূপার স্বর শুনতে সক্ষম হয়েছিল। তারা শুভ্রশীল বিষয়ে কথা বলছিল। দেবরূপা ক্ষোভে নিহিত ছিল। সে বলছিল—"তুই তবে হ্যাঁ বলে দিলি? কী করবি তোরা? বিয়ে?"

শ্রেয়সী বলেছিল—"বিয়ে কেন? এখুনি বিয়ের কী?"

—একটা মেয়ে একটা ছেলের কাছে একটাই মাত্র কারণে ধরা পড়ে। সেটা কী জানিস?

—আমি জানি তুই কী বলবি, কিন্তু তোর ধারণা ঠিক নয়।

—কী? বল?

—সেক্স।

—হ্যাঁ। সেক্স। সেকসুয়াল অ্যাট্রাকশন। আমাদের দেশে বিয়ের আগে সেক্স করা সম্ভব নয় যখন, তোরা বিয়ের কথা ভাববি নিশ্চয়ই।

—তোর মধ্যে সবসময় একটা একমুখী ভাবনা কাজ করে।

—যেমন?

—একটা ছেলে আর একটা মেয়ের সম্পর্কে সেক্স আছে। নিশ্চয়ই। কিন্তু সেটাই সব নয়। মূল কথাও নয়। এর মধ্যে বন্ধুত্ব আছে। মানসিক নির্ভরতা আছে। সুখ-দুঃখের অংশীদার হওয়া আছে। একজন মানুষ নিজের সমস্ত স্বপ্নই কোনও প্রিয়জনের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চায়। প্রেম এই রকমই স্বপ্ন ভাগাভাগি।

—বুঝলাম। ভাল বললি। প্রেম-ফ্রেম নিয়ে অনেক ভেবেছিস তো। ভাল ফাণ্ডা আছে। তবে একটা ব্যাপার ট্যান গেল গুরু।

—কী!

—মানুষ সমস্ত স্বপ্ন কোনও প্রিয়জনের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চায়—এটাই যদি প্রেমের মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে একটি মেয়েকে একটি ছেলের সঙ্গেই স্বপ্ন ভাগ করে নিতে হবে?

—প্রেম একটা অনিবার্য বিষয়। যে-কোনও মানুষের জীবনেই প্রেম আসে। তোরও আসতে পারে।

—আমার কথা শুনলি না তো?

কে শোনে কার কথা পৃথিবীতে? মানুষ মানুষকে টানলে অপ্রতিরোধ্য টান। যেন-বা মৃত্যুর মতো। যেন-বা অমোঘ নরতে নারীতে টান। শ্রেয়সী কি জানত না

BanglaBook.org

শুভ্রশীল ছাড়া এ সময় অর্থহীন? শ্রেয়সী কি দেবরূপাকে কথা দিয়েছিল কলেজ জীবনে কোনও পুরুষপ্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেবে? কলেজে পড়াকালীন কোনও মেয়ে নারী হয়? কোনও ছেলে পুরুষ হয়েছে? শ্রুতি দেখেছিল দেবরূপার মুখে অন্ধকার ঘনিয়ে আসা। সেই প্রসন্নতা নেই যা সে বিস্কুট খেতে খেতে দেখেছিল। এবং শ্রুতির বুকের মধ্যে কষ্ট জমছিল যা তার একার আয়োজন। সে কষ্ট শ্রেয়সীর জন্য আর শ্রেয়সীকে বলার উপায় নেই। যদি কোনও মানুষের তরে মানুষীর মনে জাগে প্রেম তবে তার বিষণ্ণতা শাস্তির সমান। প্রেম কেন অপরাধসদৃশ হবে? যে প্রেমে সামাজিক প্রশ্ন নেই কোনও সেই প্রেমে কেন এত উদ্বেগ?

শ্রুতি ভেবেছিল এইসব। জানায়নি। কারওকেই জানায়নি। শ্রেয়সীকেও নয়। হয়তো শ্রেয়সীকে বলার ইচ্ছাও সে ত্যাগ করেছিল। তার অবস্থা অনেকটা হয়েছিল সেই কিশোরদের মতো যারা জানালা দিয়ে সকলের অলক্ষ্যে দেখে কোনও নারী আর ভালবাসে। নাম নয়। বয়ঃক্রম নয়। সে কে, কোথা থেকে আসে, কোথা যায় এসব প্রশ্ন নয়। শুধু ভালবাসে। তার নারীবোধ জাগে।

কিন্তু শ্রুতি, সে কোনও নারীবোধে অপেক্ষিত নয়। পরিবারের বাইরে এই সে প্রথম। এবং পারিবারিক সম্পর্কের বাইরে এই তার প্রথম কোনও টান। কেন সে জানে না। শ্রেয়সী নয় বলে অন্য কেউ নয় কেন তাও সে জানে না। সে জানেনি শ্রেয়সী কেমন, কী তার পরিবার। সে ভাবেনি শ্রেয়সী নারী না পুরুষ। প্রথম দর্শনে সে শ্রেয়সীকে প্রিয় করেছিল এবং একই রুমে আছে দেখে অপূর্ব সম্পর্ক প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু, শ্রুতি জেনে গেছে, বুঝে গেছে, শ্রেয়সী শ্রুতির কাছাকাছি আসবে না কোনও দিন যতখানি সে ছিল দময়ন্তীর বা যতখানি হয়েছে সে দেবরূপার। শ্রুতি জানে শ্রেয়সী তাকে কোনও চিঠি কোনও দিন লিখবে না। সে, শ্রুতি, মায়ের অকালমৃত্যু হেতু, বাবার ঔদাসীন্য হেতু, অলকের অপূর্ণ মানুষতা হেতু বহু কিছু চাওয়া সম্পর্কে নিস্পৃহ হতে শিখেছিল। সাধ, ইচ্ছে ও প্রাপ্তির দূরত্ব ও অসম্ভাব্যতা জেনেছে সে। এমনকী জানে সে, সমস্ত ইচ্ছেগুলি লুকিয়ে রাখার কোনও পদ্ধতি। ফলে, সে, সর্বদা শ্রেয়সীর প্রতি তার টান আপন মধ্যে সমৃদ্ধ রাখে আর কষ্ট পায় যদি শ্রেয়সী কষ্ট পেয়ে থাকে।

বনা লক্ষ করছিল না কিছু। সে কাজ করছিল। শ্রুতি লক্ষ করছিল। সে কাজ করছিল না। সে জেনেছিল শুভ্রশীল ও শ্রেয়সী প্রেমিক-প্রেমিকা হল স্বীকৃতরূপে। প্রেম করছে ওরা এখন। প্রেম করবে।

কীভাবে করে? প্রেম? শ্রুতি জানে না। প্রেম কোনও ক্রিয়াপদ নয়। প্রেম করা কোনও প্রক্রিয়া নয়। তবু প্রেম করে। হয়তো, নিবিড় তাকানো—এর নাম প্রেম করা। তীব্র স্পর্শাকাঙ্ক্ষা—তার নাম প্রেম করা। পাশাপাশি বা মুখোমুখি কিছু অর্থহীন সংলাপ—তার নাম প্রেম করা। সেই প্রেম শ্রেয়সী করছিল। সেই প্রেম

BanglaBook.org

শুভ্রশীল করছিল। শ্রেয়সী ও শুভ্রশীল করছিল সেই প্রেম।

দেবরূপার আপত্তি, তবু। দেবরূপা কষ্ট পায়, তবু। পুরুষ নারীকে টানলে সে টান অমোঘ। নারী নারীকে টানলে সে অতিক্রমণ সহজ সম্ভব। সে শুনেছিল দেবরূপার উচ্চারণ— তুই বলেছিলি আজ আমায় মিলিকানস এক্সপেরিমেন্ট পড়াবি।

শ্রেয়া বলেছিল—হ্যাঁ। পড়াব।

—তোর সময় কোথায়? আগে তো শুভ্র, নয়?

—বলেছি যখন, পড়াব।

—আমি পড়ে নেব।

—না। আমি পড়াব।

—আমার দরকার নেই।

—আমার আছে।

শ্রেয়সী ক্রমশ অভিমান ভাঙছিল দেবরূপা মেয়ের। দেবরূপা অভিমানী মেয়ের অভিমান ভাঙছিল শ্রেয়সী মেয়েটি। কাছে টানছিল। দেবরূপা নেমে আসছিল নীচে। আরও নীচে। শ্রেয়সীর বুকের ওপর।

শ্রুতির ক্লান্তি এসেছিল। বই বন্ধ করে নিজের আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েছিল সে। কপালে হাত রেখেছিল কারণ তার মাথায় চাপ অনুভূত হচ্ছিল। শ্রুতির আলো নিবে যাওয়ায় বনার আলো কম পড়েছিল। সেও পেন্সিল খাতা গুটিয়ে রুমের বাইরে চলে গিয়েছিল। দরজা কি ভেজিয়ে দেওয়া ছিল? দরজা কি বন্ধ করা ছিল? শুয়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছিল শ্রুতি। স্বপ্ন দেখেছিল কাঁদছে অলক। ওলু। ও তো এমনিতে কাঁদে না, কিন্তু স্বপ্নে কাঁদছিল। ওর কান্না এত করুণ, শ্রুতি সহ্য করতেও পারছিল না। পৃথিবীর করুণতম কান্নার মতো অলকেরও কান্না শ্রুতিকে বিদীর্ণ করেছিল অসহায় যন্ত্রণাবোধে। সেও কাঁদছিল আর ধরতে যাচ্ছিল ভাইকে আর ভাই সরে যাচ্ছিল। ক্রমশ পিছলে ছুটে যাচ্ছিল অধরার মতো। শ্রুতি বলেছিল— "চলে যাচ্ছিস কেন? ভাই? সরে যাচ্ছিস কেন? ভাই? অলক? ওলু, ওলু, ওলু?"

—নেই, নেই, নেই, নেই...

—কী নেই ওলু? আমাকে বল।

—মা, মা, মা, মা...

—মা নেই? তোর কষ্ট ওলু? খুব কষ্ট?

—মা মা বাবা বাবা...

—আমি তো আছি ওলু। বাবা আছে।

—বাবা নেই। বাবা নেই...

BanglaBook.org

—ওলু কাঁদিস না।

—নেই, নেই...

—চলে যাস না ওলু। আমি আছি। আমি দিদি...

—দিদি দিদি দিদি দিদি

—কী ওলু? কী?

—নেই নেই নেই নেই...

সে টের পাচ্ছিল তাকে ধাক্কা দিচ্ছে কেউ। ঠেলছে। সে চোখ মেলেছিল। চোখে সম্ভবত দৃষ্টি ছিল না। তার মনে আছে, জেগেও সে কাঁদছিল। আর কে যেন কাছে টেনেছিল তাকে। বুকে নিয়েছিল। নিবিড় ভঙ্গিমায়। সে সেই বুকের পাঁজরের নীচেকার স্পন্দন শুনেছিল। বড় বড় ঝিনুকের মতো নখে তার চুলে আঁচড় কাটছিল কে। বলছিল— "না, আর না, আর কাঁদে না। এ তো স্বপ্ন। স্বপ্ন দেখে এভাবে কাঁদে না। কী স্বপ্ন দেখেছিস তুই? বলে দে। বলে দিতে হয়।"

যেন-বা মাতৃত্ব ছিল কথায়। নির্ভরতা ছিল। শ্রুতি প্রশমিত হয়েছিল ধীরে। এবং অনুভব করেছিল বুকে ডুবে থাকবার অপরিমেয় শান্তি। ক্ষণিকের অপূর্ব শান্তি-অনুভব। সে ছিল শ্রেয়সীর অপরিসীম বুক। বন্ধুত্বের বুক। সেই নিবিড়তায় কোনও রতিবোধ ছিল না। কামবোধ ছিল না। সমকাম বিপরীতকাম ছিল না। কাম মনে ছিল না শ্রুতির। বরং সে ভেবেছিল, শ্রেয়সী কোথায় যেন তারও আছে। কিন্তু সেই থাকা দেবরূপার কাছে থাকবার মতো উচ্চকিত ঘোষণায় নয়।

খাবারের শেষ ঘণ্টা পড়েছিল তখন। দেবরূপা তাড়া দিয়েছিল। বলেছিল— "কীরে, স্বপ্ন দেখে ভড়কে গেলি? ন্যাকা আছিস মাইরি।"

শ্রেয়সী শ্রুতির কাঁধ জড়িয়ে নামিয়েছিল বিছানা থেকে। কানের কাছে মুখ এনে বলেছিল— "কার স্বপ্ন দেখছিলি বললি না তো? ভাইয়ের?"

BanglaBook.org

বলা যেতে পারে সেই সময় কোথাও কোনও অন্যায় ছিল না। বলা যেতে পারে, যে কোনও ঘনিষ্ঠতার মূল্যায়ন করা সহজ কার্য নয়। তোমাদের কাছে এই বিষয় পরিষ্কার কিনা তা বোঝা যায় না কারণ তোমরা কোনও জটিল বিষয় সম্পর্কে আগ্রহান্বিত থাকো না। বরং দ্রুততার সঙ্গে, পরিত্রাহি পরিত্রাহি কোনও মতামত পেশ করো, যা আসলে পূর্ব পাঠের অনুসরণ। পূর্বেকার প্রতিষ্ঠিত ধারণার অনুবর্তী। দু'-একটি বিচ্ছিন্ন শব্দ, টুকরো শব্দ, কোনও সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা দেয় না। এমনকী সে-শব্দ যদি হয় অন্ধকারে, যদি শব্দের সঙ্গে চোখ সেই বিষয়গুলি অবলোকন না করে তবে যে-ধারণা জন্মায় তা অসম্পূর্ণ। হয় অসম্পূর্ণ। হতে বাধ্য অসম্পূর্ণ। কেন-না, সম্পর্ক বিষয়ে গভীর বোধ দরকার। গভীর প্রজ্ঞা। গভীর সুচিন্তিত দর্শন। রাখি তবে রাখি কারণ ওদের সম্পর্ক এই। রাখি তবে রাখি কারণ ওদের সম্পর্ক ওই। কী সম্পর্ক। কার সম্পর্ক। কে রাখে।

তোমাকে আমি রাখি না। তোমাকে আমি মারি না। বা উল্টোটা। ধরো তোমাকে রাখি। রাখি তোমাকে। তোমার সব জানা আমার। সব চেনা। দুটি মানুষ। পরস্পর। এবংবিধ কথোপকথন প্রবাহ করে। দুটি মানুষ, যেমনই হোক তাদের লিঙ্গ নির্দেশ, পরস্পর নিকটবর্তী অপূর্ব পরস্পর চেনাজানা হয়। তখন, এও একজাতীয় অনুভব যে একজন পীড়ন করবে অন্যজনে। যেমন বলবে সমালোচনা। যেমন বলবে সন্দেহ। অথবা একজন অপরের মুখাপেক্ষী, নিজের ইচ্ছে সঞ্জাত কিছু না হওয়ায় সে আত্মপীড়ন করতেও পারে। তার পাকস্থলীতে দুর্বার ঘা হয়ে যেতে পারে কারণ সে সময়মতো খায় না। তার হৃদযন্ত্র দুর্বল হয়ে উঠতে পারে কারণ তার হৃদয়ে বর্ষ-বর্ষকাল চাপা নিরুদ্ধ কষ্ট। অভিমান। হতে পারে সে ব্লেড দ্বারা কেটে ফেলছে আপন শরীর। ফালা ফালা করে ফেলছে। এবং এমন বহু লক্ষণই উন্মাদ লক্ষণ নয় বরং কামোদ্দীপনা, কামোদ্দীপনা যা উদ্ভাসিত হয় এবং অপূর্ব নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার

BanglaBook.org

অধিকারী, সেইসব জানবে, পরম জীবন। উন্মাদ, অপার্থিব জীবনীশক্তি। কামোদ্দীপনা যা নিবারণ, যা অপ্রকাশিত, যা নিজের কাছে নিজের, গরম মেঝেয় খালি পায়ে হেঁটে যায়। লঙ্কাবাটা হাতে মুখ ঘষে নেওয়া, সেও এক প্রার্থনা। তীব্র জীবনের প্রার্থনা। তীব্র কামবোধ। তীব্র আরাম ও আনন্দের প্রার্থনা।

যে প্রকাশ সে সমস্ত আবেদন দু'হাতে নিয়ে নাচে। সে নৃত্যপর। যে গোপন সে নাচের তরে, নাচের কামনায় পীড়িত। একজন আছে বলে হেলাফেলা করে। জেনে, যা খুশি করে। আরেকজন অবহেলা করে, না জেনে, যেমন খুশি করে আছে বলেই। তোমাদের মধ্যেও দেখো এই দুই সম্প্রদায়।

তোমাদের মধ্যেও দেখো এই দুই বিভাগ। পীড়ক ও আত্মপীড়ক। কিন্তু দুই-ই স্বাভাবিক। দুই-ই কামবোধ প্রকাশ। দুই-ই প্রকৃতির ইচ্ছা। শুধু বৈচিত্রে ব্যাপ্ত। এবং এবং এবং এর জন্য নারী নারী পুরুষ পুরুষ সম্পর্কে ভেদ নাই। কারণ শুধুই মানুষে মানুষে টান সমাজের জন্ম দিয়েছিল। মানুষে মানুষে টান গড়নের জন্ম দেয়। এই ধর্মাধর্ম মানুষের। এই নীতিজ্ঞান মানুষের, এই সৌন্দর্যবোধ মানুষের, এই গড়ে তোলা হর্ম্য কিংবা উদ্যান, এই গড়ে তোলা বিজ্ঞাননগরী কিংবা ক্রীড়াপোত— এসবেরই মূল জায়গা মানুষে মানুষে টান। এবং এই টান, তোমরা বুঝি তার নাম দিলে প্রেম। নাম দিলে ভালবাসা। আমি বলি, এরও মূলে ওই কামবোধ। ওই উদ্দীপনা। ওই যৌন আকর্ষণ। যা, তোমাদের শুদ্ধ সুন্দর প্রেমকে, তোমাদের কল্যাণী মায়াময় ভালবাসাকে গ্রন্থনা করে। পরিপূর্ণ রূপ দেয়। এমনকী দেয় সুন্দরতম প্রকাশ।

দেখো পরস্পর টানের কী রূপ! দেখো পরস্পর ভালবাসার কী রূপ। পরস্পর সৎ হও। পরস্পর নিকট নিকটতর নিকটতম হও। দেখো, কী চাও। দেখো। তোমাদের মিলনকালে অনুভব করো পূর্ণ মিলনের এই স্বাদের প্রয়াসে, তৃপ্তির জন্যই এই মিলন কিনা।

প্রেমের জন্যই প্রেম। ভালবাসার জন্যই ভালবাসা। মানবজীবনে এই টান, এই আকর্ষণ, এই প্রেম সম্পৃক্ত হয়ে আছে প্রাণবায়ুর মতো। তোমাদের দৃষ্টিরই মতো তা অমোঘ। তোমাদের শ্রুতিরই মতো তা অনিবার্য। তোমাদের ত্বক যে আনন্দানুভূতির জন্ম দেয় তারই মতো তারও অনুভূতির তীব্রতা। তোমাদের জিহ্বা যে অনির্বচনীয়কে আস্বাদ করে, তেমনই তার স্বাদ। যে-ঘ্রাণ পাবার জন্য নাসিকা উদগ্রীব, যে-ঘ্রাণ ভুলিয়ে দেয় এমনকী সমস্ত দুর্নিবার যন্ত্রণা, তেমনই সুঘ্রাণ ও শক্তি ওই প্রেম। নারীতে নারীতে হোক আর পুরুষে পুরুষে। নারীতে পুরুষে হোক আর পুরুষে নারীতে। সর্বজয়ী সর্বত্রগামী প্রেম প্রেমেরই তরে বহমান। জন্ম জন্মের জন্য তার একদেশদর্শী অস্তিত্ব নেই। প্রেম সৃষ্টিরূপ। কী সৃষ্টি তার অবয়ব সবসময় মূর্ত নয়। কিন্তু প্রেম সৃষ্টি। হয়তো-বা, সামান্য দর্শনে সেই মুহূর্তই যখন দু'জন মানুষ

BanglaBook.org

পরস্পরের জন্য প্রাণ দিতে পারে। এবং এখানেই, যৌনতা সংবলিত মানুষের অনুভবের সঙ্গে প্রাণীজ প্রবণতার পার্থক্য।

ময়দানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল একজন। মাদারির খেলা হচ্ছিল। লোকটা বাঁদর-বাঁদরি নিয়ে খেলা দেখাচ্ছে। তুমুল চিৎকার করছে। তারও কৌতূহল হল। কতদিন মাদারির খেলা দেখেনি! সেই ছোটবেলায় মুখে আঙুল পুরে দেখত। তখন শুধু বাঁদর দেখত। বাঁদরের পোশাক, শেকল, হাব-ভাব। পরস্পরে খুশ্‌কি তুলে দেওয়া...। আজ, এতদিন পর, ময়দানের মাদারির খেলায় তাকে বাঁদররা আকৃষ্ট করল না। করল লোকটা। তার নোংরা ছেঁড়া পোশাক, ঝাঁকড়া চুল, গলা ফ্যাঁসফেসে। তার হাতে ডুগডুগি। সে চ্যাঁচাচ্ছে আর ডুগডুগি বাজাচ্ছে। কুড় তাক্ তাক্ ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্...। বাঁদরদের নাচাতে নাচাতে একটানা বলে যাচ্ছে—

> তা হলে দেখেন বাবা, দেখেন মা, ই খেলাটা দেখেন। আমি বলি লাগ লাগ লাগ লাগ ভেল্কি তো ই লেগে যায়। আমি বলি ডিগবাজি খা তো ই ডিগবাজি খেল। আমি বলি কুদে যা তো ই কুদে গেল। আমি যা বললাম তো ই করল। তো ই আমার কী হল? ও মা, ও বাবা, ও আমার কর্তাবাবু, গিন্নিমাঈ—আমার জীবন তুমরা দিবে।
>
> দু'টো পয়সা ছুঁড়ে দিবে, পয়সা নিয়ে ঘরে যাব। সিখানে ছেলে-মেয়ে ভুখা আছে। আপনি যাবেন। ঘরে যাবেন। আপনার লড়কা লড়কি ভালবাসবেন। চুমা দিবেন। চুমা চুমা। যাবার আগে দেখে লিন। হে বাবু দেখে লিন। হে মাঈ দেখে লিন। ই কিছু খেলা দিখাবেক। আর লাগ লাগ লাগ লেগে যা। পিঠে পিঠে লেগে যা। গায়ে গায়ে লেগে যা। আরে তু অন্দর যা। বাবা খাবে, মাঈ খাবে, কিছু বানাকে লানবি যা। কী লানবি? পেয়ার? আরে ই খালি পেয়ার বোলে। ই পেয়ারমে জিয়ে আওর পেয়ারমে মরে। তো দেখেন বাবা, ই ছোটা জন্তু আছে, ই ভি জানে পেয়ার আর আমরা পেয়ার বিনা মানুষ আছি। আমরা কি মানুষ আছি বাবা? পয়সা দিবেন বাবা চাওল মিলবে, পয়সা দিবেন বাবা ডাল মিলবে, পয়সা দিবেন বাবা, দিবেন মাঈ, মাছ মিলবে, মানসো মিলবে, শাড়ি মিলবে, সোনা মিলবে, ওষুধ

BanglaBook.org

মিলবে, ডাগদার মিলবে, গাড়ি, বাড়ি, হাঁ, হাঁ, মানুষ ভি মিলতে পারে, বাচ্চা ভি মিলতে পারে। হামার ইয়ে বান্দর ভি ... ... লাগ লাগ লাগ খটাখট ডম্বরু ডম্বরু ডম্বরু ডম্বরু পয়সা দিলে পেয়ার মিলবে নাই। পয়সা আমাকে কিনে লিবে তো আমাকে খাটিয়ে লিবে তো জানে ভি মারিয়ে দিবে। লেকিন, আমার পেয়ার লিতে পারবে নাই। হাঁ, তো মা বোলেন, বাবা বোলেন, পয়সা দিলেন ছুঁড়ে দিলেন আমার মেয়ে ভুখা আছে নাঙ্গা আছে খেলা দেখলেন পয়সা দিলেন আমার ছেলে ভুখা নাঙ্গা হামার ই দুনিয়া ভি পুরা কে পুরা ভুখা নাঙ্গা, কেন কি, ইয়ে দুনিয়া মে পেয়ার নেহি— ই-ই-ই-ই।

BanglaBook.org

বনা খেয়ে নিয়েছিল সেদিন। এই প্রথম রুমমেটদের ছেড়ে একা আলাদা খেল সে। অবাক হয়েছিল তারা তিনজনই। বনা বলেছিল—খুব খিদে পেয়েছিল রে। খেয়ে নিলাম।

তারা তিনজন বসেছিল। দেবরূপা বলেছিল—যাবি আমাদের বাড়ি? চল এই শনিবার চলে যাই। রবিবার দাদার জন্মদিন আছে।

শ্রেয়সী রাজি হয়েছিল। শ্রুতির ইচ্ছে করছিল কারণ কোনও বন্ধুর বাড়িতে থাকার অভিজ্ঞতা তার ছিল না। সে অর্থে নিজের বাড়ি এবং চিৎপুরের পিসিমার বাড়ির বাইরে সে কোথাও থাকেনি। কিন্তু স্থানীয় অভিভাবক হিসেবে পিসির অনুমোদন প্রার্থনা করে চিৎপুর যেতে তার ইচ্ছে করছিল না। ফিচেল হেসেছিল দেবরূপা। বলেছিল—এটা কোনও সমস্যাই নয়।

শ্রুতি অবাক হয়েছিল। বলেছিল—কী করে?

—কারণ আমি তোর পিসি হতে পারি।

—মানে ফলস চিঠি?

—তা ছাড়া আবার কী? তুই কি ভাবিস এই এতসব মেয়ে সবাই একেবারে খাঁটি এল জি-র সই করা চিঠি দিচ্ছে?

—দূর। ফলস-টলস দেব না। তারপর যখন কোনও কারণে পিসির সই করা চিঠি লাগবে তখন? তা ছাড়া ফর্মেও এল জি-র স্বাক্ষর আছে। মেলালে ধরা পড়ে যাব।

—কে মেলাবে? সুপার? আশিটা মেয়ের জন্য ফাইল খুলে স্বাক্ষর মেলায়? তোর দ্বারা কিছু হবে না শ্রুতি। একটু বড় হয়ে ওঠ।

শ্রুতির অভিমানে লেগেছিল। স্বাক্ষর মেলানোর প্রসঙ্গ আসলে অজুহাত। মূল জায়গাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া। মিথ্যে অনুমতিপত্র দাখিল করতে তার ইচ্ছে

BanglaBook.org

করছিল না। এর মধ্যে অসততা আছে। তখন শ্রেয়সী বলেছিল—"চল না। কিছু হয় না এটুকুতে। তোর কি মনে হচ্ছে তুই খারাপ কিছু করছিস?"

শ্রুতি শ্রেয়সীর দিকে পূর্ণ চোখে তাকিয়েছিল। তখন শ্রেয়সীর মুখেও কোনও মিথ্যে ছিল না। এক ধরনের দৃঢ়তা ছিল তার। একটা নিজস্ব আলো, যাকে ব্যক্তিত্ব বলা যায়। সে ফের বলেছিল—শোন, এগুলো তুচ্ছ। তোর নিজের ওপর আস্থা নেই? তুই তো জানিস তুই কোনও অন্যায় করছিস না। কোনও খারাপ জায়গায় যাচ্ছিস না? কোন মান্ধাতার আমলে কিছু নিয়ম তৈরি হয়েছিল, এখনও চলছে। বয়সের দিক থেকে আমরা সবাই অ্যাডাল্ট! এইসব নিয়মের সত্যিই কি কোনও মানে হয়? স্বেচ্ছাচারিতা যদি কেউ করতে চায় তবে তার কোথাও রাত্রিবাস না করলেও চলে। রাতে বাড়িতে থাকা বা না-থাকা দিয়ে আমাদের পবিত্রতা মাপা হয়। কী অদ্ভুত! খারাপ হতে গেলে শুধু রাত্রি লাগে নাকি? তুই খোঁজ নিয়ে দ্যাখ সু—এই নিয়ম নিশ্চয়ই তৈরি হয়েছিল বিয়াল্লিশ সালে!

শ্রুতি বলেছিল— এটা অর্থহীন হতে পারে কিন্তু হস্টেলের পক্ষ থেকে এটা একটা প্রোটোকল। একটা সাবধানতা।

—তোর মাথা! এটা আসলে অপমান! ব্যাপারটা অন্যভাবে ভেবে দ্যাখ। এটা আসলে অপমান। একটা মেয়ে যতই বড় হোক-না কেন, যতই স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল হোক-না কেন, পৃথিবী তার কাছে একজন গার্জিয়ানের পরিচয় প্রত্যাশা করে। তুই সু— শ্রুতি বসু— তুই যদি সারা জীবন নিজেই নিজের দায়িত্ব নিয়ে চলিস, তবু তোর একজন গার্জিয়ান থাকলে তোর চেয়ে অনেক বেশি স্বস্তি বোধ করবে চারপাশের মানুষ! সারা পৃথিবী তোর আত্মবিশ্বাসকে, তোর নিজস্ব ন্যায়-নীতি বোধকে খণ্ড খণ্ড করে দেবার জন্য অজস্র ধারাল ছুরি হাতে বসে আছে। আমরা এসব বুঝতে তো চাই-ই না। উল্টে এগুলোকেই নিরাপত্তা ভেবে মানতে শুরু করি।

গলে যাচ্ছিল শ্রুতি। মেনে নিচ্ছিল। তার মনে হয়েছিল শ্রেয়সীর প্রতিটি কথা সত্যি। সে তো নিজে জানে তার কোনও অন্যায় নেই। সে কোনও খারাপ জায়গায় যাচ্ছে না। কোনও ভুল করছে না। যার সঙ্গে এক ঘরে বসবাস করছে তার বাড়িতে যাবার মধ্যে কোনও অন্যায় নেই।

এবং ভেসে যাচ্ছিল শ্রুতি। না জেনে না বুঝে ভেসে যাচ্ছিল। একটি সম্পর্কের মধ্যে অযাচিতভাবে, অন্ধ ও বধিরভাবে ঢুকে যাবার প্রয়াসে প্রায় আত্মবিস্মৃতির মধ্যে ভেসে যাচ্ছিল। তার খেয়াল ছিল না। তার খেয়াল ছিল না সে দর্শন থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, আবাসিকের অন্য মেয়েদের সঙ্গে কোনও সংযোগ গড়ে উঠছে না। তার লক্ষ ছিল না যে সে বাবার কথা কম ভাবছে ইদানীং। ওলুকে ভাবে সে, কিন্তু মনে রাখছে না বাবার সেই উক্তি, তোকে দাঁড়াতে হবে যে মা, আমার জন্য,

BanglaBook.org

ওলুর জন্য, তোর জন্য। সে শুধু তৃতীয় হতে চাইছে। ঢুকে যাচ্ছে সম্পর্ক প্রতিযোগিতায়। যেন-বা দুইয়ের মধ্যে সে কিছু না হতে পারলে, শূন্য হয়ে থাকলে ব্যর্থ হবে তার কলকাতায় আসা। এ জীবন। যেন, যে বাড়িটি এঁদোপুকুরে গাঁথা হল, এই বর্ষায় তার পতন অনিবার্য জেনেও গৃহপ্রবেশ ঘটা করে ঘটছে। শ্রুতি অতএব বনগাঁ যাবার প্রস্তুতিতে খুশি থাকছে। তার ভাবতে ভাল লাগছে তারা খাচ্ছে। তারা তিনজন। শ্রেয়সী, দেবরূপা, শ্রুতি। দেবরূপা, শ্রেয়সী, শ্রুতি। শ্রুতি প্রথম নয়, দ্বিতীয় নয়, শ্রুতি শেষ। তবু শ্রুতি। কিন্তু বনা আর খাচ্ছে না তাদের সঙ্গে। খেল না আর। তাকে দেখা যাচ্ছে ষোলো নম্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। বনার সঙ্গে রূপম। বনার সঙ্গে শর্মিষ্ঠা। একদিন বনগাঁ যাবার আগে আগে, রুমে বনা আর শ্রুতি কেন না দেবরূপা ও শ্রেয়সী বেরিয়েছিল কোথাও। কোথায় তা শ্রুতি জানে না।

বনা বলেছিল—বনগাঁ যাচ্ছিস?

—হ্যাঁ। শ্রুতি বলেছিল।

—এল জির অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছিস?

—হ্যাঁ।

বনা হেসেছিল। বলেছিল—কে এল জি? দেবরূপা?

শ্রুতি অপ্রস্তুত। তার অপরাধবোধ ফিরে আসছিল। পাপবোধ ফিরে আসছিল। সে ভেবেছিল শ্রেয়সীর কথা তাকে সাহসী করেছে। কিংবা এ যেন সাহসের পরিচয় নয়। অনৈতিক হতে থাকবার মন্ত্র পেয়েছিল সে। নিয়েছিল। তবু এখনও কিছু পিছু হঠা। অনৈতিকতার সাপেক্ষে জেদ থাকে, যুক্তি নয়। শ্রুতি নিজের কাছে অন্তত সেটুকু অস্বীকার করতে পারেনি। তবু এ যেন হার না মানার খেলা। অনৈতিকের সমর্থনে তাচ্ছিল্যের ভাব দেখানো যাতে হার না মানা হয়। শ্রুতি ভাবেনি, শ্রেয়সী যাকে বলেছিল অর্থহীন নিয়ম ভাঙা, তা যথার্থ ছিল না। হ্যাঁ, শ্রেয়সীর কথায় কোনও ভুল ছিল না। কিন্তু নিয়মভাঙার পথ অন্যায্য হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল না। যে-নিয়ম অর্থহীন বলে উপলব্ধি হয় তা ভাঙার জন্য প্রত্যক্ষ প্রতিবাদের সাহস থাকা চাই। শ্রুতি এভাবে ভেবে দেখেনি। ভাবতেও চায়নি। বনার কথাগুলি তাকে উত্তেজিত করেছিল। বনার ও শ্রুতির দীর্ঘ কথা হয়েছিল সেইদিন। বনা, হয়তো সত্যি তার ভাল চেয়েছিল। সে বলেছিল—ওদের সঙ্গে এত কেন জড়াচ্ছিস বল তো!

এতক্ষণ শ্রুতি শুধু নিজের অনৈতিকতা নিয়ে গভীর বিব্রত ছিল। এখন বনার কথায় অন্য এক ইশারার সম্ভাবনা পেল সে। বিস্মিত হয়েছিল সে তখন। ভেবেছিল, তুইও বলছিস তবে, বনা? ভেবেছিল নিরুচ্চারে। তবু কথা হয়েছিল। দীর্ঘ—দীর্ঘ কথা। পরপর মনে আছে শ্রুতির। সমস্ত পরম্পরা মনে নেই। কিন্তু

BanglaBook.org

সেদিনের কথাগুলি পরপর মনে ছিল তার। সে আর বনা বহুক্ষণ রত ছিল অপ্রিয় ভাষণে।

বনা ॥ ওদের সঙ্গে এত কেন জড়াচ্ছিস বল তো?

শ্রুতি ॥ এর মধ্যে জড়ানোর কী হল? তা ছাড়া আমি কোথায় কেন কীভাবে যাব সেটা আমার ব্যাপার বনা।

বনা ॥ হ্যাঁ, তোর। তোর ব্যক্তিগত। আমি নাক গলালাম। গলালাম কারণ আমি তোকে বন্ধু বলে ভাবি। তুই জানিস না ওদের সম্পর্কে হস্টেলে রটনা আছে।

শ্রুতি ॥ আছে তাতে কী?

বনা ॥ তা হলে শুনেছিস তুই?

শ্রুতি ॥ হ্যাঁ। শুনেছি। যাদের রটনার ইচ্ছে তারা ঘরে এসে বলে যায়। শুনেছি। কিন্তু বিশ্বাস করিনি। যা রটবে তাই কেন বিশ্বাস করতে হবে? আমরা তো ওদের রুমমেট, আমরা তো জানি কোনটা কী।

বনা ॥ সে-জন্যই তো তোর ওদের সঙ্গে মেশাটা উচিত নয়।

শ্রুতি ॥ কেন সেটাই আমার কাছে পরিষ্কার নয়।

বনা ॥ আচ্ছা বল তো, ওরা আমাকে কেন যেতে বলল না?

শ্রুতি ॥ তোর কাজ আছে। ট্যুর আছে। বললেও তো যেতি না।

বনা ॥ যেতাম না। কিন্তু গেলেও ওরা আমাকে বলত না। ওরা জানে আমি টের পাই।

শ্রুতি ॥ কী টের পাস তুই? ওদের তুই অন্যভাবে দেখছিস। হয়তো ওদের ভাল লাগছে না তোর। কিন্তু আমার লাগে।

বনা ॥ না। ভুল। আমারও ওদের দু'জনকে ভাল লাগে। অন্তত লেগেছিল। এখন ভাল লাগা না লাগা নিয়ে আরও ভাবা দরকার।

শ্রুতি ॥ তুই খোলাখুলি বল বনা। তোর কথা আমার কাছে পরিষ্কার নয়।

বনা ॥ ওদের সম্পর্কটা শ্রুতি। অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। অত্যন্ত নাটকীয়। আমার একেকসময় অসহ্য লাগে। মনে হয় ঠাস করে চড় মারি দু'জনের গালে। বন্ধুত্ব! এর নাম বন্ধুত্ব!

শ্রুতি ॥ আমি ভাবিনি, একটা সুস্থ সম্পর্ক তুই এইভাবে দেখবি। তুইও।

বনা ॥ চুপ কর। চুপ কর। তোর মধ্যে আত্মপ্রতারণা আছে শ্রুতি। নিজেকে ঠকাস তুই। রুমে আমি যা শুনি যা দেখি তা তুইও দেখিস। শুনিস। সেইসব স্বাভাবিক বলতে চাস?

শ্রুতি ॥ আমি অস্বাভাবিক কিছু দেখিনি। ওদের বন্ধুত্বটা বেশি। যে কথাবার্তা আমি শুনেছি তার মধ্যে কোথাও অন্যায় নেই।

বনা ॥ বেশ। কথাবার্তায় অন্যায় নেই। কিন্তু অন্যসব? অন্য যা কিছু করে?

BanglaBook.org

শ্রুতি ॥ কী করে?

বনা ॥ বাথরুমে কী করত জানিস ওরা?

শ্রুতি ॥ আমি জানতে চাই না এসব। শুনতেও চাই না। দেবরূপা অসুস্থ ছিল, শ্রেয়া সাহায্য করত ওকে। এর মধ্যে আবার এসমস্ত কী! আর সাহায্য করাই তো উচিত ছিল। রুমে কেউ অসুস্থ হলে তাকে দেখাশুনো করা আমাদের কর্তব্য। এটা নৈতিক দায়িত্ব, নয়?

বনা ॥ হ্যাঁ। নৈতিক দায়িত্ব। সে-দায়িত্ব আমরাও বোধ করতে পারতাম। দেবরূপা কোনও দিন আমাকে বা তোকে বাথরুমে ডাকত না কেন?

শ্রুতি ॥ আমরাও এগিয়ে যাইনি। গিয়েছি কি?

বনা ॥ আমাদের প্রয়োজন হয়নি। যেতে চাইলেও না করত ও। অজুহাত দেখাত। আসলে আমাদের দিয়ে ওর প্রয়োজন মিটত না। তুই জানিস না, ওরা যখন বড় বাথরুমে ঢুকত তখন ছোট বাথরুম থেকে অনেকে অনেক কিছু টের পেয়েছে।

শ্রুতি ॥ কী?

বনা ॥ ওরা নিজেদের সব খুলে পরস্পরকে দেখাত। ছুঁতো।

শ্রুতি ॥ ধুর। আমি বিশ্বাস করি না। মানুষের স্বভাব হল তিলকে তাল করা। রটানো। পল্লবিত করা। দুটো পরিণত মেয়ে এরকম করতে পারে?

বনা ॥ পারে। আমি দেখেছি। দেখতে পাই। তুই যখন দেখেও দেখবি না, আমি আর কিছু বলব না তোকে। তবে পরে তুই বুঝবি। তোকে বুঝতেই হবে।

হ্যাঁ, শ্রুতি আজ এ কথা অস্বীকার করতে পারে না যে বনা তার চেয়ে অনেক বেশি আত্মস্থ ছিল। অনেক বেশি নিরপেক্ষ। এমনকী বনা, একজন রুমমেট হিসেবে, বিবিধ দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছিল। কলকাতায় তার প্রথম দোলের ছুটি সে হস্টেলে কাটানোই মনস্থ করে। যদিও দোলখেলা সম্পর্কে তার কোনও আকর্ষণ ছিল না। রং-মাখা, উদ্দাম, উল্লসিত মানুষ দেখতে তার ভাল লাগত, কিন্তু নিজেকে ওই দলের একজন হিসেবে সে কল্পনা করতেও পারেনি। বস্তুতঃ, শ্রুতি, মানুষ হিসেবে, কোনওদিন বর্ণিল নয়। হতে পারে এ তার চরিত্র। কিংবা, এমনকী স্বেচ্ছাচারও হতে পারে। সে নিজেই, মুহূর্তের জন্যও বর্ণিল হতে চায় না। বর্ণময় হওয়া অভিলাষ করে না—এমনটি হওয়াও অসম্ভব নয়।

তার ঘন ঘন বাড়ি যাবার ইচ্ছে পরিহার করার পেছনে একটি অর্থনৈতিক কারণও ছিল। শ্রেয়সীর সঙ্গলাভের ইচ্ছা এই কারণটিকে ইন্ধন জুগিয়েছিলেন। এ কারণ, এমনই অকাট্য যে তার নিজের কাছেও এ নিয়ে কোনও দ্বিধা ওঠেনি। সে বরং বাড়ি যেতে না পারার পরিস্থিতি উদাস নির্বৈকল্যে গ্রহণ করে কিছু পাঠ-পরিকল্পনা তৈরি করেছিল। সারা বছরের মতো, সে-পরিকল্পনাও তার

সফলকাম হয়নি কারণ হামরোগ তাকে অতর্কিতে আক্রমণ করেছিল।

ছুটি শুরু হওয়ার আগের সন্ধ্যায় যখন শ্রেয়সী ও দেবরূপা একত্রে বনগাঁ যাবার জন্য বেরিয়ে পড়ে তখনই শ্রুতি টের পায় যে তার শরীরে জ্বর-লক্ষণ দেখা দিয়েছে। এই লক্ষণকে সে প্রথমে বিষণ্ণতা ভেবেছিল। পরে প্রকোপ বৃদ্ধি পায় এবং সারা শরীরে লালচে ফুসকুরি বেরুতে থাকে। ফুসকুরিগুলির মধ্যে চুলবুলুনি ছিল আর জ্বরের মধ্যে ঝনঝনে ভাব। সে বনাকে জানানো মাত্র বনা সুপারের কাছে গিয়েছিল এবং সুপার অষ্টমীদি আর বনার সঙ্গে শ্রুতিকে হস্টেলের নির্দিষ্ট ডাক্তারের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

ডাক্তারের নির্দেশমতো পাঁচদিন ঘরে একা থাকতে হয়েছিল শ্রুতিকে। এই সময়টায় বনা আঠারো নম্বরে আশ্রয় নেয়। এবং সে-ই শ্রুতিকে প্রত্যেকদিন গা মোছার জল, নিমপাতা, খাবার ইত্যাদি পৌঁছে দিত।

আজ, শ্রুতি, নিজের কাছে অস্বীকার করতে পারে না যে বনার মধ্যে খাঁটি বন্ধুর সবরকম উপাদান ছিল । শ্রুতিই, শেষ পর্যন্ত তা উপলব্ধি করতে পারেনি।

শ্রুতি বনগাঁয় গিয়েছিল। সে এক দীর্ঘ অপরিচ্ছন্ন যাত্রা। অপরিচ্ছন্ন কেন-না শ্রুতি বাইরে ভিতরে কোথাও শুচিতা বোধ করেনি। তার পাপবোধ হচ্ছিল কেন-না সে মিথ্যে আবেদনপত্র দাখিল করেছে। তার মন চলে যাচ্ছিল বারবার শ্রেয়া ও দেবরূপাকে পর্যবেক্ষণে। সকলে যা বলছে তা কি সত্যি? ওদের আচরণে বারবার তার মনে হচ্ছিল সে তৃতীয় ব্যক্তি। ওরা সারাক্ষণ পাশাপাশি ছিল। কথা বলছিল নিচু গলায়। যেন শোনা না-যায়। যেন বোঝা না-যায়। কী বলছিল ওরা? জানার জন্য শ্রুতির ভেতরে অস্থিরতা জন্মেছিল। সেইসব কথা নিশ্চয়ই গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল; কেন-না ওদের অভিব্যক্তিতে সেরকমই প্রকাশিত। কিন্তু কী এমন, যা শ্রুতিকে বলা যায় না? আর বলা যায় না বলে শ্রুতির অপরাধবোধ হচ্ছিল। বা ঠিক অপরাধবোধ নয়। আসলে অপমান। গভীর অপমান। শ্রুতি সঙ্গে আছে, আবার সঙ্গে নেই। শ্রুতিকে বিশ্বাস করে কিছু কথা বলা যায় কিন্তু সবটা বলা যায় না। এবং শ্রুতি, অপমানবোধে, দূরত্ববোধে, তলিয়ে যেতে থাকছিল। ওদের আচরণ কি স্বাভাবিক, না অস্বাভাবিক? তার, ওদের সঙ্গে থাকাটা কি উচিত না অনুচিত? বিবিধ ভাবনায় সে অপ্রীত, বিরক্ত, অপরিষ্কার। এবং অপরিষ্কার এই বনগাঁ যাত্রা। সবকিছুরই মতো, শ্রুতির মানসিক অবস্থার মতো এই ট্রেন। পচা বস্তু ও দুর্গন্ধ। বসার আসনের তলায় জমে আছে শশার খোসা স্তূপাকার। কবেকার খোসা? কবে এসব নেমে এসেছিল ফলের শরীর থেকে আর মানুষেরা তা ভোগ করেছিল। কী ভোগ করে মানুষ, আর কী করে না? শশা খেয়েছে, খোসা ফেলেছে অবহেলায়। দুই, দই, ছানা নিয়ে গিয়েছিল বিক্রয়ের জন্য, তার উপচানো, ছলকানো বা চুইয়ে পড়া অবশেষ পড়ে, জমে, পচে দুর্গন্ধে অসহ। ভেণ্ডারদের

BanglaBook.org

কামরা থেকে ভেসে আসছে ন্যক্কারজনক হাওয়া।

এইসব দ্রব্য নিত্য প্রয়োজনীয়। এইসব আসা-যাওয়া রোজকার। এই ট্রেনে শ্রুতির মতো লোক কমই যারা সমস্ত জীবনে মাত্র দু'বার এ-ট্রেন দ্বারা ভ্রমণে চলেছে। যাদের নিত্য যাওয়া-আসা, এ-ট্রেন তাদেরই দখলে। এই দখল যে অধিকারবোধের জন্ম দিয়েছে, তার মধ্যে কোথাও ভালবাসা নেই। শ্রুতি, লক্ষ করে দেখেছে, মানুষের ভালবাসা বিস্তৃত হতে আজও শেখেনি। যে-মানুষ আপন ফুলের বাগানটিকে গভীর ভালবাসে, সযত্নে প্রতিপালন করে গাছপালা, সে-মানুষ চারপাশের বাতাবরণ সম্পর্কে উদাসীন। সেই অসুন্দর পরিপার্শ্বের ঘৃণ্য বায়ু ঝাপটা লাগিয়ে তার বাগানের ফুলের পাপড়িগুলি খসিয়ে দেবে হয়তো, সমস্ত সুবাস ক্রোধে উড়িয়ে দেবে, আর সে-মানুষ হাহাকার করবে কিন্তু চারপাশ পরিবর্তনের জন্য এতটুকু চেষ্টা করবে না।

সেই অশোধিত হাওয়া দ্বারা মানুষ দুঃখ পায়।

সেই অশোধিত ধুলো দ্বারা মানুষ দুঃখ পায়।

সেই অশোধিত পরিবেশ দ্বারা মানুষের রোগ সংক্রমণ ও নানাবিধ বৈকল্য।

যেমন সেই শশার পচা দুর্গন্ধ এই ট্রেনযাত্রার ভোগ দুর্বিষহ করছে। এক ভোগ আরেক ভোগকে বিপন্ন করছে। এবং আরও অন্য সব। সমস্ত পচা। গলিত। ধুলোয়, তেলে, জলে এমনকী শরীর ও শরীরজাত বস্তুতে কাদার মতো থকথকে। মানুষগুলির পোশাক দুর্গন্ধ। শরীর দুর্গন্ধ। মুখনিঃসৃত বায়ু, সেও দুর্গন্ধ। জিভে উচ্চারিত ভাষা, তারও গন্ধে জীবনযাপন শুদ্ধ রাখা অসম্ভব। জীবনের জন্যই এইগুলি দরকার? এইসব?

শ্রুতি বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। জানালার কাছে শ্রেয়সী, মাঝখানে দেবরূপা। দেবরূপার পাশে শ্রুতি। শ্রুতির পাশে হেটো পুরুষ। শ্রুতির চোখ বাইরের দিকে। সেখানে দিগন্তে মিশেছে সবুজ। মাঝেমাঝে বাড়িঘর। ধানচাষ হয়েছে বা বেগুন। বিকেলের রোদ্দুর গড়িয়ে পড়েছে ধানগাছের মাথায়। এগুলো কী ধান? কোন ধান? শ্রুতি জানে না। সে জানে ধান-ধান। অনবধান। অসাবধান। অনবধানে অসাবধানে এগিয়ে যাচ্ছে শ্রুতি। পৌঁছে যাচ্ছে বনগাঁয়।

ট্রেন থামল। দেবরূপা বলল—দাঁড়া। তারা দাঁড়িয়ে আছে। এতক্ষণ ছোটা শেষ করে শ্বাস নিচ্ছে ট্রেন। আর এতক্ষণ বসে-দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলো প্রাণপণ ছুটছে। হাঁড়ি মাথায়। বস্তা কাঁধে। ব্যাগ হাতে। প্রাণপণ ছুটছে কোনও মূল্যবান

BanglaBook.org

লক্ষ্যে। কী সেই লক্ষ্য! বাড়ি বাড়ি বাড়ি। গৃহ। গৃহকোণ। শ্রুতি একেবারে নীরব হয়ে গেছে। এই লোক, এই ছুট, এই অপরিচ্ছন্নতা। দেবরূপা বলছে—ভ্যানে যাবি?

—যাব।

তারা ভ্যানে চাপছে। তাদের ভ্যান। তাদের তিনজনের রিজার্ভ করা ভ্যান। শ্রুতি আর শ্রেয়সী কোনও দিন ভ্যানে চাপেনি। তারা জানত, ভ্যান ব্যবহৃত হয় মাল টানার কাজে। সুতরাং তারা আনন্দ পাচ্ছে। শ্রুতির মধ্যেকার অপরিচ্ছন্নতা কেটে যাচ্ছে। ভ্যানের পাটাতনে পা ঝুলিয়ে বসে তার মনে হচ্ছে আকাশকে বড় কাছে পাচ্ছে সে। সুন্দরকে কাছে পাচ্ছে। দেবরূপা ও শ্রেয়সী এখনও পাশাপাশি তবু তাদের মধ্যে কোনও মালিন্য নেই, এমন বিশ্বাস আসছে। চলতে চলতে, জনারণ্যে, হাটে-বাজারে, লোকালয়ে চলতে চলতে, বড় বড় শিরীষ, বড় বড় অমলতাস, বহেড়া ও আমের বৃক্ষ। দেবরূপা বলছে, এই যে ইছামতী। এই যে।

শ্রুতি ইছামতী দেখছে।

উঃ কী শীর্ণ! কী আকুল! একে আর নদী বলা যাবে কী করে? একে আর জলস্রোতে ফেরানো যাবে কী করে?

শ্রুতির কষ্ট হচ্ছে। সে তখনও জানে না, সমস্ত ইছামতীই শুকিয়ে যায় এইরকম আর শীর্ণ হয়ে যায়। সমস্ত ইছামতীর স্রোতই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আর স্রোতস্বতী থাকে না বরং হয়ে যায় কোনও স্রোতবতী স্বপ্নধারা। সে তখন শুধু নদী দেখে কষ্ট পায়। নদীর এতখানি শীর্ণতা যন্ত্রণা দেয়। তার কষ্ট আর যন্ত্রণার সঙ্গে মিলে মিশে সন্ধ্যা নেমেছে তখন। বনগাঁ শহরের পাখিগুলি ঘরে ফিরছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ হতে পারে অন্য দেশি পাখি, কেন-না, আরও একটু এগোলেই অন্য দেশ বাংলাদেশ।

বর্ডার।

এদেশের সীমা মিশেছে অন্যদেশে। এই পথে কতজন পারাপার করে। অনুপ্রবেশ করে। অথবা পালায়। এইখানে স্বার্থের জটিল রেখা ঘিরে আছে চারপাশ। তাই সন্ধে নামল, তবু স্নিগ্ধতা নেই। শ্রম শেষে মধুর ক্লান্তি নেই। বরং, মনে হয়, এই শেষ আলোটুকু মুছে গেলে অপরাধ সক্রিয় হবে। পাখিদের অপরাধ-প্রবণতা নেই, তাই তারা উড়ে উড়ে ঘরে ফেরে। তাদের দেশ নেই কোনও। নেই ভৌগোলিক সীমা-পরিসীমা। পাখিদের কাঁটাতারে ঘেরা কোনও দেশ নেই। পুরোপুরি অন্ধকার নামবার আগেই ওরা গৃহে ফেরে। মাটির গন্ধ চিনে ফেরে। গন্ধ চেনে কিন্তু জানে না সে-গন্ধের নাম বাংলাদেশ কিনা, ভারত কিনা।

অন্ধকার ভূমি ছুঁয়েছিল যখন, শ্রুতিরা পৌঁছেছিল দেবরূপার বাড়ি। শ্রুতির মনে আছে, দেবরূপার দাদা দেবমাল্য এসে দাঁড়িয়েছে বারান্দায়। মা। আর সিঁড়িতে

BanglaBook.org

চটির শব্দ করে নেমে আসছে দেবাংশু। দেবরূপার ভাই। মেয়েলি ধরনে, যেমন করে মেয়েরাও আর কথা বলে না এখন, দেবাংশু হাত মুখ নেড়ে বলছে—ও দিদিভাই, তোমরা এলে, আমি কখন থেকে অপেক্ষা করে আছি। খালি ঘর-বার করছি। এত দেরি করে বুঝি আসতে হয়।

শ্রুতি দেখছে। আশ্চর্য দেখছে। পুরুষালি দেবরূপার মেয়েলি ছোটভাই। তার দেবস্মিতার কথা মনে পড়ছে। সে সহ্য করতে পারছে না। দেবাংশু, পাজামা-গেঞ্জি পরা, কাজল চোখে, গালে ওর নতুন দাড়ি-গোঁফ পরিপূর্ণ, চুলগুলি বড়র দিকে, কাঁধে এসে থেমে গেছে। এবারে একাদশ শ্রেণী ওর। স্বর বাঁক নিচ্ছে যৌন পরিণতির দিকে। তবু ওর মেয়েলিপনা। তবু ওর কথায় টান। কথায় সুর। অকারণ। অর্থহীন। একটি তরুণীই সে যেন-বা একজন, কোমলা বালিকা। অন্তঃস্থ বসে আছে এক পুরুষ শরীরে। কিংবা হাবেভাবে এ এক ভূত কিংবা দৈত্য। সূক্ষ্ম শরীর মিশে আছে নিজস্ব রক্তমাংস দেহে। এই মিশে যাওয়া স্বস্তিকর নয়। অন্তত শ্রুতির তা লাগছে না। তার ইচ্ছে করছে, একটি চড় মারে দেবাংশুকে এবং ধমকায়। বলে — স্বাভাবিক হ। স্বাভাবিক হ। স্বাভাবিক হতে থাক।

কোনটি স্বাভাবিক? কোনটা? শ্রুতির মন আলোড়িত হয়। দেবাংশুর তো ওটাই স্বাভাবিক এসেছে। তা হলে? এসেছে কি? বিপরীত প্রশ্ন ভাসছে মনে। মানুষের আচরণে যা-কিছু প্রকাশিত হয়, তার সবটাই নিজস্ব প্রকৃতিজাত হতে পারে না। নিজস্ব প্রকৃতিকে নিয়ত নিয়ন্ত্রণ করে বাইরের অজস্র আরোপ।

তখন তারা এসে বসেছে ঘরে। সাজানো, পরিচ্ছন্ন সুন্দর ঘরে, আর দেখছে, পর্যবেক্ষণ করছে, যে-প্রাণ নিয়ে দেবরূপা এতদূর এসেছিল, সে-প্রাণ উধাও। দেবরূপা গম্ভীর যেন। মায়ের সঙ্গে ধমকে কথা বলছে। তীব্র উচ্চারণ—আমার হাতে ব্যথা কি না সে খোঁজে তোমার কী দরকার? তুমি তো হস্টেলে গিয়ে আমার হাত মালিশ করে দেবে না!

মোটাসোটা ভালমানুষ দেবরূপার মা, যাঁর মুখে নিপাট মাতৃত্ব ছাড়া আর কিছু নেই, কিছুই নেই বরং রিক্ততা, যাঁর এ সংসারে কোনও কথা খাটে না শুধু পরিশ্রম যায়, বলছিলেন—ও মা! আমার চিন্তা হয় না! ঘরে বসে কেত কী ভাবি! ভাবনা ছাড়া আর কিছু করার আছে আমার, বল?

দেবরূপা ঝলসায়—তো ভাবো বসে বসে। আমাকে বলার কী আছে?

—ও মা। রাগ করিস কেন? কতদিন বাদে এলি! শান্ত হয়ে বোস। মুড়কি করেছি তুই আসবি বলে। মালপো বানিয়েছি তোর বন্ধুদের দেব। মাছের মুড়োর ঝোল দেব রাত্তিরে।

—খাওয়া। শুধু খাওয়া। খাওয়া ছাড়া তোমার আর কোনও কথা নেই মা?

তার চোখ চারদিকে ঘোরাফেরা করে, যেন-বা, কোনও জন্তু দিন কয়েক

BanglaBook.org

শিকারের উদ্দেশে বাইরে গিয়েছিল, এখন নির্দিষ্ট গুহার ডেরায় ফিরে নিরাপত্তা শুঁকে দেখছে। এবং চিৎকার করল—এ কী! এই দরজায় আমি কাসপারভের একটা ছবি লাগিয়েছিলাম। কোথায় গেল? দাদা—

শ্রেয়সীর সঙ্গে কথা বলছিল দেবমাল্য। দেবাংশু শ্রুতির হাত নিজের মুঠোয় নিয়েছিল। দেবরূপার ডাকে এসেছিল দেবমাল্য। পুরুষালি, গম্ভীর গলায় বলেছিল—তখন থেকে শুনছি মায়ের ওপর চ্যাঁচাচ্ছিস। কী হয়েছে কি তোর?

—কাসপারভের ছবিটা কোথায়?

—আমি তুলে দিয়েছি। এ ঘরে এটা মানায় না। তোর ঘরের দরজায় সেঁটে দিয়েছি।

—কী বললি? মানায় কি মানায় না আমি বুঝি না? যেই দেখলি আমি নেই ওমনি যা ইচ্ছে করতে শুরু করে দিলি?

কণ্ঠ ছেঁড়ে দেবরূপার। একটি অপ্রীত আবহ তৈরি হয়। শ্রুতি স্তব্ধ হয়ে থাকে। এমতো অবস্থায় সে ভেবেছিল, কেন আসা? কেন? এ জন্যই কি? সে দেবমাল্যকে দেখেছিল। দেবমাল্য শান্ত। আত্মস্থ। কিন্তু অপমানে লাল। কিংবা ক্রোধে। তবু শ্রুতি সে-মুহূর্তে দেবমাল্যকে শ্রদ্ধা করেছিল। পরস্পর বাদানুবাদে না গিয়ে তার এই স্থৈর্য যথাযথ ছিল। শ্রেয়সী এসেছিল তখন। ধমকেছিল দেবরূপাকে—কী হচ্ছে কি? এই, বাড়ি ফিরে কী শুরু করলি তুই? দেবরূপা চেঁচিয়েছিল ফের—হ্যাঁ। আমি বাড়ি ফিরলে তো মুশকিল। অনেকের মুশকিল। আমি কি বুঝি না?

দেবমাল্যর গম্ভীর গলা কানে এসেছিল তখন।

—তুই বাড়াবাড়ি করছিস রূপা।

—বেশ করছি। বেশ, বেশ, বেশ!

শ্রেয়সী দেবরূপাকে জড়িয়ে ধরেছিল। দু'জনে চলে গিয়েছিল পাশের ঘরটিতে। শ্রুতি একা হয়েছিল। অন্যরা থাকতেও তার মনে হয়েছিল সে সম্পূর্ণ একা ও অনাদৃত। নিজের অস্তিত্ব বোঝাতে সে দেবাংশুর কাছে এক গ্লাস জল চেয়েছিল তখন। দেবমাল্য একটি কাচের আলমারির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল যেখানে ক্যাসেট রাখা আছে। সেগুলি গোছাতে শুরু করেছিল সে। দেবাংশু জল এনেছিল। বলেছিল—দিদিভাই এলেই ঝগড়া। দাদার সঙ্গে দিদিভাইয়ের কিছুতে বনে না। ওমা! শ্রুতিদিদি, তোমার অমন শুকনো মুখ কেন! সব এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে। আসলে দাদাভাই শ্রেয়সীদিদির সঙ্গে কথা বলছিল তো তাই দিদিভাই রাগ করেছে।

—কেন?

—দিদিভাই তো ওইরকম। শ্রেয়সীদিদির সঙ্গে দাদার বেশ জমে গেছে, এতে দিদিভাইয়ের হিংসে।

BanglaBook.org

—শ্রেয়সী দেবমাল্যদাকে চিনত বুঝি! আর তাতে রূপার হিংসেই-বা কেন?

—বাঃ রে! দাদাভাই কতবার তোমাদের হস্টেলে গেছে! দিদিভাইয়ের বন্ধুরা দাদাভাইকে পছন্দ করলেই দিদিভাই রেগে যায়। জানো তো কেকাদিদি আসত। কেকাদিদি দাদাভাইয়ের সঙ্গে গল্প করত বলে দিদিভাই একদিন ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

শ্রুতি চুপ করে গিয়েছিল। দেবমাল্যদার সঙ্গে শ্রেয়সীর পরিচয় হয়েছে শ্রেয়সী বলেনি তো! তার মন আবার অপরিচ্ছন্ন হতে থাকছিল। তখন, হাতে মালপোয়ার প্লেট নিয়ে দেবরূপার মা এসেছিলেন। স্নিগ্ধ গলায় বলেছিলেন—একটু খেয়ে নাও বাবা। তারপর মুখ হাত ধুয়ে সুস্থির হবে। আহা! কতদূর এসেছ! খাও বাবা।

শ্রুতির মনে পড়েছিল মা। শ্রুতির মনে পড়েছিল স্নিগ্ধতা। তার চেয়ে বেশি হয়তো-বা কষ্ট বা বিষণ্ণতা জড়ানো ছিল তার মায়ের মুখে। ওলুর জন্য কষ্ট। নিজের জন্য। ওলুকে গাঢ় করে মনে পড়েছিল শ্রুতির। দেবরূপা-দেবাংশু। অলক-শ্রুতি। সে-অর্থে দেবাংশু এবং অলক কেউই স্বাভাবিক নয়। স্বাভাবিক নয়, তবে কি? অস্বাভাবিক? প্রকৃতিস্থ নয়। কোনটা প্রকৃতিস্থ কে বলবে? কে নির্ণয় করে দেবে প্রকৃতিই চেয়েছিল কিনা, কিছু কিছু মানুষ বৃহত্তর নিয়ম পাল্টে দিক।

পুরনো ভাবনায় ডুবে গিয়েছিল শ্রুতি। তখন দেবমাল্য মান্না দে'র গান চালিয়েছিল। শ্রেয়সী ফিরে এসেছিল দেবমাল্যর কাছে। দেবরূপা স্নানে গিয়েছিল। শ্রুতি দেখেছিল শ্রেয়সী এবং দেবমাল্যর চোখে মদিরতা। এবং স্বর, সেও আদুরে হয়ে গিয়েছিল শ্রেয়সীর। বলেছিল—আবার মান্না দে? আবার?

দেবমাল্য বলেছিল—হুঁ! তোমার জানা আছে আমার মান্না দে প্রিয়।

শ্রেয়সী আধকাঁদুনে হয়েছিল। বলেছিল—না। হেমন্ত চালাও। চালাও না।

শ্রুতিকে খেয়াল ছিল না কারও। তার একবার মনে হয়েছিল, চলে যায়। তারপর মনে হল, কেন সে গিয়ে ওখানে ওদের সঙ্গে বসছে না? দেবমাল্যর কাছে পছন্দের গান চালাবার জন্য বায়না করছে না? সে জানত, সে পারবে না। সে বুঝেছিল তার যাওয়া অযাচিত। সে চুপ করে ছিল। দেবমাল্যর সঙ্গে শ্রুতির সেদিনই পরিচয়। এটাই স্বাভাবিক যে সে সহজ হবে না। তখন, দেবাংশু এসেছিল, বলেছিল, তুমি তো ফিলজফি পড়ো। আমাকে বুঝিয়ে দেবে গো শ্রুতিদিদি?

দেবাংশুর হাতে পাশ্চাত্য নীতিবিজ্ঞান। শ্রুতি দেবাংশুর নতুন দাড়িওঠা গাল নেড়ে দিয়ে বলেছিল—দাঁড়াও। স্নান করে আসি, কেমন? বনগাঁ যা নোংরা ট্রেন। দেবাংশু সে মুহূর্তে শ্রুতিকে মুক্তি দিয়েছিল।

রাত্রে একটা বড় বিছানায় শোবার জায়গা হয়েছিল তাদের। দেবরূপার পাশে শ্রেয়সী শুয়েছিল। দেবাংশু বলছিল—ও, দিদিভাই, বুঝলাম, বন্ধুদের পেয়ে তুমি

BanglaBook.org

আমাকে ভুলে গেলে। এতদিন পর তুমি বাড়ি এসেছ। আমি বুঝি তোমার কাছে ঘুমোব না!

দেবরূপা ঝাঁঝিয়েছিল—না। আমার কাছে তোকে শুতে হবে না আজ, দাদার সঙ্গে যা।

কালো হয়ে গিয়েছিল দেবাংশুর মুখ। শ্রুতির মধ্যে কষ্ট জেগেছিল। ওলু ওলু ওলু। ওলুও কি তাকে প্রার্থনা করে না এইভাবে? এইভাবে চায় না? সে বলেছিল—চাইছে যখন, শুক না ও।

দেবরূপা বলেছিল—শুক, কিন্তু আমার পাশে নয়।

শ্রুতি দেবাংশুর কাঁধ জড়িয়েছিল। যেন হঠাৎই কোনও অধিকার পেয়েছিল সে। যেন দেবাংশুকে দেবরূপার এই অবহেলা শ্রুতিকে মহান করে তোলার পরিস্থিতি জন্ম দিয়েছিল। কিংবা, সে উপলব্ধি করতে পারছিল যে দেবরূপা দেবাংশুকে ততখানি কাছে টানছে না যা সে সাধারণত করে থাকে। সে দেবাংশুকে অবহেলা করছিল। এবং শ্রুতি, যে নিজে অবহেলিত বোধ করে এসেছে সারা রাস্তা, সে, নিজের কষ্টের সঙ্গে দেবাংশুর কষ্টকে এক করেছে অন্তরে। হয়তো সে ছিল এক সরল মানবিক বোধ যা দুনিয়ার সমস্ত মজদুরকে এককাট্টা হতে অনুপ্রেরণা দেয়। হয়তো সেই, একমাত্র সেই বোধ থেকে সে দেবাংশুর কাঁধ জড়িয়ে বলেছিল—আচ্ছা, ও আমার পাশে শোবে।

শুয়েছিল দেবাংশু। কেউ কোনও কথা বলেনি তখন। যেন প্রত্যেকে অতি দ্রুত ঘুমিয়ে পড়েছিল। রাত্রি স্তব্ধ ছিল। শ্রুতির ঘুম আসছিল না। সে বিছানা থেকে নেমে দরজা খুলে বারান্দায় পৌঁছেছিল।

রাস্তায় স্তিমিত আলো। দূরে দূরে কোনও কোনও ঘরে আলো দেখা যাচ্ছিল। কুকুরের নড়াচড়া চলছিল। তিনটি অলস মন্থর গোরু কোনখানে চলে গেল হেঁটে। আকাশের তারাগুলি ম্লান। তখন দেবাংশু এসেছিল। শ্রুতিকে জড়িয়ে, তার গালে নিজের দাড়িভর্তি গাল ঘষে বলেছিল—শ্রুতিদিদি, তুমি ভাল, খুব ভাল। আমি জানি।

শ্রুতি লক্ষ করেছিল, দেবাংশু তার চেয়ে প্রায় ছ' ইঞ্চি বেশি লম্বা। ওর গালে নতুন দাড়ি সুকোমল। ওর স্বর ভেঙে ভেঙে ঘটাচ্ছে যৌনবিকাশ। তবু, দেবাংশু অপূর্ণ হয়ে আছে। মানসিক অপূর্ণতা। মানসিক বিকাশের পরিপন্থী রূপ। শ্রুতি, দেবাংশুকে, ওলুবৎ এমন জড়িয়েছিল। দেবাংশু বলেছিল—শ্রুতিদিদি। আমাকে কী ভাবো তুমি? আমি কে হই তোমার?

শ্রুতি সহজে, তাৎক্ষণিক বলেছিল—ভাই। ছোট ভাই। তুমি আমার ছোট্ট সোনা ভাই দেবাংশু।

দেবাংশু খুশি হয়েছিল। বলেছিল—সত্যি? শ্রুতিদিদি, আমাকে তুমি ভুলে

BanglaBook.org

যাবে না তো?

—না। ভুলব না।

তারা ফের শুতে গিয়েছিল। দেবাংশু শ্রুতির গায়ে নিঃসঙ্কোচে পা তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিল ঘুমে। শ্রুতির মনেও পড়েনি, দেবাংশু বয়ঃসন্ধি কালে, দেবাংশু তার চেয়ে মাত্র দু'বছরের ছোট। বরং সে আকুল ভ্রাতৃত্ব অনুভব করেছিল। মায়া বোধ করেছিল। দেবাংশু ঘুমোলেও তার চোখে ঘুম আসছিল না। তখন নড়াচড়া টের পেয়েছিল সে। ফিসফিস শুনেছিল। দেবরূপা বলেছিল—দাদাকে দেখলেই তুই ওরকম ন্যাকামি করিস কেন?

—ন্যাকামি কি? দাদাকে ভাল লাগে আমার। তোর দাদা আমার দাদা নয়?

—না। নয়। আমার দাদা একটা ছেলে। তুই যাকে দেখলেই গলে যাস।

—বাজে কথা বলিস না।

—দাদার সঙ্গে অত কথা বলবি না। আমি সহ্য করতে পারি না।

—কী!

—অত ছেলে-ছেলে কেন তোর? শুভ্রশীল, সুজয়, অনুপমদা, গুরুপদদা—আর কত লাগে?

—ওরা তো চেনাজানা। পরিচিত। শুভ্রশীল ছাড়া আমি কারওকে পাত্তা দিই না।

—দিস দিস। খুব দিস। দাদাকেই দিচ্ছিলি।

—দেবমাল্যদাকে আমার ভাল লাগে রূপা। আমার তুই হলেই চলে যাবে। কিন্তু দেবমাল্যদা মানুষ হিসেবেও ভাল। আমার সঙ্গে অনেক বিষয়ে মেলে। তোরই তো দাদা। তুই এত হিংসে করছিস কেন?

—দাদা তো কী! শ্রেয়া, আমি তোকে চাই। তোকে চাই। এইখানে ধর। হাত দে। বল, আমাকে তুই কক্ষনো ছেড়ে চলে যাবি না। বল।

দেবাংশুকে আঁকড়ে ধরেছিল শ্রুতি। শুনেছিল দূরে কোথায় মোরগের ঘুম-ভাঙা ডাক। সে জানত, তখন পুবদিকে ফিকে আলো। ভোরের আভাস। তবু ঘুম নেই। সহজ ঘুমের কাছে কোনও দিন কি পৌঁছতে পারবে সে? এর উত্তর জানা ছিল না।

BanglaBook.org

আ-হাহা! ঘুমের ব্যাঘাত বড় ব্যাঘাত! কী বলো গো দাদারা? দিদিরা? ঘুম নিয়ে কত-না কাণ্ড এ জগতে! ঘুমের জন্য ডাক্তার। ঘুমের জন্য ওষুধ। ঘুমের জন্য ধ্যান। ঘুমের জন্য সঙ্গীত। ঘুম নিয়ে কত গল্প, নীতিকথা, উপাখ্যান, এমনকী মহাকাব্যেও ঘুমের অতি বিচিত্র বিষয়।

কী কইছিলুম গো তোমাদের? মনে পড়ে? আমি কি ধান ভানতে শিবের গীত গাইতে লাগলুম আর তোমরা এমনি আলুথালু হলে? আমি কি নিদ্রা-বিষয়ক-ব্যাখ্যান শুরু করলুম আর তোমরা উচ্চারণ করতে লাগলে—যাচ্চলে! তা দাদাভাইরা, দিদিভাইরা, শোনো গো শোনো, ধৈর্য কর্জ করে শোনো। শুনলে ক্ষতি নাই। ঘুম অতি প্রিয় মানবজগতের আর প্রাণীজগতের আর জীবজগতের। ঘুম বলতেই আমাদের মনে পড়ে কুম্ভকর্ণ। আহা, আ-হা, আ-হাহা, কী ঘুম ঘুমাতে পারত রাক্ষসটা! শোনো, তার কথা বলি শোনো।

কুম্ভকর্ণ জন্মগ্রহণ করেই প্রবল ক্ষুধা বোধ করেছিলেন এবং সহস্র প্রজা ভক্ষণ করেছিলেন। স্বয়ং ব্রহ্মা, যিনি সম্পর্কে কুম্ভকর্ণের পিতামহ, ভীত হয়েছিলেন কুম্ভকর্ণকে দেখে এবং আদেশ করেছিলেন—তুমি মৃতকল্প হয়ে থাকো। লোকবিনাশের জন্য তুমি জন্মেছ।

রাবণ বলেছিলেন—এ কী! এ কী প্রভু! আপন পৌত্রকে তুমি মৃতকল্প করে রাখার ব্যবস্থা করছ!

ব্রহ্মা একটু ভেবে বললেন—তা বেশ। ও ছ' মাস ঘুমোক। ছ' মাস পর জেগে উঠলে প্রচুর খাবে। সহস্র লোকভক্ষণ করবে। আর লোকভক্ষণ করেই ও থেমে থাকবে না। বানর, ভল্লুক, হাতি, গণ্ডার যা পাবে তাই খাবে।

বিশাল কুম্ভকর্ণের জন্য একটি গুহার ব্যবস্থা হল। সে-গুহা যোজন বিস্তৃত। পুষ্পগন্ধে আমোদিত। সে-গুহায় কুম্ভকর্ণ শুয়ে থাকতেন পর্বতের ন্যায়। তাঁর

BanglaBook.org

মুখগহ্বর ছিল পাতালের সদৃশ। তাঁর নাসিকা-নিঃসৃত বায়ু ঝড়ের ন্যায় প্রচণ্ড। রাক্ষসরা পর্যন্ত সে-বায়ুর সম্মুখে পড়লে নিক্ষিপ্ত হত। তাঁর ঘুমন্ত দেহে লেগে থাকত রক্ত ও মেদের গন্ধ। রক্তের গন্ধ তার খাদ্যজাত। মেদের গন্ধ, কে জানে, তাঁর নিজস্ব শরীরেরই কারণ এমন চর্বির আস্তরণ সে-শরীরে যে হাতি শরীরময় চরে বেড়ালে তাঁর আরামবোধ হয়।

রাম-রাবণের যুদ্ধের সময় কুম্ভকর্ণের ঘুম অসময়ে ভাঙাতে হয়। আর ঘুম থেকে উঠেই তিনি প্রচুর খেতে চাইবেন। তাই ঘুম ভাঙাতে যাবার সময় রাক্ষসেরা সঙ্গে নিয়েছিল রাশি রাশি মৃগ-মহিষ-বরাহ মাংস ও শোণিত এবং মদ্যপূর্ণ কলস।

কুম্ভকর্ণ নামের সে-রাক্ষস যে শুধু ভোজনবহুল ছিলেন তা-ই নন, জাগরণকালে তিনি তীব্র কামাবিষ্ট হতেন। সেই কাম, একমাত্র রাক্ষসী বিনা, কেই-বা চরিতার্থ করতে সাহসিনী হবেন! কামবোধে জ্ঞানী এবং বীর রাবণও তীব্র ছিলেন। তিনি বেদবতীকে ধর্ষণ করেছিলেন। এ ছাড়াও উমা, রম্ভা এবং বরুণকন্যা পুঞ্জিকস্থলার অভিশাপ তাঁর প্রতি বর্ষিত হয়েছিল। কিন্তু বিশেষত বেদবতী যিনি, ঋতবতী যিনি, তাঁর শাপেই রাবণ অধিকতর ভীত ছিলেন।

শোনো, তবে বর্ণন করি। বেদবতী বৃত্তান্ত বর্ণন করি। ধান ভানতে শিবের গীত যখন শুরু করলামই তখন রাম বলতে রাবণ একটু হয়ে যাক। এ হল রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের কথা।

ভ্রমণ করতে করতে রাবণ একদিন হিমালয়ের অরণ্যে এলেন। তাঁর ভ্রমণ অশ্বে কিংবা হস্তিতে নয়। বায়ুরথে বা বিমানে। সেখানে রাবণ দেখতে পেলেন এক অসামান্য যৌবনা নারীকে। সে-নারীর পরিধানে কৃষ্ণবর্ণ অজিন, তাঁর মাথায় জটা, তিনি তপস্যা করছেন। বৃহস্পতিপুত্র মহর্ষি কুশধ্বজের কন্যা তিনি। নাম বেদবতী। রাবণ এই কন্যাকে দেখে লুব্ধ হলেন এবং তাঁকে পত্নী হওয়ার প্রস্তাব পেশ করলেন।

বেদবতী মনে মনে শ্রীবিষ্ণুকে পতিত্বে বরণ করেছিলেন। সে-কথা রাবণকে জানাতে রাবণ বললেন—ছোঃ! ওই ব্যাটা বিষ্ণুর আছে-টা কী শুনি! তার চেয়ে, সুন্দরী, তুমি আমার অঙ্কশায়িনী হয়ে আমার লঙ্কাগৃহে চলো। সোনার বাড়ি-ঘর আছে। আমাকে বিয়ে করে সুখ পাবে।

রাবণের প্রস্তাবে তিনি বললেন—তুমি ছাড়া কোন বুদ্ধিমান ত্রিলোকের অধিপতিকে অবজ্ঞা করে?

রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে বেদবতীকে ধর্ষণ করলেন। বেদবতী জ্বলন্ত চিতায় প্রাণত্যাগ করার আগে রাবণকে বললেন—তোমার বধের নিমিত্ত আমি আবার অযোনিজা কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করব। সেই বেদবতীই ভূমিকন্যা সীতা।

কোন পাপ কাকে কবে কীসের নিমিত্ত করে, তা কে বলতে পারে?

BanglaBook.org

শনিবার বিকেলে গিয়েছিল। রবিবার সারাদিন থেকে সন্ধেয় ফিরেছিল হস্টেলে। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা। এই সময়টিতে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে নতুন করে দেখছিল শ্রুতি। তৃতীয় ব্যক্তি। অপ্রয়োজনীয়। অনাকাঙ্ক্ষিত। শ্রেয়সী ও দেবরূপার মাঝখানে তার এই অবস্থান তাকে যন্ত্রণা দিয়েছিল। কিন্তু নিজের কাছে অন্তত স্বীকার না করে তার উপায় ছিল না যে এটাই সত্যি। সারাদিন ওদের একান্ত যাপনে, ওদের মগ্নতায়, সে যে ডাক পায়নি, একটি সদ্য পরিচিত গৃহে তার কাটে কী করে এ নিয়ে কোনও ব্যস্ততা ওদের মধ্যে দেখা যায়নি, যাতে শ্রুতির মনে হয়েছে, সে বাঞ্ছিত ছিল না। তা হলে তাকে আসতে বলা কেন? সে জানত না। তার মনে হয়েছিল, এই যত মানুষ, দেবরূপার পরিবার ও শ্রেয়সী— সবার মধ্যে একজনই তাকে গ্রহণ করেছিল। সে নারীসুলভ, পেলব দেবাংশু। চলে যাবার সময় সে নিজস্ব ভঙ্গিতে বলেছিল— 'আমাকে ভুলো না, ভুলো না শ্রুতিদিদি।'

ভুলবে না। কথা দিয়েছিল শ্রুতি। বহুক্ষণ তার মনে ভেসেছিল দেবাংশু। দেবাংশুর চলন। কোমর দুলিয়ে। বলন। হাতগুলি তখন প্রায় দেবীমূর্তির মতো পেলব। কথায় অকারণ মধু। শ্রুতির কোথাও দেবাংশুকে মনে হয়েছিল অস্বাভাবিক। একা। অস্বাভাবিক কেন-না ওর আচরণগুলি প্রাকৃতিক না হয়ে বরং আরোপিত এমনই বোধ জাগছিল তার। কিন্তু একা কেন? বুঝতে পারার আগেই তার ভাববার অবকাশ গিয়েছিল। কারণ শ্রেয়সী ও দেবরূপা সম্পর্কে অন্য সবার পথেই সে সন্দিহান হয়ে উঠছিল। গাঢ় কালিমালিপ্ত সন্দেহ যা তাকে ঘৃণাবোধের দরজায় ঠেলে দিচ্ছিল। এ এক পাগলপ্রায় অবস্থা ছিল তার যে নিজের বিশ্বাসের সঙ্গে নিজের লড়াই বাঁধছিল। এতদিন সামান্য সন্দেহের সঙ্গে সে লড়াই করেছে। এখন, সে হতে চাইছে আরও বেশি পর্যবেক্ষণমুখী এবং বিশ্লেষণপরায়ণ। তার প্রাণের শান্তি যেতে বসেছে। মনের আরাম নষ্ট হতে বসেছে। তার নিজস্ব জগতের

BanglaBook.org

পরিসীমা ছিন্নভিন্ন। যদিও সে যে তখনই এই সমস্তই পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল তা নয়। শুধু বিষণ্ণ মনের মধ্যে একাকীত্ব বোধ আর ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবনায় ওলু, বাবা, দেবাংশু, দেবমাল্য, মাসিমা— দেবরূপার মা। দেবরূপার বাবা গম্ভীর ও আড়ালের মানুষ। এইসব ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবনার সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিল অন্য এক খবর। যা তার হৃদয়কে তেতো করে দিয়েছিল। খবর দিয়েছিল বনা। বলেছিল— তোর বাবা এসেছিলেন।

চমকে উঠেছিল শ্রুতি।

—হ্যাঁ। এই ফলগুলো দিয়ে গেছেন। তুই নেই শুনে অবাক। বললেন ও তো চিৎপুরেও যায়নি। আমি বলেছি তুই দেবরূপার বাড়ি গিয়েছিস। উনি বললেন, পিসিমার অনুমতি ছাড়া চলে গেল? তোমাদের হস্টেলে কিছু বলবে না?

আর একটি কথাও বনা বলেনি। শ্রুতিও জানতে চায়নি। সে বুঝতে পেরেছিল বাবা আহত হয়েছেন। চিন্তিতও। তার অপরাধবোধ ভারী হয়েছিল। কেন সে এসব করল? কেন করল? কী পেল?

কয়েকদিন পর, বনা চলে গেল ট্যুরে। সে যখন ফিরে আসবে তখন প্রায় পুজোর মরশুম। তখন যে যার বাড়ি চলে যাবে। এই ছাত্রী-আবাস গ্রীষ্মে খোলা থাকে। কারণ তখন মেয়েরা প্রাইভেট টিউটরের কাছে যায়। রান্নার জন্য দু'জন ঠাকুরের পরিবর্তে একজন থাকে তখন। মেয়েরা কেউ কেউ বাড়ি চলে যায় বলে চাপ থাকে না। কিন্তু পুজোয় হস্টেল পুরোপুরি বন্ধ। এবং পুজোর ছুটিতে চলে গিয়েছিল শ্রুতি। সেই একমাস বাড়িতে থাকা, ওলুকে নিয়ে, বাবাকে নিয়ে। সে যাবার প্রথম তিনদিন ওলু সারাক্ষণ হেসেছিল, হাততালি দিয়েছিল আর বলেছিল দিদি দিদি দিদি পূজা পূজা পূজা। শ্রুতির বুকের মধ্যে টনটন করছিল। ভাইয়ের হাত ধরে সে আর বাবা দুর্গাপ্রতিমা দেখতে গিয়েছিল। দশমীর দিন বাবা বলেছিলেন— কাছে বোস। সু। শ্রুতি বসেছিল। বাবা বলেছিলেন— শোন, তোর মা নেই। তোর ভাই অসুস্থ। তোর বাবা অতি সামান্য মানুষ। এই পৃথিবীতে তোর পায়ের তলায় দাঁড়াবার মাটি শক্ত নয়। তোকে তা মনে রাখতে হবে। এই মনে রাখার প্রথম ধাপ কী? বল তো?

শ্রুতি, বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছিল। কিছু-বা অপরাধবোধে সে ম্লান ছিল। বলেছিল— কী বাবা?

—সততা। মা। সততা ছাড়া তুমি জীবন গড়ে নেবে কেমন করে। আমি বুঝতে পারছি তুমি সততা থেকে চ্যুত হয়েছ। ওই মহানগর অনেক কিছুর জন্য ডাক দেয়। জীবন গড়ার জন্য। জীবন ভাঙার জন্যও। ও সততা চেনাতে পারে। অসততাও। দেখো, তুমি বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছ বলে আমার কোনও অভিযোগ নেই। কিন্তু তোমার যাবার পদ্ধতি আমার ভাল লাগেনি। বন্ধু হওয়া ভাল। মানুষ

BanglaBook.org

তার বংশ দ্বারা চিহ্নিত হয় না, পরিবার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না। মানুষের অবস্থান নির্ণীত হয় বন্ধুর দ্বারা। তোমাকে ভাবতে হবে, বুঝতে হবে, কী বন্ধু তারা, কেমন বন্ধু। তারা যদি তোমাকে মিথ্যে স্বাক্ষর করতে প্ররোচিত করে তবে তারা তোমার প্রকৃত বন্ধু নয়। দেখো, শহর কলকাতায় তোমার একা চলা শুরু হয়েছে। এটাকে ছোট করে দেখো না। এই তোমার একা চলার শুরু। তোমাকে সৎ থাকতে হবে। তোমার কাজের প্রতি। তুমি ওখানে পড়তে গিয়েছ, তোমার পড়াশুনোর প্রতি। তোমার লক্ষ্যের প্রতি। দেখো, এ ক্ষেত্রে আমি নিজেকেও অপরাধী মনে করি যে তুমি সততা থেকে বিচ্যুত হলে। আমরা প্রত্যেকেই হই সারাজীবনে, কোনও-না-কোনও সময়। আমি জানি যে পিসিমার বাড়িতে তোমার স্বস্তিবোধ হয় না। আমি তোমাকে কিছু সাদা আবেদনপত্র সই করে দিচ্ছি। তুমি দরকারমতো বয়ান বসিয়ে ব্যবহার কোরো। তোমার ওপর আমার এই আস্থা আছে যে তুমি এর অপব্যবহার করবে না।

স্তব্ধ হয়েছিল শ্রুতি কিছুক্ষণ। বাবার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় চোখে জল এসেছিল তার। বাবার কোনও কথা সে অস্বীকার করতে পারেনি। সত্যি সে সৎ আর থাকছিল না লক্ষ্যে, পঠনপাঠনে বা ক্রিয়ায়। স্নেহ ও প্রাজ্ঞতা দিয়ে বাবা তা বুঝতে পেরেছিলেন। শ্রুতি বহুদিন পর বাবার কোলে মাথা গুঁজেছিল। বাবা তার মাথায় হাত রেখেছিলেন। বাবা, বড় কাছের। তেমন আর কেউ ছিল না শ্রুতির। তবু, বাবার কাছেও বলা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না যে সম্পর্কের নতুনতম রূপ ও টানাপোড়েন তাকে কাঁপিয়ে দিয়েছে আমূল। তার এতকালের চেনা জগৎ ভেঙে যাচ্ছে। বিশ্বাসের নতুনতম ভাঙা-গড়ার সঙ্গে সে মানুষকে দেখছে নতুন অভিব্যঞ্জনায়। তার পড়ায় মন লাগে না। কাজে মন বসে না। অপূর্ব রহস্যালোকে পৌঁছবার মতো সে শুধু দুটি মানুষের মধ্যে ঢুকে জানতে চাইছে তাদের প্রকৃত সত্য কোথায়? এর জন্য কেউ তাকে কোনও বিধান দেয়নি। তবু, সে, নিজের কাছে অনস্বীকার্য জানে, সে শ্রেয়াসী ও দেবরূপাকে নিয়ে ভেবে চলেছে নিরন্তর। সে আর শুধু ঘরেরটি নেই। তবু, মনে মনে, সৎ থাকতে পারার প্রার্থনা সে জানিয়েছিল ঈশ্বরের কাছে। ভেবেছিল, অন্তত মিথ্যে স্বাক্ষর আর নয়, তা হলে বাবার অপমান। অন্তত পঠনে অবহেলা আর নয়, তা হলে স্বপ্নের অপমান।

মিথ্যে স্বাক্ষর আর নয়— এই সততার প্রতি দায়বদ্ধ থাকতে পেরেছিল শ্রুতি। কিন্তু পঠন-পাঠনে ছিল না। পুজোর ছুটির পর হস্টেলে ফেরার দিন বড় ভার ছিল মনে। ওলু, কোনও দিন যা করেনি, সেদিন তাই করেছিল, বলেছিল—'যা যা যা যা। হস্টেল হস্টেল। যা যা যা যা।'

ওলু হাসেনি। হাততালি দেয়নি। দোলেনি। বরং জানালার কাছে বসেছিল। অবাক হয়েছিল শ্রুতি। ওলুর কি তবে জানালাবোধ হয়েছে? ওর কি জানালাবোধ

BanglaBook.org

ছিল? ওলুর মস্তিষ্ক কি জাগছে? পূর্ণ হচ্ছে? ওলু কি ক্রমশ কোনও নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে একটি বালকের মস্তিষ্ক লাভ করবে?

এবং এবম্বিধ ভাবনা-চিন্তা যা সে ওলু সম্পর্কে করতে অভ্যস্ত ছিল, এখন এই হস্টেলে এসে যা আর নিরবচ্ছিন্ন নেই, সে দেখেছে। এবং গা ভাসিয়েছে স্রোতে, বা বলা উচিত, ভাসিয়েছে তার ভাবনার স্রোত, সে যাই হোক না, ওলু চলে গিয়েছিল মন থেকে যখন বনা বলেছিল— আমি রুম ছাড়ছি।

—কবে?

—মার্চ-এপ্রিলে।

চমকে গিয়েছিল শ্রুতি। রুম ছাড়ছে? তা হলে কি হস্টেল ছাড়ছে? রুম ছাড়া যায় না এই হস্টেলে কেন-না সমস্ত আসন এখানে পূর্ণ। আসন অথবা শয্যা। পার্ট টু পরীক্ষার পর তৃতীয় বর্ষের মেয়েরা যখন ছেড়ে চলে যাবে তখনকার শূন্যতায় রুম বদলানো সম্ভব। কিন্তু এই হস্টেলে তারও উপায় রাখা হয়নি। প্রত্যেকটি শয্যা যা শূন্য হবে, নম্বরের তালিকা করে সুপার উচ্চদপ্তরে পৌঁছে দেবেন। প্রথম বর্ষের নতুন মেয়েদের জন্য সেই তালিকা অনুযায়ী শয্যা নির্ণীত হবে। রুম বদলানোর একটিই উপায় থাকে— কেউ আগে হস্টেল ছেড়ে গেলে। তা হলে কি ছেড়ে যাচ্ছে কেউ? শ্রুতি সে খবর জানে না, খবর সে রাখেওনি। অন্যদের রুমে সে কম যায়। কখনও গেলেও কোনও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে গিয়েছে এতকাল। তার সঙ্গে একই বিষয় নিয়ে পড়া মেয়েদের কাছে গিয়েছে। তিনটি বর্ষ মিলিয়ে দর্শনে অনার্স পড়ছে এরকম অন্তত বারোজন আছে এখানে। তাদের কারও উচ্চমাধ্যমিকের নম্বর শ্রুতির মতো নয়। শ্রুতি, ভাল নম্বর পেয়ে, বিজ্ঞান ছেড়ে দর্শন নিয়েছে কেন তা সহাধ্যায়ীদের বোধগম্য হয়নি। কেন-না তারা দর্শন পড়ছে, দর্শন ছাড়া অন্য কোনও বিষয়ে সুযোগ পায়নি বলেই। ফলে তারা বিশ্বাস করেনি শ্রুতি ভাল নম্বর পাওয়া। তারা শ্রুতিকে মিথ্যেবাদী ধরেছে এবং এ বিষয়ে সমালোচনা যা শ্রুতির কাছে পৌঁছে গেছে। অতএব শ্রুতি সহাধ্যায়ীদের সংসর্গ সম্পর্কে ঔৎসুক্য হারিয়েছে।

স্বভাবে সে কিছুটা অন্তর্মুখী এমনই বলা যায় ফলে হস্টেলে তার তেমন বন্ধু নেই। বনা রুম ছাড়ছে শুনে সে চমক বোধ করছে। তার মধ্যে প্রতিক্রিয়াও হয়েছিল এ কারণে যে বনার সঙ্গে সে সহজ বন্ধুত্ব বোধ করেছে প্রথম দিন থেকে। এ এমন বন্ধুত্ব যাতে শ্রেয়সীর প্রতি যেমন, তেমন আকর্ষণ নেই। দেবরূপার প্রতি যেমন তেমন ঔৎসুক্য নেই। এ এমন বন্ধুত্ব যা পাবার জন্য বা বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট হতে হয় না। এমন বন্ধুত্ব সারা জীবনে আপনি ভাঙে, আপনি গড়ে। বা ভাঙে না। দূরত্বের জন্য, অদর্শনের, যোগাযোগবিহীনতার জন্য ফিকে হতে হতে মিলিয়ে যায়। কোনও দিন বহু দূর নক্ষত্রের মতো জেগে ওঠে সেইসব অতি প্রিয় বন্ধুদের মুখ। নিরাবেগ দুঃখ-সুখ-স্মৃতি। বহু আলোচনা বিতর্ক উদ্বেগ ও চাইনিজ রেস্তোরাঁয়

BanglaBook.org

প্লেট ভাগাভাগি। একটু ইচ্ছে করে খোঁজ নিতে। কে কোথায়। কে কেমন। এ এমন বন্ধুত্ব যেমন প্রতিবার বর্ষার পাহাড় থেকে নেমে আসে নতুন কোনও ধারা, কোনও নদী। নেমে আসে সমতলে। কোনও ধারা আপনিই পথ করে নিতে নিতে বর্ষা ফুরোলে শুকিয়ে নিথর হয়। কিছু নুড়ি-বালু রাখা দাগে ধীরে ধীরে লতা-পাতা-ঘাস। আর দাগ নেই। জল নেই। কোনও ধারা বিস্তৃত, স্থাপিত কোনও নদীজলে মিশে যায়। কে ডেকেছিল সেইসব নদীপ্রবাহিনী? কেউ নয়। কেউ যত্ন করেছিল তাকে আর কৃতজ্ঞ ছিল কিছু জল দিয়েছিল বলে? না। কেউই নয়। সে সৃষ্ট হয়েছিল আপনিই আর নেমে এল আপন খেয়ালে আর মিশে গেল নদ্যাদির কারুকার্যে অন্য কোনও বৃহত্তর নদীর প্রবাহে। তেমন শ্রুতি ও বনার। তেমনই বন্ধুত্ব। কোনও দায় নেই। প্রতিশ্রুতি নেই। শুধু দূর থেকে ভেসে আসা সুর হয়ে লেপ্টে থাকে দুঃখবোধ। প্রশ্ন কিছু মনে ভাসে। ফোটে না জিহ্বায়। এবং শ্রুতি ভেবেছিল—ও বনা। চলে যাবি কেন তুই? ও বনা। আমাকে বলিসনি কেন আগে? একটু একটু করে সরে যাওয়া তোর, সেই তবে প্রস্তুতি ছিল? চলে যাবি?

মুখে এইসব বলেনি কিছুই। বরং অকারণ প্রশ্ন করেছিল—চলে যাচ্ছিস? কবে? কীভাবে?

বনা বলেছিল—বললাম তো, মার্চ-এপ্রিলে শবরীদি চলে যাচ্ছে। উত্তরপাড়ায় বাড়ি করেছেন ওর বাবা।

শ্রুতি ॥ ও। তুই জানতিস শবরীদি চলে যাবে?

বনা ॥ হ্যাঁ। জানতাম। খোঁজও রেখেছিলাম।

শ্রুতি ॥ ও। তার মানে তুই রুম ছেড়ে দিবি বলে সুযোগ খুঁজছিলি?

বনা ॥ হ্যাঁ। তুইও যে খুঁজিসনি কেন তাতেই অবাক হচ্ছি আমি।

শ্রুতি ॥ খুঁজবই বা কেন। রুম বদলাবার তো নিয়মই নেই। তুই সৌভাগ্যবশত পেয়ে গেলি, তাই।

বনা ॥ না হলে আমি হস্টেল ছাড়তাম শ্রুতি।

শ্রুতি ॥ হস্টেল ছাড়তিস? কেন?

বনা ॥ কারণ এই রুমে আমার পড়াশুনো হয় না। জানিস এবার ট্যুরে গিয়ে বুঝেছি ক্লাসে অন্যদের তুলনায় আমি কত পিছিয়ে। কেন বল? আমি কি গবেট? মোটেই না। তা ছাড়া রীতিমতো ইন্টারেস্ট পাই বলে বটানি নিয়েছিলাম। আমি পিছিয়ে আছি এই রুমটার জন্য। এই বিষাক্ত পরিবেশের জন্য। এখানে থাকলে আমার ভবিষ্যৎ একেবারে তল হয়ে যাবে।

শ্রুতি ॥ বিষাক্ত পরিবেশ মানে কী! আমি তো তোকে ডিসটার্ব করি না কখনও।

বনা ॥ তোর কথা বলিনি।

শ্রুতি ॥ তুই কি শ্রেয়সী ও দেবরূপার বিষয়ে বলছিস?

BanglaBook.org

বনা ॥ আশা করি তুই ঠিক বুঝেছিস কারণ তুই ওদের সঙ্গে অনেক বেশি থাকিস।

শ্রুতি, মস্তিষ্কে উত্তাপ বোধ করেছিল। মস্তিষ্কে আহত। যেন, বনার যেমন যেমন মনে হয়েছে, যেভাবে বিশ্লেষণ করে যাচ্ছে সে, তেমন হলেই তার উপলব্ধির যোগ্যতা প্রমাণিত হত। কিন্তু বনাকে নিঃসন্দেহ দেখে সে পুনর্বার সন্দেহে গিয়েছিল। পৃথিবীর সমস্ত প্রতিষ্ঠিত সংস্কার ও সন্দেহের বিরুদ্ধে নিজেকে নিয়ে যাবার প্রবল ইচ্ছায় সে ফের ভেবেছিল কেন এই সরল সিদ্ধান্ত। দুটি মেয়ে, তাদের বন্ধুত্ব গভীর। তাদের বন্ধুত্ব অন্যধারা। তাই বলে এত দ্রুত সিদ্ধান্ত কেন? সে উত্তর করেছিল—আমি তোদের সবার সঙ্গেই থাকি। আমার কারও সম্পর্কে কোনও অস্বস্তিবোধ নেই। এটা তোর ব্যাপার তুই রুম ছেড়ে যাবি।

বনা বলেছিল—তুই শুধু শুধু আমার ওপর চটছিস।

শ্রুতি ॥ চটব কেন?

বনা ॥ চটছিস। তোর এখনও মনে হচ্ছে আমি মিথ্যা। আমি ভুল। শ্রুতি, আমি ভোরবেলা উঠি। আমার অনেককিছু চোখে পড়ে। ওদের বন্ধুত্বটা স্বাভাবিক নয়। না হলে আমি কেন চলে যাব বল? এমনিতে তো কোনও সমস্যা ছিল না।

শ্রুতি ॥ কিন্তু কারণ কী দেখাচ্ছিস তুই! কেন রুম ছাড়ছিস?

বনা ॥ দ্যাখ, কেন ছাড়ছি সেটা প্রত্যেকেই বোঝে। সুপারও। কারণ সুপারের কানে কথা গেছে।

শ্রুতি ॥ তুই বলেছিস?

বনা ॥ না। আমি মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিয়েছি। এই জানালা দিয়ে যে উত্তুরে বাতাস আসে আমার তা সহ্য হয় না।

তখন, সত্যিই, উত্তরের জানালা দিয়ে হিম হাওয়া ঝাঁপ দিচ্ছিল ঘরে।

বনা চলে যাবার পর শ্রুতির আরও একটু একা লাগছিল বটে। এবং সে দর্শনশাস্ত্রে নাক ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। প্রথম বর্ষের পরীক্ষা এগিয়ে আসছিল। তাদের কলেজে এই পরীক্ষার গুরুত্বও ছিল অনেক। শ্রেয়া ও দেবরূপার ফিসফিস কাছাকাছি আসা, পরস্পরের জন্য হাতলিক্স বানিয়ে আনা বা পরস্পর পড়া বোঝানোর পর কিছু ঘনিষ্ঠতা—এমন দৃশ্যগুলি সম্পর্কে একটি আপাত নিস্পৃহতা সে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। ইতিমধ্যে অপরাজিতা দত্তের কাছে সে পাঠ নিতে শুরু করেছিল। এ কারণে তাকে যেতে হত পাইকপাড়ায় রানি হর্ষমুখী রোডে। রুমে থাকার সময় তার কমে গিয়েছিল অনেক। সপ্তাহে চারদিন সকাল ছ'টায় বেরিয়ে যাচ্ছিল সে। পড়ে ফিরে স্নান খাওয়া সেরে প্রথম ক্লাস ধরার এক অসম্ভব প্রচেষ্টা। সারাদিন ক্লাস করার পর লাইব্রেরিতে যেতে হচ্ছিল তাকে কারণ দর্শনের অগাধ অগুনতি বইয়ের জন্য লাইব্রেরি ছাড়া উপায় ছিল না।

BanglaBook.org

সে, অতএব, লাইব্রেরি ছেড়ে যখন ফিরে আসত হস্টেলে, পথে খেয়ে নিত শশা কিংবা এগরোল কিংবা দু'-একটা কেক। মোড়ের মাথায় বসে কিছু ছেলে তাকে পিসিমা বলে ব্যঙ্গ করত কেন সে জানে না। হতে পারে তার পোশাকে পারিপাট্য ছিল না বা চুলে। হতে পারে সে কলকাতায় এসেও মফস্‌সলের চাকচিক্যবিহীনতাকে অতিক্রম করতে পারেনি। সেইসব ছেলেদের সে কখনও চোখ তুলে দেখেনি কিন্তু সে জানে সে ওদের প্রত্যাশা করত। ওই ব্যঙ্গ প্রত্যাশা করত। ওই মুহূর্তগুলি, সন্ধ্যার আগে আগে ওই পিসিমা এসে গেছে... কি পিসিমা কী খবর... পিসিমা আজ পিসের সঙ্গে ঝগড়া করেছে নাকি... ইত্যাদি শব্দের মধ্যেও সে এক ধরনের নিজস্ব অস্তিত্ব অনুভব করত যা সে তাদের রুমে করে না। ফলে লাইব্রেরি থেকে ওই সময় ফেরা তার নেশার মতো, যদিও যত বই ঘেঁটে যত তথ্য সে তার বইপত্রগুলিতে অন্তঃস্থ করত এবং সমৃদ্ধ হত তার নোটস ততখানি সে পড়ত না বলে তার নিজেরই ধারণা কারণ প্রথমবর্ষের পরীক্ষায় তার ফলাফল আশানুরূপের কাছাকাছি পৌঁছলেও পরীক্ষার আগে আগে যা ঘটেছিল তার গুরুত্ব সে অস্বীকার করতে পারে না। সেই ঘটনা বলা যেতে পারে, তাদের মধ্যে শুভ্রশীলের সমান্তরালে অভ্রাংশুর আগমন। সেদিনের কথাগুলি মনে আছে শ্রুতির। বস্তুত, মাঝে মাঝে সে ভেবেছে, তার স্মৃতি ও চিন্তার প্রবণতাই তাকে নিয়ে গেছে সোজা পথে না গিয়ে জীবনের কোনাকুনি। কোনাকুনি কেন-না সবকিছু স্পর্শ করেও কোনও লক্ষ্যে সে শেষ পর্যন্ত পৌঁছয়নি ছাত্রজীবনের পরও। সেদিন সন্ধ্যায়, আরও এক সন্ধ্যার অনুরূপ দেখেছিল সে। তার মনে পড়েছিল। কিন্তু কথোপকথনের বিন্যাস আলাদা। সে শুনেছিল, শ্রেয়া বলছে—কতদিন চিনিস ওকে?

দেবরূপা বলেছিল—এই তো লাস্ট যেবার বাড়ি গেলাম, আলাপ হল।

—ট্রেনে?

—হ্যাঁ। আলাপটা ট্রেনে কিন্তু মালটাকে আমি চিনতাম।

—চিনতিস মানে?

—আরে বনগাঁতে ওকে সবাই চেনে। বিশাল ফর্মা দেখিয়েছিল। দারুণ রেজাল্ট করেছিল মাধ্যমিকে, উচ্চ মাধ্যমিকে। ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং দুটোতেই পেয়েছিল। ওর দাদাটাও তুখোড় মাইরি। ইঞ্জিনিয়ারিং পেয়েছে। এই মালটা তাই ডাক্তারি পড়ছে, বুঝলি? একেবারে গোলা যাকে বলে।

—হ্যাঁ, তো? হঠাৎ ওকে নিয়ে তোর এত ব্যস্ততা কেন?

—কেন? তুই বুঝতে পারছিস না?

টাইট জিন্স পরেছিল সেদিন দেবরূপা। ওপরে শার্ট পরেছিল। বিছানায় শুয়ে দেওয়ালে পা দুটো তুলে দিয়েছিল উঁচু করে। তখন সে শ্রেয়সীকে স্পর্শ করেনি।

BanglaBook.org

শ্রুতি দেখেছিল, আকাশী রঙের সালোয়ার পরা শ্রেয়সী স্বভাবত বিষণ্ণতায় ডুবেছিল। সঙ্গে একটু বিরক্তিও। তার ভ্রূ দুটোয় ভাঁজ পড়েছিল। অসামান্য ঠোঁট দুটির ওপরেরটি নীচের পাটির দাঁতে কামড়ে টেনে রেখেছিল সে। এই এক ভঙ্গি যা শ্রুতি শ্রেয়সীতে দেখেছিল। একা শ্রেয়সীতে। পৃথিবীর আর কারও মধ্যে নয়। শ্রেয়সী বলেছিল—আমার বোঝার কী আছে? শুভ্রশীল আমার জীবনে আসুক তুই চাসনি। এখন...

—এখন কী? আরে অভ্রাংশুকে তুলবে বলে বনগাঁয় কত মেয়ে ঝাঁপ মেরেছিল জানিস? মালটা মেয়েদের পাত্তা দিত না। এখন মনে হল উড়ছে।

শ্রেয়সী ॥ উড়ছে তো তুই ওর সঙ্গে কী করবি?

দেবরূপা ॥ আমিও উড়ব।

শ্রেয়সী ॥ রূপা! রূপ!

দেবরূপা ॥ কেন, ওড়ার অধিকার কি তোর একার?

শ্রেয়সী ॥ রূপ, শুভ্রর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা স্বাভাবিকভাবে এসেছে। তোর মতো প্ল্যান করে শুভ্রর সঙ্গে আমি মিশিনি। এভাবে কোনও সম্পর্ক হয় না।

দেবরূপা ॥ কেন হবে না, খুব হয়। আরে প্ল্যান একটা থাকেই ভিতরে গুরু। শুভ্র যদি ডাক্তারি না পড়ে বি-এ পাসকোর্সের ছাত্র হত তবে তুই ওর জন্য হেদিয়ে মরতিস না। হিসাবে আয়।

শ্রেয়সী ॥ বড় বাজে কথা বলছিস তুই আজ। হস্টেলে এসেছিস কি এসবের জন্যই? শুভ্র কী পড়ে এটা আমার কাছে বড় কথা নয়। কেরিয়ারের বাজার তুই জানিস না? ডাক্তারি পাশ করলেই কেউ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় না। কেরিয়ার দেখলে আমার পক্ষে সবচেয়ে ভাল হয় মা-বাবার পছন্দের ছেলের জন্য অপেক্ষা করা।

দেবরূপা ॥ সে কি আর করছিস না? এসব লাইন আমি জানি গুরু। বিয়ে-টিয়ে অনেক পরের কথা। আসল কথা হল কীরকম তুললাম। তো ছেলে তুলতে কি তুই একাই পারিস? আমিও পারি। তুই ডাক্তার তুলেছিস? আমিও তুলছি। তুই যদি ইঞ্জিনিয়ার তুলতিস, আমিও ইঞ্জিনিয়ার তুলতাম। তুই যখন শুভ্রশীলের সঙ্গে প্রেম করবি আমি তখন অভ্রাংশু দত্তর সঙ্গে চাঁদ তারা ফুল করব। ক'দিন পর ওকে ফুটিয়ে দেব। আরেকটা তুলব।

—কেন? তুললিই যদি তো ফুটিয়ে দিবি কেন?

—দেব, কারণ অভ্রাংশুর প্রতি আমার প্রেমটা গজায়নি। ভাই, এক হিসেবে আমি ফোসলার দলে নাম লিখিয়েছি। ফোসলা জানিস তো? ফ্রাস্ট্রেটেড, ওয়ান সাইডেড, লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন। তবু অভ্রাংশুকে তুলতে হল। ছেলেরা এমনিতেই খুব বোরিং। প্রেমে পড়লে শালারা আরও বোরিং হয়ে যায়। গাঁজা

BanglaBook.org

না খেয়েও গেঁজেল। এমন ঢুলুঢুলু চোখে তাকাবে যে মনে হয় এখুনি গাইতে শুরু করবে—আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি না—চিবি ঘিরি ঘিরি গা—হিবি গান!

—মাঝে মাঝে তোকে সেনাইল লাগে আমার।

দেবরূপা হা হা হেসেছিল। পেট চেপে ধরে দুমড়ে-মুচড়ে হেসেছিল। পাশের রুমের মেয়েরা দেওয়ালে আপত্তির শব্দ তুলেছিল। দেবরূপা কোনওক্রমে হাসির উৎসার সংবরণ করতে করতে বলেছিল—এটুকুতেই সেনাইল? অ্যাঁ? আসলে তোর ঈর্ষা হচ্ছে। অভ্রাংশু এসেছে বলে ঈর্ষা হচ্ছে।

—ঈর্ষা হবে কেন?

—হবে। আরও হবে।

—কেন হবে বল!

দেবরূপা বালিশে মুখ গুঁজে দিয়েছিল। শ্রেয়সীর কোনও প্রশ্নের জবাব দেয়নি। শ্রেয়সী কিছুক্ষণ ওকে কথা বলানোর চেষ্টা করে থেমে গিয়েছিল। একটি ডায়রি বের করে লিখতে শুরু করেছিল।

সেদিন রাত্রে কী বলেছিল দেবরূপা, মনে আছে শ্রুতির। দেবরূপা শ্রেয়সীর বিছানায় চলে এসেছিল এবং শ্রুতির ঘুম আসছিল না। সে শুনেছিল—'তোর পাশে কোনও ছেলেকে আমি সহ্য করতে পারি না, শুভ্রশীলকে না, আমার দাদাকে না, সম্ভবত তোর দাদাকেও না। তোর কাছে কোনও মেয়ে এলেও আমার রাগ হয়। হ্যাঁ, আমার রাগ হয়। হিংসে হয়। আমার শ্রুতিকে রাগ হয়। তুই নন্দিনীর কাছে বসে হাসছিলি, আমার রাগ হচ্ছিল। তুই দময়ন্তীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলি, আমার রাগ হচ্ছিল। আমার কারওকে সহ্য হয় না। আমি কারওকে সহ্য করতে পারি না, পারি না, পারি না।'

BanglaBook.org

আনন্দের লক্ষ্যে মিলিত হও। সুখের লক্ষ্যে সংসর্গ করো। শরীরে শরীর দাগো আর স্বর্গ রচনার মাধ্যমে আনো শক্তি। এই হোক তৃতীয় প্রধান লক্ষ্য জীবনে—মনের শরীরের। তা হলে তোমরা প্রশ্ন করো প্রথম ও দ্বিতীয় প্রধান লক্ষ্য কী। আমি বলি বেঁচে থাকবার প্রাথমিক শর্তাবলী, আমি বলি নির্মাণ। নির্মাণ না হলে মানুষেরা মানুষের মতো আর নয়। প্রথম দুইটি প্রধান বড় একগামী। বেঁচে থাকো। বেঁচে থাকো। ধুলো খেয়ে, মাটি খেয়ে, হাঁচড়ে-পাঁচড়ে আগে বেঁচে তো থাকো। ঘর নেই, বাড়ি নেই, পরিধেয় জুটল না। মেগে নাও। ছিনিয়ে নাও। চৌর্যবৃত্তি ধরো। তবু বেঁচে থাকো। বাঁচো গো। আগে বেঁচে থাকো সব। কুকুর-বেড়ালের কত বালাই নেই, শুধু বেঁচে থাকা ন্যায্য আর তৃতীয় প্রধান লক্ষ্য যৌনতা। তাও কখন কী করল না করল বয়ে গেল। ওরা যৌনতায় গেল প্রবৃত্তি দিয়ে। ওদের যৌনতা প্রবৃত্তিসাপেক্ষ। প্রকৃতির অঙ্কে বাঁধা।

যৌনতামূলক সব সংখ্যাই বাস্তবিক সংখ্যা। রিয়েল নাম্বারস। মানবের জটিল। মানবের বাস্তব সংখ্যার সঙ্গে আই লাগিয়ে দিলেন ঈশ্বর, একটি ছোট্ট, নিটোল, ফুটফুটে আই। আই। কী ভয়ঙ্কর বলো, তোমরা সব দাদা দিদি, শিক্ষিত মানুষ তোমরা সব, আই জানো, আইতত্ত্ব জানো, আই শব্দ জানো, ওগো তোমরা আই ভাঙো, তার কত মানে কত রূপ, আই একটি বর্ণ যা ইংরাজি ভাষায় জায়গা পায়। আই একটি শব্দ, মানে আমি, ইংরাজিরই ধন, আই মানে, ইমাজিনারি প্রকাশ, মানে কাল্পনিক, ওই ওই ওই ইংরাজি। আই মানে আত্ম, মানে কল্পনা, মানে মূর্তি। আই মানে চোখ—সহজ স্বাভাবিকতা ছাড়িয়ে বহু দূর।

হ্যাঁ। ঠিক। অন্য ভাষা জানি না আমি। অন্য ভাষায় আই মানে জানি না। অন্য ভাষায় আই পরিষদ কী বলে? আই মানে কতদূর? জানি না। তবু বলি, তোমরা সব শিক্ষিত সুন্দর নারী ও পুরুষ, তোমরা দেখো, আই সংগ্রহ করে দেখো বিভিন্ন

BanglaBook.org

ভাষায়, আই এক বহুবিধ বহুদূর অর্থ রচে হে।

ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তা তা হউন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কি আর কেউ, হউন এই সূর্য, হউন এই ভূমি প্রকৃতি, লাগিয়ে দিলেন এক আই মানুষের যৌনতায় আর মানুষ প্রবৃত্তি ছাপিয়ে উঠে গেল অন্য স্তরে আর চিন্তনপ্রক্রিয়ায় নিয়ে গেল যৌনবোধ, কামকলা, রতিশিল্প। সে প্রশ্ন করে, যৌনতা আসলে কোথায় হে? সকলে নীরব থাকে। নিষ্প্রাণ নীরবতা। কেন-না, যৌন শব্দটায় কী আপত্তি আমাদের! কী ভয়! কী দূরত্ব! যেন-বা পাপ, যে-পাপ করতে আমরা সদামুখর। যে-পাপ আমাদের জন্মের, আমাদের পূর্বেকার সমস্ত জন্মের, আমাদের পরবর্তী সমস্ত জন্মের উপাখ্যান। তা যাক, তা যাক, আমি তোমাদের বলি, উচ্চারণ করো হে যৌনতা। দেখো, মেলে দাও দৃষ্টি, প্রত্যক্ষ করো এই প্রকৃতি, বলো, হে যৌনতা। আনো তোমার বিভাসে আর গ্রহণ করো, আনো তোমার প্রকাশে আর শৈল্পিক করো তাকে হে যৌনতা। কেন-না যৌনতার মধ্যে কোনও পাপ সম্ভাবনা নাই, পুণ্যবিরোধ নাই। সে প্রশ্ন করে, যৌনতা আসলে কোথায় হে? সকলে নীরব থাকে। সকলে থাকে নিষ্প্রাণ নীরবতা। সে উত্তর করে, মাথা দেখায়, বলে— এইখানে। বলে— মস্তিষ্কে।

আমিও বলি মস্তিষ্কে কেন-না মস্তক আমাদিগকে সবর্তোভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। মস্তিষ্কে নিমগ্ন ও মিলিত সমস্ত স্নায়ু আমাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করে। আমরা স্নায়ু ও মস্তিষ্কে নিয়ন্ত্রিত হই। আমাদের যৌনবোধ মস্তিষ্কে প্রতিষ্ঠিত। যেন সমস্ত স্নায়ু যৌনভাবে মিলিত হয় মস্তিষ্কসম্ভারে। তাই এ এক বিচিত্র অধিষ্ঠান। সেই সমাজের কথা ভাবো, যখন নারী উদ্ভাসে রয়, কী প্রধান তাদের যৌনবোধ। কী উচ্চমানের ও শক্তিশালী। কোনও পাপবোধ নাই তবু কী সক্রিয়। পুরুষ তো চিরকাল অপাপ যৌনবান। তারপর সেই সময়ের কথা ভাবো যখন নারী হে অবলা। নারী হে তার স্বর শুনলে জাত যায়। হে নারী, ওগো নারী তার চলাফেরা ছায়াবৎ। তার অস্তিত্ব ছায়াবৎ, নারী এক পুরুষের সেবা ও যৌনতুষ্টি এবং সন্তানের উৎপাদন প্রতিপালন। তখন তবে কী ভূমিকা? তখন তাদের নীরবে শয়ন। পরিবেশনকালে ভ্রাতৃবধূর নাকের ডগা দেখেছিল বলে এক ভাশুর সেই বধূর জন্য প্রায়শ্চিত্ত বিধান দেয় নইলে সে অন্নজল ধরবে না। কী সেই প্রায়শ্চিত্ত? তিন মাস স্বামীসংসর্গরহিত থেকে পূজা আর গোময় ভক্ষণ। আহা! কী বিধান! স্বরে স্ফুরণ নাই ভাল মন্দে প্রতিবাদে প্রায়শ্চিত্তে। স্বরে স্ফুরণ নাই তৃপ্তির। ওই অন্তরঙ্গকালেও রা নাই। কে জানে কী পায়। তৃপ্তি যদি পেত তবে পুকুরে নদীতে নাইতে গিয়ে বড্ড বেশি জল মাখামাখি কেন? শরীরের আগুন পুকুরের জলে নেভে? সঙ্গিনীরা এর ওর গায়ে হাত, বুকে হাত, এটা টেপে, ওইখানে ঠেলা দেয়। কেন গো? কী বলো? কেন? এর মধ্যে সমকামবৃত্তি নাই? যৌনখিদা নাই?

BanglaBook.org

যখন গড়ে উঠেছিল এই আবাসিক এবং ছাত্রীরা থাকছিল এবং পঠন-পাঠনের মাধ্যমে স্ত্রীজাতিকে তথা সমগ্র সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলছিল, তখন সেই কবেকার কথা, সেইসব হস্টেল জীবনের ইতিহাস নেই যে তোমাদের বলি। ইতিহাস কে রাখে, কে বলে, এই যে একালীন ইতিহাস, তার প্রস্তাবনা উপসংহারে একটুও জায়গা পাবে না ভি এল মিত্র হস্টেলের একটিও ঘটনা। মনে রাখা যার কাজ, জায়গা দেওয়া, সে মহাকাল, তার গর্ভে সমস্ত বিরাজে শুনি, কিন্তু সে যে কী পদার্থ, কী বস্তু, কী ভাষায় প্রকাশিত কে জানে! যদি হত ইট, কাঠ কথা বলে, যদি হত ভূমি বায়ু জল তা হলেও হস্টেলের কিছু কিছু ইতিহাস পাওয়া যেত যার মধ্যে থাকবার সম্ভাবনা প্রতীয়মান নারীতে নারীতে টান, প্রেম, ভালবাসা, যৌনবোধ।

তবে কিনা শিক্ষিতমহলে এই দাবি ওঠে যে নারীশিক্ষা এক নবদিগন্ত নারীর জন্ম দেয় যারা নারীবাদী চেতনা থেকে লাভ করে অতিপুষ্ট যৌনাঙ্গ। নারীবাদী চেতনার জন্ম, তার মূলে শিক্ষা, এই শিক্ষা ও চেতনা থেকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বোধ, এই বোধ থেকে শোষণ ও পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চিৎকার, সেই থেকে 'আমি' এক সমাজের মুখোমুখি যেন-বা বিরুদ্ধ জনতা, সেই থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি 'আমি' এবং এক ব্যক্তিস্বাধীনতা। ব্যক্তি ব্যক্তি ব্যক্তিস্বাধীনতা। এইসব বোধ এতকালের পরিচিত নারীবোধকে পরিবর্তনশীল হিসেবে, নতুনত্ব হিসেবে মুখোমুখি করে দিল সমগ্র অনড় চিন্তন ব্যবস্থার। সেই ব্যবস্থা থেকে উঠে এল গবেষণা অস্ত্র-শস্ত্র। পরিসংখ্যান রণতরী। বলা হল, অধিক শিক্ষিত নারী, আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতাবোধ সমন্বিত এবং এই বোধ নারীকে প্ররোচিত করছে পুরুষ প্রবৃত্তিতে, যেন, পুরুষপ্রবৃত্তি সর্বকালে শিক্ষা ও চেতনা সমৃদ্ধ, যেন প্রকৃতি পুরুষ গড়ে পৃথক বিবর্তনে, তো নারী শিক্ষা দ্বারা প্ররোচিত হয় পুরুষ প্রবৃত্তিতে এবং যৌনাঙ্গের ক্লাইটোরিস যন্ত্রে ঘটে অতিবৃদ্ধি যা কর্তন করে নারীদের সমকাম প্রবৃত্তি নিবারণ সম্ভব এবং নারীতে নারীতে টান এক বিকৃতি ধরা হল এমনকী চিকিৎসা বিজ্ঞানেও। সভ্যতার বিবর্তন চলে। সভ্যতা এগোয়। কিন্তু সংস্কার জগদ্দল। এগোয় না পেছোয় না। মানুষের ঘাড়ে চেপে আবর্তিত হয়। নারী শিক্ষিত হলে বৈধব্যযোগ, তার সঙ্গে পার্থক্য নেই, নারী শিক্ষিত হলে পুরুষালি ভাব জাগে। সংস্কারের শিকড় বুঝি জিনে প্রবিষ্ট, প্রকাশিত, নয়?

হ্যাঁ, এই ধারণাসমূহ বিগত শতাব্দীর শেষেও প্রাহ্য হয়েছিল এবং সমকাম এক বিকৃতি এমনই এযাবৎ আলোচিত হয়। এও এক সংস্কার যে মানুষ, অদ্যাবধি ভাবে না, উপলব্ধি করে না, সে প্রকৃতপক্ষে যৌনভাবে কী!

না। বিকৃতি নয়। এসো প্রেম। এসো সুন্দর এসো। প্রেম, তা হোক নারীতে নারীতে ; প্রেম, তা হোক পুরুষে পুরুষে ; প্রেম, হোক তা নারী-পুরুষের চিরন্তন বিপরীত আকর্ষণকামী, হোক তা শরীরী প্রেম কেন-না শরীরটি বিনা প্রেম সম্ভবে

BanglaBook.org

না। প্লেটোনিক প্রেম সম্ভবে না। প্লেটোনিক অন্তরালে আকর্ষণ দেহজ থাকে বোধে কিংবা বোধের অতীতে। তবু প্রেম থাকে। প্রেম, অন্যতর যৌনবোধ, তবু থাক। প্রেম, মস্তিষ্ক আকর্ষণ করে, প্রেম মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ করে, কেউ কারওকে যৌনভাবে চায় অর্থে এক মস্তিষ্ক যৌনভাবে প্রত্যাশা করে। প্রেম প্রকৃতপক্ষে দেহজাত কেন-না জগতের প্রত্যেকটা বোধ দেহজাত এমনকী তা যদি হয় পবিত্র ঈশ্বরীয় আবেগ, তবুও, কেন-না, দেহ বিনা বোধ নাই।

মানুষ ভাবে না, আমরা ভাবি না, যদি হয় হোক প্রেম নারীতে নারীতে, পুরুষে পুরুষে হোক। প্রেম হোক। প্রেমবোধ, দেহবোধ শুধুমাত্র। জন্ম দেবার তরে নয়। উৎপাদনের তরে নয়। যদি সৃষ্টি বলো, তবু সৃষ্টি হয়। আনন্দ। শিল্প। চিত্রকলা। পুরুষে নারীতে প্রেম সন্তানের সম্ভাবনা দিক। মানুষের সম্ভাবনা। ঘৃণাহীন, ঈর্ষাহীন, শত্রুভাবহীন অজস্র অসংখ্য প্রেমিক মানুষে ভরে যাক পৃথিবীর স্থলভাগ। ভালবাসো। ভালবাসো। ভালবাসি। এসো পরস্পর।

BanglaBook.org

দেখতে দেখতে যেমন শুভ্রশীলের সাথে আলাপ হয়েছিল শ্রুতির এবং সম্ভবত শ্রেয়সীর হৃদয়ের কাছাকাছি লোক বলে সে হয়েছিল শ্রুতিরও এক কাছাকাছি লোক যাকে কিছু-বা বন্ধু ভাবা যায়। এবং দেখতে দেখতে অভ্রাংশু। সে অভ্রাংশু বিষয়ে আগ্রহী ছিল না কেন-না অভ্রাংশু এক পুতুলমাত্র কিংবা খেলনা যা দেবরূপার অদ্ভুত প্রবণতার অনুষঙ্গ, শ্রুতি চায়নি অভ্রাংশু সমন্বিত আলাপচারিতায় ঢুকে যাক, কিন্তু শ্রেয়সীর ইচ্ছে। শ্রেয়সীর ইচ্ছেই তখনও বিস্তার করেছিল শ্রুতিরও ইচ্ছেগুলি। তখনও, যখন সে প্রাণপণ, যখন সে চায়, উদাসীন হতে এমনকী শ্রেয়সী সম্পর্কেও। একথা পরিষ্কার যে শ্রেয়সী এবং দেবরূপার পারস্পরিক সম্পর্ক শ্রুতির চেতনা ও বিশ্বাস অনুগত নয়। এ এক আঘাত। কেন-না সে আজও বিশ্বাস করে না সমকাম কিন্তু এ প্রশ্রয় সেদিকেই গতি মস্তিষ্কের যার মধ্যে ছাপ লেগে আছে বিবিধ নিভৃত এবং উচ্ছ্বাস ঘটনাবলী। শ্রুতি জানে না কবে এ বিশ্বাসে সে পৌঁছবে। পৌঁছবে যে কোনও দিন। যেন এক খানখান হয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা তার, কিংবা প্রতীক্ষা। সে কি কোনও পতঙ্গই তবে? জানে পুড়ে যাবে তবু ধায়? এবং শ্রেয়সীর ইচ্ছে তাকে ঠেলে নেয় অভ্রাংশু পর্যন্ত?

রোগামতো ছেলেটি, উঁচু দাঁত, উঁচু নাক। চোখে নেই ঔজ্জ্বল্য যা থেকে তার ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ডাক্তারি প্রতিভাত হয়। শ্রুতি জানে না এতে তার কী বা যায় আসে। কিছু নয়। তবু এক বিকেলে সে গিয়েছিল অভ্রাংশু, দেবরূপা ও শ্রেয়সী সমেত যেখানে—সেখানকার পরিবেশ তার চেনা ছিল না। সিনেমায় এ রকম দৃশ্য সে দেখেছিল বটে। এমনই মৃদু বাজনার নরম চেয়ার। এমনই সুদৃশ্য টেবিল আর একেবারে আঁধারের ধার ঘেঁষা আলো। সন্তর্পণ ভোজনের মৃদু শব্দও এখানে গান বোধ হয় আর প্লেটের সঙ্গে কাঁটা ও চামচের সাবধান ঠোকাঠুকি অনিয়ন্ত্রিত জলতরঙ্গের মতো। মিতালি পাইস হোটেলে শ্রুতি যতখানি সহজ, এখানে তেমন

BanglaBook.org

নয়। এখানে শ্রুতির পোশাক বা চটি, মুখভাব বা কাঁটা-চামচ ব্যবহার করে খেতে অস্বস্তি বোধ করা—সমস্তই বেমানান। তদুপরি এই পরিস্থিতিতেও সে অবাক এই বোধে যে দেবরূপা অভ্রাংশুকে বস্তুত ব্যবহারই করে। করেছিল সেদিনও। যে-ভোজনশালাটিতে গিয়েছিল তারা সেখানে ছাত্রাবস্থায় পৌঁছন অনুচিত ছিল। অনুচিত কেন-না ব্যয়বহুল। অনুচিত কেন-না এইসব ছাত্রেরা এখনও আপন উপার্জনে নেই। আর দেবরূপা বেছে বেছে বলেছিল কিছু অতি মূল্যবান স্বাদিষ্ঠ খাবারের কথা যা এই ভোজনালয়কে করে থাকে সম্ভ্রান্ত। শ্রেয়সীর ভ্রূ কুঁচকে ছিল তখন।

শ্রুতির মনে আছে দেবরূপাকে কানে কানে বলেছিল—এ কি করছিস! অভ্রাংশুর কত খরচ হবে জানিস?

ফিচেল হেসেছিল রূপা। বলেছিল—খরচ? তোর কি? প্রেম করছে পকেট খসাবে না! শালা, ওর বাপের প্রচুর পয়সা আছে। একটু খসাক, আরে বিয়ে তো ওকে করছি না যে আমাকে পুষতে হবে।

শ্রুতির মনে আছে সেইসব স্বাদিষ্ঠ খাবার তার বিস্বাদ লেগেছিল। ওই কথাগুলি যখন তাদের মধ্যে হয় তখন অভ্রাংশু সামনে ছিল না। কোথাও গিয়েছিল হয়তো। এখন আর মনে নেই। কিন্তু শ্রুতি বুঝেছিল ও, ওই ছেলেটি ভালবাসে নিখাদ। সে ভেবেছিল ভালবাসা কেমন জানা নেই তবু তার আলো আছে যা চোখে ধরা যায়, আছে তার ঘ্রাণ, সমস্ত অনুভূতি সাপেক্ষ। দেবরূপা বোঝে জানে। তাই অভ্রাংশুকে পাঠিয়ে দেয় বই কিনতে অথবা গুরুত্বহীন কোনও ক্যাসেট সংগ্রহে কিংবা কখনও হোস্টেলে আসত অভ্রাংশু, দেবরূপা বলে দিত অনায়াসে—আজ বেরুব না! ভাল লাগছে না! তুমি চলে যাও। কাল এসো কেমন? অভ্রাংশু চলে যেত কোনও দাবি না করে, অভিমান না নিয়ে। চলে যেত, আর দেবরূপা রুমে ফিরে হাসিতে অসংখ্য দেবরূপা হয়ে ছড়িয়ে পড়ত বিছানায়, বলত—'শালা আমার প্রেমে পড়ে গেছে।'

কষ্ট হত, কষ্ট হত শ্রুতির, অভ্রাংশু কেন দেবরূপাকে বুঝত না? ও কি অন্ধ ছিল? বধির? অনুভূতি নিরপেক্ষ? নাকি ও জীবনের সমস্ত পরীক্ষার মতো এই সম্পর্ককে ভেবেছিল পাঠ করা সম্ভব। আয়ত্ত করাও। অভ্রাংশু ছিল দীর্ঘদিন। এক বছর পর দেবরূপা ওকে যেদিন পুরোপুরি তাড়িয়ে দেয় সেদিন দুর্ঘটনাই হবে, রাস্তায় শ্রুতির সঙ্গে দেখা হয়েছিল অভ্রাংশুর। কী বলেছিল ওকে দেবরূপা? শ্রুতি জানে না। ওর চোখদুটো শূন্য লেগেছিল, বৌদ্ধিক সত্তা শুষে নিয়েছিল বুঝি কেউ। শ্রুতিকে বলেছিল অভ্রাংশু—একটু থাকবে আমার সঙ্গে? একটু যাবে? কিছুক্ষণ? আমি সামলে নেব। শুধু এখন, এই মুহূর্তে আমার ভয় করছে খুব ভয় করছে।

অভ্রাংশুর সঙ্গে শ্রুতির কোনও যোগাযোগ ছিল না, তবু ওই নাম ওই চেহারা শ্রুতির সঙ্গে সঙ্গে থেকে যাচ্ছে আজও। শ্রুতি, যখন একা হয়ে গিয়েছিল কুড়ি

BanglaBook.org

নম্বর রুমে, যখন বনা ছিল না, পাঠ করছিল গভীর দর্শন। এবং শ্রুতির সেই পাঠে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ ঘটেনি কারণ তার মানসিক শান্তির অবসান হয়েছিল। তার পারিবারিক পরিস্থিতি তাকে শান্তি পেতে দেয়নি তবু সে এক আপাত অবলোকন। মা না থাকার মধ্যে, বাবার উদাসীন অসহায়তার মধ্যে, ওলুর ওলু হয়ে ওঠা—শান্তি ছিল না। লোকে বলতে পারে কী অশান্তি কী অশান্তি।

কিন্তু শ্রুতি জানে, তাদের, এই সমস্ত অসঙ্গতির মধ্যেই শান্তির বিরাজন ছিল যা তাদের সমস্ত কাজ সঠিক করতে অনুপ্রাণিত করত। কিন্তু কুড়ি নম্বর রুমে সে অধিষ্ঠান ছিল না। শ্রেয়সী এবং দেবরূপার সমস্ত সক্রিয়তার উদাহরণ সে পেয়ে যাচ্ছিল একে একে। শ্রেয়সী দূরে চলে গিয়েছিল। দূরে। কিন্তু কত দূরে শ্রুতি জানে না। শ্রেয়সীকে, সে, অস্বীকার করতে পারেনি কখনও। এবং যতখানি পাঠে মনোনিবেশ ছিল না তার, ততখানি বা তার চেয়েও বেশি অন্যায্য হয়ে উঠেছিল তারাও। তাদের টান বাড়ছিল। মান-অভিমান বাড়ছিল। প্রেম? শ্রুতি কি দেবরূপা ও শ্রেয়সী সম্পর্কে প্রেম শব্দটি ব্যবহার করতে পেরেছে কখনও? সমস্ত সম্ভাব্যতা সত্ত্বেও সে প্রেম শব্দটির সম্ভাবনা নির্মূল করেছিল। প্রেম, সে তো শুভ্রশীলের সঙ্গে করে থাকে শ্রেয়সী। শুভ্রশীল শ্রেয়সীর চোখদুটি আঁকে। ঠোঁট আঁকে। বহু রঙে চিত্রিত ছবি পাঠিয়ে দেয়। কোথাও এক টুকরো সিঁড়ি। কোথাও দিগন্তে চোখ। চোখ থেকে নেমে আসছে রক্তাক্ত মেঘ। নীল মেঘে মিশে যাচ্ছে ধীরে। শ্রেয়সী, বোঝে না এসব, ছবির কোনও ভাষা বোঝে না। বোঝে না, তবু আনে। কেন-না শুভ্রশীল দিয়েছে। আনে আর রোল করে রেখে দেয় কোথাও। দেবরূপা থাকে না যখন, দেবরূপা দেখতে পাবে না এমন সমস্ত সময় সেইসব ছবি সম্পর্কে শ্রুতির কাছে জানতে চায়।

সেই শ্রেয়সীও খানিকটা দূরের তখন। কেন-না, শ্রুতি নিজেই কিছুটা বা দূরবর্তী হতে প্রয়াসী। কেন-না সে জ্বলছিল ভিতরে। তার পড়া হচ্ছিল না। ইতিমধ্যে, বনার খালি বিছানায় এসেছিল মিত্রা নাথ। ফার্স্ট ইয়ারের নতুন একটি মেয়ে। ফর্সা। সুন্দর। সারল্যভর্তি মুখ। বিকেলে, প্রথম বিকেলেই, মেয়েটি ভয় ভয় মুখ করে শ্রুতির কাছে এল। বলল—একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

শ্রুতি হেসেছিল। বোঝেনি প্রশ্নের গতিবিধি। বলেছিল—বলো।

—শুনলাম তোমার দুই রুমমেট হোমো। সত্যি?

—কে বলল?

—বলো না। আমার খুব ভয় করছে।

শ্রুতি, জানে না কেন, ক্রোধী হয়েছিল। কার ওপর রাগ সেও বোঝেনি। তার মনে হয়েছিল, অন্যায়, অন্যায় হচ্ছে কোথাও। অন্যায়ভাবে আঙুল তুলছে সবাই। অন্যায় প্রচার রাখছে। অন্যায়? সত্যি অন্যায়? কে যেন বলে দিচ্ছিল ভেতরে।

BanglaBook.org

এবং পরমুহূর্তে শঙ্কা জন্মেছিল। হ্যাঁ, অনস্বীকার্য যে ওদের সম্পর্ক অন্যধারার। অন্যরকম। কিন্তু কতখানি পর্যবেক্ষণ মেয়েদের! কতদূর! শ্রুতি এতদিন একসঙ্গে আছে, কই তাকে তো সন্দেহ করছে না কেউ! দোষারোপ করছে না! কেন? সে, মিত্রা নাথকে বলেছিল—আমাকে জিজ্ঞেস করছ যখন, আমার উত্তরের ওপর নিশ্চয়ই তোমার ভরসা আছে?

মাথা নেড়েছিল মেয়েটি। শ্রুতি বলেছিল—শোনা কথায় বিশ্বাস করতে নেই। ওরা খুব বন্ধু। এ পর্যন্ত। আমার অন্যরকম কিছু মনে হয়নি।

মিত্রা নাথ বলেছিল—আসলে আমি তো কোনও দিন হস্টেলে থাকিনি। তাই ভয় করছে।

শ্রুতি বলেছিল—ভয়ের কিছু নেই। আমি আছি।

সন্ধের পরও কথা হয়েছিল মেয়েটির সঙ্গে। নানা বিষয়ে। বেশ হাসিখুশিই ছিল সে। এমনকী দেবরূপা ও শ্রেয়সীর সঙ্গেও ভালভাবে কথা বলেছিল। বনা চলে যাবার পর থেকে ওই ফাঁকা বিছানাটি যেমনভাবে খুশি ব্যবহার করেছিল তারা তিনজন। কেউ বই রেখেছিল, কেউ জামাকাপড়। মিত্রার জন্য সব সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। শ্রেয়সী ও দেবরূপার কেমন লাগছিল শ্রুতি জানে না, তার ভালই লাগছিল। রাত্রে তারা খেতেও গিয়েছিল চারজন একসঙ্গে। সেদিন, শেষ শুয়েছিল শ্রুতি, রাত্রি একটায়। তখনও পর্যন্ত কোথাও কোনও অস্বাভাবিকতা ছিল না। দেবরূপা ও শ্রেয়সী যে যার নিজের বিছানায় ছিল। ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গিয়েছিল শ্রুতির। কারণ বাতাস খোলা দরজার পাল্লায় শব্দ তুলেছিল। এবং দরজা খোলা কেন এটা বোঝার আগেই তার মনে হয়েছিল তাদের রুমে নিঃশব্দে কিছু ঘটে গেছে। কী! সে প্রথমে দেবরূপা ও শ্রেয়সীকে দেখেছিল। ওরা যে যার বিছানাতেই ছিল। শুধু শ্রুতিকে পুরোপুরি জাগিয়ে দিয়েছিল মিত্রা নাথের শয্যার শূন্যতা। রুমে কোথাও মিত্রা নাথের চিহ্ন ছিল না। জামাকাপড় না। বইপত্র না। তোশক বালিশ চাদর মশারি এমনকী ট্রাঙ্ক পর্যন্ত না।

কোথায় চলে গেল মেয়েটা! এত কিছু নিয়ে? সামান্য শব্দ পর্যন্ত হল না। টের পেল না কেউ! শ্রুতি দেবরূপাকে জাগিয়েছিল। শ্রেয়সীকেও। তারাও, শ্রুতির মতো অবাক হয়েছিল। এবং শ্রুতির মনে হচ্ছিল, সে অপমানিত বোধ করছে। সে, মিত্রা নাথকে তার কথায় আস্থা আছে কিনা জিজ্ঞেস করেছিল। পরদিন মিত্রা নাথের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তারা কেউই কোনও কথা বলেনি। কিন্তু দু'-চারদিন পর শ্রুতি রুমে একা ছিল যখন, মেয়েটি বলে গিয়েছিল, সে, ওভাবে চলে যাবার জন্য দুঃখিত কিন্তু মধ্যরাতে সে কোনও দৃশ্যের মুখোমুখি হয় যা তাকে রুম ছেড়ে যেতে প্ররোচিত করে। কী সে দৃশ্য, শ্রুতি জানতেও চায়নি। বসতেও বলেনি মিত্রা নাথকে। এরকম ব্যবহার সে করবে, করতে পারে, সে নিজেও জানত না।

BanglaBook.org

আলোচনা হয়েছিল। মিত্রা নাথ দোতলায় জায়গা পেয়েছিল। রুম নম্বর কুড়িতে আর কেউ আসেনি। কীভাবে আসেনি, ইউনিভার্সিটির আবাসিক দপ্তর থেকে যে তালিকা তৈরি হয়ে আসে তাতে কীভাবে শূন্য রাখা সম্ভব হয়েছিল গোটা একটি শয্যা শ্রুতি জানে না। সম্ভবত এ সবই পূর্বপ্রস্তুতি ছিল। যেমন ঝড়ের আগেকার বায়ুবেগ। মেঘেদের আনাগোনা। থমকে যাওয়া গাছপালা, ভূমি!

এবং তখন, প্রায় শক্ত করে এনেছিল সে নিজেকে। প্রায় তৈরি করে ফেলেছিল নিজস্ব আবর্ত। তখন একদিন শ্রেয়সী নিঃশব্দে দাঁড়াল তার কাছে। বলল—শোন।

পড়ছিল শ্রুতি। কোপির বই খুলে যুক্তির অপরূপ মোহজালে ঘুরছিল। অঙ্ক যথা বিষয়। লজিক। বিজ্ঞান যথা বিষয়। লজিক। ফ্যালাসির স্তর খুঁজে খুঁজে এগোচ্ছিল ক্রমে। All people who are most hungry are people who eat most. All people who eat least are people who are most hungry. Therefore all people who eat least are people who eat most.

শ্রেয়সী ডেকেছিল—শোন।

তাকিয়েছিল শ্রুতি। শ্রেয়সী মুখোমুখি বসে বলেছিল,

—রানা মুখোপাধ্যায় বলে কারওকে চিনিস?

—না।

সে বুঝতেও পারছিল না, কী, শ্রেয়সী কী বলতে চাইছে। তার মাথায় ঘুরছিল আশ্চর্য বিধান সব। কী কথা বলবে সে? স্বতোমিথ্যা বচনাকার? নাকি অনির্দিষ্ট মানে চলে যাবে? ফ্যালাসি, ফ্যালাসি। একজিসটেনশিয়াল ফ্যালাসি। এ ই আই ও।

—তোর একটা চিঠি এসেছে। পোস্টকার্ড। রানা মুখোপাধ্যায়।

—পোস্টকার্ড? রানা মুখোপাধ্যায়?

—মাসিমা দিলেন। পোস্টকার্ড তাই চোখে পড়ে গেল। তোর কাছে তো শুনিনি কোনওদিন তাই জিজ্ঞেস করলাম।

—ও। না। আমি জানি না।

—তুই অন্যমনস্ক হয়ে আছিস।

—অ্যাঁ! হ্যাঁ!

All inventors are people who see new patterns in familiar things, so all inventors are eccentrics, since all eccentrics are people who see new patterns in familiar things.

—এই নে।

—রাখ।

—শোন, এদিকে একটু তাকা।

BanglaBook.org

কোনদিকে তাকাবে শ্রুতি? কার দিকে? কেনই বা? লজিকের বই থেকে চোখ তুলছিল না সে। শ্রেয়সী বলেছিল এদিকে একটু তাকা। তার স্বরে বিপন্নতা ছিল। শ্রুতি তাকিয়েছিল। শ্রেয়সী দেখিয়েছিল তার গলা। সরু, সুন্দর শঙ্খবৎ গ্রীবা। মাঝখানে স্পষ্ট লাল দাগ। লালও নয়, যেন রক্তাক্ত সূর্যে মেঘের ছায়া পড়েছে। রক্ত লালে কালচে ছোপ। গোল সে দাগের মধ্যে কোনও এক অন্তরঙ্গের মহিমাকীর্তন।

প্রথমে চমকে উঠেছিল শ্রুতি। কী হয়েছে? শ্রেয়সী প্রায় ফিসফিস করে বলেছিল—শুভ্রর কাছে গিয়েছিলাম। শোন রূপা দেখলে আমাকে শেষ করে ফেলবে। একটা কিছু কর। দাগটা ঢেকে দে শ্রুতি। একটু পাউডার লাগিয়ে দিবি?

শ্রুতি শ্রেয়সীর দিকে তাকিয়েছিল তখন। বিপন্ন শ্রেয়সী। বিপন্ন কেন-না প্রেমিক ওকে চুমু খেয়ে গলায় দাগ করে দিয়েছে। বিপন্ন কেন-না সে-দাগ দেখলে একজন ওকে আস্ত রাখবে না। কে সে? মা নয়। পিসি নয়। মাসি নয়। কে সে? নয় দিদিমা, ঠাকুরমা। সে কে? সে এক বান্ধবী। বন্ধুনি। আর আর আর?

শ্রুতি বলেছিল—লিউকোপ্লাস্ট লাগাবি?

—লিউকোপ্লাস্ট?

—আমার কাছে আছে। লাগাবি?

—জিজ্ঞেস করলে কী বলব? গলায় কী হতে পারে?

শ্রুতি দেখছে। কতদিন পর দেখছে শ্রেয়সীকে। শ্রেয়সী। কী সুন্দর ছিল ও। কী নিটোল ছিল যেদিন প্রথম আসে। কে ওর সৌন্দর্যহরণ? কে ওর লালিত্যচোর? শ্রেয়সী বদলে গিয়েছে একরকম। সৌন্দর্য শোষণ করে রেখে গেছে কিছু হাড়মাস। তবু কী সুন্দর দুই চোখ। নাক। কী সুন্দর ঠোঁট। অপূর্ব ঠোঁট আর অপূর্ব গড়ন। মায়া হল। মায়া হল শ্রুতির। সে বলল—বলবি, ছোট ফোঁড়া হয়েছিল, নখ দিয়ে খুঁটেছিস।

—তুই বলবি তো, তুই জানিস?

—বলব।

বলেছিল শ্রুতি। আর দুইখানি লিউকোপ্লাস্ট পাশাপাশি লাগিয়ে দিয়েছিল শ্রেয়সীর গলায়, মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল খুব। যেন বহুদিন পর দেখছে সে শ্রেয়সীকে। কবে এত রোগা হল ও? কবে এত রুক্ষ হল? প্রতিদিন দেখা থেকে এই ম্লান হওয়া বোঝেনি তো শ্রুতি। শ্রেয়সী, সেই প্রথম দিন গলিতে দেখা মুখ—ও কি সেই? শ্রুতি বিষণ্ণ ছিল। কী যে কষ্ট ছিল! তার মনে হয়েছিল, শুধু সৌন্দর্য নয়, শরীরী উজ্জ্বলপ্রভা নয়, শ্রেয়সীর মানসিক স্বাস্থ্যহানি হয়েছে। শ্রেয়সীর ব্যক্তিত্বে টান পড়েছে। শ্রেয়সী, যে তার মতামতে চিরকাল সুপ্রলব্ধ, সে কেমন করে ভীত হয়ে আছে অকারণ। চুম্বন, কোনও প্রেমিক, করবেই তো প্রেমিকাকে,

BanglaBook.org

এ তো আনন্দের যে সেই চুম্বনে মিশে আছে তীব্র টান, আবেগ, উত্তেজনা, যা থেকে রক্তিমাভা। তবু, শ্রেয়সী, লুকিয়ে বেড়াচ্ছে, কাঁপছে বেণুপত্র যথা। কেমন ফল হয়েছিল শ্রেয়ার? দেবরূপার? প্রথম বর্ষের পরীক্ষার? জানায়নি তারা। শ্রুতিও উৎসুক হয়নি। এমনই দূরত্বে যেতে যেতে, শ্রেয়সীর বিপদ বেড়েছে আরও। শ্রুতি শুনেছিল—'কী হয়েছিল? পিমপিল?'

—হ্যাঁ।

—আমি তো দেখিনি সকালে।

—লক্ষ করিসনি।

—হতে পারে না। তোর পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত আমি জানি। খোল। লিউকোপ্লাস্ট খোল।

—তুই শ্রুতিকে বল। জিজ্ঞেস কর ওকে। ও দেখেছে কি না।

—আমার কারওকে জিজ্ঞেস করার দরকার নেই, তুই খোল। আমি দেখব। আমি ওষুধ লাগিয়ে দেব। তোকে কে লিউকোপ্লাস্ট লাগিয়ে দিয়েছে? আমি ছাড়া আর কেউ তোর কিছু করতে পারবে না।

কাঠ হয়ে বসে ছিল শ্রুতি। অপমানবোধে মাথার চামড়াগুলো জ্বলে যাচ্ছিল তার। নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে সে পোস্টকার্ডখানি হাতে নিয়েছিল। কাঁচা ধরনের হাতের লেখা। কিন্তু বানান ভুল নেই। সুন্দর বাক্যগঠন। কিন্তু বক্তব্যে কোনও সঙ্গতি নেই। এ কি কোনও সুস্থ লোকের চিঠি?

শ্রুতিশ্রী,

আমার পঞ্চম উপন্যাস তুমি। আমার পঞ্চম কবিতা। সেদিন তুমি যখন কচি কলাপাতা রঙের চুড়িদার পরে ফিরছিলে, পিঠে লুটিয়েছিল শান্ত বিনুনী, আমার মনে হল পঞ্চম কবিতা তুমি। পঞ্চম উপন্যাস। এভাবে চিঠি লেখা ধৃষ্টতা জানি, তবু হে প্রশান্তি তোমার কাছে যেতে ভয় করে আমার। কেন না আজও আমি চাকুরি করি না। আজ তথাগত বুদ্ধের কাছে তোমার কল্যাণ প্রার্থনা করি। যিশু, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ, চৈতন্যের কাছে তোমার জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।

ইতি

রানা মুখোপাধ্যায়

প্রেরকের ঠিকানা নেই। তারিখও না। একটি ভগ্নুল প্রেমপত্র। কিংবা শুধুই পত্র। প্রেম, শ্রুতিকে, কেই-বা দেবে! কারও আবিষ্কার নেশা, কিংবা অস্থিরচিত্ততা। কিংবা পাগলের প্রলাপ। পোস্ট অফিসের স্ট্যাম্পে চোখ দেবার চেষ্টা করেছিল শ্রুতি। আবছা ছাপ। মনে হল উল্টোভাবে লেখা আছে। তখন খাবারের ঘণ্টা বেজেছিল। শ্রুতি একা একা খেতে গিয়েছিল। তখন ক'দিন একা একাই খাচ্ছিল সে। যেমন বনা যেত আগে। সেদিন ওরা আর খেতে নামেনি। সবার খাওয়া হয়ে

BanglaBook.org

গেলে ছোটঠাকুর বারবার ওদের ডেকেছিল। ওরা নিঃশব্দ ছিল বলে আর জোরজার করেনি। ওদের কর্তব্যমতো খাবার টেবিলে খাবার ঢেকে রেখেছিল। আর শ্রুতি তখনও ঘরে যায়নি। কারণ তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল সিনিয়র দিদিরা। গায়ত্রীদির ঘরে জমা হয়েছিল অন্তত ত্রিশজন। বেশিরভাগই দোতলার সিনিয়র দিদি। কিন্তু বনা ছিল। শ্রুতিকে জোর করেছিল ওরা। কী দেখিস বল। শ্রুতি হেসেছিল। ওরা বলেছিল আমরা তো বুঝতে পারছি না তোর কী? তুই কেন আমাদের সঙ্গে থাকবি না?

—আমার এখনও তেমন কিছু মনে হয়নি যা তোমাদের হচ্ছে।

—তুই তো জানিস ওরা কী করে!

—না জানি না।

—ন্যাকা সাজিস না। তুই সারাক্ষণ এক ঘরে আছিস, তুই জানিস না ওরা সারাক্ষণ...

—সারাক্ষণ কী?

—ওরা চুমু-টুমু খায়... আরও সব... কত কী... আমরা সবাই জানি। এমনকী ওরা বাড়ি গেলে পর্যন্ত আলাদা থাকতে পারে না। জানিস ওরা পুজোর ছুটিতেও একসঙ্গে ছিল? পনেরোদিন দেবরূপার বাড়ি, পনেরোদিন শ্রেয়সীর বাড়ি!

—না। জানতাম না।

—তুমি একটি ন্যাকাচণ্ডী...পাগল...বেশি শেয়ানা...

তর্ক হয়েছিল আরও কিছুক্ষণ। শ্রুতি, একধরনের অস্বস্তি, ভীতি ও অশান্তি নিয়ে রুমে এসেছিল। সংশয়ে দুলছিল সে। শঙ্কিত ছিল। এতসব হচ্ছে শ্রেয়ারা কি জানে? কী করেছিল ওরা? পুজোর ছুটি ওরা একসঙ্গে কাটিয়েছিল। অন্যরা জানল কী করে? শ্রেয়ারা কী করেছিল? যাই করুক ওরা কি ঘর খোলা রেখেছিল? কেন রেখেছিল? সে কি বলে দেবে এসব হচ্ছে? এইসব? সাবধান করে দেবে? ভাবতে ভাবতে দরজায় পৌঁছেছিল সে। দরজা বন্ধ ছিল। সে কড়া নেড়েছিল। কিছুক্ষণ নৈঃশব্দের পর দরজা খুলে দিয়েছিল দেবরূপা। ঘর অন্ধকার ছিল। দেবরূপা বলেছিল—আলো জ্বালিস না। ওর শরীর খারাপ।

হঠাৎই ধৈর্য ভেঙেছিল শ্রুতির। এতক্ষণ এই মেয়েদুটির হয়ে সে তর্ক করে এসেছে। সারা হস্টেলের বিপক্ষে থেকে অনমনীয়া কেন? কীসের জন্য? ওরা তাকে কী দিচ্ছে? সে বলেছিল—আমার পড়া আছে।

দেবরূপা গর্জেছিল—বললাম না শ্রেয়ার শরীর খারাপ।

সেই মুহূর্তে ওই দু'জনকে ঘৃণা করেছিল শ্রুতি। তার বিবমিষা জেগেছিল। বেশিক্ষণ তর্ক করা বা উতোরচাপান ঝগড়া তার স্বভাবে ছিল না। নিঃশব্দে শুয়ে পড়েছিল সে। ঘুম আসছিল না। একের পর এক ঢেউয়ের মতো এসে পড়ছিল

BanglaBook.org

ঘটনাবলী। লজিক। শ্রেয়সীর চুম্বনচিহ্ন। লিউকোপ্লাস্ট। লজিক। রানা মুখোপাধ্যায়ের চিঠি। এবং দেবরূপা। লজিক। মেয়েদের সভা। হঠাৎ অসহায় লেগেছিল তার। গভীর অসহায়। তার মনে হয়েছিল, দীর্ঘ-দীর্ঘ সময় সে নিজের মধ্যে থাকেনি। নিজের কাজ করেনি। দীর্ঘদিন সে শুধু নোট করে গেছে কিন্তু সেইসব আত্মস্থ করেনি। কোপির বই তার যতখানি তৈরি থাকা উচিত ছিল ততখানি থাকেনি। কেন থাকেনি? কেন হয়নি? সে, এই কিম্ভূত সম্পর্কের মধ্যে কী পেয়েছিল? কিছু না। কিছু না। বোকার মতো স্রেফ বোকারই মতো সে সমস্ত ছাড়িয়ে ছাপিয়ে আসলে নিজেকেও স্থবির ও অসাড় করে ফেলেছে কখন। তার মনে হল যতখানি সময় সে নষ্ট করেছে, যতখানি সময় সে বই খুলে রেখেছে কিন্তু মন ফেলে রেখেছে ওই দুটি মেয়ের সম্পর্কের প্রকৃতি বোঝার দিকে সেই সব সময়ের অসার অর্থহীন বইয়ে দেওয়া সে ফিরিয়ে নিতে পারে বাড়তি পরিশ্রমে। সে তৈরি হতে পারে চমৎকার একটি সেরা পরীক্ষার জন্য, তার নাম পার্ট ওয়ান। তার মনে হল আজই সে তার কাজ শুরু করবে। আজই। এখুনি। এই মুহূর্তে। সে উঠে বসেছিল বিছানায়। কটা বাজে রাত সে জানে না। সে, গভীর অধ্যয়ন করবে এই ইচ্ছায় টেবিলের কাছে দাঁড়িয়েছিল। আলো জ্বেলেছিল আর সে আলো জ্বালবার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ হয়েছিল ঘরে। বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণ। যেন-বা দৃশ্যমান ভিসুভিয়াস। কারণ সে এক দীর্ঘ চর্মাবৃত পদপ্রান্ত দেখতে পেয়েছিল। অন্য পায়ের ওপর আর একজন খোলা। সে, শ্রুতি, প্রথমে সমস্ত মানচিত্র গোলমাল করে ফেলেছিল আর তাকিয়েছিল বেভুলের মতো। সে কী দেখছে তা অনুধাবন করতে পারার আগেই স্মরণ চিরকালের মতো টুকে নিয়েছিল সে-দৃশ্য। আর যারা সে-দৃশ্য নির্মাণ করছিল, মধ্যরাত্রির মহান নির্মাতা তারা, এত মগ্ন ছিল যে টের পায়নি আলো। শ্রুতি দেখেছিল, দু'খানি গোল চাঁদ যেন-বা যুক্ত আছে। এবং উপুড় করা গোলাটে সে চাঁদে পাঁচ পাঁচ দশখানি আঙুল যেন বা বাজাচ্ছে মৃদঙ্গম, নিজেকে ঘষে দিচ্ছে সেই দীর্ঘ পায়ে, শ্রুতি আলো নিবিয়ে দিয়েছে। বসে পড়ছে মেঝেয়। কিন্তু প্রান্ত ছুঁল না। তার আগেই সে স্থির করেছিল আলো জ্বালবে সে। জ্বেলেছিল। তখন সামলে ওঠা দু'জন, ম্যাক্সি টেনে পা অবধি নামিয়ে আনা এবং ছোট স্কার্ট গুটিয়ে নেওয়া, তারা বলছিল—আলো নেবা। আমাদের অসুবিধে হচ্ছে।

শ্রুতি উত্তপ্ত। কঠিন শ্রুতি বলেছিল—আমার দিকের আলো জ্বেলেছি আমি।

—আমাদের অসুবিধে হচ্ছে।

—তোরা জানিস এটা চারজনের রুম। এটা হস্টেল। এখানে যে যার সময়মতো চলে। এখানে সবার ডেস্ক, সবার লাইট, সবার বিছানা আলাদা। তোদের কোনও অধিকার নেই আমাকে আলো নেবাতে বলার। আমার আলো আমি জ্বালব যতক্ষণ খুশি। যখন ইচ্ছে।

BanglaBook.org

শ্রুতি ওদের বিরুদ্ধে তিক্ত তিক্ততর তীব্র হয়েছিল। ওদের বিরুদ্ধে গলা ছেড়েছিল। চিরকাল, এড়িয়ে যাওয়া, গুম হয়ে, মূক হয়ে থাকা শ্রুতির সোচ্চার ভূমিকায় ওরা ক্ষুব্ধ হয়েছিল। কিংবা, ওদের ক্রিয়ায় বিঘ্ন হওয়া, ওদেরও তিক্ত করেছিল। দেবরূপা কঠিন স্বরে বলেছিল—তুই স্বার্থপর শ্রুতি।

শ্রুতি হেসেছিল। ঘৃণাবদ্ধ। শব্দহীন। টেনে নিয়েছিল খাতা। কী খাতা জানে না। পড়েছিল। প্রেরণা ও উদ্দেশ্যর মধ্যে স্পষ্ট সীমারেখা টানা দুঃসাধ্য। প্রেরণা ও উদ্দেশ্য এক না পৃথক তা আলোচনা সাপেক্ষ। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসার ক্ষেত্রে প্রেরণা ও উদ্দেশ্য পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়। প্রেরণা হল কার্যের নিমিত্ত কর্তার অন্তঃস্থিত চাপ। এই চাপ বহিঃপ্রণোদিত হলে তা বাহ্যপ্রেরণা। অন্তঃস্থিত হল আভ্যন্তরিক প্রেরণা। উদ্দেশ্য হল ঈপ্সিত ফল বা লক্ষ্য। পড়েছিল সে। কিন্তু প্রেরণা ও উদ্দেশ্যে সামঞ্জস্যবাহিত ছিল কি? আসলে সে পড়ছিল না কিছুই। তার মস্তিষ্কে কীট ঢুকেছিল। মাথার খোলক যন্ত্রণায় ফেটে গিয়েছিল। শ্রেয়সী ও দেবরূপার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ ছিল তার। শ্রুতি, কলেজ যায়নি তিনদিন। ক্যালেন্ডার দেখেছিল। এতদিন, যেন-বা অন্ধ ছিল সে। মায়ান্ধ ছিল কি? তখনও, শ্রুতি, তার চোখে দেখা দৃশ্যকে সত্যি বলে স্বীকার করতে পারছিল না। যখন শ্রেয়া আর দেবরূপা রুমে ছিল না, তখন, দরজা বন্ধ করে সে তাদের টেবিলের কাছে গিয়েছিল। কেন গিয়েছিল জানে না। দেবরূপার টেবিলে একটি ডায়েরি দেখেছিল সে। তাতে দু' রকম লেখা। প্রথম পাতায় দেবরূপার হাতের লেখা—'শ্রেয়া শ্রেয়া শ্রেয়া তুই আয়। দেরি করছিস কেন? তোকে মিস করছি।' পরের পাতায় শ্রেয়সীর হাতের লেখা—'রূপা। রূপ। রূপম আমার. তুই চলে গেলি, ওমনি মনে হল এ ঘর অন্ধকার। কেন গেলি? আজ কি না গেলেই হত না?' পাতার পর পাতা। যেন-বা প্রেমিক কোনও প্রেমিকাকে। যেন-বা স্বামী কোনও স্ত্রীকে। দ্রুত দ্রুত পাঠ করেছিল শ্রুতি। দেখেছিল—'অসাধারণ তোর বুক দুটো। তুই কি জানিস? একদিন 'মাধুকরী' পড়তে পড়তে তুই বলেছিলিস তোর রুষা হতে ইচ্ছে করে। তুই জানিস না, পাগলিটা, তুই কিচ্ছু জানিস না। তুই রুষার চেয়ে সুন্দর। তোকে রুষা ডাকলে বুঝি ভাল লাগবে? উঁ? আমি ডাকি তবে? ভাবিস রুষা রুষা রুষা। তুই এত সুন্দর কেন? আমি তোর সারা শরীর কামড়ে দেব।'

হ্যাঁ, ছিল, আরও অনেক ছিল। ছিল শ্রেয়সীর লেখা—'তোকে দরকার। খুব দরকার। শুভ্রকে যতখানি দরকার তার চেয়ে বেশি। একটি মেয়েই জানে, আরেকটি মেয়ের ভাষা, জানে কোন পেশির কোন শব্দ বেশি প্রিয়। শুভ্র গলায় দাগ করে দিয়েছিল বলে তুই কত রাগ করেছিলি। দেব, দেব—রূপা, ও যদি না করত, না ছুঁত আমাকে, আমি বুঝতেই পারতাম না। কী, জানিস? তোর টাচ্, তোর স্পর্শ আরও কত সুন্দর।'

BanglaBook.org

শ্রেয়সীর এ লেখার উত্তর। দেবরূপার।

—'আমি ঘৃণা করি নারীজন্ম এই। আমি ঘৃণা করি অপূর্ণ ক্লাইটোরিস আমার, যৌনঅঙ্গ অবস্থানে। আমার রাগ হয়, মনে হয় ভেঙে চুরে ফেলি, যখন প্রতিমাসে আমি মিন্স সামলাই। বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর, আমি যখন তোকে ছুঁই, চটকাই তোকে, আমি কল্পনায় নিজেকে দেখি পৃথু। পৃথু। পৃথু।'

BanglaBook.org

লাইব্রেরি ঘরে জমায়েত হয়েছিল মেয়েরা সবাই। সুপার ও মাসিমা। এবং অচেনা চারজন মহিলা। শ্রুতি, জেনেছিল পরে, একজন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছিলেন। আবাসিক বিভাগ। যৌনবিকৃতিমূলক ঘটনার বিহিত প্রত্যাশা করে সেখানেও চিঠি দিয়েছিল মেয়েরা। এবং সেদিনের জমায়েত, শ্রুতির মনে হয়েছিল, আদালতই বুঝি। শুধু তার চেহারাটি ছিল সভামতো। যেমন গাঁয়ে-গঞ্জে হয়ে থাকে শুনেছিল সে। মুরুব্বি জমা হয়। পঞ্চায়েত বসে। কোনও ঘটনার বিহিত-বিধান হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তেমনই, সেদিনের হস্টেল লাইব্রেরি। সন্ধ্যা পেরিয়েছিল। মাসিমার নাম ডাকা শেষ হলে মেয়েরা একে একে নেমে গিয়েছিল। অর্পিতা চলে যাবার পর, যে মেয়েটি অর্পিতার জায়গা নিয়েছিল, এণাক্ষী, সে এসেছিল কুড়ি নম্বরে। হ্যাঁ, নোটিস পেয়েছিল তারাও। জরুরি সংবাদ থাকলে যেমন নিয়ম ছিল, অষ্টমীদি সংবাদ জারি করা খাতা হাতে রুমে রুমে ঘুরবে আর মেয়েদের পড়তে দিয়ে সই করিয়ে নেবে, সেভাবেই, তারাও জেনেছিল, জরুরি মিটিং। কী মিটিং, কী বিষয়, শ্রুতি আন্দাজ করেছিল। শ্রেয়সী ও দেবরূপা জানত কি? শ্রুতি জানেনি তখন। পরেও বোঝেনি। ওদের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ ছিল তার। এণাক্ষী ডেকেছিল ওদের। ওরা, শুকনো হয়েছিল। শ্রুতি লক্ষ করেছিল, সেই বিশেষ ডায়রিটি কোথাও নেই। তার মধ্যে ক্রোধ ছিল। ঘৃণাও। যদিও এণাক্ষী ডেকে গেলে সে উদ্বেগ বোধ করেছিল। তাকে কি প্রশ্ন করা হবে? কী প্রশ্ন? সে কী উত্তর দেবে? হয়তো সেদিনেরই মতো তাকে দিয়ে কবুল করানো হবে। সে বলবে কি? কী বলবে? এণাক্ষী, মুখের একটিও রেখা না কাঁপিয়ে বলেছিল—'তোমরা বোধহয় জানো না যে আজকের মিটিং-এর বিষয় রুম নং কুড়ি।'

তারা তিনজনই, নিজস্ব ভঙ্গিতে চেয়েছিল তার দিকে। সে বলেছিল—'তোমরা দশ মিনিটের মধ্যে নীচে আসছ।'

BanglaBook.org

শ্রুতি, শিথিল বোধ করেছিল। ওপরের বারান্দা থেকে দেখেছিল লাইব্রেরি ঘর। দেখেছিল হস্টেলের চৌকোনা বাড়ির মধ্য দিয়ে চৌকো আকাশ। সে আকাশে নক্ষত্র ছিল না। হয়তো ফুটেছিল একটি দুটি কিন্তু ঢাকা পড়েছিল কুয়াশায় অথবা শহরের আবর্জনা বায়ুস্তরে। লাইব্রেরি ঘরে হলদেটে আলো। প্রত্যেকের মুখগুলি অন্ধকার দেখাচ্ছিল তাই। অন্ধকার, অথবা বিবর্ণ, কালচে। রোষে? ঘৃণায়? শ্রুতির ভয় করেছিল কেন-না সে দেখেছিল আরও চারজন। অচেনা। দশ মিনিট। দশ মিনিট কেন দেওয়া হল? কোনও মানসিক প্রস্তুতি? শ্রুতির চোখে পড়ল ছাতে যাবার সিঁড়ি। ভাঙা চেয়ার ও আবর্জনা। সারাটি বছরে মাত্র একদিন ছাতে যাওয়া যায়। পনেরোই অগাস্ট। সুপার স্বাধীনতা দিবসের শ্রদ্ধায় পতাকা তোলেন। মেয়েরা জনগণমনঅধিনায়ক গায়। সারাটি বছরে ওই একটি দিন এদেশের নাগরিক স্বাধীনতা ভাবে। স্বাধীনতা গুঞ্জন করে। পতাকা ওড়ায়। এবং ওই সিঁড়িটিও। ওই একটি দিন আবর্জনা সরিয়ে আরোহণ করা। শ্রুতি দশটি মিনিট গলাধঃকরণ নিমিত্ত লাইব্রেরি দেখে, ছাতসিঁড়ি, আকাশ নক্ষত্রহীন দেখে ফের রুমে এসেছিল। টেবিলে গড়িয়েছিল দুপুরের ডাকে আসা পোস্টকার্ড। রানা মুখোপাধ্যায়। বার বার পড়া চিঠি! তবু সে পড়েছিল আরেকবার। অকারণ।

শ্রুতি,

কিছুদিন বড় অন্যমনস্ক তুমি। কেন? পরীক্ষার চাপ? তোমাকে ভেবেই সেদিন কবিতা লিখেছিলাম। পঞ্চম উপন্যাস চলছেই কিন্তু। এটি সমাপ্ত করতে গেলে দরকার থানার সহায়তা। ইতিমধ্যে আমি যে প্রয়োজনীয় বইয়ের তালিকা করেছি, কিনব বলেই, তার মূল্য সাত হাজার টাকা। কোনও সহৃদয় প্রকাশক আমাকে এত বই কি ঋণভাবে দেবেন? চাকরি পেলে শোধ করে দেব। আরও কবিতা এলেই চিঠি দেব।

ইতি

রানা মুখোপাধ্যায়

BanglaBook.org

শ্রুতি আরও একবার, এইসব পাগলামি বৃত্তান্ত পড়ে, কোনও অভিক্ষেপ বিনা দেখেছিল শুধু। শ্রেয়সী ও দেবরূপা। কাছাকাছি বসেছিল তারা। দেবরূপা বলছিল—'ভয় পাচ্ছিস কেন? ভয়ের কী আছে?'

—'আমার ভয় করছে। আমি জানি না।'

দেবরূপা, একা, খাটো স্কার্ট ও টাইট টপ, রুম ছেড়ে চলে গিয়েছিল। শ্রুতি বেরোবার আয়োজন করছিল। ড্রয়ারে তালা দিয়েছিল। পোস্টকার্ড রাখছিল কোপির বইয়ের ভাঁজে। দশ মিনিট পূর্ণ হতে আর দু' মিনিট বাকি ছিল তখন।

শ্রেয়সী ডেকেছিল—শোন।

শ্রুতি তাকায়নি, তার তাকাতে ইচ্ছে করছিল না। সে পড়ছিল জোসেফ বাটলার—'For when we determine a thing to be probably true,... ...

—তুই জানতিস না মিটিংটা হবে?

—suppose that an event has or will come to pass, it is from the mind ... ...

—তুই কি জানিস মিটিংটা আমাকে আর রূপাকে নিয়েই?

—remarking in it a likeness to some other event, ...

—হয়তো তোকে জিজ্ঞেস করা হবে। কী বলবি তুই?

—which we have observed has come to pass.'

—বলে দিবি তুই? শ্রুতি? বলিস না প্লিজ! আমাদের সব নষ্ট হয়ে যাবে। সব।

শ্রুতি বেরিয়ে এসেছিল। ভাবছিল। সব নষ্ট হয়ে যাবে। সব। কী নষ্ট হবে? এই সম্পর্ক? পড়াশুনো? জীবন? তার মনে হচ্ছিল, বুঝি-বা সে, কোনও নষ্ট হওয়া মেনে নিতে চলেছে। অথবা কোনও নষ্টের কারিগর সে। নষ্টের দর্শক। সে, তার পিছনে শ্রেয়সী পৌঁছেছিল মিটিং-এ। সুপার, গলা ঝেড়ে, নিরভিব্যক্তি মুখে বলতে শুরু করেছিলেন—তোমরা সবাই এইট্টিন পার করে এসেছ। সুতরাং আমরা প্রত্যেককে ম্যাচিওর কনসিডার করে আজকের মিটিং শুরু করছি। আজ ইউনিভার্সিটি আবাসিক দপ্তর থেকে এসেছেন সায়ন্তনী বসু। এবং মিসেস রায়, মিসেস মুখার্জি ও মিস ঘোষাল। এঁরা এ পাড়ার বাসিন্দা এবং মহিলা সমিতির সদস্যা। যেহেতু তোমাদের আবেদন অনুযায়ী আজকের মিটিং সেহেতু বিষয় তোমাদের প্রত্যেকের জানা। আমি পিটিশনে দেখেছি, সই করেনি মাত্র চারজন। মঞ্জু লোহার। সে অসুস্থ। একমাস হল বাড়ি গেছে। সই করেনি শ্রুতি বসু। শ্রেয়সী আচার্য। দেবরূপা পাল। তাদের জন্য বলি, পিটিশনে অভিযোগ, রুম নাম্বার কুড়ির দু'জন ছাত্রী, শ্রেয়সী আচার্য এবং দেবরূপা পাল কোনও বিকৃত সম্পর্কে লিপ্ত যা এই হস্টেল এবং তার আশেপাশের পরিবেশ দূষিত করে।...

BanglaBook.org

অদ্ভুত নৈঃশব্দ কিছুক্ষণ। দেবরূপা সোজা সুপারের দিকে তাকিয়ে। শ্রেয়সীর মাথা নিচু। যেন কপাল ভূমিলগ্ন হবে। শ্রুতি শূন্য দেওয়াল খুঁজছিল। বই রাখা তাকগুলি বিবর্ণ। বলহরি চিৎকারে মৃতদেহ গিয়েছিল। কর্তাল বাজছিল। খোল। নীরবতা, নীরবতা, নীরবতা ছিল। শ্রুতি শুনছিল কেউ গেয়ে যায় অসম্ভব গান। তখনই কি গাইছিল কেউ? নাকি শ্রুতিরই মস্তিষ্কে জারি ছিল সব? ... ...

ছয় মাসের এক কন্যা ছিল
নয় মাসে তার গর্ভ হল
এগারো মাসে তিনটি সন্তান
কোনটা করবে ফকিরি?

সুপার বলছিলেন— "... ... এবং এই সম্পর্ককে আগাগোড়া সমর্থন করছে শ্রুতি বসু। শ্রুতি বসু, বহু অন্যায় ঘটনার সাক্ষী থাকা সত্ত্বেও, হস্টেলের স্বার্থে কোনও প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করেনি। কোনও প্রতিবাদ করেছে বলে শোনা যায়নি। যা তার নৈতিক কর্তব্য ছিল। অভিযোগ আজকের নয়। বহু দিনের। এক বছর বা দেড় বছর আগে—তাঁরা প্রথম হস্টেলে আসার পর আমার কাছে অভিযোগ করেছিল তখনকার থার্ডইয়ারের কয়েকজন। তারপর আরও অভিযোগ আসতে থাকে এবং আমি নিজে এই দু' জনের ওপর নজর রাখি। সে অন্য প্রসঙ্গ। আজকের মিটিং সম্পূর্ণ মেয়েদের লিখিত অভিযোগ ভিত্তি করে।"

শ্রুতি বনার দিকে তাকিয়েছিল। একদিন বৃষ্টি পড়ছিল। বনা, সেতার বাজাবার জন্য ছটফট করছিল। শ্রুতি সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। শ্রেয়সী জানালার ফাঁকে দোপাট্টা গুঁজে দিয়েছিল। দেবরূপা সেতারের ধুলো ঝেড়েছিল। বনা, মগ্ন, সমর্পিত, সেতার বাজিয়েছিল। তারা বসেছিল চুপচাপ। যেন বৃষ্টি সব, দেওয়াল অতিক্রম করে ঘরে ঢুকে পড়েছিল।

—"এই দু'জনের অ্যাকটিভিটি বিকৃত বলার মতো ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী যারা তারা বলো কে কী দেখেছ।"

শ্রুতি দেখেছিল, প্রথম উঠে দাঁড়াল মিত্রা নাথ। বলতে শুরু করল সে—আমি রুম নাম্বার কুড়িতে সিট পেয়েছিলাম। মাঝরাতে দেবরূপাদি আমার বিছানায় চলে আসে এবং আমাকে ... আমাকে ... কীরকম জড়িয়ে ধরে। হ্যাঁ, আমার বুকে ... ...

শ্রাবণী—আমি বহুদিন স্নান করতে গিয়ে টের পেয়েছি দেবরূপা পাশের বাথরুমে থাকলে উঁকি মেরে দেখে। তা ছাড়া আমি দেখেছি ওরা একজন আরেকজনের ওপর...।

মিতালি—দেবরূপা আমাকেও চেষ্টা করেছিল। আমি একদিন ওদের দু'জনকে দেখেছিলাম। ন্যাংটো। মানে নেকেড আর কি। ...

দীপান্বিতা—আমি পাশের ঘর থেকে গোঙানি শুনতে পাই। তা ছাড়া ওরা বসে

BanglaBook.org

থাকে, একজনের পা আরেকজনের ... ...।

বৈশালি—দেবরূপাদি শ্রেয়সীদির বুক টেপে। আমি দেখেছি।

ময়ূরী—

শ্রাবন্তিকা—

শ্যামলী—

অপালা—

এবং এবং বনা মিশ্র। বনা ধীর। দীপ্ত। শান্ত। বলেছিল—হ্যাঁ। আমি দেখেছি। অনেককিছু। ওই রুমে আমিই প্রথম আসি। তারপর শ্রেয়সী। শ্রুতি। তারপর দেবরূপা। আমি জানি। আমি দেখেছি। সবকিছু দেখে মানসিক চাপ পড়ে আমার। আমি ডাক্তারের মিথ্যে সার্টিফিকেট দাখিল করে রুম ছাড়তে বাধ্য হই।

সমবেত কণ্ঠ ডাকে—কী দেখেছিস। কী দেখেছিস। কী! কী! কী!

শ্রেয়সী শ্রুতির কামিজ খামচে ধরে আছে। দেবরূপা বিবর্ণ। বনা বলে চলেছে—যা দেখেছি তা বর্ণনা করতে পারব না। তবে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক আমরা যা জানি, তেমন।

গুঞ্জন উঠেছিল। তারপর কলরোল। চিৎকার। শ্রুতি শুনতে পাচ্ছিল তার নাম বাজছিল গোলমালে। শ্রুতি-শ্রুতি। শ্রুতি বলুক। শ্রুতি বলুক। সায়ন্তনী বক্সি টেবিলে চাপড় মেরে থামিয়ে দিয়েছিলেন গোলমাল। বলেছিলেন— শ্রুতি বসু কে?

শ্রুতি দাঁড়িয়ে ছিল।

—তুমি ওদের রুমমেট?

শ্রুতি মাথা নেড়েছিল।

—প্রথম থেকেই তো?

—হ্যাঁ।

—এ বিষয়ে তোমার কী বক্তব্য?

শ্রুতি চুপ। কী বক্তব্য তার? সে শ্রেয়সী ও দেবরূপার ওপর রুষ্ট হয়েছিল। তাদের ঘৃণা করেছিল। কিন্তু এখন, এই সভাকেই ঘৃণা করছিল সে। তার ভয় করছিল। তবু প্রতিরোধ উঠে আসছিল মনে। কারণ তার মনে হয়েছিল, এইসব সাক্ষ্যে মিথ্যে আছে। বানানো আছে। এত কিছু দেখা অন্য মেয়েদের পক্ষে কেমন করে সম্ভব?

সায়ন্তনী বক্সি বলেছিলেন—তুমি আগাগোড়া ওদের রুমমেট। তোমার কথা শোনা দরকার। তুমি পিটিশনে সই করোনি কেন?

শ্রুতি, শক্ত, ঋজু। বলেছিল—আমি বক্তব্যের সঙ্গে একমত ছিলাম না।

—তুমি মানো না?

BanglaBook.org

—না। এ সমস্তই মিথ্যে অভিযোগ।

সমবেত কণ্ঠ বেজেছিল—মিথ্যে? মিথ্যে? না মিথ্যে নয়। না মিথ্যে নয়।

—মিথ্যে। অন্তত মিত্রা নাথের কথা মিথ্যে।

—কী করে বুঝলে?

—সেদিন আমি সবার শেষে ঘুমোতে গিয়েছিলাম। আমিই সবার আগে জাগি। এর মধ্যে সময়ের ব্যবধান দু' ঘণ্টার। বা তিন। এর মধ্যে কিছু হলে আমি টের পেতাম। তা ছাড়া সত্যি যদি তেমন হয়েছিল তবে মিত্রা আমাকে ডাকেনি কেন? চিৎকার করেনি কেন?

মিত্রা নাথ—তোমাকে ডাকিনি কারণ তুমি সব জেনেশুনে চোখ বুঁজে ছিলে।

সমবেত—হ্যাঁ। ও জেনেশুনে চোখ বুঁজে থাকে।

সায়ন্তনী বক্সি—তুমি বলতে চাও তুমি অড কিছু দেখো না?

শ্রুতি—না। ওদের গভীর বন্ধুত্ব। আমি এটুকুই জানি।

সমবেত—ও মিথ্যে বলছে। মিথ্যে বলছে।

এরপর স্বয়ং মহিলা সমিতিরা কথা বলেছিলেন।

—হ্যাঁ। এই মেয়েটি মিথ্যুক কিংবা বোকা। আমরা আজ এখানে এসেছি কারণ রুম নাম্বার কুড়ি সম্পর্কে আশেপাশের উঁচু বাড়ির লোকেরা আমাদের কাছে অভিযোগ করেছেন। আমরা চাই এইসব নোংরামি বন্ধ হোক। পাড়ায় মেয়েদের হস্টেল থাকার এমনিতেই অনেক বিপদ। তার মধ্যে এরকম চলতে থাকলে আমরা পাড়া থেকে ইউনিভার্সিটিতে মাস পিটিশন দেব। হস্টেল বন্ধ করে দেব।

সমবেত—না। আমরা হস্টেল চাই। যারা নোংরামো করছে তারা চলে যাক। তাদের হস্টেল থেকে বের করে দেওয়া হোক।

সায়ন্তনী বক্সি—কিন্তু ওদের রুমমেট যদি বলে ওর খারাপ কিছু চোখে পড়েনি। তা হলে?

সমবেত—ও মিথ্যুক। ও মিথ্যুক। ও ভয়ার। ও দেখে দেখে আনন্দ পায়।

ভয়ার? শ্রুতি জানত না ভয়ার মানে কী! সে শব্দটা, ওই উদ্বেগ ও উত্তেজনার মধ্যেও মনে রাখার চেষ্টা করেছিল। ভেবেছিল ঘরে ফিরে অভিধান দেখে নেবে। তার মধ্যেই সমবেত বলেছিল—"ও যদি স্বীকার না করে যে ও আমাদের মতোই দেখেছে তবে ওকেও হস্টেল থেকে বের করে দেওয়া হোক।"

কাঠ হয়ে গিয়েছিল শ্রুতি। এতটা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। ভয়ের হিম তার শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে চলেছিল। সে টের পেয়েছিল তার ছোট বাইরে পেয়ে গেছে। হস্টেল থেকে বের করে দিলে সে কী করবে! কোথায় থাকবে! বাবাকে কী বলবে! সে ভাববার শক্তি হারিয়েছিল। সায়ন্তনী বক্সি বনাকে ডেকেছিলেন। বনা, অপলক তাকিয়েছিল শ্রুতির দিকে। দুই চোখে পরিভাষা ছিল বুঝি তার।

BanglaBook.org

অনুনয়। বলে দে, বলে দে শ্রুতি। মিছিমিছি এসব নিজের কাঁধে নিস না। শ্রুতি, তবু, স্বীকারে যায়নি। হয়তো এরকম ঘনঘটা না করে, আয়োজন, নাটকীয়তা না করে একান্তে জিজ্ঞেস করলে, সুপার বা সায়ন্তনী বক্সি, শ্রুতি তার বিশ্বাস-অবিশ্বাসসহ সন্দেহ ঘৃণা ও রোষাগ্নি সহ বলেও দিতে পারত সে কী কী দেখেছে বা দেখেনি। কিন্তু এখানে, এই হাটে, ঘাড়শক্ত ঘোড়ার মতো দাঁড়িয়ে ছিল সে। বনা মিশ্র, ফের, উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল—আমি একটাই জিনিস দিতে চাই এণাক্ষীদির হাতে, চিঠি। দেবরূপা লিখেছিল শ্রেয়সীকে।

এণাক্ষী চিঠি নিয়েছিল। পড়েছিল—শ্রেয়া, অনেকদিন ভেবেছি তোর গায়ে যে গন্ধ তা কীসের! আজ মনে হল, কোবিয়ার। কোবিয়া স্ক্যান্‌ডেন্‌স্। কোবিয়া ফুলের গন্ধ। তোর বুকে নাকটা ডুবিয়ে দিলে আমি কোবিয়ার গন্ধ পাই। পরিচিত আশ্চর্য গন্ধ। একবার বসন্তে তোর জন্য কোবিয়ার ফুল এনে তোর দু' বোঁটায় ... ...

কেশে উঠেছিলেন সায়ন্তনী বক্সি। বলেছিলেন—ঠিক আছে। ঠিক আছে। আর পড়তে হবে না।

একটি ফোঁপানির শব্দ উঠেছিল। শ্রেয়সী। সায়ন্তনী বক্সি বলেছিলেন—এই মেয়ে, এই দেবরূপা, এ চিঠি তোমার লেখা?

দেবরূপা, ফ্যাকাশে, কাঁপন লাগা, উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল—হ্যাঁ। আমার।

—ছিছি এসব খারাপ কথা তুমি কেন লিখেছ? কেন তোমরা এ সমস্ত করো? এটা লেখাপড়ার বয়স। এখানে তোমরা এসেছ লেখাপড়া করতে। তোমাদের মা-বাবা কত কষ্ট করে তোমাদের পড়াশুনো করাচ্ছেন। শোন, তোমরা দু'জনেই মন দিয়ে শোন। সেক্স মানুষের জীবনে একটা স্বাভাবিক ধর্ম! এই বোধ সবার আছে। কিন্তু তার একটা বয়স আছে। সময় আছে। তার পাত্র-অপাত্র আছে। মেয়েরা-মেয়েরা এ সব অসভ্যতা করে নাকি? তোমাদের এসব কী! এই বিকৃতি!

এণাক্ষী বলেছিল—ওদের আবার বয়ফ্রেন্ডও আছে।

—সেটা বরং ভাল। এ বয়সে বয়ফ্রেন্ড। শোনো, তোমরা পড়াশুনো করতে চাও কিনা।

দেবরূপা ঘাড় নেড়েছিল। চায়। সায়ন্তনী বলেছিলেন—ওদের আলাদা আলাদা রুমে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়?

সমবেত চিৎকার বলেছিল—না, না, না। কেউ ওদের রুমে নেবে না। ওদের হস্টেল ছাড়তে হবে।

সায়ন্তনী—আর কয়েক মাস পরেই পার্ট ওয়ান। তোমরা যদি এখানে, এখন, প্রতিজ্ঞা করো তোমরা ঠিকমতো চলবে, অসভ্যতা করবে না, তা হলে আমরা অন্তত একটা সুযোগ তোমাদের দিতে পারি।

BanglaBook.org

সমবেত—না। কোনও সুযোগ নয়। ওদের হস্টেলে রাখা চলবে না।

সায়ন্তনী—শোনো, ওরা তো তোমাদের বন্ধু। একটা অন্যায় করে ফেলেছে। এখন হস্টেল থেকে বের করে দিলে ওদের জীবনটা ... ...।

সমবেত—না, ওরা বন্ধু নয়। না ওরা কেউ নয়।

সায়ন্তনী—দেখো, ওরা না বুঝে একটা অন্যায় করে ফেলেছে। শুধরে নেবে। আর এই একটা কারণে ওদের হস্টেল থেকে বের করে দেওয়া যায় না।

সমবেত—যায় যায়। যাবে যাবে। আয় আয়। আবে আবে। আ আ। বে বে বে বে বে।

সমবেত চিৎকারে তাঁর কণ্ঠ ডুবে গিয়েছিল। চিৎকারে ধ্বনিত হয়েছিল—না। না। না। ওদের বার করে দিতে হবে।

দেবরূপাকে ধাক্কা মেরেছিল কেউ। শ্রেয়সীর বিশাল খোঁপা ধরে টেনে ফেলেছিল। শ্রুতি টের পেয়েছিল, তাকে, হাত ধরে ভিড় থেকে সরিয়ে দিচ্ছে কেউ। কে? বনা? শ্রুতি বোধশূন্য হয়েছিল। বইয়ের শেলফ ভাঙার ঝনঝন শব্দ উঠেছিল। চেয়ার টেবিল আছড়ানোর শব্দ। মেয়েদের সরু ও সুতীক্ষ্ণ গলার চিৎকার। "না না না। হোমো হোমো হোমো। ভয়ার ভয়ার।" শ্রুতির মনে পড়ছিল ম্যাটাডরে চেপে কুমারটুলি থেকে হস্টেলের সরস্বতী প্রতিমা আনার সক.স—"সরস্বতী মাই কি—জয় জয় জয়। জয়ার জয়ার।" তারা সকলেই ছিল। প্রত্যেকে। ওই দলে। গ্রুপ ছবি রাখা আছে অ্যালবামে। সমবেত ছবি। সমবেত চিৎকার। সমবেত ভাঙন ও প্রতিবাদ। সমবেত বিধান—"ভয়ার। ভয়ার।"

রুমে ফিরে, হাঁফ ধরা, প্রায় অচেতন, শ্রুতি অভিধান খুলেছিল।

ভাও।

ভাওয়েল।

ভক্স।

ভয়েজ।

ভয়ার। ভয়ার। ভি ও ওয়াই ই ইউ আর।

যেমন kiss জেনেছিল, লেসবিয়ান জেনেছিল শ্রুতি, তেমনি, জেনেছিল, ভয়ার।

a sexual pervert who derives gratification from surreptitiously watching sexual acts or objects. : a peeping Tom : one who takes a morbid interest in sordid sights.

দরজায় শব্দ হয়েছিল। ঘরে ঢুকেছিল জড়াজড়ি দেবরূপা ও শ্রেয়সী। আহত। অপমানিত। রক্তাক্ত।

BanglaBook.org

কোবিয়া স্ক্যান্‌ডেন্‌স্‌—এ এক অদ্ভুত ফুল। ফোটার সময় ওর রং সবুজ থাকে। তখন ওর গায়ে সুবাসের পরিবর্তে থাকে এক নিন্দ্য ঘ্রাণ। ধীরে ধীরে ওর পাপড়িগুলি বেগুনি রং পায় আর অপ্রীতিকর গন্ধ ছাপিয়ে মিষ্টি গন্ধে ওর রকম ফিরে যায়। অনেকটা হাড় জিরজিরে বালিকার শরীরে নরম মেদ-ঢালা যৌবন আসার মতো।

ওর আসল দেশ মেক্সিকো। সপ্তদশ শতকে স্পেনদেশে ফাদার কোবো নামে একজন জনমান্য মানুষ ছিলেন। তাঁর নামানুসরণে এই ফুল—কোবিয়া।

হ্যাঁ, দাদা গো, দিদি গো, তোমাদের সব শিক্ষিত মন, এ কালের জিজ্ঞাসু মন, তোমাদের মনে আসবে বটে যে, সর্বজনমান্য তো অনেকেই, তবে ফাদার কোবোর নামে ফুল কেন? তার উত্তর আমারও জানা নাই। আমি সামান্য মানুষ আমি জানতে পারলাম শুধু যে এই ফুলের বৈজ্ঞানিক নাম কোবিয়া স্ক্যান্‌ডেন্‌স্‌ ক্যাভ। বা ক্যাভেনিলেস। মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উদ্ভিদবিদ আন্তোনিয় জোসে কেভেনিলেস-এর নামও এই ফুলের সঙ্গে জোড়া আছে।

আশ্চর্য এই জীবন যা ফুলের সঙ্গেও সুংযুক্ত হয়। আশ্চর্য এই মানুষ যে নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে পুষ্পস্তবক অনিবার্য করেছে। মানুষ ফুল ভালবাসে কেন? মানুষ ফুলের গন্ধ ভালবাসে কেন? মানুষ ফুলের ভাষায় ভালবাসে কেন? ফুল দ্বারা মানুষের রক্তপাত হয়, তবু মানুষ ভালবাসে কেন? ভালবাসা দ্বারা মানুষের রক্তপাত হয় তবু ফুল কেন? মানুষ ভালবাসে কেন?

ভালবাসে মানুষ। মানুষ বিবিধ ভালবাসে। মাটি ভালবাসে। নদী ভালবাসে। সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত ভালবাসে। ফুল ভালবাসে। গাছ। পাথর। পশু। পাখি। পোকা। মাকড়। সাপ—হ্যাঁ এমনকী সাপ, তা-ও ভালবাসে। মানুষের ভালবাসার ক্ষেত্র অগণিত। বিস্তার অপরিমেয়।

BanglaBook.org

মানুষ ভালবাসে কেন? কারণ ভালবাসা মানুষকে আনন্দ দেয়। হায়! দুঃখ কি দেয় না মানুষকে? ভালবাসা? দেয়, দেয়। সেই দুঃখও আসলে আনন্দ। ভালবাসার দুঃখও আসলে আনন্দ। ভালবাসার দুঃখ আসলে ক্যাথারসিস। আবেগমোক্ষণ। আবেগ-শান্তি। আবেগ-আনন্দ। ক্যাথারসিস ভালবাসার শৈল্পিক আনন্দের প্রকাশ।

ভালবাসা মানুষের আত্মবোধের অতিরিক্ত বিস্তার। সংজ্ঞান অবস্থায় নিয়ন্ত্রণের অতীত এক বোধ। এই বোধ প্রত্যেক কালের নিজস্ব নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। কালের নীতি কে নির্ধারণ করবে তা বোঝা অসাধ্য। নির্দিষ্ট কাল এক ধারাবাহিক সময়ের ছিন্ন অংশমাত্র। এই ছিন্ন অংশ কখনও সার্বিক পরিপূর্ণ নয়। নির্দিষ্ট কালের সমসাময়িক নীতি তৎকালীন প্রযোজ্য হলেও এই নীতির জন্মকাল মৌহূর্তিক নয়। ভালবাসা অবশ্যই মানবজীবনে এক অনির্বচনীয় রহস্য। ভালবাসার ন্যায়-নীতি, সে-ও রহস্যময়। ন্যায়-নীতি চিরকাল রহস্যময়। এই রহস্যভেদন সর্বজনের পক্ষে সম্ভব নয়। কোনও কোনও ব্যক্তিই তা পারেন।

শাস্ত্রে বলে, যে-কোনও কর্মেরই প্রয়োজন বোধ না হলে তা সাধিত হতে পারে না।

যাবৎ প্রয়োজনং নোক্তং তাবৎ তৎ কেন গৃহ্যতে?

—যাহা প্রয়োজন হইবে না, তাহা মানুষ কেন গ্রহণ করিবে?

হায়, ভালবাসার ন্যায়-নীতি ক্ষেত্রে এ প্রয়োগ অচল। ভালবাসা কোনওদিন নীতি নিয়মানুগ হয় না। ভালবাসার ওপর যাবতীয় নীতি চাপিয়ে দেওয়া হয় মাত্র। ভালবাসা মানবজীবনের মুক্তি। ন্যায়ও মানবজীবনের মুক্তি ধরা হয়। চরম নিঃশ্রেয়স অপবর্গ বা মুক্তি ন্যায়শাস্ত্রের মুখ্য প্রয়োজন। কিন্তু নিঃশ্রেয়স অপবর্গ ভালবাসার জন্য নয়। ভালবাসা ন্যায়ের অপেক্ষক নয়। ভালবাসা, প্রেম ন্যায়াতিরিক্ত। নীতিশর্তনিরপেক্ষ। প্রেম শরীরে আবাসিক হয়েও শরীরী নয়। ভালবাসা আত্মিক। ন্যায়ও শরীরের জন্য নয়। আত্মার জন্য। কিন্তু আত্মার প্রেমিক সত্তা চিরবিদ্রোহী। কোনও ন্যায়-নীতি মানতে তার অস্তিত্ব দীর্ণ হয়ে যায়।

যে-কাল পর্যন্ত শরীর বিদ্যমান থাকে, সেই কাল পর্যন্ত রূপ রস প্রভৃতি গুণেরই ন্যায় প্রেম বর্তমান থাকে। প্রেম শরীরের অধীত, তবু প্রেম শরীরী নয়। কারণ প্রেম শরীরের সাধারণ লক্ষণ নয়। শরীর প্রেম-শূন্য হতে পারে। প্রেম শরীরব্যাপী। শরীরের সর্ব অংশে প্রেমের অনুভূতি ধাবিত হয়। আত্মা এই বোধ দেহে সঞ্চারিত করে। তার মানে এই নয় যে দেহ ও আত্মা অভিন্ন। প্রেম, শরীর দ্বারা প্রকাশিত এবং সম্পূর্ণ শরীরনিরপেক্ষ। শরীর একটি আধার মাত্র। যার মধ্যে প্রেমের দ্যোতনা, তারই মধ্যে প্রেমের প্রকাশ।

আত্মা প্রেমকে আরব্ধ করে। আত্মার প্রকাশ হিসেবে এই প্রেম জন্মান্তরে সঞ্চারিত হয়। ভারতীয় দর্শন জন্মান্তরে বিশ্বাস করে তোমরা জানো। কারওকে

BanglaBook.org

দেখা মাত্র হৃদয়ে যে আলোড়ন ঘটে যায় তা অন্য জন্মের সম্পর্ক প্রকাশ করে। ধরো, কোনও সুর ভেসে এল কানে আর তোমার কান্না পেয়ে গেল। অথচ তখন হয়তো তোমার মন আনন্দে পরিপূর্ণ। তা হলে কান্না পেল কেন? ভারতীয় দর্শন ব্যাখ্যা দেবে—এই সময় তোমার মনে ওই গান দ্বারা কারও সঙ্গে জন্মান্তরে ঘটে যাওয়া সম্পর্ক অনুরণিত হচ্ছে। এ কালের স্নায়ুবিদ ব্যাখ্যা করবেন, ওই স্বর, ওই সুর, তোমার সেই স্নায়ুতে অভিঘাত হেনেছে, যার দ্বারা কান্না উৎপাদিত হয়।

জন্মান্তরের রহস্য আমাদিগকে টানে। আজও, আমাদের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাপ্রভাবিত মন জন্মান্তরের প্রেমকাহিনী দেখতে সিনেমা হলে, ছুটে যায়। আগেকার কালে বলত—'আর জন্মে যেন তোমাকে পাই।' আহা! কী মধুর বিশ্বাস! কবি কালিদাস জন্মান্তরে বিশ্বাস করতেন। তাঁর রঘুবংশের শ্লোক—"মনো হি জন্মান্তর-সংগিতজ্ঞং"। মনই জন্মান্তর সম্পর্ক বুঝতে পারে। সে-উপলব্ধি দেহবোধনিরপেক্ষ। শোনা যায় মহাতপস্বী জড়-ভরত, মৃগজন্ম স্মরণ করতে পারতেন।

শাস্ত্রে বলে, দুঃখ একুশ রকম। কেমন করে?

জীবের দুঃখের আয়তন শরীর। জীবের দুঃখের সাধন ষড়িন্দ্রিয়। এই ষড়িন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ষড়বিষয়। এই ষড়বিষয়ে ষড়বুদ্ধি এবং সুখ। তা হলে দাঁড়াল কী! শরীর এক, ষড়িন্দ্রিয় মিলে সাত। ষড়বিষয় মিলে তেরো। ষড়বুদ্ধি মিলে উনিশ। এবং সুখ মিলে কুড়ি। বাকি রইল এক। তার নাম মুখ্য দুঃখ। মোট একুশ। এই একুশ বিষয় আগলে বসে আছে প্রেম। বিবিধ প্রেম। নরতে-নারীতে প্রেম এইরূপ—

নরতে-নারীতে প্রেম
শাস্ত্রে লিখা আছে।
নারীতে-নারীতে প্রেম
সখিত্ব হয়েছে। ॥
নরতে-নরতে প্রেম
সখা নাম পেল।
হে সখা হৃদয়ে রহো
হৃদি দগ্ধ হল ॥

BanglaBook.org

হৃদি-হৃদি, প্রেম-প্রেম, কোনও বাধা মানে না গো, মানে না।

সেই প্রাচীনকালের কথা ভাবো, সেই সুর-অসুর, দানব-দেবতার কাল! মরি মরি! কী সময় ছিল তখন প্রেমের। প্রেম আর কাম যেন চাঁদের এপার আর ওপার। স্বর্গের অপ্সরী মোহিনীর কিছু বাক্য শ্রবণ করা যাক।

ব্রহ্মাকে দেখে মোহিনী মুগ্ধ হলেন। কিন্তু ব্রহ্মার কোনও ভাবান্তর ঘটল না। বিরহ অনলে দগ্ধ হতে হতে মোহিনী কৃশ হলেন। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে সকল উপপতিকে বিস্মৃতা হলেন। কামপীড়নে ক্ষণে উপবেশন, ক্ষণে উত্থান, ক্ষণে শয়ন—এইরূপ করতে লাগলেন। তপ্তপাত্রে প্রদত্ত ধান্যের ন্যায় তিনি হয়ে উঠলেন অস্থির ও চঞ্চলা।

তাঁর এই অবস্থা দেখে রম্ভা বললেন—ত্রিভুবনে সকলেই ইন্দ্রিয়ের সুখের জন্য ব্যগ্র। যেহেতু কান্তের প্রতি প্রাণ সর্বদা ধাবমান। তাতে লজ্জার অবকাশ নাই। ত্রিভুবনে আত্মার চেয়ে অধিক প্রিয় কিছু হতে পারে না। কান্তের প্রতি আমাদের যে অনুরাগ, তা কেবল নিজের স্বার্থের জন্য। তাঁকে পতিরূপে স্নেহ করি, যে পর্যন্ত আত্মার সম্বন্ধ থাকে। হে সখি, আমাকে দেখো। আমিও সকামা হয়ে অভিলষিত স্থানে গমন করছি।

মোহিনী বললেন—রম্ভে! যে অবধি নির্জন উদ্যানে চতুরাননকে দেখেছি, সেই অবধি কামানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে। তদবধি আমার আহার্যে রুচি নাই। কোন সময় চাঁদ উঠছে, সূর্য উঠছে, জানতেও পারি না । সখি, এখন আমার স্বপ্ন আর জ্ঞানে কোনও পার্থক্য নাই। কোনটা স্বপ্ন, কোনটা জ্ঞান আলাদা করে বুঝতে পারি না। আমার প্রাণ নিয়ত তাঁর অভিলষিত আলিঙ্গনকেই ইচ্ছা করে। ক্ষণকালের মধ্যে এ ইচ্ছা পূর্ণ না হলে অবিলম্বেই এই প্রাণ প্রাণেশের জন্য দেহে থেকে নির্গত হবে। প্রিয়সখি, অধিক কী বলব, আমার স্বর্ণ সদৃশ দেহ কামানলে দগ্ধ ও বিকৃত হচ্ছে। আমি কী উপায় করি, লজ্জা পরিত্যাগ কি শরীর পরিত্যাগ করি, তা বলো।

ভাই হে, বুইন হে, দাদা হে, দিদি হে, হে শিক্ষিত বইচোখো জনগণ—সুরলোকেই যদি এই তো নরলোকে কী হয়?

সকলেই কাম চরিতার্থ করিতে ইচ্ছা করে। সকলেই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি না করিয়া প্রবৃত্তির মহানল জপে। তো মনুষ্যে কী দোষ করিল। দেবতাদের তুলনায় মানুষ প্রকৃতির প্রত্যক্ষ আপনজন, কেন-না মানুষ অন্যান্য পশু-পক্ষী ও ইতর প্রাণীগণের ন্যায় প্রকৃতিজাত। দেবতার উৎস বলি, আমার সাধ্য কী! হইতে পারে দেবগণ উভয়ে উভয়কে জন্ম দেয়। আমি তোমা হইতে জন্মলাভ করি, তুমি আমা হইতে জন্মলাভ করো। প্রভু, তোমার লীলা কে বোঝে! মনুষ্যে বোঝে না। তেমতি, হে প্রকৃতি, তোমার লীলাই বা কে বোঝে? মনুষ্যে বোঝে না। ফলতঃ, যাহা বুঝিল না, তাহা হইতে ভীত হইল। যে-ঘটনা নব্বইভাগে ঘটে, তাহা যখন ঘটিল না, বাকি দশভাগকে অন্যায্য চিহ্নিত করিল। স্মরণ করিল না যে ইহাও প্রকৃতির দান।

হ্যাঁ, এ কথা সত্যি যে প্রকৃতির রহস্য যা-কিছুই উন্মোচিত হয়নি, তদবধি মানুষ তাকে অন্যায় জ্ঞান করেছে, কেন-না মানুষ অজ্ঞতাকে ভয় পায়। এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত আলেয়া পদার্থটিকে লোকে ভূতের মুখের আগুন জ্ঞান করত। আমরা

BanglaBook.org

জানি, ভূতের মুখে উৎপন্ন হয় মিথেন গ্যাস। একটি কার্বন অণুর সঙ্গে চারটি হাইড্রোজেন অণুর গভীর সংযুক্তি!

নরতে-নরতে টান, নারীতে-নারীতে—অদ্যাবধি আমাদের কাছে অপ্রাকৃতিক। আমরা অর্থাৎ কে? কারা? আমরা ভাই, আমরা সাধারণ মানুষ।

মাসে আনি, দিনে খাই
ব্যাঙ্কে কিছু টাকা জমাই

আমরা, বাঁধা পথে চলি, বাঁধা কথা বলি, দ্বিধা আর ভয় দ্বারা আমাদের অষ্টপৃষ্ঠ বাঁধা। এমনকী, আমাদের একান্ত প্রিয় গোপনীয়তা বিষয়েও আমরা স্বাধীন মতামত দেবার সাহস পাই না।

কিন্তু কেউ কেউ পারেন, যাঁরা শিল্পী এবং আপন অস্তিত্বের কাছে সৎ। কেউ কেউ পারেন, যাঁরা শিল্পী নন কিন্তু অস্তিত্বের সংকট তাঁদের দেওয়ালের মুখোমুখি করে দেবার পর তাঁরা ঘুরে দাঁড়াতে সাহসী।

অতি সাম্প্রতিক দু'-একটি ঘটনা বর্ণনা করি।

ব্রিটেনের ডেভিড হকনি একজন অসামান্য শিল্পী। প্রকৃতিতে সমকামী এই শিল্পী বা চিত্রকর নিজের শিল্পের ক্ষেত্রেও অসৎ থাকেননি। নিজের জীবন-যাপনকে তিনি অনায়াসে চিত্রকলার বিষয়বস্তু করেছেন। অ্যামেরিকান চিত্রশিল্পী পিটার স্কেলসিংগারের প্রেমে পড়েছিলেন হকনি। পাঁচ বছর, ১৯৬৬ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত একসঙ্গে ছিলেন তাঁরা। স্কেলসিংগারের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে যাবার পর ভেঙে পড়েছিলেন হকনি।

হকনি সমসাময়িক জীবনযাপনকে চিত্রিত করেছেন। তারই মধ্যে তাঁর সমকাম-প্রবৃত্তি ধরা ছিল। সমকামকে স্বীকৃতি দেবার যে দীর্ঘকালের আন্দোলন—তার মধ্যে সরাসরি তিনি জড়াননি। তবু তিনি নিজের মতো করে নিজের সত্য অঙ্কন করেছেন।

তাঁরই সমসাময়িক ম্যারিয়ো ডাবস্কি। ডাবস্কি পুরুষানুক্রমে ব্রিটেনের নন। তাঁর পিতা রিফিউজি হিসেবে ব্রিটেনে আসেন এবং ধীরে ধীরে ব্রিটিশ সংস্কৃতির সঙ্গে বসবাস করতে শুরু করেন।

হকনির মতোই ডাবস্কি সমকামী। হকনির মতোই তাঁরও শিল্পের বিষয় ছিল মানুষ। কিন্তু হকনির চেয়েও আরও বৃহত্তর জগতে তিনি পৌঁছেছিলেন। শুধুমাত্র মানুষের বহির্জগত নয়। তাঁর বিষয়ান্তর্ভুক্ত ছিল 'the psyche, the soul, the mind, the inner life of humankind.'

এখানে লক্ষ্যণীয়, inner life of man-kind নয়, Human-kind। Human-kind অর্থাৎ যার মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের বিভেদ রাখা হচ্ছে না। প্রাধান্যও নির্দেশ করা হচ্ছে

BanglaBook.org

না। ডাবস্কির মানবপ্রকৃতির মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল 'myth and legend, the figures angry or rebellious, reflective, powerful or submissive.'

ডাবস্কির বন্ধু ছিলেন জন বাটন। অন্য এক জন চিত্রশিল্পী। জন বাটনই ডাবস্কিকে নিয়ে যান গে অ্যাকটিভিটিস অ্যালাইয়েন্সের আন্দোলনে। ডাবস্কি আসার পর গে লিবারেশন মুভমেন্ট আরও জোরদার হয়।

এরপর অতি সাম্প্রতিক এক শিল্পীর নাম করা যেতে পারে। ডেনিস ও সুলেভিন। উনিশশো আটাত্তরে 'টয়লেট পিস' নামে একটি স্থাপত্যকীর্তি সৃষ্টি করেন তিনি। এই প্রকাশ সমকামী জীবনের স্বীকৃতি আন্দোলনকে আরও তীব্রতর করে। এবং, এর পরেও, শিল্পী সুলেভিন, মানবজীবনের আরও একটি যন্ত্রণার মধ্যে প্রবেশ করেন—সে-যন্ত্রণার নাম 'তৃতীয় সত্তা'। থার্ড সেক্স। শুধুমাত্র হোমোসেক্সুয়াল বা লেসবিয়ানদের কথা না ভেবে তিনি অ্যান্ড্রোজিন বা হারমাফ্রোডাইট বা উভলিঙ্গ ব্যক্তিদের জীবনে প্রবেশ করেন। চারকোল মাধ্যমে আঁকা এ বিষয়ে তাঁর একটি বিখ্যাত ছবি Transvestite with torn Stocking.

বিখ্যাত গায়ক ফ্রেডি মার্কারি, এলটন জন, বিখ্যাত ডাইভার গ্রেগ লোগানিস, নামকরা ফ্যাশন ডিজাইনার জিয়ানি ভারসাচি এবং চিরকালের সেরা টেনিস প্লেয়ার মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা—এঁরা প্রত্যেকেই প্রতিভাবান, স্বাভাবিক, সুন্দর এবং সমকামী।

খেলোয়াড়রা স্বীকৃতি দিয়েছেন। প্রতিভাবানেরা স্বীকৃতি দিয়েছেন। গায়করা স্বীকৃতি দিয়েছেন। চিত্রকরেরা স্বীকৃতি দিয়েছেন। শিল্প তার নিজস্ব উপলব্ধিতে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু আমরা দিইনি। দিতে পারিনি। আমরা, স্বাভাবিকতা এবং অস্বাভাবিকতার ব্যাকরণ হাতে মুখোমুখি থমকে দাঁড়িয়ে আছি কত বর্ষ ব্যাপী। সমাজের কাছে চূড়ান্ত গ্রহণযোগ্য সর্বার্থে একজন পূর্ণাঙ্গ পুরুষ এবং পূর্ণাঙ্গ নারী। কিন্তু এর বাইরে যা কিছু, তার বেলা?

BanglaBook.org

মানুষ কে?

যার মন আছে, হুঁশও আছে।

হুঁশ কার দ্বারা অনুভূত হয়?

পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা।

কী কী সেই ইন্দ্রিয়?

ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষুঃ, ত্বক ও শ্রোত্র।

মহর্ষি বাৎসায়নের মতে মনও ইন্দ্রিয়। আর মহর্ষি গৌতমের মতে সমস্ত ইন্দ্রিয়-ই প্রাপ্যকারী। অর্থাৎ গ্রাহ্য বিষয়কে প্রাপ্ত হয়েই প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে।

কোন মানুষ-ই বা এই প্রত্যক্ষে অপারগ? সমকামী? বিপরীতকামী? উভকামী?

না। কেউ না।

কে এই প্রত্যক্ষে পারঙ্গম?

সকলেই।

BanglaBook.org

পরশ্রুতি

৩ জানুয়ারি

আজ আমি হোপ—সি সি আই-তে জয়েন করলাম। আমি শ্রুতি বসু। মাধ্যমিকের স্টার। উচ্চমাধ্যমিকে সাতশো চোদ্দো। আমি হোপ—সি সি আই-তে, আমার পদ ফিল্ড অ্যাসোসিয়েট, কর্মক্ষেত্র শিয়ালদা স্টেশন, মাস-মাহিনা সাকুল্যে, কেটে-কুটে দেড় হাজার টাকা। আমি শ্রুতি বসু, ট্রেনে আসা যাওয়া করতে আমার খরচ, মান্থলি করে নিলে, একশো টাকা। রোজ পাঁচ টাকার খেলে টিফিন শ' দেড়েক। সব মিলিয়ে পাঁচশো টাকাও যদি আমার খরচ হয় তো বাবার হাতে আমি দিতে পারি এক হাজার।

ওয়াহ্! হোয়াট আ পারফরমেন্স!

হোপ—সি সি আই। আজ শেয়ালদার গ্লোব নার্সারি থেকে আমি একটি জবাগাছ কিনে এনেছি। রক্তজবা। নাম দিয়েছি হোপ। আশা। কীসের আশা? কে জানে! আমি যে গাছের নাম দিয়েছি তা কেউই জানে না। ওলু—ও তো বোঝেই না কিছু। বাবা—কোনও মতে শরীরের খাঁচা নিয়ে বেঁচে আছে। কাকে আর কী বলব! এসব আমার। আমার একার। কোনটাই বা আমার একার নয়! দু'বছর আগেও মনে হত আমি-ওলু-বাবা একটা নিউক্লিয়াসের মতো। ফ্যামিলি নিউক্লিয়াস। এখন মনে হয় আমরা অরবিটে ঘুরছি। যার যার টানে। আসলে আমরা প্রত্যেকেই নেগেটিভ চার্জার। ইলেকট্রন। আমরা একই অ্যাটোমে বাস করছি বটে, কিন্তু আসলে আমাদের কোনও টান নেই।

টান মানে কী! টান একটা অনুভব। একটা আবেগস্পন্দিত আকর্ষণ! কারও থাকা বা না-থাকার কল্পনায় যা এনে দেয় এমনকী নিজের অস্তিত্বের টানা-পোড়েন! আমাদের মধ্যে এসব নেই। এসব কিচ্ছু নেই। ওলু যখন জন্মাল তখন আমাদের বাড়িতে প্রথম শ্যাওলা ধরেছিল। বিষণ্ণ, এঁদো, অপ্রয়োজনীয় শ্যাওলা। মা মরে যাবার পর সেই শ্যাওলা ছাইতে লাগল ঘর-উঠোন। যতটুকু বাকি ছিল সেটুকু

BanglaBook.org

আমি সম্পন্ন করেছি। বাবা অসুস্থ। উদাসীন। সব কিছু থেকে সরতে সরতে একেবারে নিজের জন্য নিজে। ওলু আছে ওলুর মতোই। আমি, বিশ্রী-ব্যর্থ-বিচ্যুত, প্রায় আত্মহননের শামিল হয়ে বসে আছি। ছিটকে যাব যে কোনও দিন।

না। আমি আর ছিটকোব কোথায়, যত দিন ওলু আছে!

হোপ—সি সি আই। একটি এন জি ও। নন গভর্নমেন্টাল অরগানাইজেশন। বাংলায় বলতে গেলে, বেসরকারি? না। বেসরকারি এখানে খাটে না। অসরকারি? চলতে পারে। অদরকারির সঙ্গে মিলিয়ে অসরকারি। সে যাই হোক। এটি সমাজকল্যাণমূলক অবাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। সি সি আই। চাইল্ড কেয়ার ইন্সটিটিউট। হোপ, এর একটি শাখা, যেমন, বিকাশ, নারী, সন্ধি—এসবও এর শাখা। একেকটি শাখার কাজ একেকরকম। হোপ পথশিশুদের নিয়ে কাজ করে। বিকাশ কাজ করে বয়ঃসন্ধিকালের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে। নারী, মাতৃকল্যাণ আর সন্ধি সম্ভবত পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি সংক্রান্ত। প্রত্যেকটি শাখার কাজ এক দিনে জানা সম্ভব নয়।

প্রথমদিনের অভিজ্ঞতা হিসেবে আজকের দিনটি বেশ উচ্চকিত। যেদিন জানলাম আমার চাকরিটা হয়ে গেছে, সেদিন এক ঝলক আনন্দ হয়েছিল। চাকরি! চাকরি যে আমাদের একটা দরকার সে নিয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু, আমি, আমার একটা চাকরি যে সত্যি হবে, তা নিয়ে ঘোর সন্দেহ ছিল। ইতিমধ্যে পাবলিক সার্ভিস কমিশন, স্টাফ সিলেকশন কমিশন, ব্যাঙ্কিং—যা যা পেয়েছি, দিয়েছি। যেগুলোর রেজাল্ট বেরিয়েছে সেগুলোতে আমি নেই। থাকবে না জানতাম কারণ এ হল আমার অসাফল্যের সময়। নষ্ট হওয়ার সময়। ব্যয় হওয়ার সময়। যেমন বাবা, এতদিন ব্যয় হয়েছে। এখন ক্ষয়িত। দিন দিন ক্রমশ পঙ্গু হতে থাকা, 'দ' হতে থাকা মানুষ! ক্ষয়ের জন্য প্রত্যেকটি মানুষের জীবনেই হয়তো-বা কিছু নির্দিষ্ট সময় থাকে। কারও কারও ক্ষেত্রে এ সময় পুরো জীবন জুড়েই।

শুধু তো সরকারি চাকরি নয়, বেসরকারি চাকরির জন্যও কম ঘুরিনি এই দু' বছর। হয়নি, কিছুই হয়নি। আমাদের অবস্থা দেখে লতিকা পিসি আমাকে শ্যামলকাকুর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিয়েছিল। এখানে সবাই শ্যামলকাকুর সঙ্গে লতিকাপিসির সম্পর্কটা জানে। আমিও জানি। তার জন্য লতিকাপিসিকে কেউ খারাপ বলে না। কিংবা বলে হয়তো। শ্যামলকাকুর ভয়ে আড়ালে বলে। আর আমি যেহেতু কোনও আড়ালের সংসর্গ করি না, তাই আমার কানে আসে না। যাই হোক, লতিকাপিসি আমাকে শ্যামলকাকুর কাছে এজন্য পাঠিয়েছিল যে শ্যামলকাকু পার্টি করা মানুষ, অনেক লোকের সঙ্গে চেনাশুনো আছে, এ পাড়ায় অনেক ছেলেকে শ্যামলকাকু চাকরিতে ঢুকিয়েছেন। সেভাবে আমারও যদি একটা হিল্লে হয়।

শ্যামলকাকু চেষ্টা করেছিলেন। সেইসময় যেখানে যেখানে চেষ্টা করা তাঁর পক্ষে

BanglaBook.org

সম্ভব ছিল, করেছিলেন। শ্যামলকাকুর কথামতো চারটে অফিসে ঘুরেছি। কাজ হয়নি। ওই চারটের মধ্যে দুটো ছিল ডায়াগনস্টিক সেন্টার কাম নার্সিংহোমে রিসেপশনের কাজ। আর দুটো দুই কম্পিউটার ইন্সটিটিউটে রিসেপশনে। লতিকাপিসির কাছে শুনেছি শেষ দুটো বাতিল হয়েছে কম্পিউটার জানি না বলে, আর প্রথম দুটো বাতিল হয়েছে, আমি রিসেপশনে বসবার মতো দেখতে নই বলে। তবু ভাল, জেনেছি, কেন বাতিল হলাম। অবশ্য তাতে লাভ কী? শোধরানো তো যাবে না। চেহারা ভাল করা অসম্ভব। কম্পিউটার শেখাও। এখন কম্পিউটার শেখার জন্য বাড়তি এক হাজার টাকাও আমাদের খরচ করার অবস্থা নেই।

যেখানেই ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছি, সেখানেই একটি অসুবিধে আমার হয়েছে। আমার সি ভি-তে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের পার্সেন্টেজ দেখার পর গ্র্যাজুয়েশনে পৌঁছে প্রত্যেকের ভ্রূ কুঁচকেছে। এমনকী শ্যামলকাকুরও। অনেকে বিস্ময় চাপতে পারে না। প্রশ্ন করে ফেলে। অনেকে নিজস্ব ভদ্রতাবোধে অম্লান। আমি নির্বিকার হাসি। কী বলব! আমি, শ্রুতি বসু, আমার অধঃপতিত অবস্থার কী ব্যাখ্যা দেব? তা ছাড়া, মেয়েদের অধঃপতন এখনও মানুষ সহজে মনে আনতে পারে না। তার মধ্যে আমার মতো সাধারণ চেহারার মেয়ে।

এই চাকরিটা অবশ্য কিছুটা লতিকাপিসির জন্যই। আমার ওপর লতিকাপিসির একটা আলাদা স্নেহ আছে। বজবজ মতিনগর প্রাইমারি স্কুলে লতিকাপিসি যেবার চাকরি পেল সেবারই আমি ওয়ানে ভর্তি হলাম। মা আমাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে লতিকাপিসির সঙ্গে দিয়ে দিত। মার সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব ছিল পিসির। মা মারা যাবার পর পিসি ক'দিন খুব কেঁদেছিল। কদবেল খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। ওইসব মাখা খেয়ে মার আর পিসির বহু দুপুর কেটে গিয়েছে। আমি যখন কেরিয়ার ডুম করে বাড়ি ফিরে এলাম, পিসি দারুণ দুঃখ পেয়েছিল। ভয়ানক চটে গিয়েছিল আমার ওপর। পিসি নিজে প্রাইমারি স্কুলে পড়ায়। কিন্তু পিসির স্বপ্ন ছিল অধ্যাপক হবে। আমার উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট দেখে পিসি নিশ্চিত ছিল আমি অধ্যাপক হচ্ছিই। নাকি অধ্যাপিকা?

অনেকদিন হল আর্থিক অনটনে আমাদের বাড়িতে খবরের কাগজ রাখা হয় না। আমি রোজই একসময় লতিকাপিসির বাড়ি যাই আর কাগজ ওল্টাই। মাস দুয়েক আগে স্টেটসম্যানের ক্লাসিফায়েডে হোপের বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ল। তিথি কী ছিল কে জানে! আমার পক্ষে শুভ ছিল নিশ্চয়ই। দেখলাম তিনটি পদের জন্য বিজ্ঞাপন—প্রোগ্রাম অফিসার, প্রোগ্রাম অ্যাসোসিয়েট এবং ফিল্ড অ্যাসোসিয়েট। প্রথম দুটির জন্য চেয়েছিল যে কোনও বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রি অথবা মাস্টার ইন সোশ্যাল ওয়ার্ক, সেই সঙ্গে যথাক্রমে দশ বছর ও পাঁচ বছরের এন জি ও অভিজ্ঞতা। ফিল্ড অ্যাসোসিয়েটের জন্য ছিল গ্র্যাজুয়েট এবং দু' বছরের

BanglaBook.org

অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতা চেয়েছে দেখে একটু দমে গিয়েছিলাম। তা ছাড়া ফিল্ড অ্যাসোসিয়েট মানে যে কী, হোপ—সি সি আই কী, সে সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না। পিসিকে জিজ্ঞেস করলাম—এন জি ও-দের সম্পর্কে তোমার কোনও ধারণা আছে?

পিসি বলল—আছে। কেন?

—না, এখানে একটি এন জি ও লোক নেবে। গ্র্যাজুয়েশন লেভেল অবধি আছে। কিন্তু দু' বছরের অভিজ্ঞতা চায়।

পিসি বলল—দেখি, কী এন জি ও।

কাগজটা দিলাম। পিসির মুখটা দেখলাম বেশ উজ্জ্বল-উজ্জ্বল লাগছে। বলল—সি সি আই-তে আমার এক বন্ধু আছে। ছোট ভাইও বলতে পারিস। অমল। তুই অ্যাপ্লাই করে দে সু, আমি অমলের সঙ্গে যোগাযোগ করব।

আমি বললাম—কিন্তু দু' বছরের অভিজ্ঞতা চেয়েছে যে।

পিসি বলল— তা চাক। তুই অ্যাপ্লাই করে দে। আর অ্যাপ্লিকেশনের একটা কপি আমাকে দিয়ে দিস। তবে, যত দূর জানি, ওদের কাজে খুব ঘোরাঘুরি করতে হয়।

বললাম—তুমি ভুলে যাচ্ছ পিসি, আমি সেলসে চাকরি করব বলেও ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম।

পিসি একটু ভাবল। বলল—অমলের বাড়িটা আমি চিনি। কিন্তু ওর টেলিফোন নম্বর—দেখ তো সি সি আই-এর নম্বর আছে কি না।

নম্বর ছিল। পিসি একদিন ফোন করে অমল সরকারের নম্বর নেয়। এরপর আমাকে তিনদিন ইন্টারভিউ দিতে হয়। একদিন লিখিত, দু' দিন মৌখিক। শেষ দিন অমল সরকার নিজে আমার ইন্টারভিউ নিলেন। চাকরি হল। পিসি বলেছিল কারওকে কোনও দিন যেন না বলি, অমল সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের কথা। বলব না। বলব কেন? আমার চাকরিটা জরুরি। তবে হ্যাঁ, অমল সরকারকে দেখে আমি অবাক হয়েছি। হোপ—সি সি আই-এর একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর উনি। অথচ পোশাকে-আচরণে এত স্বাভাবিক, সাধারণ যে না বললে বোঝা যাবে না ওঁর পোস্ট কী।

এখানে স্যর-ম্যাডাম এসব বলার নিয়ম নেই। সবাই সিনিয়রদের দাদা বা দিদি বলে সম্বোধন করে। আমাকেও করতে হবে। তাই, লতিকাপিসির বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও আমি অমলদা বলেই অমল সরকারকে ডাকতে প্রস্তুত হচ্ছি। আর মজার ব্যাপার হল, অমলদার সঙ্গে লতিকা পিসিকে নিয়ে আমার একটি কথাও হয়নি।

কথা প্রসঙ্গে কোথায় চলে এলাম।

হোপ—সি সি আই-এর অফিসটা রিপন স্ট্রিটে। চারতলা বড় বাড়ি। নীচে

BanglaBook.org

ক্লাশরুম। দোতলায় অফিস। খুব সাজানো অফিসটা। তিনতলায় বাচ্চাদের সিক বে এবং মেয়ে-শিশু ও বালিকাদের থাকার জায়গা। চারতলায় লাইব্রেরি, সভাঘর, শোভাদির কোয়ার্টার। শোভাদি কাগজে-কলমে পি. এ. কিন্তু সারা বাড়িটার দেখাশুনো করার কাজ ওঁর।

আমি অবশ্য প্রথমে এসব কিছুই দেখিনি। দেখলাম আজ। এখানকার নিয়ম হল, কেউ প্রথমে যোগ দিলে, তাকে সমস্ত সেন্টারগুলো ঘুরিয়ে আনা হয়। তার একটা অফিসিয়াল নাম আছে। এই ঘুরে দেখানোকে বলে ওরিয়েন্টেশন। অভিধানের ভাষায় যার মানে—মানসিক অভিযোজনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ। এইটুকুতে কী যে ওরিয়েন্টেশন হয় কে জানে! আমার অন্তত আলাদা করে কিছু হয়নি। অভিযোজন আমার আপনি হবে কারণ আমি চাকরিটা হারাতে চাইব না।

আমাকে আজ এই অফিসে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছিল ঠিক ন'টায়। পৌঁছনোর পর বলা হল, অন্য কোনও দিন আমাকে বাকি সেন্টারগুলো ঘুরিয়ে দেখানো হবে, আজ আমি যেন নীলাদির সঙ্গে শেয়ালদা চলে যাই। নীলাদি আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। আমি নীলাদির জায়গাতেই যাচ্ছি। নীলাদি এ বাড়ির একতলার স্কুলে বদলি হয়েছে।

প্রথম দিনই লক্ষ করেছিলাম এখানে পুরুষের চেয়ে মহিলা কর্মীর সংখ্যা বেশি। তার কারণও, অমলদা ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, যেহেতু পরিত্যক্ত, অবহেলিত, গৃহহারা পথশিশুদের নিয়ে আমাদের কাজ, সেহেতু ওদের স্নেহ-মায়ার পরিমণ্ডল দিতে মহিলাদের এখানে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। অর্থাৎ এখানে প্রত্যেক মহিলা-কর্মী নিজের মাতৃসত্তা প্রয়োগ করবে, পুরুষরা তাদের পিতৃসত্তা। আমি নির্বাচিত হওয়ার পর মীনাক্ষীদি ও মঞ্জুশ্রীদি এই প্রতিষ্ঠানের কিছু অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বুঝিয়েছিলেন। অমলদার পরেই মীনাক্ষীদি ও মঞ্জুশ্রীদি। পি ও। মানে প্রোগ্রাম অফিসার। ওঁরা বলেছিলেন—বাচ্চাদের, সবসময় মনে করতে হবে, আমাদের বাড়িরই বাচ্চা। আমাদের ভাই-বোন-সন্তানের মধ্যে এবং ওদের মধ্যে কোনও তফাত করা চলবে না। বাচ্চাদের প্রহার করা চলবে না। বকা যেতে পারে, কিন্তু এমনভাবে নয় যে ওদের মনে আঘাত লাগে। ওদের সামনে উঁচু আসনে বসা যাবে না। ওদের লাঠি দেখিয়ে ভয় পাওয়ানো চলবে না। জোর করে ওদের দিয়ে কিছু করানো যাবে না। ওদের আত্মসম্মানবোধ ক্ষুণ্ণ হয় এমন কোনও কথা ওদের বলা যাবে না। ওদের মধ্যে এই বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে হবে যে এই সেন্টার আসলে ওদের বাড়ি।

আমি খুব মন দিয়েই প্রত্যেকটি কথা শুনেছি। মাতৃত্ববোধ কী আমি জানি না। তবে, শিশুদের ভালবাসতে গেলে কোনও পরিশ্রম নেই। যুদ্ধ নেই। ওরা এমনিই

BanglaBook.org

ভালবাসার জিনিস। কাজটা আমার পক্ষে খুব কঠিন হবে বলে মনে হয় না। মোদ্দা কথা যদি হয় বাচ্চাদের প্রতিপালন তবে সে অভিজ্ঞতা আমার ওলুকে দিয়ে হয়ে গেছে। আসলে বাচ্চাদের সঙ্গে মিশতে গেলে নিজের আইডেনটিটি নিয়ে ভাবলে চলবে না। আমি কে, আমি কী, আমার বয়স কত— এসব ভুলে যেতে হবে। বাচ্চাদের সঙ্গে আত্মভোলা না হয়ে উপায় নেই। ওরা কোনওদিন ম্যাচিওর লোকজনকে কাছে টানে না।

একবার লতিকাপিসির সঙ্গে 'মিঃ নটবরলাল' দেখতে গিয়েছিলাম। একটি দৃশ্য ছিল যাতে অমিতাভ বচ্চন বাচ্চাদের সঙ্গে থেকে গল্প বলছেন, একটি বাঘের গল্প, বাচ্চারা হাঁ করে শুনছে। অমিতাভ বচ্চনের অভিনয় আমার সব সময়ই অসাধারণ লেগেছে। কিন্তু ওই দৃশ্যটি দেখে মনে হয়েছিল, নিজের মধ্যে একটি শিশুকে বাঁচিয়ে রাখতে না পারলে ও-জিনিস সম্ভব নয়।

আমার কাজ কী, সে হিসেব এখনও আমার কাছে পরিষ্কার নয়। অফিস থেকে নীলাদির সঙ্গে বেরুলাম যখন, নীলাদি, সেন্টারে পৌঁছে কী কী খাতা আমায় বুঝিয়ে দেবে তার ফিরিস্তি দিতে শুরু করল। আমি অবশ্য কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। বোঝার ভান করে হ্যাঁ, হুঁ করছিলাম। দারুণ উত্তেজনা হচ্ছিল ভেতরে। চাকরি। প্রথম চাকরি। আমরা, আমি-বাবা-ওলু কি বেঁচে গেলাম? ধুর, দেড় হাজার টাকা দিয়ে কী হবে? বাবাকে ভাল ডাক্তারই তো দেখাতে পারব না। দেখালেও, ওষুধের খরচ? গত বছর বাবাকে ডাঃ জি পি সেনের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। বাবা সুস্থ হবে এমন ভরসা উনি দেননি কিন্তু বাবার ব্যথা কমাবার জন্য ওষুধ দিয়েছিলেন। একেকটি ক্যাপসুল পঁয়ত্রিশ টাকা। বেশিদিন চালাতে পারিনি। তবু, চাকরি বলে কথা, না খেয়ে মারাও যেতে পারতাম আমরা, বছরখানেক বাদেই। অবশ্য এটাও কিছু একটা ভরসার চাকরি নয়। কন্ট্রাক্ট সার্ভিস। এক বছরের চুক্তি। এক বছর কাজ-কর্ম দেখে, পরের বারের স্যালারি বাড়ানো হবে এবং নতুন চুক্তি করা হবে। এই ব্যাপারটার অফিসিয়াল নাম— অ্যাসেসমেন্ট। আভিধানিক অর্থে মূল্যায়ন। কীভাবে আমার মূল্যায়ন হবে তার কোনও গাইডলাইন আমাকে দেওয়া হয়নি। এক বছর পর কী হবে কে জানে!

অবশ্য, লতিকাপিসি আমার ভরসা।

হাঁটতে হাঁটতে আমি আর নীলাদি রিপন স্ট্রিটের মুখটায় এসে দাঁড়ালাম। এই জায়গাগুলো আমি একেবারেই চিনি না। হস্টেলে থাকতে আমার যতটুকু প্রয়োজন সব উত্তর কলকাতাতেই মিটে যেত। মধ্য বা দক্ষিণ কলকাতায় আমি কখনও আসিনি। প্রথম দিন যখন ইন্টারভিউ দিতে আসি বাবা কিছুটা বুঝিয়ে দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও অন্তত চারজনকে জিজ্ঞেস করতে করতে এসেছি। বজবজ থেকে ট্রেনে শেয়ালদা, সেখান থেকে বাসে রিপন স্ট্রিট।

BanglaBook.org

একের পর এক বাস আসছে, নীলাদি উঠছে না। প্রায় তিনটে বাজে তখন, এমন নয় বাসে খুব ভিড় আছে। প্রত্যেকটা বাসই শিয়ালদা-শিয়ালদা বলে চিৎকার করছিল। নীলাদি বলল—'ফরটি ফাইভ বি-তে যাব। ওটা স্টেশনের ভেতরে যায়।' দাঁড়িয়ে রইলাম। কুড়ি মিনিট পর একটা ফরটি ফাইভ বি এল। উঠে পড়লাম। সত্যি বাসটা স্টেশন চত্বরে ঢুকে গেল। বাস থেকে নেমে নীলাদির সঙ্গে হাঁটতে শুরু করলাম। নর্থ স্টেশন আর সাউথ স্টেশনের ঠিক মাঝখানে একটা চওড়া গেট, তার মধ্যে দিয়ে একটি চওড়া এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা সোজা পুব দিকে গিয়েছে। এতদিন ধরে শেয়ালদায় আসছি, এখানে যে এরকম একটি রাস্তা আছে লক্ষই করিনি।

নীলাদি সমানে কথা বলছিল, আমার খবর নিচ্ছিল, বাড়িতে কে কে আছে, কীভাবে আসি, কতক্ষণ লাগে। আমি উত্তর দিচ্ছি আর দু' পাশ দেখছি। রেলের বিশাল বিশাল গো-ডাউন। আর পি এফ পুলিশ ব্যারাক। পোর্টারদের থাকবার জায়গা। এরপর এল পাওয়ার হাউস। একদিকে পাওয়ার হাউস, একদিকে ইউনিয়ন অফিস। হঠাৎ ইউনিয়ন অফিসের পাশে একটি ঘরে ঢুকে পড়ল নীলাদি। আমিও ঢুকলাম কিন্তু প্রথমে কিছুক্ষণ কোনও কিছু দেখতে পেলাম না, বরং তুমুল হইচই শুরু হল। নীলা আন্টি, নীলা আন্টি, নীলা আন্টি। এক দঙ্গল বাচ্চা ছুটোছুটি শুরু করল। কেউ নীলাদির ব্যাগ টেনে নিল। কেউ হাত ধরে ঝুলে পড়ল। কেউ কোমর জড়িয়ে ধরল। আমাকে অবশ্য কেউ কিছু করল না। নীলাদি চ্যাচাতে লাগল—ছাড় ছাড় ছাড়। কে একজন ডিগবাজি খেল। কে একজন আরেকজনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। একজন একটা প্লাস্টিকের বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে প্যাঁ ধরল। তারই মধ্যে কে একজন বেঞ্চে স্কেল পেটাল। কে একজন, চেরা গলায় চিৎকার করল—এই বোস, সব বোস, মনে হচ্ছে এই প্রথম নীলা আন্টিকে দেখছিস। অ্যাই। মারব কিন্তু, অ্যাই মঙ্গল, আন্টির ব্যাগ দে... ... এতক্ষণে অন্ধকারে চোখ সয়ে এসেছে আমার। হাতে স্কেল নিয়ে বসে থাকা মেয়েটিকে দেখতে পাচ্ছি। বাচ্চাদের দেখতে পাচ্ছি। নীলাদি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে—এ শ্রুতি, ও সঙ্গীতা।

আমি দেখছি, একটি শাড়িপরা মেয়ে। আমার চেয়ে বড়ই হবে। ভ্রূ কোঁচকাল। সারা মুখে বিরক্তি দপদপ করছে। একটি কথাও ও বলল না। নীলাদি বলল, ও সকালটা বউবাজারের সেন্টারে পড়ায়, দুটোর সময় এখানে চলে আসে। আমি বাচ্চাদের দেখার চেষ্টা করলাম। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশটা বাচ্চা। নানা বয়সী। কেউ লুডো খেলছে। কেউ ক্যারাম। কেউ ছবি আঁকছে। কয়েকজন ঘুমোচ্ছে। যারা জেগে আছে তারা চিৎকার করছে। মীনাক্ষীদিরা বলেছিলেন, ওরা নতুন কারওকে মেনে নিতে চায় না। যে যত তাড়াতাড়ি ওদের বিশ্বাস অর্জন করতে পারে, সে তত ভাল কর্মী। আমি ওদের দেখছিলাম আর ভাবছিলাম। বেশির ভাগ বাচ্চারই গায়ে

BanglaBook.org

জামা নেই। অপরিচ্ছন্ন। হাসলে দাঁতগুলি হলুদ। চুলগুলি ময়লায়, অযত্নে জটপাকানো। শরীরে খেতে না পাবার প্রকট অপুষ্টি। নোংরা মাদুরে ওরা বসে আছে। খেলছে। হাসছে। ঘুমোচ্ছে। চিৎকার করছে। আমি চারপাশে তাকালাম। বিশাল হলের মতো ঘর। খুব উঁচু। কোনও জানলা নেই কোথাও। দুটি টিউব জ্বলছে, দুটি পাখা চলছে। এই নভেম্বরেও পাখা না চালালে এ ঘরে টেকা যাবে না। ঘরের বিশালতার তুলনায় আলোর পরিমাণ সামান্য। দেওয়ালে মলিন হলুদ। ঘরের আনাচে-কানাচে পোঁটলা, পুঁটলি, ড্রাম, ট্রাঙ্ক, চটি, জামা আর বাসন। বড় বড় হাঁড়ি-কুড়ি, স্টোভ। ঘরে আঁশটে অপরিচ্ছন্নতার গন্ধ। নীলাদি চ্যাঁচাল—এই, শোনো, সবাই শোনো, এই যে তোমাদের নতুন আন্টি,... ...

সবাই খেলা ফেলে আমার দিকে তাকাল। চিৎকার বেড়েছে। নীলাদি বলল—কাল থেকে আমি অফিসবাড়িতে যাব। আর এই আন্টি তোমাদের কাছে আসবে। এই আন্টির নাম শ্রুতি আন্টি।

বাচ্চারা হা-হা হি-হি করে হাসতে লাগল। যেন এতক্ষণ আমি অদৃশ্য ছিলাম আর এই মাত্র ওরা আমাকে দেখতে পেয়েছে। আমার দিকে তাকিয়ে ওরা অকারণ এ ওর গায়ের ওপর পড়তে লাগল। কে যেন চিৎকার করল—সু-তি আন্টি। ওমনি বাকিরা চিৎকার জুড়ল সুতি আন্টি—সুতি আন্টি। একজন টিনের ক্যান পেটাতে শুরু করল। একজন ডিগবাজি খেতে লাগল। লুডোর বোর্ড উল্টে দিল। এ ওর ঠ্যাং ধরে টানছে, এ ওকে চিৎ করে ফেলে দিচ্ছে। প্যাঁ-প্যাঁ বাঁশি বেজে উঠল আবার। একটা টিনের কৌটো মাটিতে গড়িয়ে দিল একজন। একজন একটি সাইকেলের টায়ার কাঠির ডগায় নিয়ে মাথার ওপর বন্‌বন্ করে ঘোরাতে লাগল। ভয় পেলাম। ওটা ছিটকে গেলে যে-কারও গায়ে লাগতে পারে! হঠাৎ দেওয়ালের ওপর থেকে গর্জন ভেসে এল। —অ্যাই ছেলেরা—সঙ্গে প্রচুর জল উড়ে এসে পড়ল বাচ্চাদের গায়ে। আমাদের গায়েও। দেখলাম, একদিকের দেওয়ালের ওপর দিক জাল দিয়ে ঘেরা। সেখানে চার-পাঁচটা মুখ। পেছনে রেলের কোনও বিভাগীয় অফিস। স্টাফরা মই বেয়ে উপরে উঠে জল ঢালছে। বাচ্চাদের থামাবার প্রক্রিয়া, এবং বাচ্চারা থেমে গেছে।

আমার, প্রক্রিয়াটি ভাল লাগেনি। চুপ করতে বলতে পারে কিন্তু গায়ে জল দেবে কেন? বারো থেকে পনেরো বছরের একটি দল ক্যারম খেলছিল। আমি সোজা ওদের কাছে গিয়ে বললাম—'আমায় নেবে?'

ওরা খুশি হল। বলল—'তুমি খেলতে পারো আন্টি?'

বললাম— 'এক বোর্ড দাও।'

একজন তার জায়গাটা আমায় ছেড়ে দিল। আমি খেলতে শুরু করলাম। আমার পার্টনার বারো-তেরো বছর বয়সের ছেলেটি, পান খেয়ে ঠোঁট-দাঁত সব লাল,

BanglaBook.org

উস্কো-খুস্কো কিন্তু সুন্দর দুটি চোখ তার—নাম জিজ্ঞেস করলাম। বলল—'রাজু'। অন্যদের নাম জানতে চাইলাম—সকলেই বলতে লাগল তার নাম রাজু। রাজু দাস। প্রত্যেকেই স্বাভাবিক। যেন এর মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। যেন পৃথিবীটা আজই হঠাৎ রাজু দাসে ভরে গেছে! ওরা ইচ্ছে করে এরকম করছে। আমি ধৈর্য ধরে তবু প্রত্যেককে নাম জিজ্ঞেস করলাম। একজন, বিশাল চেহারা, মুখটা লাজুক, লুঙ্গি পরা—সে চোখ নামিয়ে বলল—'আমার নাম রাজা। রাজা খান।'

আমি বললাম —'রাজা?'

সে বলল—'হ্যাঁ'।

বললাম—'বাকিরা সব রাজু তো?'

সে বলল—'না।'

একে একে অন্যদের চিনিয়ে দিল সে— 'ও লালু। ও বুড়ো। ও মিঠুন। ও কামাল। ... ...'

আমি হাসলাম। বোর্ড সাজানো হয়েছিল। ওরা আমাকেই হিট করতে দিল। হিট করলাম। দুটো সোজা পকেটে গেল, একটি বেস ঘেঁষে পড়ল, অন্যগুলো আমার পার্টনারের পক্ষে সুবিধেজনক হল। একটু আগেকার শাসন ও জলফেলা উপেক্ষা করে ওরা চিৎকার করে উঠল—'নতুন আন্টি, নতুন আন্টি।'

মীনাক্ষীদিরা বলেছিল, ওরা সহজে কাছে আসে না। বন্ধু হয় না। আমি, মনে হচ্ছে, ওদের বন্ধু হয়ে গেছি প্রথম দিনই। যখন চলে আসি, ওরা বলছিল—'কাল আসবে তো আন্টি? কাল খেলবে তো?'

আমার কাজের সময় সকাল ন'টা থেকে বিকেল পাঁচটা। তবু, প্রথমদিনই আমাকে থেকে যেতে হয়েছে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত। হয়তো শেষ পর্যন্ত থাকতে গেলে আরও রাত হত। কিন্তু বজবজ যাব বলে আমাকে ছেড়ে দেওয়া হল। আমিও সেন্টার থেকে বেরিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম সাতটা চল্লিশ ধরব বলে। পথটা নির্জন, অন্ধকার, রাস্তা উঁচু-নিচু। আমি ছুটছি, হোঁচট খাচ্ছি। ট্রেন ধরতে হবে। সাতটা চল্লিশ। পড়ি কি মরি করে ছুটছি। যেন এই ট্রেনটা ধরার ওপর আমার জীবন-মরণ নির্ভর করছে। ব্যাপার অনেকটা তাই। এটা ধরেই আমি বাড়ি ফিরেছি রাত দশটায়। বাবা ভাবছিল। ওলুটার পর্যন্ত দুলুনি বেড়ে গেছে। হস্টেল থেকে ফেরার পর টানা দু' বছর আমি বাড়িতে। ওলু আমার অনুপস্থিতিতে এখন আর অভ্যস্ত নয়। আজ ওর চোখ দুটো খুবই অস্থির। দুপুরের পর থেকে ও নাকি টানা জানালার কাছে ছিল। দুলছিল আর বলছিল—'দিদি আঃ, দিদি আঃ।' ওলুর স্বর ভারী হয়েছে। আগের চেয়ে হাসিটাও কমেছে। ওর গালে এখন দাড়ি। ওর লজ্জাবোধ নেই বলে এখন আমার অস্বস্তিই হয়। একপক্ষে ভাল যে চাকরিটা

BanglaBook.org

পেয়ে আমি সারাদিন বাড়িতে থাকব না। একটানা বাবা আর ওলুর মধ্যে থাকতে আমার আজকাল ক্লান্তি আসে। সেভাবে ভাবতে গেলে আমার জীবনে দু'টি মাত্র সুস্থতা। লতিকাপিসি আর সেই না দেখা রানা মুখোপাধ্যায়। রানা আমাকে আজও চিঠি লেখে। মাঝে মাঝে মনে হয়, এই রানা আমার চেনা কেউ। হয়তো আমার পাড়ার। যে আমার সব জানে। আমার ওপর নজর রাখে। মাঝখানে এমন হয়েছিল যে পথে বেরিয়ে আমি হঠাৎ পেছন ফিরে তাকাতাম, কেউ আমাকে অনুসরণ করছে কিনা দেখার জন্য। জোর করে এ প্রবণতা মন থেকে ঝেড়ে ফেলেছি। কেউ দেখে তো দেখুক। আমার কী!

ট্রেনে উঠে আজ আমার হঠাৎ কান্না পেয়েছিল। সেই কবে থেকে আমার কান্না গিলে ফেলার অভ্যেস। কিন্তু আজ, নিজের জন্য বড় কষ্ট হচ্ছিল আমার। ঈশ্বর আমাকে সব দিক দিয়ে এরকম মারলেন কেন? কোনও একটা জায়গায় কি আমি সফল হতে পারতাম না? পড়াশুনোটাও যদি ঠিকমতো করতাম! হস্টেলে, বেছে বেছে, আমার সঙ্গেই কি ঘটতে হল ওইসব ঘটনা? চোখের কোণ দিয়ে জল পড়ছিল। চোখ চুলকোনর ছলে জল মুছে তাকিয়েছি যখন, দেখি, আমার উল্টোদিকে একজন দাড়িওয়ালা লোক, মধ্যবয়সী, আমার দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। লোকটা কি আমি চোখ বন্ধ করার আগেও ছিল? মনে করতে পারলাম না। লোকটা এক ধরনের দেহাতি হিন্দিতে যা বলল তার মানে অনেকটা এরকম—কান্নাই সেই আশ্চর্য বস্তু যা মানুষকে বাঁচবার প্রেরণা দেয়।

আমি তার দিকে তাকালাম। লজ্জাও পেলাম একটু। কিন্তু লোকটা নির্বিকার বলে গেল—মানুষ কাঁদে কেন-না যা তাকে কষ্ট দিল তা মেনে নিতে না পারার সঙ্গে সঙ্গে সে জানে কী ঘটলে সে কাঁদবে না। তাই, কান্নার ভেতর দিয়ে সে আশা তৈরি করতে থাকে।

আশেপাশের লোকগুলো ওই লোকটিকে দেখছিল। কিন্তু কারও মধ্যে কোনও ঔৎসুক্য ছিল না। আমি সরাসরি তাকে দেখছিলাম। সে বলছিল—আজ তুমি কাঁদছ বলে আমি সুখী কারণ ভরসা হচ্ছে, কাল তুমি আরেকটি সুন্দর দিন তৈরি করার চেষ্টা করবে যাতে তোমাকে কাঁদতে না হয়।

লোকটি কি পাগল? কিন্তু পাগলই বা বলব কী করে? যে কথাগুলো সে বলছিল তার সবটাই কি সত্যি নয়? অবশ্য সত্য বলি কাকে? সে যা বলছিল সেগুলি দর্শন। দর্শন সত্য। আবার দর্শন মিথ্যা। দর্শনই বোধহয় একমাত্র তত্ত্ব যা চূড়ান্ত সত্য হতে পারে বা চূড়ান্ত মিথ্যা। কোনও দর্শনই, সর্বজনীন এবং সর্বকালিকভাবে প্রয়োগযোগ্য হয়ে ওঠে কিনা আমি আজও বুঝতে পারিনি। পারবই বা কী করে! পড়াটাই হল না। দর্শনকে ছুঁতে গেলে দরকার ছিল গভীর অধ্যয়ন। আমি সেই অধ্যয়নকে হত্যা করেছি। এবং আজ থেকে হোপ—সি সি আই, শেয়ালদা

BanglaBook.org

সেন্টারের এফ এ আমি। ফিল্ড অ্যাসোসিয়েট।

যাক, সেন্টারের কথায় আসি। পাঁচটায় যখন আমি আর নীলাদি উঠি-উঠি করছি তখন সঙ্গীতা জানাল আজ অনেকক্ষণ থাকতে হবে। জরুরি মিটিং আছে। মীনাক্ষীদি, মঞ্জুশ্রীদি এই মিটিং-এ থাকবেন।

বসে রইলাম। পাঁচটায় বাচ্চাদের ছেড়ে দেওয়া হল। সব হৈ হৈ করে বেরিয়ে পড়ল। ভব আর সুকুমার নামে দু'জন ঘরটি ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করতে লাগল। ভবর বয়স সাত-আট। সুকুমার দশ-এগারো। ভবর প্যান্ট ফাটা। যে কারণে প্যান্ট পরতে হয় তার উপযোগিতা এই প্যান্টটির নেই। তবু কোমরে লেগে আছে মেঘের দাগ লেগে যাওয়া চাঁদের টুকরোর মতো। আমরা বসে আছি তিনজন। নীরব। কথা বলতে বলতে তিনটি ছেলে এল। নীলাদি পরিচয় করে দিল—কমল, আনন্দ আর হীরক। কমল গুজরাটি ছেলে। বাঙালি নয় যে সেটা ওর পোশাক দেখে বা কথা শুনে কেউ বলবে না। বেশ দেখতে ছেলেটি। একটি সাদা পাজামা-পাঞ্জাবিতে দারুণ লাগছিল। আনন্দ রীতিমতো শরীরচর্চা করে বলে মনে হল। পেশিবহুল চেহারা। শরীরের পেশি ও প্রস্থের তুলনায় মাথাটি ছোট। হাতে একটি বালা। গলায় ধুকধুকি। হঠাৎ দেখলে পাড়ার গোঁয়ার মস্তান মনে হবে। হীরক ছেলেটি শান্ত। হাসিখুশি। নীলাদি জানাল, সকালে কমল আমার সঙ্গে বারোটা পর্যন্ত থাকবে। ওর ডিউটি রাত দশটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত। আর আনন্দ ও হীরকের ডিউটি বিকেল পাঁচটা থেকে সকাল ন'টা পর্যন্ত। অর্থাৎ আমি দিনের দায়িত্ব ভাগ করে নেব কমল ও সঙ্গীতার সঙ্গে। পাঁচটার সময় আনন্দ ও হীরককে সেন্টারের দায়িত্ব দিয়ে চলে যাব। ওরা রাতের কর্তব্য করবে। এই সেন্টারটি হোপের তাত্ত্বিক ভাষায় ড্রপ-ইন সেন্টার কাম নাইট শেল্টার। যেহেতু, এইসব পথশিশুরা বেশিরভাগই রুজি-রোজগার করে, এমনকী উপার্জন করে সংসার পর্যন্ত চালায় সেহেতু ওদের সুবিধেমতোই ওরা এখানে এসে থাকবে, পড়বে, খেলবে বা কাজ করবে। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা সহজ, কিন্তু আসলে যে ততটা সহজ নয় তা বুঝতে পারলাম একটু পরে। যখন মিটিং শুরু হল।

কমল, আনন্দ আর হীরক সুকুমারকে মাদুর পাততে বলল। দেখলাম, ওরা যে নোংরা তেলচিটে মাদুরে বসেছিল সেগুলো নয়। দু'খানি ঝকঝকে মাদুর পাতা হল আমাদের বসার জন্য। এতক্ষণ আমরা যে বেঞ্চটায় বসেছিলাম সেটা অবশ্য ভাল বেঞ্চ নয়। দুটো ভারী লোহার ওপর রেলের ভাঙা একখানা বেঞ্চ পাতা। বেঞ্চ থেকে নেমে আমরা মাদুরে বসলাম। কমল, আনন্দ, হীরক নীলাদিকে ঘিরে বসেছে। হাসি-ঠাট্টা করছে। সঙ্গীতা তেমনই বিরক্ত। ভ্রূ কুঁচকে গম্ভীর ও উদাসীন। আমি নতুন। আমার কিছু করার নেই। বসে আছি। ছ'টা নাগাদ মীনাক্ষীদি, মঞ্জুশ্রীদি এবং আরও একজন মহিলা ঢুকলেন। জানা গেল, তাঁর নাম দেবিকাদি। আমাদের

BanglaBook.org

সরাসরি বস। দেবিকাদি, মাঝবয়সী, গুজরাটি, এই সেন্টারের পি এ। আমাদের সুবিধে, অসুবিধে, চাহিদা, প্রস্তাব, দরখাস্ত, নিবেদন—সব যাবে দেবিকাদির মাধ্যমে। আসবে দেবিকাদির মাধ্যমে। দেবিকাদিও দেখলাম, ভাল বাংলা বলেন। ঘরে এসে, আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পরও আমার সঙ্গে একটিও কথা বললেন না মহিলা। বরং, কমলের পিঠে হাত রেখে বললেন—'গুড আর্থ থেকে ফোন করেছিল। বাপি একবার আসতে চায়। তোমাকেই কাজটা করতে হবে কমল।'

কমল সম্মতি জানাচ্ছিল। করবে। বাচ্চারা ফিরছিল। হীরক ওদের শান্ত রাখছিল। সার বেঁধে বসাচ্ছিল। আমরা গোল করে বসলাম। আমাদের পাশে বারো থেকে পনেরো বছরের যে-দলটি ছিল তারা বসল। ওদের মুখ গম্ভীর। একটু আগেই আমি ওদের সঙ্গে ক্যারম খেলেছি—সে আমার মনে হচ্ছিল না। ওরা যেন হঠাৎই একটা আলাদা ব্যক্তিত্ব পেয়ে গেছে। আলাদা লোক হয়ে গেছে। এক প্রস্থ চা হল। তারপর মিটিং শুরু হল।

ঘটনাটা ঘটেছিল দু'দিন আগে। দুপুরে এবং সন্ধ্যায় ছেলেদের আসা-যাওয়াটা নিয়মমাফিক করে তোলার জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ছোট ছেলেরা সেটি মেনে চলার চেষ্টা করছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে বড় ছেলেদের দলটি তা করছে না। কমল, আনন্দ ও দীপক এ কারণে ওদের মারধোর করেছে। ওরা এ বিষয়ে দেবিকাদিকে নালিশ করতে গেলে দেবিকাদি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং কমলদের পক্ষ নিয়ে বলেন—'এটা তোদের বাপের মুল্লুক না যে যা ইচ্ছা তোরা করবি। সময়মতো না ঢুকলে তোদের লাথি মেরে তাড়াব।'

রাজা, রাজু, লালু, বুড়ো, কামালরা এই কথায় অপমানিত বোধ করে এবং সেন্টার ছেড়ে চলে যায়। কমলরা এতে খুবই স্বস্তি বোধ করেছিল যে বড় ছেলেরা ফিরবে না। কারণ বড় ছেলেরা বহু অসুবিধের কারণ। ওরা অনেক বেশি রুক্ষ, স্পর্ধিত, কথা না শোনা, দুর্বিনীতের দল। ওরা নেশা করে। তাস-জুয়া খেলে। আঙ্কল-আন্টিদের মুখে-মুখে তর্ক করে। ওরা না থাকলে ছোট ছেলেদের নিয়ে সেন্টার চালানো অনেক সহজ হয়ে যায়। যদিও কমলদের স্বস্তি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বড় ছেলেরা সেন্টার থেকে বেরিয়ে অফিসে গিয়েছিল এবং মীনাক্ষীদিকে জানিয়েছিল ওদের সেন্টার থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। মীনাক্ষীদি নিজে ওদের সঙ্গে করে মারুতিতে চাপিয়ে সেন্টারে পৌঁছে দিয়ে যান। বলে যান, মিটিং না হওয়া পর্যন্ত ওদের যেন কিছু বলা না হয়।

সেই মিটিং, আজ। রাজা, রাজু, বুড়োরা শক্ত মুখে বসে আছে। কমল, আনন্দ, হীরক এবং দেবিকাদিও। অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগ চলছে।

—আঙ্কেলরা আমাদের মারে।

BanglaBook.org

—হ্যাঁ, মারি, কারণ ওরা কথা শোনে না।

—ওদের যদি এই বোধই থাকবে, কথা শুনতে হয়, তবে তো আমাদের আর কাজই থাকবে না কমল।

—একটু দেরি করে এলে আঙ্কেলরা আমাদের খেতে দেয় না।

—এই নির্দেশ দেবিকাদির। কারণ দেবিকাদি ছেলেদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা আনতে চাইছেন।

—জোর করে নিয়মানুবর্তী করা যায় না আনন্দ। ওদের ভালবাসতে হবে। এই সেন্টারে এমন টান তৈরি করতে হবে যাতে ওরা ফেরে। আমাদের বাচ্চারা সন্ধে হলেই ঘরে ফেরে কেন বলো? ঘর ওদের টানে বলে। ওরা এই বাচ্চাদের চেয়ে বেশি নিয়মানুবর্তী বলে নয়।

—আঙ্কেলরা আমাদের যা-তা বলে। বাপ-মা তুলে খিস্তি দেয়। সেদিন দেবিকা আন্টিও বাপ তুলল। আমাদের লাগে না?

—ওরা নেশা করে আসে। পরস্পরের মধ্যে খিস্তি করে, ছোট বাচ্চাদের মারে। ওদের সঙ্গে থেকে ছোটরাও নোংরা কথা শিখছে।

—ওরা নেশা করে। খারাপ কথা বলে। তাই বলে তোমরাও বলবে? ওদের মধ্যে প্রথমে এই বোধ জাগিয়ে তুলতে হবে যে ওদের নির্দিষ্ট থাকার জায়গা আছে। ফুটপাথে, পার্কে, প্ল্যাটফর্মে পুলিশের তাড়া খেয়ে রোদে জলে ওদের দিন কেটেছে। ওরা জানেই না কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ। ওরা জানেই না নেশা করা খারাপ আর বর্ণপরিচয় পড়া ভাল। ওদের মধ্যে বোধ জাগিয়ে তোলার জন্যই এই সেন্টার। এটা তোমাদের বুঝতে হবে হীরক।

—তা হলে তো ডিসিপ্লিন আনার কোনও মানে হয় না। আমার বাড়ির বাচ্চাকে শিক্ষা দেবার জন্য আমি চড়-থাপ্পড় মারি না? বাচ্চাদের যদি বোঝাতে হয় এটা ওদের বাড়ি তবে ওদের ডিসিপ্লিন মানাতে হবে। শাসন করতে হবে। মুরগির বাচ্চার মতো সারাদিন বাইরে ঘুরে বেড়ালে ওদের কোনও দিন কিছু শেখানো যাবে না। ওরা কোনও দিন মানুষ হবে না।

—শোনো শোনো, দেবিকাদি। প্রথম কথা হল এটা হাউস নয়। এটা ড্রপ ইন সেন্টার কাম নাইট শেল্টার। আমরা বাচ্চাদের ভালবাসব কারণ ভালবাসা পেলে তবেই ওরা এখানে আসবে। শুধু খাবারের জন্য থাকার জন্য আসবে না। আমরা ওদের কোনও কিছুতে বাধ্য করতে পারি না। শুধু ভালবেসে বোঝাতে পারি। ওরা জীবনে সবচেয়ে বেশি কীসের অভাব বোধ করে জানো দেবিকাদি? ভালবাসার। ওরা এত বেশি মার খায় যে ওদের মধ্যে এই বিশ্বাস হারিয়ে যায় যে কেউ ওদের ভালবাসতে পারে। ভাবতে চেষ্টা করো, এইটুকু সব বাচ্চা এরা বিশ্বাস করতে জানে না। তোমাকে ভাবতে হবে দেবিকাদি, ড্রপ ইন সেন্টার মানে কী!

BanglaBook.org

Propose of Drop-in-Centres is to provide the children with a place of their own. This place acts as a reception centre as well as the first place the child goes to. The centre is called a drop-in-centre because the children can drop in any time the child feels like and participate in the activities of the centre which are generally planned in such a way so as to enhance the childs development।

—কিন্তু একদল নিয়ম মানল একদল মানল না, তা তো হয় না। বাচ্চারা বলবে, ওরা মানে না তা হলে আমরা মানব কেন!

—যারা মানতে পারছে তাদের বোঝাতে হবে ওরা কেন পারছে না। আবার এটাও তো সত্যি, কয়েকজন নিয়ম মানছে দেখলে অন্যদেরও মানতে ইচ্ছে করবে। কয়েকজন থেকে যাবে, কয়েকজন চলে যাবে, এ তো হামেশাই হতে থাকবে।

এ পর্যন্ত শুনেছিলাম। তর্ক নিশ্চয়ই আর বেশিদূর গড়ায়নি। কিন্তু দেবিকাদি ও কমলরা মীনাক্ষীদির কথাগুলো গ্রহণ করতে পারছিল না। একটা ব্যাপার পরিষ্কার যে কিছু শান্ত শিষ্ট নিয়মানুবর্তী ও বিনীত বাচ্চা পেলে কাজটা সহজ। কিন্তু কাজটা যখন এই সহজতার পর্যায়ে নেমে আসবে, তখন, সম্ভবত সেন্টারগুলোর উদ্দেশ্য বদলাতে হবে। আমি কী করব?

জানি না।

BanglaBook.org

১০ জানুয়ারি

এক সপ্তাহ হয়ে গেল আমার চাকরির। যত অভিজ্ঞতা এই এক সপ্তাহে আমি অর্জন করেছি, তার এক ভাগও সারা জীবনে পেতাম না যদি হোপে যোগ না দিতাম। চার তারিখ থেকে লেখার চেষ্টা করি। ঘুম থেকে উঠেছি পাঁচটায়। চোখ কড় কড় করছিল। ভোরে ওঠার অভ্যেস কোনও দিনই আমার ছিল না। কিন্তু এখন উঠতেই হয়। ওই ভোরেই যা হোক কিছু রান্না করে রেখে যাই বাবা আর ওলুর জন্য। বাবার রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস। কোনও মতে শরীর ঘষে ঘষে বাথরুমে যেতে পারে। তাও বেশিদিন যেতে পারবে বলে মনে হয় না। কথাও জড়িয়ে গিয়েছে কীরকম। মাঝে মাঝে বাবার দিকে তাকানো যায় না। হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেছে। আঙুলগুলি বাঁকা। কিন্তু বাবার চিন্তাশক্তি ঠিক আছে। বাবাই, মাসে দেড়শো টাকার বিনিময়ে লক্ষ্মীপিসিকে রাখার কথা বলেছে। বাসন মেজে ঘর-টর মুছে দেবে লক্ষ্মীপিসি। আর বাবা ও ওলুকে খেতে দেবে। এক বছর আগে লক্ষ্মীপিসিকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিছুটা অনটনে, কিছুটা আমার কিছু করার ছিল না বলেও। আরও দেড়শো টাকা দিলে লক্ষ্মীপিসি রান্নাটাও করে দেবে। পরের মাস থেকে সে ব্যবস্থাই হবে।

চার তারিখ সেন্টারে পৌঁছলাম সওয়া ন'টায়। দেখি, দেবিকাদি বসে আছেন। সঙ্গে কমল। পনেরো মিনিট দেরি হওয়ার কারণ জানতে চাইলেন দেবিকাদি। ট্রেন দশ মিনিট লেট করে ঢুকেছে। জানালাম। বাকিটা স্টেশন থেকে সেন্টারে পৌঁছতে লেগেছে। দেবিকাদি জানালেন, ওসব ট্রেন লেট-ফেট উনি শুনতে চান না। দরকার হলে আমাকে আগের গাড়ি ধরতে হবে। সবিনয়ে জানালাম, এমনিতে আমি সাতটার ট্রেন ধরি। আগের গাড়ি মানে আমাকে সওয়া ছ'টার ট্রেন ধরতে হবে। বলে বিশেষ লাভ হল না। উনি, আগের দিনের মতোই, আমাকে সময় এবং নিয়মানুবর্তী হওয়ার আদেশ দিলেন। সাড়ে ন'টায় উনি উঠে গেলেন। যাবার সময়

BanglaBook.org

কমলকে একটু জড়িয়ে বললেন—'শ্রুতি আছে। তুমি তা হলে এগারোটায় অফিস চলে যেয়ো। আজকে পাঁচটা কেস হিস্ট্রি কম্পিউটারে এন্ট্রি করে নেবে।'

বাচ্চারা আসছিল তখন। মাদুর বিছিয়ে সার সার বসে পড়ল সবাই। দাঁত মাজেনি কেউ। দাঁতে হলুদ ছোপ। চোখের কোণে ময়লা। গা থেকে চিমসে গন্ধ ছাড়ছে। গায়ে পরতে পরতে মাটি। সবচেয়ে ছোটটার নাম ভলু। মঙ্গলের ছোট ভাই। বছর তিনেক বয়স হবে। আমার কী করার আছে বুঝতে পারছিলাম না। ওই অদ্ভুত বেঞ্চটায় বসলাম। কমল ওদের সামনে দাঁড়াল। ভারী গলায় বলল—এক দুই তিন। একটি হিন্দি প্রার্থনাসঙ্গীত গাইতে শুরু করল ওরা। ঈশ্বরকে মালিক বলে সম্বোধন করা আছে ওতে। এই গানটি শেষ হলে ওরা জনগণমনঅধিনায়ক... গাইতে শুরু করল। ওদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও দাঁড়ালাম। গাইলাম। কমল আমাকে কিছুই বলছে না। যেন আমি নেই। আমিও দেখছিলাম কী হয়!

প্রার্থনার পর বাচ্চারা যার যার জায়গায় বসে পড়ল। এই সেন্টার শুধুমাত্র ছেলেদের জন্য। মেয়েদের জন্য বউবাজারে সেন্টার আছে আর অফিসে। কমল বলল—গোন। ছোট্ট ভলু বলল—এক। পাশের ছেলেটি বলল—দুই। তার পরের জন—তিন। প্রত্যেকে এক-একটি করে নম্বর বলে গেল। শেষ সংখ্যা দাঁড়াল বিয়াল্লিশ। কমল বলল—সুকুমার—সুকুমার উঠে দৌড়ল। সঙ্গে আরও দু'-তিন জন দৌড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে চ্যাঁচাল কমল—অ্যাই, সুকুমার ছাড়া যে যাবি, মার খেয়ে যাবি আমার কাছে। ফিরে এল বাচ্চাগুলো। গম্ভীর ভাব। যেন কোনও দোষই করেনি। দেখে হাসি পেল আমার।

শেষ আটজন গত দিনের বড় ছেলের দল। লাজুক মুখে বসে আছে প্রার্থনা সভায়। ফিস ফিস করে কথা বলছে। কিছুক্ষণ পর ওদের ব্রেকফাস্ট এল। পাশেই, ইউনিয়ন অফিসের সামনেটায় ভজন মণ্ডলের চায়ের দোকান। মণ্ডলবাবু বাচ্চাদের সকালের খাবার তৈরি করেন। পাঁউরুটি-ঘুগনি বা আলুর দম বা মিষ্টি বা মাখন-টোস্ট।

নিবিড় মনোযোগে খাচ্ছিল বাচ্চারা। শালপাতার বাটিতে ঘুগনি, হাতে পাঁউরুটি। সেটি ওরা রাখছিল নোংরা, তেলচিটে মাদুরে। ছিঁড়ে ছিঁড়ে ঘুগনিতে চুবিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছিল। খাবার দেবার সময় নাম ডাকছিল কমল। তখন অনেকের নাম জেনেছি। মোহন, সুকুমার, আনোয়ার, ভব, নিলু—এরকম কয়েকজন খাওয়া হলে দেওয়ালে ব্ল্যাকবোর্ড টাঙাল। ট্রাঙ্ক খুলে বের করল চক, ডাস্টার, স্লেট, পেন্সিল। সবাইকে সেগুলো বিলিয়ে দেওয়া হল। পনেরো-কুড়িজন ছেলেকে ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে বসাল কমল। বাকিরা স্লেটে আঁক কাটতে লাগল।

কমল ওদের পড়াবে। ওই বাছা বাছা ছেলেদের। এই সেশনে ওদের স্কুলে ভর্তি করা হবে। বাকি বাচ্চাদের মারামারি হুটোপাটি চলতে লাগল। বড় ছেলেরা

BanglaBook.org

গড়াতে লাগল। দু'-একজন হাতে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে। আমি কমলকে বললাম —'ওদের কি আমি পড়াব?' কমল বলল—'আমি কী বলব! তোমার ব্যাপার।'

কমল আমার ওপর সন্তুষ্ট নয়। দেবিকাদিও নয়। কেন সেদিন বুঝিনি। পরে সব বুঝেছি। আজ আমার কাছে এটা পুরো প্রাঞ্জল। হোপ—সি সি আই কর্মীদের স্থানান্তরিত করছে। বিশেষ করে দিনের বেলার কাজগুলোতে। প্রকৃতপক্ষে কাজ থাকে দিনের বেলাতেই। সকালে যে যার মতো ঘুম থেকে উঠে বেরিয়ে যায়। যারা কাজ করে তারা কাজের জায়গাতে চলে যায়। কারও কারও কাজ ভোর থেকে। যাদের কাজ নেই তারা এদিক-ওদিক ঘুরে ন'টায় প্রার্থনায় আসে। সকালের খাবার খায়। পড়াশুনোর চেষ্টা করে। বারোটা পর্যন্ত পড়াশুনোর পর্ব। দুপুর একটার মধ্যে স্নান সেরে নেওয়া। একটা থেকে ওদের টোকেন দেওয়া হয়। একটি করে টিনের চাকতি। সেই চাকতি হাতে ওরা একটি পাইস হোটেলে চলে যায়। সেখানে ওদের জন্য ব্যবস্থা করা আছে। সপ্তাহে সাতদিনে সাতরকম খাবার। কবে কী তা ওদের মুখস্থ। আজ ডিম-ভাত। আজ মাছ-ভাত। আজ সব্জি-ভাত। খেতে যাবার সময় ওদের উৎসাহ সবথেকে বেশি। কিন্তু অর্ধেক রাচ্চা খেয়ে আর ফেরে না। বাজারে-স্টেশনে ঘুরতে বেরিয়ে পড়ে। যারা ফেরে, তাদের কেউ পড়তে বসে, কেউ ছবি আঁকে। দুপুরে ওরা কী করবে তারও রুটিন আছে। একদিন সেলাই, একদিন আঁকা, হাতের কাজ, গান, গল্প বলা।

ভাল। কিন্তু করাবে কে! দুপুরে থাকার মধ্যে আমি আর সঙ্গীতা। আমার শনি ও রবিবার অফ ডে। সঙ্গীতার মঙ্গল ও বুধবার। তা হলে মাত্র তিনদিন আমরা একসঙ্গে কাজ করি। এই বাঁধা রুটিনমতো চলতে গেলে আমাদের প্রত্যেককেই হতে হয় টিচার, আঁকিয়ে, গাইয়ে, হাতের কাজ জানা, গল্প বলতে দক্ষ, সেই সঙ্গে অন্যান্য কাগজপত্রের কাজ তো আছেই। সুতরাং রুটিন মানা সম্ভব হয় না। একদিন, গানের জন্য নির্দিষ্ট দিনে আমি আঁকা করাচ্ছিলাম, সম্ভবত বুধবার সেটা, আর সঙ্গীতার ছুটি, সাড়ে তিনটে নাগাদ দেবিকাদি এলেন। আমাকে বোর্ডে হাঁস, পদ্মফুল এইসব আঁকতে দেখে খুব খেপে গেলেন মহিলা। গানের দিনে আঁকা করাচ্ছি, ওঁর ডিসিপ্লিনের দেওয়াল আমার কারণে প্রায় ধসে পড়ার উপক্রম। বললাম, আমি তো গান পারি না। আঁকা পারি। উনি ওঁর অবাঙালি টানে বলতে থাকলেন—পারি না বললে কে শুনবে? বল? পারতে হবে। এই—সব আঁকার খাতা তোল। ... ... বাচ্চারা খাতা তুলল। উনি গুনলেন, ত্রিশজন। সকালে ছিল সাতচল্লিশ। সতেরোজন কম। আমায় বললেন—এরকম করলে কী করে হবে! এত বাচ্চা কম। তোকে ফিল্ডে যেতে হবে। বাচ্চা ধরে আনতে হবে। সারাদিন বসে থাকলে তো সেন্টারের কাজ হবে না। ... ... সবিনয়ে বললাম—'আজ আমার একার ডিউটি। সেন্টার ফেলে ফিল্ডে কেমন করে যাব?'

BanglaBook.org

উনি চেঁচালেন—'যেদিন সঙ্গীতা থাকবে সেদিন যাবি। আর সকালে রোজ যাবি। সকালে কমল থাকবে। এখানে রিপোর্ট করে প্রথমে ফিল্ডে যাবি।'

যাব। জানালাম। কিন্তু যেদিন যেতে পারব না সেদিন বাচ্চার সংখ্যা ড্রপ করলে কী করে সমস্যার সমাধান হবে বুঝলাম না। দেবিকাদির কথা শুনে মনে হয়, সেন্টারে প্রচুর বাচ্চা থাকাটা বোধহয় সেন্টারের উন্নতির মাপকাঠি।

সেদিন ওদের আঁকার খাতা তুলে দিয়ে দেবিকাদি ওদের সার দিয়ে বসালেন। গানের ক্লাস হবে। দেবিকাদি গান শেখাবেন, বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। উনি অবশ্য তা করলেন না । বিশুকে বললেন—'অ্যাই, গান কর।' বিশু উঠে কোমর দুলিয়ে নাচ ধরল, সঙ্গে গান—

তোমার চোখে আমার চোখ
তোমার হাতে আমার হাত
তোমায় দেব ভালবাসা
মাথার ওপর ছাত
আমায় বিয়ে করবে
এই আমায় বিয়ে করবে...

সব বাচ্চা হেসে হেসে এ ওর গায়ে পড়তে লাগল। সঙ্গে হাততালি। বিশু বসল, পটল উঠল, গাইবে। ধরল—কেয়া বোলি? তু কেয়া বোলি?... ... সেও হাততালি পেল প্রচুর। বুঝলাম, এই হল গানের ক্লাস। এর জন্য গাইয়ে হওয়ার দরকার নেই। তবু, না ভেবে পারলাম না যে স্কুলে প্রার্থনাসঙ্গীত হিসেবে যে গানগুলো শিখেছিলাম, ধনধান্যপুষ্পে ভরা... কিংবা, সারা জীবন দিল আলো..., ওদের শেখাব।

সুকুমার এক কোণে চুপ করে বসে ছিল। ওর মুখ দেখে মনে হল, গাইতে চায়, বললাম—'গাও সুকুমার।' লজ্জা পেয়ে দু' হাঁটুতে মুখ লুকলো ও। ছেলেরা হৈ চৈ করে উঠল। ও গান জানে, আন্টি, ও গান জানে। আর একটু বলতেই গান ধরল ও—

ঘর আছে তার দুয়ার নাই
লোক আছে তার বাস তো নাই গো
আবার কে তাহারে আহার যোগায়
কে দেয় গো সন্ধ্যাবাতি... ...।

ঠিক সুর, ঠিক কথা। সুন্দর সুরবোধ সুকুমারের। ভলু ঘুমিয়েছিল। ঘুম ভেঙে গুটি গুটি এসে পড়ল আমার কাছে। ওর নাক দিয়ে পোঁটা পড়ছে। গায়ে ময়লা। সে নিয়ে আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। এক হাত মুখে। অন্য হাতে আমার কামিজ মুঠো করা। আমার একটু গা ঘিন ঘিন করছিল। তবু, নিজের

BanglaBook.org

অজান্তে ওর পিঠে হাত রাখলাম। কীরকম মায়া লাগল। ভলু-মঙ্গলের কেস হিস্ট্রি আমার পড়া হয়নি। সুকুমার তখনও গাইছে—ফকির লালন ভেবে মরে/ছেলে মরে মাকে ছুঁলে গো... ... সুকুমারের কেস হিস্ট্রিও আমি জানি না। বছর দশের এই ছেলেটিকে অন্যদের থেকে আলাদা লাগে। যেমন আলাদা লাগে মোহনকে, আনোয়ারকে। কমল আলাদা লাগা ছেলেগুলোকেই যে আলাদা করে বেছেছে তা বোঝা যায়। সুকুমারের গান আমার এখনও কানে লেগে আছে। ও কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়ে দিয়েছিল, আমি কোথায় বসে আছি।

দেবিকাদি চলে যাবার পর আমি কেস হিস্ট্রির ফাইল খুললাম। সুকুমারের ইতিহাস রেকর্ড করা নেই। চারটে থেকে বাচ্চাদের ইনডোর গেমস আছে। ওদের খেলতে দিয়ে সুকুমারকে নিয়ে বসলাম আমি। নিজের সম্পর্কে কোনও কথাই ও বলতে চায় না। সম্ভবত কেস হিস্ট্রির ফাইল সম্পর্কে ওর ভীতি আছে। আমি ফাইল সরিয়ে রাখলাম। ও আস্তে আস্তে মুখ খুলল।

ওর বাবা যখন মারা যায় তখন ওর বয়স আট। ওর দিদির পনেরো। বাবার পানের দোকান ছিল। খুব মদ খেত। পেটে ঘা হয়ে মারা যায়। পাশেই থাকত জ্যাঠারা। দুই জ্যাঠা বাবার দোকানটা নিয়ে নিল। দিদিকে আর মাকে সারাক্ষণ খাটাতে লাগল। বছর খানেকের মধ্যে বিয়েও দিয়ে দিল দিদিটার। যার সঙ্গে বিয়ে দিল সেই লোকটার ওপর সুকুমারের হেভি রাগ, কারণ লোকটা দিদিকে মারে। একবার মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছিল। তা ছাড়াও সুকুমার জানে, লোকটা খানকিবাড়ি যায়।... ...

কত সহজে সুকুমার মা... কথাটি ব্যবহার করল! আমিও সহজ মুখ করে শুনলাম। ওর কোনও বোধই নেই যে এই শব্দটি বললে আমি বিব্রত বোধ করতে পারি। আমিও, আমার খারাপ-লাগা চেপে রইলাম। ও বলে চলল।...

সুকুমারকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে একটা হার্ডওয়ারের দোকানে কাজে লাগিয়ে দিল জ্যাঠারা। একদিন মেজজ্যাঠা মার ওপর অত্যাচার করছিল। তখন সুকুমার সেখানে পৌঁছে যায়। হাতের কাছে কাটারি ছিল, পেছন থেকে মেজজ্যাঠার পিঠে একটা কোপ মেরেছিল ও। ওর মনে আছে, প্রচুর রক্ত আর মেজ জ্যাঠা এবং মায়ের তীব্র চিৎকারের কথা। তারপরই ও পালায়। পালাতে থাকে। তিনমাইলহাট থেকে এ স্টেশন ও স্টেশন হয়ে শিয়ালদা স্টেশন। পকেটে একশো টাকা ছিল, কিছুদিন চলেছিল, শেষ ত্রিশটাকা প্ল্যাটফর্মে শুয়ে থাকাকালীন চুরি যায়। এবং, প্ল্যাটফর্মে শুয়ে ছিল বলেই পুলিশ ওকে তুলে নিয়ে জেলে ভরে। সেখান থেকে ধ্রুবাশ্রম। ধ্রুবাশ্রমে ওর ভাল লাগত না। একদিন আরও পাঁচটি ছেলের সঙ্গে আশ্রম থেকে পালায়। আবার শেয়ালদা স্টেশন। এবারে ওর আলাপ হয় পানিওয়ালার কাছে কাজ করা কেলোর সঙ্গে। কেলো ওকে এই সেন্টারে নিয়ে আসে।

BanglaBook.org

সুকুমারের একমাত্র স্বপ্ন জ্যাঠাদের কবল থেকে মাকে বের করে আনা। ও জানে না ওর মেজ জ্যাঠা বেঁচে আছে কিনা। হয়তো আছে। বলছিল—'পেছন থেকে পিঠে কোপ মেরেছিলাম। মরার কথা না।'

কিছুক্ষণ কোনও কথা বলতে পারিনি। সুকুমার কাঁদছিল। ওর মন অন্যদিকে ফেরাবার জন্য বললাম— 'তুমি খুব ভাল গাও।' বলল— 'দাদু গাইত যে। দোতারা জানো তো, দোতারা? সেটা বাজিয়ে গাইত।'

অনেকক্ষণ মনটা ভার হয়ে ছিল। সুকুমার কি পারবে করতে যা ও চায়? কী হবে ওর? এই এত সব ছেলের? জীবন ওদের কোথায় নিয়ে যাবে! পথশিশুদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা, এই হল হোপ— সি সি আই-এর উদ্দেশ্য। এই সংস্থার বয়স পঁচিশ। পঁচিশ বছরে পঁচিশ হাজার বাচ্চা নিয়েও যদি কাজ হয়ে থাকে তবে তার মধ্যে থেকে পঁচিশটি বাচ্চাকেও উদাহরণ হিসেবে দাঁড় করানো যাবে না যারা হোপের সহায়তায় সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করছে। হোপ কোনও বাচ্চার অন্নবস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের দায়িত্ব নেয় তার ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত। কিন্তু তারপর? কী হয় ওদের? ওরা কোথায় যায়? বলা মুশকিল! বাচ্চার অভাব ভারতে নেই। এখানে পথে-ঘাটে সন্তান কিলবিল করে। ঝাঁকে ঝাঁকে বাচ্চা আসে। বাচ্চা দেখিয়ে বিদেশ থেকে স্পনসরশিপ আসে। সেই স্পনসরশিপের টাকায় আমরা মাইনে পাই। অফিসে এয়ারকন্ডিশন চলে। বাচ্চাদের আরও উন্নতির কল্পে অফিসাররা বিদেশে ট্রেনিং নিতে যায়। যে-দেশে পথশিশুদের সমস্যাই নেই, সে-দেশই হোপের অফিসারদের বিশেষজ্ঞ করে।

সঙ্গীতা ইতিমধ্যেই আমাকে জানিয়েছে যে পদোন্নতি নিয়ে, বিদেশ যাওয়া নিয়ে, কে কত মাইনে পাবে তা নিয়ে নানা রঙের খেলা আছে। মঞ্জুশ্রীদি রিসেপশনিস্ট ছিল। এখন পি ও। কী করে, তার ইতিহাস সঙ্গীতা আমাকে বলেছে। সঙ্গীতা হোপে আছে পাঁচ বছর হল। আমার সঙ্গে সঙ্গীতার সম্পর্ক মোটামুটি সহজ হতে পেরেছে। তার কারণ বোধহয় এই যে সাপ্তাহিক বিল আমি ওর সামনে তৈরি করেছি। নীলাদি নাকি করত না। কেন? বিলে কারচুপি করার প্রচুর সুযোগ। বাচ্চার সংখ্যা বাড়িয়ে দিলেই হল। হোটেল থেকে যে বিল আসে একটি সাধারণ কাগজে হাতে লেখা, সেগুলি বদলে দেওয়া যায় চাইলেই, নীলাদি কি তা করত? কে জানে।

আমার এসবে কোনও আগ্রহ নেই। আমার চাকরি দরকার ছিল, পেয়েছি। আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু হোপ— সি সি আই তত্ত্বে যতখানি মানবিক, বাস্তবে ততখানি কি? সন্দেহ জাগছে।

সেদিন এক বস্তা জামাকাপড় এসেছে বাচ্চাদের জন্য। পুরনো। ব্যবহৃত। প্রায় সবই বড়দের জামা। আমি আর সঙ্গীতা সেগুলো ওদের দিলাম। কারও জামাই

BanglaBook.org

গায়ে লাগল না। তবু ওগুলো নিয়ে ওরা আনন্দে নাচতে লাগল। কারও শার্টের ঝুল মাটি পর্যন্ত। হাতা হাঁটু পর্যন্ত। দুটি প্যান্ট রাজা খান ও বুড়োকে ফিট করল। বাকিগুলো ওরা বঁটিতে কেটে হাফ প্যান্ট বানিয়ে ফেলল। সেন্টারে যেন আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। সঙ্গীতার কাছেই জানলাম, বাচ্চাদের নতুন জামা দেওয়া হয় বছরে একবার। পুজোয়। সে-জামা ওরা এক মাসেই ছিঁড়ে ফেলে। কেউ হারায়। কেউ বিক্রি করে সেই পয়সায় নেশা করে। চুরিও হয় কারণ ওদের জিনিস রাখার কোনও জায়গা নেই। পুজো ছাড়া আরও এক-দু' বার এরকম পুরনো জামা আসে। ওদের গায়ে মাখার সাবান দেওয়া হয় সপ্তাহে একদিন। একটি সাবানে চল্লিশজন স্নান করে।

স্নান কোথায় করে? কোনও ঠিক নেই। রাস্তার কলে। কার শেডে। কার শেডে স্নান করতে গেলে পুলিশ তাড়া করে। রাস্তায় বয়স্ক লোকেরা। ওরা তাড়া খেয়ে লুকিয়ে পড়ে। ফের আসে। আর বাথরুম করে কোথায়? সেও ট্রেন লাইনে। কার শেডের ঘাসে। ভোরের ফুটপাথে। কখনও ফাঁক পেলে ট্রেনের টয়লেটে। কেন? ওদের বাথরুম নেই কেন? ইউনিয়নের সহায়তায় রেল ওদের এই পরিত্যক্ত গুদামঘর বসবাসের জায়গা হিসেবে দিয়েছে কিন্তু বাথরুমের অনুমতি মেলেনি। আমরা অবশ্য রেলের স্টাফ টয়লেট ব্যবহার করতে পারি।

কেস হিস্ট্রি লেখার যে ছাপানো ও পয়েন্ট সমৃদ্ধ ফর্ম আছে তাতে অনেকগুলি পয়েন্টের মধ্যে একটা হল সেন্টারে আসার আগে সে কোথায় বাস করত, সেখানে শৌচাগারের সুযোগ-সুবিধা কী ছিল, চিকিৎসা সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা কী ছিল, পরিবেশগত সমস্যা কী ছিল। এই পয়েন্টের নীচেই আরেকটি অসামান্য পয়েন্ট। পথবাসী শিশুটি কতদিন ধরে পথে বাস করছে, পথে বাস করার কারণ, পথে বাস করার সুবিধা ও অসুবিধা।

জোক অব দ্য সেঞ্চুরি! পথে বাস করার সুবিধা! হাঃ!

BanglaBook.org

১ ফেব্রুয়ারি

আজ থেকে কমল পার্ক সার্কাসের একটি সেন্টারে যোগ দেবে। মানে যোগ দিয়েছে বলা যায়। আজ থেকে আমাদের সেন্টারের পি এ প্রমিতাদি। দেবিকাদি ও কমলের, আমার ওপর অসন্তোষের কারণ এটাই, যদিও এইসব রদবদলে আমি কোনওভাবে দায়ী নই। দেখতে দেখতে একমাস হল আমি হোপে এসেছি। অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। প্রমিতাদি আজ বহুক্ষণ সেন্টারের নানা বিষয়ে নিয়ে আমার সঙ্গে অলোচনা করেছেন। বাচ্চাদের সমস্যা, আমাদের কর্মপদ্ধতি, বাচ্চাদের চাহিদা ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলে আমরা একটি পরিকল্পনা করেছি। প্রমিতাদিকে ভাল লেগেছে আমার। ধীর-স্থির। ভদ্র। চমৎকার ব্যবহার। বাচ্চাদের নিয়ে চিন্তিত। প্রমিতাদি এর আগে যে-ক'টি সেন্টারের দায়িত্বে ছিলেন সেগুলি হোপ-সি সি আইতে আদর্শ হয়ে উঠেছে। ওঁর সঙ্গে কথা বলে নিজের ভেতরে কাজ করার তাগিদ অনুভব করছি। উনি বললেন— মোটামুটি যেসব বাচ্চা রেগুলার তাদের জন্য আলাদা পরিকল্পনা করো। ওর কেস হিস্ট্রি কী, ও কেমন, ওর কী ধরনের কাউন্সেলিং দরকার, ও কী করতে চায় বা আমরা ওকে নিয়ে কী করতে পারি, এগুলো তৈরি করো। সপ্তাহে অন্তত দুটি....

উনি কথা বলছিলেন, আর আমি দেখছিলাম, প্রমিতাদি কী সুন্দর! অসম্ভব সুন্দর ফিগার। কোথাও এতটুকু বাড়তি মেদ নেই। ত্বক থেকে আলো ঠিকরোচ্ছে। নিটোল করে পরা নীল রঙের তাঁতের শাড়িতে প্রমিতাদিকে মনে হচ্ছে দেবীর মতো। এলো করে বাঁধা খোঁপা থেকে মায়া ঝরে পড়ছে। বাড়তি সাজ নেই, তবু কী সুন্দর! প্রমিতাদি এত সুন্দর, এত শান্ত আর মিষ্টি ব্যবহারের মানুষ যে ওঁকে দেখতে দেখতে আমি ঠিক করেছি উনি যেমন করে চান আমি সব কাজ তেমন করেই করব।

কমলের পরিবর্তে নতুন একজনকে নেওয়া হবে। সে যোগ দেবে পয়লা মার্চ।

BanglaBook.org

ততদিন সকালটায় সেন্টার সামলানোর জন্য প্রমিতাদি আসবেন। ন'টায় সেন্টারে এসে আমি ফিল্ডে যাব। ফিল্ড থেকে ফিরে এলে উনি ওঁর কাজে চলে যাবেন। মনে মনে ভাবছি, এই ব্যবস্থাই চলুক না, অন্য কাজ একাই সামলে নেব আমি।

BanglaBook.org

২ ফেব্রুয়ারি

ক'দিন ধরে লেটার বক্স খোলা হয়নি। রানা মুখোপাধ্যায়ের চিঠি এসে পড়ে আছে। রানা মুখোপাধ্যায় আমার বাড়ির ঠিকানা কীভাবে পেল সে-রহস্য আজও পরিষ্কার নয়। এ নিয়ে ওর পঞ্চাশটা চিঠি আমি জমিয়েছি। এটি একান্ন নম্বর। সেই একইভাবে পোস্ট কার্ডে চিঠি লেখে ও। রানা মুখোপাধ্যায়। ও কি ছেলে না মেয়ে, যুবক না বৃদ্ধ, সক্ষম না পঙ্গু— কিছুই আমি জানি না। কেন যে ওর চিঠিগুলো আমি গুছিয়ে রেখেছি, কেন যে ওই একঘেয়ে চিঠিগুলোর জন্য আমার মধ্যে একটা প্রত্যাশা লুকিয়ে থাকে, কে জানে। কীরকম একটা অভ্যেস হয়ে গেছে আমার। রানা মুখোপাধ্যায় আমাকে চিঠি লিখবে। আমি পড়ব। রেখে দেব। ওকে নিয়ে আমার মধ্যে কোনও রোমান্টিক ভাবনা-কল্পনা নেই। আজ লিখেছে—

সুমনা শ্রুতি,

কতদিন দেখিনি তোমাকে। তাই ষষ্ঠ উপন্যাস আমার আজও শুরু করা হল না। পঞ্চম উপন্যাসও অসম্পূর্ণ হয়ে রইল। বেশ ক'টা গল্প লিখতে গিয়ে লিখতে পারলাম না হাতের অসম্ভব যন্ত্রণায়। মাঝখানে দিন পনেরো লেখা থামিয়ে রবীন্দ্র সাহিত্য পড়েছি। রবীন্দ্রনাথ পড়লে মন ভাল হয়ে যায়। ক'দিন হল ওয়াকম্যানটা নষ্ট হয়ে গেছে। এদিকে ভাড়াটে নিয়ে মহা সমস্যায় পড়েছি। মারও শরীরটা ভাল নেই। গ্রিন্ডলেস ব্যাঙ্কে একটা ইন্টারভিউ দিয়েছি কাল। তুমি সৌভাগ্যবান। আমার আগে চাকরি পেয়ে গেলে। আমার জন্য প্রার্থনা করবে শ্রুতি?

ইতি

রানা মুখোপাধ্যায়

অর্থাৎ সে জানে আমি চাকরি পেয়েছি। তার মানে তো সবই জানে। জানুক গে। আমার কী। আমি রানা মুখোপাধ্যায়ের জন্য কেন প্রার্থনা করব! রানা মুখোপাধ্যায় আমার কে! সেভাবে ভাবতে গেলে ছেলেটিকে বা লোকটিকে বা

BanglaBook.org

যাই হোক— অসুস্থ না বলে পারা যায় না। এতদিন ধরে সে আমাকে লিখছে, কিন্তু আজও তার ঠিকানা আমাকে জানায়নি। আমার মুখোমুখি হয়নি। কেন? তার চিঠির বিষয়গুলির সঙ্গে আমার কোনও সংযোগ নেই। দু'বছর ধরে অন্তত দশটি কম্পানির নাম করে সে জানিয়েছে, সে চাকরি পাচ্ছে, শেষে আবার জানিয়েছে, চাকরি পায়নি। তার বাড়িতে কটা বই আমি জানি। তার ভাড়াটের বাচ্চা-কাচ্চাদের নামও আমি জানি। আমি জানি তাদের ছাদের টবে হাসনুহানার গাছটি গত মাসে মারা গেছে। কিন্তু তাতে কী? লোকটা পাগল হতে পারে, বদমাস হতে পারে, ভণ্ড বা চূড়ান্ত প্রেমিক। কিন্তু আমার জীবনে দু' বছর ধরে সে স্থির হয়ে আছে। তাই রানা মুখোপাধ্যায়ের চিঠি আমার সুস্থতা। আমার ভাল-মন্দ ঘটার সঙ্গে এই চিঠি আসা বা না-আসার সম্পর্ক নেই। যাই ঘটুক, এ যেন আছেই। যেমন, যাই ঘটুক, লতিকা পিসি আছেই। বিয়ে তো করল না পিসি কারণ শ্যামলকাকু বিবাহিত।

লতিকাপিসির তো শ্যামলকাকু আছেন। কিন্তু আমার কে আছে? বাবা? ওলু? তারপর? ওলু কতদিন বাঁচবে? হ্যাঁ, অত্যন্ত নিষ্ঠুর হলেও এ ভাবনা আজকাল মনে আসে। ওলু ক'দিন বাঁচবে। আমি কি অবচেতন মনে ওলুর কাছ থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাই? না। নিশ্চয়ই তা নয়। আমি গভীরভাবে ভেবে দেখেছি। আসলে ছোটবেলা থেকে ওলু সম্পর্কে এ ধরনের নানা মতামত শুনতে শুনতে আমার মধ্যে একটি গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়ে গেছে। ওরা, ওলুরা, দীর্ঘায়ু হয় না। যদি হয়ও, তবু, ওলু কি বেঁচে থাকার কোনও সুস্থ অবলম্বন হতে পারে? কিছুদিন আগে পর্যন্ত ওলুকে অস্বাভাবিক বলে স্বীকার করতে আমার বাঁধত। মনে হত, পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষই তো কিছু পরিমাণে অস্বাভাবিক। তবে ওকেই আলাদা করে চিহ্নিত করা হবে কেন। এখন, আমি জানি, চিহ্নিত করা হবেই। মানুষের ধর্মই হল অন্য মানুষকে চিহ্নিত করা। ভাল, খারাপ, স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক, কর্তব্যজ্ঞানহীন, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন, নীতিহীন, ন্যায়বান—আরও কত। যেমন আমাকেও বলা হয়েছিল, যেমন আমিও চিহ্নিত হয়েছিলাম—ভয়ার, ভয়ার, ভয়ার। আটকাতে পেরেছিলাম কি? পারিনি। তবু, মাঝে মাঝে ওলুই আমার সারাজীবনের সঙ্গী— ভাবলে দম আটকায়।

সেই হিসেবে বিয়ে ব্যাপারটা আমার কোনও জানালা হলেও হতে পারত। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। আমি দেখতে ভাল নই। আমার বাবার টাকা নেই। আমাদের আত্মীয়-স্বজনও এমন নেই যে— আহা, মেয়েটার কী হবে— বলে ধরে-বেঁধে বিয়ের চেষ্টা করবে। তাই, আমি, ভয়ঙ্করভাবে বর্তমানে থাকার চেষ্টা করি সারাক্ষণ। ভবিষ্যতে যাই না। কিন্তু অতীতে যাই। বার বার। আমার বিকল বিফল হস্টেল জীবন। আমার মস্তিষ্কে পোকা ধরে যাবার কাল। হস্টেল জীবন আমি ভুলতে চেষ্টা করি, কিন্তু পারি না। আমার সমস্ত না-হওয়া, আমার সমস্ত যন্ত্রণার

BanglaBook.org

মুহূর্তে হস্টেল আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। প্রায়ই শ্রেয়সী আর দেবরূপাকে স্বপ্নে দেখি। অথচ, হস্টেল ছাড়ার পর ওদের সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ নেই।

কাল একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। প্রথমে অদ্ভুতই লেগেছিল। কাঁপন ধরে গিয়েছিল আমার। বিবমিষা জেগেছিল। কিন্তু পরে, কাল রাত্রে এবং আজকেও সারাদিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে ভেবে দেখেছি, এটা অদ্ভুত নয়। অদ্ভুত ছিল না। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু অদ্ভুতত্ব যদি থেকে থাকে কিছু, তা আমার ভিতরেই।

কাল রাত্রে ওলু আমার ঘরে এল। আগে এ ঘরেই ও শুত। আমি হস্টেল থেকে চলে আসার পর ওকে বাবার ঘরে আলাদা বিছানা করে দিয়েছি। হস্টেল থেকে চলে আসার পর ওলুকে আর আগের মতো আদর করি না আমি। আমার এ পরিবর্তন আমি তো লক্ষ করেছিই, লক্ষ্মীপিসিও করেছে। একদিন বলছিল— তুমি কীরকম বদলে গেছ সু।

ঘর মুছছিল লক্ষ্মীপিসি। ন্যাতাটা বালতিতে চুবোতে চুবোতে বলছিল —হয়, এরকম হয়। একটা সময়ের পর মেয়েদের আর বাপ-ভাইয়ের ঘর ভাল লাগে না।

আমি বললাম— কী বলছ তুমি পিসি!

—বলছি, এই তো স্বাভাবিক। তোমার কপাল। মা-টাকে খেয়ে বসে থাকলে। তোমার কথা ভাবার মতো আর কেউ রইল না গো!

—তোমার কেন এরকম মনে হচ্ছে বলো তো? আমার তো কিছু মনে হচ্ছে না।

—তোমাকে কতটুকু দেখেছি বলো তো! আমি বুঝতে পারি।

—কী বোঝো?

—আগে তুমি ওলু-ওলু করে অস্থির ছিলে। এখন তো দেখি না! এতে অবশ্য তোমার দোষ নেই।

আমি আর কথা বাড়াইনি। এ তো সত্যি যে আমি আগের মতো ওলু-ওলু করি না। হস্টেল থেকে চলে এসে প্রথম প্রথম সারাক্ষণ কান্না পেত আমার। মনে হত— তাড়িয়ে দিল! আমাকে তাড়িয়ে দিল! অপমানে মাথার চামড়ার তলায় জ্বালা করত। মনে হত, ওই মেয়েগুলো, ওদের যদি পেতাম, একটা ছুরি বা বন্দুক, তবে খুন করতাম! খুন! নিজের জন্য কষ্ট হত আমার। কষ্ট হত। করুণা হত। কিন্তু গর্বও হত। আমি শ্রেয়সীর বিরুদ্ধে যাইনি। ওর অনুরোধ শেষ পর্যন্ত রাখতে পেরেছিলাম। হ্যাঁ, ভালবাসার বোধ, বাবার বা ওলুর প্রতি ছাড়া, আর কারও প্রতি যদি জন্মে থাকে আমার তবে তা শ্রেয়সীর প্রতি। এখানেই আমার অদ্ভুতত্ব।

হ্যাঁ, যা লিখছিলাম, কাল রাত্রে ওলু এল আমার ঘরে। আমি তখনও মশারি টাঙাইনি। হোপ—সি সি আই থেকে আনা হিউম্যান রাইটস-এর ওপর একটা জার্নাল পড়ছিলাম। ওলু এসে আমার পাশে বসল। বললাম— কী রে!... ও যেমন হাসে, তেমনি হাসতে লাগল, দুলছেও দেখলাম অল্প অল্প। ওকে পাত্তা না দিয়ে

BanglaBook.org

জার্নালে চোখ রাখলাম আমি। সময়ের অভাবে পড়াশুনোর পালাই প্রায় চুকে গেছে। ওলু আমার বাঁ হাতের বালাটা ধরে ঘোরাতে লাগল। হঠাৎ দেখি, ও বিছানায় নিজেকে ঘষছে। আমি জার্নাল নামিয়ে ভালমতো ওর দিকে তাকালাম। ওর মুখ লালচে, কপালে ঘামের বিন্দু, ও হাসছে কিন্তু চোখ দুটো কীরকম ঘোলাটে হয়ে গেছে। আমি ডাকলাম— ওলু— ও সাড়া দিল না। বরং আমার গা ঘেঁষে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। তোলন-নামন ঘটাতে লাগল। ওর পাজামা তীক্ষ্ম। ও কাঁপছে। আমি চিৎকার করলাম— ওলু— ও থেমে গেল। প্রচণ্ড রাগ হল আমার। এলোপাথাড়ি মারতে শুরু করলাম ওকে। ও তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে পড়ল। ওর সাদা পাজামায় দু'-তিন ফোঁটা ভেজা দাগ। এক ধাক্কা মারলাম ওকে। কোনও দিন ওকে মারিনি। এই প্রথম। ওর মুখটা কীরকম বিবর্ণ হয়ে গেল। আমার কিছু খেয়াল নেই। আমি ওকে আরেক ধাক্কায় ঘর থেকে বের করে দিলাম। বাবার ঘুম ভাঙেনি এত কিছুতে। ওলু কী করল জানি না। আমি দরজা বন্ধ করে হাঁফাতে লাগলাম। হঠাৎ বমি পেল আমার। কান্না পেল। পেটে বালিশ চেপে বহুক্ষণ শুয়ে রইলাম আমি। মনে হল, ওলুটা কি শয়তান হয়ে গেল? নিষ্পাপ পবিত্র ওলু? তখনই ওর মুখটা মনে পড়ল আমার। ওর চোখ দুটো।

একবার, খুব ছোটবেলায় একবার, বাবার সঙ্গে মাংস কিনতে গিয়েছিলাম। মাংসের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটা লোম-ওঠা ঘেয়ো কুকুরের গায়ে পাশের চায়ের দোকানের লোকটা ফুটন্ত জল ঢেলে দিয়েছিল। দারুণ আর্তনাদ করে উঠেছিল কুকুরটা। কয়েক মুহূর্ত অদ্ভুত চোখে তাকিয়েছিল। যেন বুঝতে পারছিল না সত্যি মানুষের পক্ষে এই নৃশংসতা সম্ভব কি না। আমি কেঁদে উঠেছিলাম। মাংসওয়ালা চায়ের দোকানের লোকটাকে ধমকেছিল। কুকুরটা তখন চলে গিয়েছিল। কিন্তু আমি ওর চোখগুলো ভুলতে পারছিলাম না। আমার মনে পড়ল, ওলুর চোখদুটো অবিকল কুকুরটার মতো। হঠাৎ ওলুর জন্য খুব কষ্ট হল আমার। নিজের জন্যও হল। ওলু— ও কী করবে! ওর জৈবিক ধর্ম ওকে এই আচরণে প্রবৃত্ত করেছে। অপরিণতবুদ্ধি ও। জড়বুদ্ধি। আগে ওর প্রতি ভালবাসাবশত যুক্তি দিতাম— পৃথিবীর কোনও মানুষই সম্পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করতে পারে না। ওলুর সঙ্গে অন্যদের আসলে কোনও তফাত নেই। কিন্তু যাই বলি না কেন, ওলু, ওর কোনও বোধ নেই। জ্ঞান নেই। বুদ্ধি নেই। রক্তমাংসের সচল জড়পিণ্ড। খিদের বোধ যখন আছে ওর, প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্মাদির বোধ আছে যখন, কামবোধ থাকবে না কেন! এসব নিয়েই ও নিষ্পাপ। নিজের ক্রিয়া সঞ্চালন করার ক্ষমতাই যার নেই, তাকে পাপ কীভাবে স্পর্শ করবে! ওর মলমূত্রের দুর্গন্ধের জন্য ও দায়ী নয়। শুধু কাল থেকে আমাকে ঘরের দরজা বন্ধ করে শুতে হচ্ছে।

ওলু, জড়বুদ্ধি ওলু—ওরও কামবোধ আছে। কই, আমার তো নেই!

BanglaBook.org

৮ ফেব্রুয়ারি

আমার ফিল্ডে যাবার একটা মানচিত্র মোটামুটি তৈরি হয়েছে। শেয়ালদা নর্থ ও সাউথ স্টেশন, পেছনে কারশেডের মাঠ, স্টেশন চত্বরের বাজার এবং কোলে মার্কেট। এক-একদিন এক-একদিকে যাই। পুরনো বাচ্চা, যারা কিছুদিন সেন্টারে এসে ড্রপ করে, তাদের ফিরিয়ে আনি। নতুন বাচ্চাদের আনতে চেষ্টা করি। প্রথম প্রথম বুঝতে অসুবিধে হত কোন বাচ্চাকে বলব আর কাকে বলব না। এখন, ঘুরতে ঘুরতে বুঝে গেছি। ওরা বস্তা কাঁধে কাগজ কুড়োয়, জঞ্জাল ঘাঁটে ভিক্ষে করে অথবা ঘুমোয়। যারা ঘুমোয় তাদের একটা আলাদা দল আছে। ওরা নেশাড়ু। ওদের মধ্যে চোর, ভিখিরি সব আছে কিন্তু মূলত ওরা নেশাড়ু। বেশিরভাগই ডেনড্রাইট খায়। এই নেশাড়ুর দলে আছে চার থেকে ন'-দশ বছরের ছেলেরা। দশ পেরুলে ওরা আরও পোক্ত হয়। তখন ড্রাগ খায়। চুল্লু খায়। হেরোইনও খায়। ওখানে, গুদাম লাইনের পাশে, লেংড়িমাসির ডেরা। লেংড়িমাসি বাচ্চাদের জুটিয়ে মদের ব্যবসা করে।

ডেনড্রাইট দিয়ে যে নেশা করা যায় তা আমি জানতাম না। ওরা আমায় জানিয়েছে যে ডেনড্রাইটের টিউবে কাপড় লাগিয়ে মুখ দিয়ে টানতে হয়। কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতল থেকে স্ট্র দিয়ে পানীয় টানার মতো। তাতে দারুণ নেশা হয়। যেসব বাচ্চা ডেনড্রাইট খায় তাদের সব ক'টার ওপরের ও নীচের চার-চার আটটি দাঁত খয়েরি। আমি বাছি না। সবাইকেই সেন্টারে নিয়ে আসি। ওরা আসতে চায় না। বেশি বললে কীরকম বুনো চোখে তাকায়। খিচেল হাসে। পিচিক্ করে থুতু ফেলে। থুতু ফেলে স্বাভাবিক জীবনযাপনকে নস্যাৎ করতে চায়। ওরা স্নান করে না। পোশাক পাল্টায় না। চুল আঁচড়ায় না। খিদে পেলে খাবার সন্ধান করে। চুরি করে এবং শুয়ে থাকে জঞ্জাল ফেলার ভ্যাটের পাশেও যদি এতটুকু জায়গা পায়। একেক সময় মনে হয় ওরা ছোটদের ছদ্মবেশে পরিণত সব মানুষ। অনেক করে

BanglaBook.org

বলতে বলতে কয়েকজনকে সেন্টারে আসার জন্য রাজি করাতে পারি। তারা আসে। কেউ থাকে, কেউ থাকে না। তবু আমাদের সেন্টারে নিয়মিত সদস্য সংখ্যা এখন পঞ্চান্ন থেকে ষাট। প্রমিতাদি খুশি। সেদিন দুপুরে সাতান্নটা বাচ্চা দেখে প্রমিতাদি বললেন— 'এবার অমলদাকে বলব টনি এলে আমাদের সেন্টারে নিয়ে আসতে।'

প্রমিতাদিকে খুশি দেখে ভীষণ ভাল লাগছে আমার। আজ প্রমিতাদি একটা গোলাপি রঙের তাঁতের শাড়ি পরেছিলেন। আঁচলের অস্বচ্ছতার মধ্যেও ওঁর পাড়ের সঙ্গে ম্যাচ করা কালো ব্লাউজের ওপর গভীর খাঁজ দেখা যাচ্ছিল। আমার মনে হল, ছবিতে দেখা গিরিখাত। এখুনি কুল কুল করে ঝরনা নামবে।

আজ আট নম্বর প্ল্যাটফর্মে গিয়েছিলাম। দেখি মঙ্গল, ভোলা, বিশু, চাঁদু, হেবো, ওস্তাদ ও নাটু— সব ট্রেন খুঁজছে। ট্রেন খোঁজা ওদের পেশা। কোনও মেল ট্রেন বা দূরপাল্লার কোনও গাড়ি প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে না ঢুকতেই ওরা সব অসম্ভব দক্ষতায় দরজা ধরে ঝুলে পড়ে ও ভিতরে ঢুকে যায়। কুলিদের তাড়া খাবার ভয়ে এক কোণে ঢুকে থাকে। ট্রেন একটু হালকা হলেই ঝটিতি সব ঢুকে পড়তে থাকে সিটের তলায়, উঠে পড়তে থাকে বাঙ্কে। যাত্রীদের ফেলে দেওয়া বা ভুলে যাওয়া জিনিস সংগ্রহ করতে থাকে। বিভিন্ন ও বিচিত্র ওদের সংগ্রহ। ঘড়ি, আংটি, বোতাম, জামা, জুতো, টাকা, সন্দেশ, চায়ের প্যাকেট, বিস্কিট, পেন, ছাতা— কী নয়! এবং এই সব ওরা বিক্রি করে। এগুলোর নির্দিষ্ট বাজার আছে। ওরা জানে। ওই পয়সায় কেউ তেলেভাজা খায়, কেউ বিড়ি টানে বা ডেনড্রাইট, কেউ ভাইকে খেলনা কিনে দেয়। কেউ বুড়ো কানা খোঁড়া ভিখিরিকে ভিক্ষেও দেয়। এসব ছাড়া ওদের মূল সংগ্রহ জলের বোতল। বোতল নিয়ে শার্টের ভেতর পুরতে থাকে ওরা আর সারা শরীরটাকে বেলুনের মতো ফুলিয়ে ফেলে। একেকটি বোতল আট আনা করে। বড় ছেলেরা ছোটদের সংগ্রহের বোতল কেড়ে নেয়। বোতল নিয়ে, চায়ের বা মূল্যবান বস্তুর ভাগাভাগি নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি লেগে থাকে বিস্তর। আর রোজ নালিশ। আন্টি ও আমার বোতল কেড়ে নিয়েছে। না আন্টি এটা আমার বোতল। অ্যাই, কে সত্যি বলছিস? দু' জনেই বলবে— আমি বলছি। মুখের ভাব দেখে ন্যায়বিচার করতে হয় তখন। তাতে সব সময়ই সুবিচার হয়—তা বলতে পারব না।

সম্প্রতি, প্রমিতাদির নির্দেশে ওদের সংগ্রহ করা জিনিস সেন্টারে আনতে বারণ করেছি। সরাসরি বারণ না করে আমি সবসময় বিষয়গুলো ওদের বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করি। সমস্যাগুলো। তারপর ওদের মতামত চাই। কী করা উচিত, কী নয়। ওদের বক্তব্যগুলো নোট করি। নিজেদের সমস্যার সমাধান ওরা বের করতে পারে, কর্তব্য-অকর্তব্য ঠিক করতে পারে, কিন্তু ওদের মূল সমস্যা ওরা অস্থির।

BanglaBook.org

কোনও কিছুতে বেশিক্ষণ মন লাগাতে পারে না। কোনও নিয়ম বেশিদিন মানতে পারে না। ওরা সহজে রেগে যায়, সহজে কাঁদে, সহজে ছটফট করে। ওদের রাগ তীব্র, কান্না তীব্র, ঘৃণা তীব্র। ওদের আনন্দের প্রকাশ— শুধু তীব্র নয়। খুশি হলে কিংবা মনের মতো কিছু পেলে ওরা লাজুক ও শান্ত হয়ে যায়। অনেকক্ষণ পর কলরব করে। কিন্তু আনন্দ স্থায়ী হয় না বেশিক্ষণ। ওদের যেন কোনও মোড়ক নেই, আগল নেই, ওরা যে মানুষ— ওদেরও যে কিছু পাবার আছে— এই বোধ নেই। বোধ যখন জন্মাতে থাকে, ধরা যাক, বারো-তেরো বা চৌদ্দয়, তখন থেকে ওরা চূড়ান্ত হতাশায় ডুবে যায়।

আজ আট নম্বরে গিয়ে দেখি বাচ্চারা এ-কামরা ও-কামরা লাফালাফি করছে। দার্জিলিং মেল দাঁড়িয়েছিল। অ্যানাউন্স করল, গাড়ি এবার কারশেড যাবে। বাচ্চাগুলো নেমে এল সব। গাড়ি চলে যেতে যেই আমাকে দেখেছে, ওমনি প্ল্যাটফর্ম থেকে লাফিয়ে লাইনে নেমে পড়ল। আমি ডাকলাম— মঙ্গল, ভোলা, চাঁদু... চলে এসো। যেও না। শোনো... ওরা লাইন দিয়ে ছুটতে লাগল। প্রায় প্রত্যেকটি স্লিপারে ময়লা, মল, আবর্জনা— ওই মাড়িয়ে ওরা ছুটছে। হাত থেকে জিনিস পড়ে যাচ্ছে, ওই নোংরা থেকে তুলে নিচ্ছে। খাবার জিনিস হলেও, যত্নে কুড়িয়ে, বুকে আগলে ছুটছে। আমি ডেকে ওদের নাগাল পেলাম না। বিশু আর ফেগো আমার সঙ্গে সঙ্গে চলল। বলল— চলো আন্টি, ওরা চলে আসবে।

যখন ওদের ডাকছিলাম, প্ল্যাটফর্মের লোকেরা তাকাচ্ছিল। রেলের কর্মীরা বাচ্চাদের পেছনে আমাদের ছুটতে দেখলে অবাক হয় না। কিন্তু অন্যরা হয়। প্রথম প্রথম একটু সঙ্কোচ হত। এখন আর হয় না। এই কাজ এমন সব মানুষের সঙ্গে আমার মেলামেশা করিয়ে দিচ্ছে যাদের সঙ্গে কথা বলার কোনও প্রয়োজনই আমাদের হয়নি। আমরা বরং সেইসব মানুষদের এড়িয়েই গিয়েছি এতকাল। বাচ্চাদের অভিভাবক হিসেবে মানুষ হিসেবে ওরা কিছুটা গুরুত্ব পায়। পোটা আর চুন্নুর মাকে খুঁজতে একদিন একটা আবর্জনার ভ্যাটের কাছে গিয়েছিলাম। শেয়ালদা স্টেশন থেকে বেরিয়ে যে-রাস্তাটা বউবাজারের দিকে গিয়েছে, তার মুখেই একটা বড় জঞ্জালের পাহাড়। গন্ধে আমার গা গুলিয়ে উঠছিল। অথচ ওরই মধ্যে পোটা আর চুন্নুর মা আর দিদিমা বস্তায় কী সব খুঁজে খুঁজে পুরেছে। ওদের ডাকলাম। কথা বললাম। ওরাও বাচ্চার ভাল চায়। ভাল চাওয়া ছাড়া আর কী-ই বা করার আছে ওদের। এইসব বাচ্চাদের আরও অদ্ভুত! ওদের মাকে যত সহজে পাওয়া যায়, বাবাকে তেমন পাওয়া যায় না।

ওদের নিয়ে ফিরছি, মনে পড়ল, প্রমিতাদি বলেছিলেন ডি আর এম বিল্ডিং-এ গিয়ে অস্মিতা মুখার্জির সঙ্গে এক বার কথা বলতে। দারুণ সময়ানুবর্তী এই মহিলা। প্রায় দশটা বাজে দেখে একবার ভাবলাম, দেখা করার চেষ্টা করি। বিশুকে

BanglaBook.org

বললাম— প্রমিতাআন্টিকে গিয়ে বলো আমি অস্মিতাআন্টির কাছে যাচ্ছি... বিশু মাথা নাড়ল। ফেগো বলল— অস্মিতাআন্টি কে সুতিআন্টি?... কী বলব! বললাম— উনি রেলে চাকরি করেন। খুব বড় চাকরি। তোমাদের জন্য একটা বাথরুম করে দেওয়া যায় কি না সেটা উনি দেখছেন।

ওরা চলে গেল। বাথরুমের প্রয়োজনীয়তা কতখানি ওরা জানে না। কিন্তু ওদের জন্য কিছু একটা হবে, এই সংবাদ ওদের চোখে আলো জ্বেলে দেয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বোধহয় নিজস্ব বস্তুর টান কাজ করে। নিজের অজান্তেই। এটা আমাদের— বাড়ি হোক, জমি হোক, ঘর হোক, সামান্য বস্তু হোক— কিংবা কোনও নিয়ম, কোনও রীতি বা পারিবারিক পরিচয় মানুষ বয়ে বেড়ায়, বয়ে বেড়াতে চায়। এ আমার, এ আমাদের— এই বোধ, যে কোনও মানুষেরই প্রিয়তম। যখন 'আমার বস্তু' নিয়ে আর ভাবনা থাকে না, যখন 'আমার বস্তু'রা সুপ্রতিষ্ঠিত, চিহ্নিত— তখন— মানুষ নিজের জন্য চায় সময়। আমার সময়। নিজস্ব, একান্ত সময়।

রেলের পরিসীমায় এরকম একটি সেন্টার চালানো কঠিন। নিজেদের সিদ্ধান্তের ক্ষমতা প্রায় থাকে না বললেই চলে। যদিও ওয়ার্কার্স ইউনিয়নটি খুবই হেল্পফুল। অস্মিতা মুখার্জি কী করতে পারবেন জানি না। কিন্তু ভদ্রমহিলার কিছু করার আন্তরিক ইচ্ছে রয়েছে। বস্তুত এই সেন্টারটি এখানে করা সম্ভব হয়েছে দেবেন মুখার্জি প্রাথমিক স্কুল নাম দেওয়ায়। দেবেন মুখার্জি, অস্মিতা মুখার্জির বাবা, রেলওয়ে ওয়ার্কার্স কংগ্রেস ইউনিয়নের অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। এসবই ভাবতে ভাবতে চলেছি। পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে একটি লোকাল ট্রেন ঢুকেছে একটু আগে। ভিড় কাটেনি। ভিড় এড়িয়ে ডি আর এম বিল্ডিং-এর দিকে চলেছি— হঠাৎ একজন হাত ধরে টেনে বলল— 'শ্রুতিদিদি না?'

আচমকা থমকে গেলাম আমি। আমার সামনে একটি রোগা লম্বা ছেলে। গালে দাড়ি। হাসছে। ভারী গলায় বলছে— চিনতে পারছ না তো? শ্রুতিদিদি?

কোথায় দেখেছি ওকে? কোথায়? হঠাৎ মনে হল, ও কি দেবাংশু? দেবরূপার ভাই? খুব আন্তরিকভাবে, শ্রুতিদিদি, একমাত্র ও-ই তো ডেকেছিল আমাকে। আমি বলার আগেই সে বলল— আমি দেবাংশু। চিনতে পারছ না তো?

কেমন পাল্টে গিয়েছে দেবাংশু! আমার বিস্ময় কাটছে না। মাত্র তিন বছর আগে ওকে দেখেছিলাম। পুরুষের খোলসে লতানে নারীর মতো লেগেছিল ওকে। অস্বাভাবিক লেগেছিল। আর আমি, আমার স্বভাবমতো, ওই অস্বাভাবিকতার স্বপক্ষে যুক্তি দিয়েছিলাম—ব্যতিক্রমও প্রাকৃতিক সদিচ্ছাসম্ভূত বলে। দেবাংশুর নারীসৌলভ্য প্রাকৃতিক ছিল না তা হলে? স্বাভাবিক ছিল না? বললাম— সত্যি খুব বদলে গেছ দেবাংশু। তুমি না ডাকলে চিনতেই পারতাম না আমি।

BanglaBook.org

ও বলল—তুমি কিন্তু একটুও পাল্টাওনি শ্রুতিদিদি। আমি তোমাকে দেখেই চিনেছি। চিনতাম যে কোনও দিন। যে কোনও জায়গায়।

লোক আসা-যাওয়া করছিল। একপাশে সরে দাঁড়ালাম আমরা। দেবাংশু আমার হাত ছাড়ছিল না। আমি বললাম— তুমি কী করছ এখন? হিসেবমতো এবার তোমার পার্ট ওয়ান হওয়ার কথা।

ও হাসল। বলল—না। ফার্স্ট ইয়ার। বঙ্গবাসী।

—কেন?

—সে অনেক কথা। বলব তোমাকে। কিন্তু কীভাবে বলব?

কী সুন্দর স্বর হয়েছে দেবাংশুর! কী অন্যরকম! ভাল লাগছিল আমার। আবার কষ্টও হচ্ছিল। কেন যে কষ্ট হচ্ছিল আমি জানি না। বললাম— তুমি কি আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে? কারণ এখন আমার সময় নেই।

ও বলল—হ্যাঁ, পারব। কিন্তু তুমি কী করছ বলো। হিসেবমতো তোমার এম-এ ফার্স্ট ইয়ার—।

বললাম—সে অনেক কথা। বলব তোমাকে। কিন্তু কীভাবে বলব?

দু'জনে একসঙ্গে হাসলাম। দেবাংশু কলেজ স্ট্রিটে একটা মেসে থাকে। কথা হল, কাল ও আমার সঙ্গে অফিস-ফেরত আমাদের বাড়ি আসবে। সবই ঠিক আছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, আমরা কেউই দেবরূপার প্রসঙ্গ টানলাম না।

কেন?

BanglaBook.org

১০ ফেব্রুয়ারি

কোনও কোনও সময় আসে, মনে হয় জীবন স্থির, অনড়। মনে হয়, এভাবেই নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একদিন জরা এসে যাবে, মরশুম ফুরোবে, ঝরে পড়বে সত্তা। যে ছিল, সে আছে বলে আর কিছু থাকবে না। আবার কোনও কোনও সময় প্রতি মুহূর্ত, প্রতি ঘণ্টা, প্রতিটি দিন পরিবর্তনশীল মনে হয়। এত কিছু ঘটতে থাকে তখন, এত দ্রুত, এত বৈচিত্র্যে— যেন মনে হয়, সময়ের নিজস্ব স্পন্দন বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন আমার এখনকার দিনগুলি।

প্রতিদিন এত কিছু ঘটে আমার যে তাল সামলাতে পারছি না। হোপ—সি সি আই-এর কাজটাই এমন যে প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার পরিমাণ বিপুল। একেকটি বাচ্চার সঙ্গে কথা বলা মানেই গ্লানিময়, দুঃখময়, অন্ধকার জীবনের একেকটি সন্ধান। তাদের কারও বাবা কিংবা মা থাকলে, কারও ঘর বাড়ি দেখতে গেলে জীবনের আরও এক পুতিগন্ধ মুখব্যাদান। যেন হা-মুখ থেকে উঠে আসছে পচা তীব্র পায়োরিয়ার গন্ধ। দারিদ্র বীভৎস। কিন্তু দারিদ্র পাশবিকও। ঘুরে বেড়ানো বাচ্চাদের বাবা-মায়ের সন্ধানে ফুটপাথের সংসারগুলিতে যাই যখন— একটি প্লাস্টিকের ছাউনির তলায় ভাঙা বাক্স, ছেঁড়া মাদুর ও কয়েকটি থালা-বাসন দেখিয়ে ওরা বলে— আন্টি, ওই আমার ঘর... ওই ঘরে কখনও মা থাকে একটি, কখনও বাবাও। মশারিও থাকে। এমনকী মুরগির মাংস— হলুদ হলুদ পাগুলি সেদ্ধ করতে দেখেছি একজনকে একদিন। আর এসবের সঙ্গে থাকে বাচ্চা। অনেক অনেক বাচ্চা। ফুটপাথে হামা দিতে দিতে যখন দাঁড়াতে শেখে তখন প্রাণ খুঁটতে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায় বাজারে স্টেশনে। এরা, এই বাচ্চারা, আমাদের ভবিষ্যৎ।

এসব আছে। এসব প্রতিদিন আছে। অসংখ্য অভিজ্ঞতা। সেই সঙ্গে আছে আমার ব্যক্তিজীবন। আজ বাড়ি ফিরে শুনি শ্যামলকাকুকে কারা মেরেছে। মুখ-মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। নাকের হাড় ভেঙে গেছে। কারা মেরেছে? জানা যায়নি।

BanglaBook.org

হয়তো অন্য ইউনিয়নের লোক। কিংবা মালিকপক্ষ। কিংবা কারও ব্যক্তিগত দুশমনি। লতিকাপিসির কাছে ছুটলাম। নিজের ঘরে আলো নিবিয়ে একা শুয়ে ছিল পিসি। আমি যেতে বলল— কে? সু? আয়। আলো জ্বালিস না।

লতিকাপিসির পাশে বসলাম আমি। এতটা জার্নি করে সবে ফিরেছি, খুব শীত করছিল। লতিকাপিসির ঘরটা বেশ গরম। পিসির গায়ে হাত রাখলাম আমি। পিসি আমার হাত জড়িয়ে ফুঁপিয়ে উঠল। বলল— দেখতে পর্যন্ত যেতে পারিনি। ওরা ওকে হাসপাতালে দিয়েছে। বউদি মানুকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছে, লতিকা যেন আবার চলে-টলে না আসে।... আচ্ছা বল, সবাই ওকে দেখতে যেতে পারে কেবল আমি পারি না! আমি তো ওদের বাড়ি যাচ্ছি না। হাসপাতালেও যাব না?

আমি চুপ করে রইলাম। পিসি একটু ঠাণ্ডা হয়ে বলল— মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার বোধহয় অন্য কারওকে বিয়ে করে ফেলাই উচিত ছিল। তুই এখন বড় হয়ে গেছিস, তোকে লুকবো না। বিবাহিত পুরুষকে ভালবাসার মধ্যে বড্ড অপমান থাকে রে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের কোনও শক্তি নেই। কিন্তু সামাজিক সম্পর্ক দারুণ ক্ষমতাবান। অথচ মানুষ এক জীবনে কতবার ভালবাসতে পারে?... ...

মনটা খারাপ হয়ে গেল। লতিকাপিসি ভাল। সুন্দর। একটা বিয়ে করে নেওয়া পিসির পক্ষে সত্যি কিছু ব্যাপার ছিল না। কিন্তু ভালবাসা—।

আজ পিসির কথা শুনে মনে হচ্ছিল, প্রেম একদিন ব্যক্তি ছাপিয়ে একটা আদর্শে পৌঁছে যায়। মানুষ নিজের আদর্শটাকেই ভালবাসতে থাকে তখন। মানুষ এক জীবনে কতবার ভালবাসতে পারে... কেন? অনেকবার পারে না কেন? ভালবাসা তো মৃত্যু নয় যে একবার মরে গেলে আর মরার সুযোগ রইল না। আসলে, একজীবনে মানুষ কতবার ভালবাসতে পারে... এই প্রশ্ন বা বিবৃতির মধ্যে একটা আত্মশ্লাঘা আছে। নিজেকে মহান করে দেখা। কিন্তু আত্মপ্রতারণাও কি নেই? কিংবা, আমার ভাবনার মধ্যেও একটা গ্যাপ থাকতে পারে। মানুষ একটা বয়স পর্যন্ত নিজের ন্যায়-নীতি বোধ, মানসিক অবস্থান গড়ে-পিটে নেয়। একসময় এই গড়ন আর চলতে পারে না। থেমে যায়। তার পর থেকে বাকি জীবনটা ওই মূল্যবোধকে পাথেয় করেই কাটে। লতিকাপিসি যে সময় নিজের মূল্যবোধ গড়ে নিয়েছিল, সে সময় হয়তো এই বিশ্বাসই গ্রহণ করতে পেরেছিল যে মন সারা জীবনে একজনকেই দেওয়া যায়। আমি এরকম ভাবি না। আসলে আমরা কেউই কারও মূল্যবোধ স্পর্শ করতে পারব না। কোনও দিন এ সমস্যার সমাধান হবে না যে কে ঠিক! কারা ঠিক! কারা নয়!

শ্যামলকাকু সেরে উঠবেন। আবার কাজ করবেন। আবার লক্ষ্মীপিসির সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু এই ঘা-গুলো? এই উপলব্ধি? এর কী হবে?

BanglaBook.org

১১ ফেব্রুয়ারি

লতিকাপিসির প্রসঙ্গে গিয়ে দেবাংশুর কথা আর লেখা হয়নি। দেবাংশু এসেছিল। সারা রাস্তা আমরা গল্প করতে করতে এসেছি সেদিন। বাড়ি ফিরেও অনেক কথা বলেছি। ওর কথা শুনিয়েছে দেবাংশু। সে এত কথা যে কীভাবে লিখব বুঝতে পারছি না। কিন্তু দেবাংশু আসায় কিছুক্ষণের জন্য আমাদের বাড়িতে একটা অন্যরকম পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছিল। কেউ তো আসে না এখন। বাবাকে বললাম— 'ও আমার একটা ভাই।' বাবা জড়িয়ে জড়িয়ে একটু কথাও বলল দেবাংশুর সঙ্গে। বাবা নিজেও বঙ্গবাসীর ছাত্র ছিল। সেই প্রসঙ্গে কথা হল। সবচেয়ে মজা লাগছিল ওলুকে দেখে। ওর দু' চোখে খুশি চিক চিক করছিল। বার বার বলছিল— তুমি খাবে? তুমি খাবে? আমি খাব... ওলুরও কি একঘেয়েমির বোধ আছে? ওর বাইরে যাবার কোনও প্রবণতা নেই। আগে আমার সঙ্গে একটু বেরুত। আর এখন সেটুকুও হয় না।

—বলো কী করছ...এই দিয়ে শুরু করেছিল দেবাংশু। জানালাম হোপ—সি সি আই-এর কথা।

—এম এ পড়লে না কেন?—ও জানতে চাইল। ও এত বদলে গেছে যে আমি কিছুতেই ভাবতে পারছিলাম না, ও, সেই দেবাংশু। আমাকে জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো ঘুমিয়েছিল। কিন্তু ওর আচরণে সুন্দর স্বাভাবিকতা। বললাম— অনার্স পাইনি তো।

কেন পাইনি, কী বৃত্তান্ত ও জানতে চাইল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল— তোমাকে দেখেই আমি ঠিক করেছিলাম ফিলজফিতে অনার্স নেব। নিয়েছি। বললাম— কেন বলো তো? কতটুকু সময় তুমি আমাকে দেখেছিলে? আমাকে তো তুমি ভুলেও যেতে পারতে। আর সেটাই স্বাভাবিক ছিল।

ও বলল—কোনটা স্বাভাবিক, কোনটা নয় তুমি কী করে নির্ণয় করবে

BanglaBook.org

শ্রুতিদিদি? জীবনের তো কোনও নিজস্ব রুটিন নেই। কোনও অনুভূতিকেই, ব্যাখ্যা করতে যাওয়াটা অর্থহীন লাগে আমার। মনই তো সেই চূড়ান্ত রহস্য, বলো? সেখানে কি অন্ত পাওয়া যায়?

আমি হাসলাম। দু'জনেই চুপ করে থাকলাম কিছুক্ষণ। ঠিকই বলেছে দেবাংশু। মনের তল পাওয়া ভার। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই নিরন্তর নিঃশব্দ ভাঙা-গড়া চলতে থাকে। হয়তো তাই মানুষ নিজের কাছে নিজেও অচেনা রয়ে যায়। এবং মানুষের কোনও স্থায়ী সত্তা থাকে না। আমি জানি না, স্থায়িত্বেরই অন্য নাম সত্তা কি না। যদি তা হয়েও থাকে, তবে, সত্তা মুহূর্তের। কারণ বর্তমানের সত্তা অতীত এবং ভবিষ্যৎ দ্বারা পরিবৃত। পরিচালিত। মানুষ নিজের থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে ভবিষ্যতে পৌঁছয়। নিজের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে অতীতে পৌঁছয়। এবং সব মিলিয়ে একটি নির্দিষ্ট সত্তার সাক্ষ্য দেয়।

এই যে আমি—এখন দেবাংশুর মুখোমুখি, আমি কি অতীত দ্বারা পরিচালিত হচ্ছি না? দেবাংশুও কি হচ্ছে না? আমাদের দু'জনের মধ্যেই এখন কিছু উদ্বেগ ও উত্তেজনা কাজ করছে। কারণ আমরা পরস্পরের কিছু কথা শুনব ঠিক করেছি যেগুলি আমাদের কিছু বিশেষ অনুভবে পৌঁছে দেবে। আমরা কি ভবিষ্যৎ দ্বারা প্রণোদিত হচ্ছি না?

এখনও আমরা দেবরূপার নাম উচ্চারণ করিনি। যেন দেবরূপা বলে কেউ কোথাও ছিল না কোনও দিন। আমি বললাম— কিন্তু তোমার এক বছর পিছিয়ে থাকা? ও হাসল। বলল— আচ্ছা, শোনো, তুমি যখন আমাকে দেখেছিলে, আমি কেমন ছিলাম? মেয়েলি, না?

আমি হাসলাম। বললাম—তা একটু।

—একটু নয়। অনেক। পুরোটাই। ছোটবেলার কথা আমার মনে আছে। দিদিভাই আমাকে পুতুল সাজাত। ভীষণ জেদ তো ওর। দারুণ রাগ। মা কোনওকালেই ওর সঙ্গে পেরে উঠত না। ও যা চাইত মেনে নিত। বাবা সারাদিন ব্যবসা নিয়ে থাকত বলে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরত যখন, মা আর সংসারের সমস্যাগুলো তুলত না। হয়তো বলার গুরুত্বও বুঝতে পারেনি মা।

—কীসের গুরুত্ব?

—দিদিভাই মেয়ে সাজিয়ে রাখত আমাকে। চুল কাটাতে দিত না। চুলগুলো পনি টেইল করে দিত। ফ্রক পরাত আমাকে। কপালে টিপ। মার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে আমার জন্য পুতুল কিনে আনত ও। মেয়ে পুতুল। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলত, আমার বোন। হয়তো বোনের শখ ছিল ওর, আমাকে দিয়ে মিটিয়ে নিত। আমিও সারাক্ষণ দিদিভাইয়ের সঙ্গে থাকতাম। ওর বন্ধুদের সঙ্গে খেলতাম। সিক্স পর্যন্ত আমি একটা কো-এড স্কুলে পড়েছি। ওখানেও আমার কোনও ছেলে বন্ধু

BanglaBook.org

ছিল না। আমি ছেলেদের মতো ফুটবল, ক্রিকেট, ভলি খেলতে নামিনি। মেয়েদের সঙ্গে থাকতাম আর পিট্টু, এক্কাদোক্কা, পাথরগুটি খেলতাম। আমার বড় চুলগুলো কেটে দেওয়া হল যখন সেভেনে ছেলেদের স্কুলে-ভর্তি হলাম। চুলগুলোর জন্য কিন্তু দারুণ কষ্ট হয়েছিল।

—পরে তো চুল বাড়িয়েছিলে।

—হ্যাঁ। ক্লাস টেনে উঠে একটু সাহস বাড়ল। তখন।

—আচ্ছা!

হা হা করে হাসছিল ও। দেবাংশু। বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কথা বলছিল একটানা। খোলা জানালা দিয়ে ঠাণ্ডার ঝাপটা আসছিল। তবু ও বন্ধ করতে দিচ্ছিল না। হয়তো, তখন, ওই খোলা জানালাটুকু ওর প্রয়োজন ছিল। ও বলছিল— স্কুলে কোনও বন্ধু ছিল না আমার। কী করে থাকবে বলো, মনে মনে আমি তখন পুরো একটা মেয়ে হয়ে গেছি। আমার শরীর আর মন দুই বিপরীত মেরুতে রয়েছে। ছেলেরাও আমার সঙ্গে বন্ধুত্বে আগ্রহী হয়নি। নানারকম নাম দিত ওরা আমাকে। খারাপ খারাপ কথা বলত। কী বলব তোমাকে, বাথরুমে গেলে ওরা জোর করত আমাকে। দেখত। আমি খুব একা হয়ে যাচ্ছিলাম। যত একা হচ্ছিলাম তত দিদিভাইকে আঁকড়ে ধরছিলাম। দিদিভাই প্যান্ট-শার্ট পরে, চুল কেটে, টেবিল টেনিস খেলে প্রায় ছেলেদের মতো, আর আমি দিদিভাইয়ের পিছু পিছু বোনটি হয়ে ঘুরছি। মাধ্যমিক পাশ করলাম। সাইন্সে ভালই নম্বর। কিন্তু দিদিভাই আমাকে সাইন্স নিতে দিল না।

—কেন?

—বলল, আর্টস পড়। তোর সাইন্সের ব্রেইন নেই।

—কী করে বুঝল?

—জানি না। কিন্তু আমি তো দিদিভাইয়ের ইচ্ছের বিরুদ্ধে চলতে শিখিনি।

—আচ্ছা, দেবমাল্যদা কোনও দিন তোমায় শোধরাবার চেষ্টা করেনি?

—কোনটা?

—ওই মেয়েলি ব্যবহার?

—করত। রাগ করত। ঠিক করে কথা না বললে মারবে বলে ভয় দেখাত। কিন্তু আমার কীরকম মনে হত, দিদিভাই যদি রাগ করে। স্কুলে ছেলেদের অত্যাচারে এক-একবার মনে হয়েছে, আমি ওদের মতো নই কেন, আমি তো ছেলে। কিন্তু আমি কি সত্যিই ছেলে ছিলাম? গুলিয়ে যেত।

—তারপর?

—উচ্চ মাধ্যমিকে আবার কো-এড। গোল বাধল এবার।

—কেন?

BanglaBook.org

—ইলেভেনের শেষের দিকে দীপশিখাকে ভাল লাগতে শুরু করল আমার। কী জানো, ছেলেরা আমাকে নিয়ে মজা করত কিন্তু মেয়েরা ভাল ব্যবহার করত আমার সঙ্গে। বেশ বন্ধুত্ব ছিল সবার সঙ্গে। বন্ধুত্ব মানে অন্তরঙ্গতা ভেবো না। ওই, ক্লাসে যেমন হয়ে থাকে। কথা, গল্প, হাসি, মজা। কিন্তু দীপশিখার জন্য অন্যরকম বোধ তৈরি হল আমার। সারাক্ষণ ওর কথা ভাবতাম। ওর কাছে কাছে থাকতাম। ও একদিন না এলে মনে হত বাঁচব না। ওর কথা মনে হতে বুকের মধ্যে অদ্ভুত কষ্ট হত। আনন্দও। এসব কেন, এসব কী, আমি জানতাম না। আমার মধ্যে অন্য একটা মানুষ জন্ম নিয়েছিল তখন। একদিন, হঠাৎই, দীপশিখাকে ডেকে বললাম, তোকে একটা কথা বলব দীপশিখা। ও খুব ক্যাসুয়াল। বললাম— তোকে আমি ভালবাসি দীপশিখা। তুই টের পাস না?... কী বলব তোমাকে শ্রুতিদিদি— কে যে আমাকে বলালো ওরকম, সে কি আমিই? দীপশিখা প্রথমে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর খুব হাসতে লাগল। খুব। খুব। সব বন্ধুদের বলে বেড়াতে লাগল, জানিস, দেবাংশু প্রেমে পড়েছে, দেবাংশু প্রেমে পড়েছে। তপেশ, নীনা, শুভ, মঞ্জিরা— সবাই বলতে লাগল— হ্যাঁরে, তোর প্রেম কি হোমো, না, হেটরো...

—ইস!

—এখনই ইস কোরো না। আরও আছে। দু'-তিনদিন পর ওরা আমাকে শ্মশানঘাটে নিয়ে গেল। শ্মশানঘাটটা খুব সুন্দর জানো। ইছামতীর পার তো। নদীটা সরু হয়ে গেছে কিন্তু এখনও সূর্যাস্তে দারুণ লাগে। ওরা বলল, দীপশিখা আমাকে কিছু বলতে চায়। আমি সত্যি বিশ্বাস করলাম। গেলাম ওদের সঙ্গে। ওরা সবাই মিলে আমাকে... আমাকে...

—আর বলতে হবে না দেবাংশু। আমি বুঝতে পারছি।

—কিছু বোঝোনি তুমি শ্রুতিদিদি। কেউ বোঝেনি। কেউ বুঝবে না। ওরা, ছেলে-মেয়ে মিলে, আমাকে ন্যাংটো করে দিল। জোর করে। দেখবে—

জল এসে যাচ্ছিল দেবাংশুর চোখে। ঠোঁট কামড়াচ্ছিল ও। কান্না চাপছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল— অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম আমি। লজ্জায়। ঘেন্নায়। মেয়েরা ছিল তো।... ... একদিন পর পালালাম। পয়সা নেই। পরিকল্পনা নেই। কোথায় যাব, কী করব জানি না। পালাতে লাগলাম। ঠিক করলাম সুস্থ হব। আমি যা, আমি তাই হয়ে উঠব। নইলে ফিরব না।

—অদ্ভুত। তারপর?

—পরীক্ষা দেওয়া হল না।

—কোথায় ছিলে?

—দীঘা। একটা ছোট হোটেলে থাকা-খাওয়া আর রোজ পাঁচ টাকা হিসেবে কাজ করতাম। তার আগে তিনদিন খাইনি। কাজ হয়ে গেলে রোজ আয়নার সামনে

BanglaBook.org

বসে কথা বলতাম। একটা বুড়ো ঠাকুর রান্না করত। সে আর আমি একঘরে থাকতাম। লোকটা কী বুঝেছিল কে জানে, বলেছিল, রোজ সমুদ্রে যাও। সূর্যোদয় দেখো। আর ভাবো, তুমি কে। তুমি কী। বিশ্বাস করো, তুমি ক্ষুদ্র না। এই সমুদ্রের মুখোমুখি, এই বিশালতার মুখোমুখি তুমি বিশাল। এই পৃথিবীতে তুমি কী করো, সেটা বড় নয়। বড় হল, তোমার নিজের ওপর আস্থা আছে কি না। নিজের কাজের প্রতি শ্রদ্ধা আছে কি না।

—আশ্চর্য!

—হ্যাঁ! আশ্চর্য! সেই সময়, শ্রুতিদিদি, প্রথমে দিদিভাইয়ের ওপর ভীষণ ঘৃণা হয়েছিল আমার। সব মিলিয়ে ঘৃণা। শ্রেয়সীদির সঙ্গে ওর সম্পর্ক, অন্য আরও অনেকের সঙ্গে, ওর হস্টেলের ঘটনা... ...পরে মনে হল, দিদিভাইয়ের কোনও দোষ নেই। মেয়েদের প্রতি আকর্ষণ ওর মধ্যে প্রকৃতিগত। ও আসলে, অসহায়।

এই প্রথম সরাসরি দেবরূপা প্রসঙ্গে এলাম আমরা। জিজ্ঞেস করলাম— ও কী করছে এখন?

—তোমার মতোই, অনার্স পায়নি। একটা লোকাল এন জি ও-তে কাজ করছিল। পয়সা-টয়সা পেত না। এমনি। এবার, সম্ভবত, তোমার সঙ্গে ওর দেখা হবে।

—ও। কী করে?

—হোপ—সি সি আইতে ইন্টারভিউ দিয়েছিল ও। হয়ে গেছে। পয়লা মার্চ যোগ দেবার কথা।

কী বলব ভেবে পেলাম না। মাথার মধ্যে ঝন ঝন করে উঠল। দেবরূপা! আবার! দেবাংশুর কথা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, এ তো উপন্যাস! দেবরূপা, হোপে আসছে শুনে মনে হল, ওর জীবন যদি উপন্যাস হয় তো আমার জীবন নাটক। কিন্তু দেবরূপার প্রসঙ্গে আর না গিয়ে বললাম— তোমার বাকিটা?

—আট মাস ছিলাম দীঘায়। বদলে যাচ্ছিলাম। ওই লোকটার কথামতো রোজ সমুদ্রে যেতাম। বলতাম, আমি পুরুষ, আমি পুরুষ, আমি পুরুষ...। দাড়ি রাখলাম। হঠাৎ মনে হল দাড়ি যেন দ্রুত বাড়ছে। আমিও যেন বাড়ছি। আমার কব্জি চওড়া হচ্ছে। গলার স্বর ভারী হচ্ছে। কাগজে ক্রমাগত নিরুদ্দিষ্টের প্রতি পত্র লিখছিল বাবা। ফিরে তাকাইনি। একদিন দেখলাম, মায়ের নামে পত্র। কয়েকটি কথা লেখা। বাবারে, ফিরে আয়। আর যে আমি পারি না। এতদিন যা হয়নি, এবার তাই হল। খুব কষ্ট হল মায়ের জন্য। বাড়ির জন্য। ফিরে গেলাম।

—কী বলল সবাই?

—মা কাঁদল। বাবা, দাদা কিছু বলল না। সম্ভবত আমার পরিবর্তন ওঁদের ভাল লেগেছিল। বাবা শুধু বলল, পরের বছরের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হও। দাদা, দুপুরে

BanglaBook.org

খেতে বসে গালটা নাড়িয়ে বলেছিল— বেড়ে দাড়ি রেখেছিস তো!

—দেবরূপা?

—দিদিভাই তো প্রথমে কথাই বলছিল না। তারপর একা পেয়ে বলল, প্রেমে ল্যাং খেয়ে পালিয়ে যাবার নাটকটা কি না করলেই চলছিল না? ও বোঝেইনি, আমি কেন পালিয়েছিলাম।

—ও কী করে জানল তোমার প্রেম হওয়ার খবর?

—জেনেছে। আমার বন্ধুদের ও চেনে। খোঁজ নিয়েছে।

দেবাংশু বলেছে ও আসবে। সরাসরি আমাদের বাড়িতে আসবে। আসুক। দেবাংশু এলে বাড়িটা অন্যরকম লাগবে তবু। কিন্তু দেবরূপা? দেবরূপা শুনেই আমার ভাবনায় হস্টেল ঝাঁপ দিচ্ছে। অথচ আমি ঠিক করেছিলাম হস্টেল নিয়ে আর ভাবব না। এতদিন, এই দু' বছর হস্টেল ছাড়া আমি আর কিছু ভাবিনি। ভাবতে ভাবতে, প্রতি মুহূর্তের কারণ বিশ্লেষণ করতে করতে, এই অদ্ভুত, ব্যর্থ, অসার্থক পরিণতির রূপ দেখতে দেখতে আমার মস্তিষ্ক অসাড়। মন ক্লান্ত। হস্টেল নিয়ে আমি আর ভাবব না। কিছুতেই ভাবব না।

BanglaBook.org

১৩ ফেব্রুয়ারি

হোম ভিজিট আমাদের একটা প্রয়োজনীয় কাজ। যে-সব বাচ্চা গ্রাম থেকে এসেছে এবং গ্রামে যাদের বাবা-মায়ের অস্তিত্ব আছে, তাদের সঙ্গে তাদের বাড়ি যাওয়ার কাজ। এ কাজের কতগুলো উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রথমত, বাচ্চাদের, তাদের নিজেদের বাড়িতে পুনর্স্থাপন করা যায় কিনা তা দেখা। অনেক সময় অর্থনৈতিকভাবে সম্পন্ন পরিবারের বাচ্চা পালিয়ে আসে। হয়তো বাবা মেরেছে, রাগ করে ট্রেনে উঠে পড়ল। মা স্কুলে যেতে বলছে, পালিয়ে গেল। বন্ধুদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে পালিয়ে এসেছে, এমনও আছে।

মিঠুনের কথাই ধরা যাক। মিঠুনকে তিনবার বাড়িতে ফেরত পাঠানো হয়েছে। তিনবারই চলে এসেছে। ওর, বাড়িতে না থাকার কারণ—ওর মা ওর ছোট্ট বোনটার কাছে ওকে বসিয়ে সংসারের কাজ সামলাতে চায়। মিঠুনের বাবা সম্পন্ন লোক। পরিবারে ওর আদর আছে লক্ষ করা গেছে। তবু মিঠুন বাড়িতে থাকবে না। এখানে সমস্যাটা একান্ত মিঠুনেরই। এ ধরনের বাচ্চার জন্য হোপে কাউন্সেলিং-এর ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাতে লাভ কী হচ্ছে তা এখনও আমি বুঝতে পারিনি।

হোম ভিজিটের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল, বাচ্চার বাড়ির পরিস্থিতি যদি এমন হয় যে কিছু আর্থিক সহায়তা দিলে তারা বাচ্চাকে স্কুলে পাঠাতে পারবে, তার ব্যবস্থা করা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাবা-মায়েরা এ দায়িত্ব নিতে চায় না। বলে—এখানে থাকলে ওর পড়াশুনো হবে না। খোকন নস্করের বাড়িতে গিয়ে আমার আজ সে-অভিজ্ঞতাই হল।

অনেক সময় দেখা গেছে। বাচ্চা যে-গ্রামের নাম বলছে তা খুঁজেই পাওয়া গেল না। কিংবা গ্রাম যদিও পাওয়া গেল তো তার ঘর-বাড়ির অস্তিত্ব মিলল না। এ ক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে, বাচ্চাটাই মিথ্যে বলছে অথবা তার মধ্যে কিছু ইলিউশন

BanglaBook.org

আছে। ইলিউশনে ভুগতে থাকা বাচ্চা অনেকই আছে আমাদের চারপাশে।

প্রমিতাদির সঙ্গে মিটিং করে ঠিক হয়েছে যে হোম ভিজিটের জন্য, দরকার হলে, রবিবারটাও আমি ব্যবহার করব। কারণ রবিবারগুলোয় বাচ্চার বাবা-মাকে একসঙ্গে পাবার সুযোগ থাকে। এই ছুটিটা অ্যাডিশনাল লিভ হিসেবে জমা থাকবে। ছুটির দিনে হোম ভিজিট করতে গেলে সেন্টার নিয়ে ভাবতে হয় না। আজ গিয়েছিলাম খোকন নস্করের বাড়ি। খোকন এমনিতে বেশ হাসিখুশি। কিন্তু যেই সেন্টার ছেড়ে বেরোল, ওমনি কীরকম লাজুক হয়ে গেল।

খোকনের বাড়ি তালডি। ট্রেনে চেপে প্রায় দেড় ঘণ্টার রাস্তা। শেয়ালদা থেকে সোনারপুর জংশন হয়ে আরও অনেকগুলো স্টেশন। জায়গা পেয়ে গিয়েছিলাম বসার। খোকনকে পাশে নিয়ে জানালার ধারে বসলাম। সেন্টারে খোকন অনেক সময়ই গায়ে গায়ে থাকে, অথচ ট্রেনে সঙ্কুচিত হয়ে বসে ছিল। ওর বাড়ি যাচ্ছি বলে হয়তো কোনও উদ্বেগ ওর মধ্যে কাজ করে থাকবে। ওকে সহজ করার জন্য বাদাম কিনলাম। ও লজ্জা-লজ্জা মুখ করে খেতে থাকল। ওকে সহজ করার জন্য বললাম—সোনারপুরের পর থেকে কী কী স্টেশন? ও মনে করে বলতে লাগল—বিদ্যাধরপুর, কালিকাপুর, চম্পাহাটি, পিয়ালি, গৌরদহ, ঘুটিয়ারি শরিফ, বেথবেরিয়া-ঘোলা, তালডি।

তালডির পরের স্টেশন ক্যানিং। ক্যানিং লোকালেই আমরা চেপেছি। ভিড় মোটামুটি। দু'-একজন আমাকে জিজ্ঞাসাও করে ফেলল, কী ব্যাপার, কোথায় যাচ্ছি। খোকন, আট-ন' বছরের ছেলে, ওর পোশাক দেখে নিশ্চয়ই বলে দেওয়া যায় ও আমার আত্মীয় নয়। তা হলে ও কী! লোকের ঔৎসুক্য হয়। একই ঔৎসুক্য আমি দেখেছি, যখন নীলরতনে বাচ্চাদের নিয়ে গিয়েছি।

খোকনের বাড়ি স্টেশনে নেমে প্রায় আধঘণ্টার হাঁটাপথ। চলতে চলতে ওর দিকে তাকালাম। বাড়ি ফেরার খুশিতে দু' চোখ চিক চিক করছে। কীরকম কষ্ট হল। বললাম—বাড়ির জন্য মিষ্টি নেবে খোকন?

ও স্মিত মুখে ঘাড় নাড়ল। আমি একটা মিষ্টির দোকানের কাছে দাঁড়ালাম। ব্যাগে গোনা-গুনতি টাকা। এ টাকা আমার নিজের। মিষ্টি কেনার টাকা সেন্টার আমাকে দেবে না। টিফিনের জন্য বরাদ্দ থেকে পনেরো টাকা খরচ করলাম আমি। রসগোল্লা কিনলাম।

অনেকটা জায়গা জুড়ে, খোকনদের আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি। অন্যদের অবস্থা চলনসই। কিন্তু খোকনদের অবস্থা খুবই খারাপ। ছোট্ট মেটে ঘর। খোড়ো চাল ফোকলা হয়ে আছে। খোকনের মা বর্ষার আগে এটি সারিয়ে ফেলতে চায়। ওর ফিরিওয়ালা বাবার টি বি আছে। এখন আর রোজ ফিরি করতে যেতে পারে না। অবস্থা অচল হলে এক একদিন বেরোয়। আজ বেরিয়েছিল।

BanglaBook.org

আমি যাওয়াতে ওদের বাড়ির যত মেয়ে আমাকে ঘিরে ধরল। খোকনের মা আনন্দে আবেগে কাঁদল খানিক। আমি যে ওদের বাড়ি এসেছি তা ভাবতে পারছে না। যতই বলি, এটা আমার ডিউটি, ততই তার আবেগ বাড়ে। ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরে যাবার কথা ছিল। কিন্তু কিছুতেই দুপুরের খাবার না খেয়ে আমাকে আসতে দেবে না। ভীষণ সঙ্কোচ হচ্ছিল। নিজেদের খাবার জোটে না। আমাকে কী খাওয়াবে! তারপর মনে হল, ওদের ইচ্ছেকে আহত করা ঠিক নয়।

এদিকে ছোট ছোট বাচ্চাগুলো রসগোল্লা খাবার জন্য হামলে পড়েছে। খোকন আমার দিকে অসহায় চোখে তাকাল। এতগুলো বাচ্চা! ওর মায়ের। ওর কাকির। ওর দিদির। আরও রসগোল্লা আনা উচিত ছিল আমার। কিন্তু কী করব! আমারও সামর্থ্য ঠন ঠন করছে। নিজেদের বাড়ি না থাকলে এতদিনে আমাদের অবস্থাও খোকনের বাড়ির মতো হত।

উঠোনে উনুন জ্বেলে ধুম রান্না হচ্ছে। আমাকে ঘরের মধ্যে হোগলার চাটাই পেতে দিল খোকন। শুয়ে পড়লাম। মাটির শৈত্য আমার মধ্যে ঢুকে যেতে লাগল। ওপরে তাকালাম। খড় খসে গিয়ে একটি বিশাল ফোঁকর। আকাশ দেখা যাচ্ছে। ঘরে আর জানালা নেই। কুলুঙ্গিতে লক্ষ্মীর ছবি। সিঁদুর-আলতা। পাশের আরেকটি কুলুঙ্গিতে ছোট্ট আয়না আর চিরুনি। দড়িতে সামান্য কাপড়। ঘরে আর কোনও আসবাব নেই। আমি চোখ বুঁজলাম। শুনলাম, খোকন বায়না করছে—দে না মা। দুটো টাকা দে না।

—আমার কাছে নাই।

—দে না! আছে। তোর কাছে আছে।

—না। বললাম তো নাই। কোথা থেকে থাকে? তোর বাপ এই দশদিন পর ফিরিতে গেল।

একবার ভাবলাম, ওকে বারণ করি। কিন্তু পর মুহূর্তে মনে হল, এ ওর আবদার। ওর মায়ের কাছে আবদার। এ তো সেন্টারে ওকে দিতে পারি না আমরা।

মুশকিল হল, যখন খেতে দিল আমাকে। ডুমো ডুমো চালের ভাত। শাক। কুচো মাছের চচ্চড়ি। আর লম্বা লম্বা কী একটা মাছ। মাছ খেতে গিয়ে গা গুলিয়ে উঠল আমার। আঁশটে গন্ধ। তেল পড়েনি এতটুকু। কোনওক্রমে জলে সেদ্ধ করে দেওয়া।

ওরা ওদের সাধ্যাতিরিক্ত করেছে। কিন্তু আমি পর্যন্ত তা পৌঁছতে পারল না। এই আমি, সামান্য সম্বলের, সব হারানোর আমি—সে পর্যন্তও না। এ কাজ না করলে ভারতবর্ষের এই চেহারা দেখা হত না আমার।

BanglaBook.org

১৫ ফেব্রুয়ারি

পথশিশুদের কতকগুলো চরিত্র লক্ষণ থাকে। ওদের ব্যবহার লক্ষ করে দেখেছি, নখ খাওয়া, আঙুল চোষা, একটু পর পর থুতু ফেলা ওদের মধ্যে খুব বেশি। একেবারে ছোটবেলা থেকে পয়সার প্রতি টান তৈরি হয় ওদের। নেশা করা ছাড়াও ওরা জুয়া খেলতে শেখে। সিনেমা দেখতে যায়। খারাপ পাড়ায় যায়। বারো থেকে চোদ্দো বছরের মধ্যে ওদের এস টি ডি ধরে যায়। হোপের ক্লিনিক থেকে নিয়মিত ঔষুধ পায় ওরা। এবং কন্ডোম। ওদের জন্য নিয়মিত যৌনশিক্ষার ক্লাশ নেওয়া হয়। বোঝানো হয় কন্ডোমের প্রয়োজনীয়তা কতখানি। প্রথম-প্রথম বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছিল যে ওদেরও যৌনজীবন আছে। যদিও ওদের মুখ দেখে বোঝা যাবে না। ওরা, এমনকী আমাদের সামনে এ বিষয়ে মুখ খুলবে না। জানতে চাইলে মাথা নিচু রাখবে। শুধুমাত্র কয়েকজন আঙ্কেল-আন্টির সঙ্গেই ওরা এ বিষয়ে কথা বলে। তাঁরা হোপের কাউন্সেলিং টিমে আছেন। এখানে এসেই আমি জেনেছি এস টি ডি কী। সেক্সুয়াল ট্রান্সমিটেড ডিজিজ।

ছোটদের যৌনজীবন সম্পর্কে এই জ্ঞান লাভ করার পর মেনে নিতে রীতিমতো কষ্ট হয়েছে আমার। সরাসরি এই জীবন-যাপন করা ছাড়াও অতি ছোটরা পরস্পরের পোঁ...মারে। পোঁ...মারা— এই শব্দটিও আমি শুনেছি ওদের কাছে। শিখেছি বহু সম্ভব-অসম্ভব গালাগালি। মাঝে মাঝেই সাত-আট বছরের কোনও বাচ্চা এসে আরেকজনের নামে নালিশ করে— আন্টি, ও আমার পোঁ...মারতে চাইছিল... এরকম হলে আনন্দ বা হীরক ওদের মারে। আমি মারি না। বকি অবশ্য। স্কেল নিয়ে মারের ভয়ও দেখাই— যদিও সেটুকুও হোপের নিয়মবহির্ভূত।

সমকামনাও ওদের মধ্যে একটা সাধারণ লক্ষণ। পথে, ঘাটে, স্টেশনে, পার্কে সরাসরি আকাশের নীচেকার জীবন দেখতে দেখতে আত্মলিঙ্গবোধ ছাড়া আর কিছু ওদের মধ্যে জন্মে না। কেউ একটা আনন্দমেলা পত্রিকা এনেছিল সেন্টারে।

BanglaBook.org

বোধ হয় ট্রেনে পেয়েছে কিংবা অন্য কোথাও— পত্রিকার পেছনে 'সফেদ' হোয়াইটনারের বিজ্ঞাপন ছিল। চারটি ফুটফুটে ছোট মেয়ে উজ্জ্বল সাদা পোশাক পরে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। আফজল, বয়স খুব বেশি হলে সাত, ওই মেয়েদের একজনকে বউ নির্বাচন করেছে এবং তার মুখটা চুমু খেয়ে কামড়ে খুবলে ফেলেছে। আমার কাছে যখন পত্রিকাটি এল তখনও পাতাটি থুতু দিয়ে ভেজা আর ছবির মেয়ের মুখটি খোবলানো।

এখানকার সব বাচ্চার বউ ঠিক করা আছে। প্রচলিত জীবনের অন্ধ অনুকরণ। ভাল-মন্দ বোধ নেই, ভবিষ্যৎ বোধ নেই, কতগুলো প্রবৃত্তির সঙ্গে বড় হচ্ছে হাজার হাজার মানুষের বাচ্চা। এদের জন্মের হিসেব নেই, মৃত্যুরও নেই। এরা অসুখে মরে, দুর্ঘটনায় মরে, মার খেয়ে মরে। নেশা করতে করতে মরে যায়। 'গুড আর্থ' এইসব বাচ্চাদের ভাল করার চেষ্টা করছে। ওদের ক্ষমতা ছোট, কিন্তু প্রচেষ্টা গভীর। আমাদের সেন্টারের এত বাচ্চা মাদকাসক্ত যে ওদের পক্ষে আর নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। গত তিন-চার মাসে আমাদের সেন্টার থেকে ওরা সংগ্রহ করেছে সতেরোটি বাচ্চা। আপাতত আর নেওয়া সম্ভব নয় বলে ঠিক হয়েছে সপ্তাহে দু'দিন করে ওরা সেন্টারে আসবে। বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলবে। ওদের কথা বলার পদ্ধতিটা চমৎকার। নানানরকম গল্প বলে। অনেকরকম খেলা শেখায়। বাচ্চাদের তাক লাগিয়ে দেবার মতো ম্যাজিক পর্যন্ত জানে। বাচ্চারা ওদের ভালবাসে। এমনকী যাদের বয়স পনেরো-ষোলো তারাও মুগ্ধ হয়ে দেখতে থাকে ওদের মজা। মজার মধ্যে দিয়ে, খেলার মধ্যে দিয়ে, আস্তে-আস্তে ওরা প্রসঙ্গে চলে যায়। নেশা নিয়ে কথা বলে। ওদের কাছে জেনে নিতে থাকে কোথায় নেশার জিনিস পাওয়া যায়। কোথায় কোথায় ঠেক।

সইদুল মণ্ডল আর রাজা দাস কিছু খেয়ে এসেছিল পরশু। শনিবার রাত থেকে শুরু করেছে। কাল সারাদিন ওদের ঘুমোতে দেখলাম। জামাকাপড়ের তাল পর্যন্ত নেই। দু'জনেই পনেরো-ষোলোর।

সইদুল দু'-একবার উঠল। জিজ্ঞাসা করলাম—কী খেয়েছিলে? উত্তর দেবার ক্ষমতা নেই। কোনওমতে বলল— পরে বলব আন্টি। কথা বলতে পারছি না।

পরে বিকেলে উঠল। তাও দু'বারের চেষ্টায়। পা টলমল করছে। বলল শরীরে কষ্ট হচ্ছে। খুব ভাল করে স্নান করতে বললাম। করল, দশটাকা দিলাম খেতে। সারাদিন কিছু খায়নি। রাজা তো নিঃসাড়।

আজ ধরলাম দু'জনকে। কী খেয়েছিলে? ট্রেনে নাকি সন্দেশ পেয়েছিল তাই খেয়েছে। তেতো লাগছিল। তবু সন্দেশের মায়া ছাড়তে পারেনি। বিশ্বাস হল না। পরে জানতে হবে।

রাজা আর সইদুল—দু'জনের কেসই আমি লিখেছি। রাজা ছোটবেলায়

BanglaBook.org

সৎমায়ের অত্যাচারে পালিয়ে এসেছিল। ছ'-সাত বছর বয়সে। ভীষণ কুঁড়ে। কিন্তু গায়ে প্রচুর শক্তি। খেতে পারে। ইচ্ছে করলে খাটতেও পারে। খুব মেধাবী। দেখলে বোঝা যায় না। কিন্তু ওকে পড়িয়ে দেখেছি!

সইদুল ওর সৎমায়ের ভাইয়ের মাথা দু'ফাঁক করে পালিয়ে এসেছে। কারণ, সেই লোকটি ওকে খানকির বাচ্চা বলেছিল। মাকে চো...বলেছিল। ওর মনে হয়েছিল, ওর মৃত মাকে এই লোকটা অপমান করে দিল। ওর মাথায় রক্ত উঠে গিয়েছিল। এই এলাকা থেকে, পরিচয়ের গণ্ডি থেকে অনেক দূরে ও চলে যেতে চায়। মাঝে মাঝে ওকে উদাসী ও বিষণ্ণ দেখি। ওর মা মরে যাবার পর বাবা আবার বিয়ে করেছিল। ওর মায়ের জায়গায় ও আর কারওকে বসাতে পারেনি। বাড়ির সবার প্রতি ওর অসম্ভব ঘৃণা ও ক্রোধ।

এ পর্যন্ত যত কেস হিস্ট্রি দেখলাম তার মধ্যে ঘৃণার ইতিহাস সবচেয়ে বেশি। বাবার প্রতি ঘৃণা। সৎমায়ের প্রতি, সৎ বাবার প্রতি, এমনকী নিজের মায়ের প্রতিও। এবং মা মরে যাবার পর বাচ্চাদের দুর্গতি বেড়েছে, এমন ঘটনাও প্রচুর। পথশিশু মানে যে শুধুমাত্র ফুটপাথে জন্মানো বা খালপারের জঞ্জালে বেড়ে ওঠা শিশু তাই নয়, বাড়ি-পালানো বা বাপে-খেদানো বাচ্চাও প্রচুর। স্বেচ্ছায় পালিয়ে আসা শিশুও কম নেই। মোটামুটি ভাল পরিবারের এরকম বহু বাচ্চাকে বাবা-মায়ের হাতে তুলে দিয়ে দেখা গেছে সেই বাচ্চা আবার পালিয়েছে। যেমন সেদিন মিঠুনের কেস হিস্ট্রি পড়তে পড়তে দেখছিলাম। পালিয়ে বেড়ানো— হয়তো-বা এও এক প্রবণতা মানুষের।

BanglaBook.org

১৮ ফেব্রুয়ারি

খবর পেলাম, বড়দের গ্রুপটা সেদিন নাইট্রাজিন খেয়েছিল। ওষুধটার নাম নাইট্রাজিনই কিনা জানি না। ওদের উচ্চারণের ওপর ভরসা করা যায় না। ওরা বলে এই ওষুধ খাইয়েই যাত্রীদের বেহুঁশ করে দেয় ডাকাতরা। একটা ওষুধ ওদের কাছে চেয়েছি। পেলে 'গুড আর্থ'কে দেব।

আজ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কথা কাটাকাটির জেরে সইদুল রাজুর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। ঘটনাটা ঘটেছে লেংড়িমাসির ঠেকে। কিছুদিন বড় ছেলেদের দলটা সেন্টারে নিয়মিত আসছে না। রাত্রের আঙ্কেলদের সঙ্গে ওদের বনছে না একেবারেই। দিনে মাঝে মাঝে আসছে, কিন্তু রাতটা পুরোটাই কাটছে লেংড়িমাসির ঠেকে বা প্ল্যাটফর্মে।

ফিল্ডের ঘোরাঘুরি সেরে ফিরে সবে পড়াচ্ছি, প্রমিতাদি উঠব-উঠব করছেন, এমন সময়, রাজা এল ওষুধ চাইতে। তুলো, স্যাভলন, ব্যান্ডেজ— এসব নিয়ে আমিও রাজার সঙ্গে গেলাম। দেখি রাজু অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। মুখ দিয়ে লালা গড়াচ্ছে। মাথার চুলে রক্তের দলা। ক্ষত দেখে মনে হল হাসপাতালে যাওয়া দরকার। সইদুল রাজুর পাশে বসে কাঁদছিল। বলল— দেখলে তো আন্টি, সেই আমি আবার মাথায় মারলাম। আবার!

আমি রাজাকে নিয়ে সেন্টারে ফিরে এলাম। কিছু টাকা ওর হাতে দিয়ে বললাম, 'রাজুকে রিকশা করে নীলরতন সরকারে নিয়ে যাও।' সেন্টার খরচের টাকা থেকে ওই টাকা দেওয়া হল। ওদের কাছ থেকে এমন সততা আশা করা যায় না যে ওরা এ টাকা দিয়েও নেশা করে ফেলবে না। প্রমিতাদি বললেন— 'তুমি সঙ্গে যাও।' গেলাম। ওরা আমাকে কথা দিল, রাজুকে ডাক্তার দেখিয়ে ফিরবে, আমার যাবার দরকার নেই। আমি ফিরে এলাম। ওরা যদি মুখ ফুটে বিশ্বাস প্রার্থনা করে এবং সেটা না পায় তবে ওদের আত্মমর্যাদায় লাগে। আমি ওদের বিশ্বাস করেছি এবং ওরা কথা রেখেছে। মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে সেন্টারে ফিরে এসেছে রাজু।

BanglaBook.org

২১ ফেব্রুয়ারি

দু'দিন হল বাচ্চাদের জন্য একটা ছোট রঙিন টিভি এসেছে। খুব শিগগির টনি আসবেন, তাই সেন্টারগুলোকে সাজানো হচ্ছে। টনি এসে দেখবেন, সেন্টারে বাচ্চাদের এন্টারটেইনমেন্ট-এর ব্যবস্থা আছে। আমি বলেছিলাম, টিভির চেয়েও ওদের জন্য অনেক বেশি দরকার লকার। ওরা জিনিস রাখতে পারে না। কিছু দিলে হারিয়ে ফেলে। একটা নির্দিষ্ট জায়গা পেলে ওদের মধ্যে গুছিয়ে আগলে রাখার ইচ্ছে জন্মাবে। কিন্তু আনন্দ আর হীরক টিভির ওপর অনেক বেশি জোর দিল। বলল, বাচ্চারা টিভি দেখার টানে প্ল্যাটফর্মে চলে যায়। সেন্টারে টিভি থাকলে এখানে থাকার একটা আকর্ষণ জন্মাবে। হয়তো, হয়তো নয়। তবে টিভি একটা থাকলে রাত্রের কর্মীদের সময়টা খারাপ কাটবে না। এর মধ্যেই কাল টিভির অ্যান্টেনাটা চুরি গেছে। সবাই বলছে রামু চক্রবর্তী আর ধনীরাম হালদার এটা করেছে। কোনও প্রমাণ নেই, তবু। ওরা এসব শুনে ভয় পেয়ে পালিয়েছিল। আনন্দ আবার ধরে এনেছে।

হোপের একটা নাটকের দল আছে। আমাদের সেন্টার থেকে পাঁচ-ছ'টি বাচ্চা ওখানে যায়। বিভিন্ন সেন্টার থেকে বাছা বাছা ছেলে-মেয়ে নিয়ে দলটি তৈরি করা হয়েছে। ওদের বলা হয়েছিল, 'কেন তোমরা নাটকের দলে আসো, লিখে আনবে।' আনোয়ার লিখেছে— আমরা নাটক করতে যাই ওখানে। যেসব মেয়েরা আসে তাদের লাগাব বলে। আমরা যেন সিরিয়াসলি লাগাতে পারি আর অন্যদের লাগানো শেখাতে পারি।

আনোয়ারের বয়স তেরো বছর।

BanglaBook.org

২৫ ফেব্রুয়ারি

আজ, ফেরার পথে আবার সেই লোকটির সঙ্গে দেখা। সে যে ছিল, আমি লক্ষ করিনি। এমনকী তার মুখও আমার মনে ছিল না। মনে রাখার মতো অসাধারণ কোনও চেহারার অধিকারীও ছিল না সে। ট্রেনে ভিড় ছিল। যেমন থাকে প্রতিদিন। আমি জানালার ধারে সিট পেয়েছিলাম। সাধারণত প্রথম কয়েকটি কম্পার্টমেন্টে জায়গা পাওয়া গেলে আমি আর লেডিজ পর্যন্ত যাই না। বজবজ নেমে আমাকে তা হলে অনেকটা প্ল্যাটফর্ম উল্টোদিকে অতিক্রম করতে হয়। আজ দ্বিতীয়টাতেই জায়গা পেয়েছিলাম। ট্রেনে একদল হিজড়ে উঠেছিল। হিজড়ে দেখলেই, আমার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হয় চোখ ফিরিয়ে নেওয়া। তাই নিয়েছিলাম। কিন্তু ট্রেনের যাত্রীরা ওদের নিয়ে মজা করছিল। সেই মজার মধ্যে কোনও মানবিকতা ছিল না। কেউ বলল, তারা কেন লেডিজ কম্পার্টমেন্টে যায়নি। ওরা মেয়েদের মতো পোশাক পরেছিল। মেয়েদের মতো সাজ। একজন মন্তব্য করল— লেডিজরা যদি চ্যালেঞ্জ করে বসে... অন্যরা খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসল। একজন ওদের রতিক্রিয়ায় আহ্বান জানাল। একজন জানাল, ওদের বুক উত্তেজনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। ওরা, প্রতিটি কথার জবাব দিচ্ছিল। হাসছিল। কোমর বাঁকিয়ে ঠেস মারছিল পাশের পুরুষটিকে। ওদের মোটা কর্কশ বেসুর গলা থেকে মেয়ে হয়ে উঠবার প্রচেষ্টা সম্বলিত ঢেউ খেলানো কথা বেরিয়ে আসছিল। আমি চোখ ফেরাতে গিয়েও পারছিলাম না। কারণ, ওদের দেখার চেয়ে ওদের প্রতি নজরবান পুরুষদের দেখার কৌতূহল জাগছিল বেশি। ওদের চোখে, স্পষ্ট দেখলাম, ঘৃণাই আছে। সেই ঘৃণা কামবোধে মিশ্রিত। আর কামবোধ ও ঘৃণা মিশ্রণের চেয়ে বেশি অবক্ষয় মানবতায় সম্ভব হয় না। আমি, নিজের অজান্তেই বাঁ হাত দিয়ে দু' চোখ আড়াল করলাম। তখন সে বলে উঠল— চোখ আড়াল কোরো না। এই দুনিয়ায় সবই যে নয়নাভিরাম হবে তার কোনও মানে নেই। কিন্তু দৃষ্টিকটু, শ্রুতিকটু বহু কিছু থেকেই

BanglaBook.org

তুমি জীবনকে চিনে নেবার উপকরণ পেতে পারো।

চোখ খুললাম। দেখি, সে। সেদিনের সেই মানুষটা। সাধারণ। নির্বিকার। কখন সে এসে বসল এখানে আর কখন আমাকে লক্ষ করতে থাকল! সে কি ছিল এখানে! আমি একটু নড়েচড়ে বসলাম। সে বলতে লাগল— কোনও মানুষের যদি চোখ অন্ধ হয়, তুমি তাকে মানুষ বলবে কি না?

—বলব।

—কোনও মানুষ যদি এমন জন্মায় যে তার হাতের জায়গায় দুটি ছোট ছোট হাড্ডি আর বাকিটা নিটোল, তা হলে কি তাকে মানুষ বলবে না? তাকে কি আলাদা মহল্লায় পাঠিয়ে দেবে বসবাসের জন্য?

—না।

—যদি কারও মাথা খারাপ থাকে, কি, যদি কেউ বুদ্ধিতে জড় হয়, তা হলে মানুষ বলবে না তাকে? সমাজে নেবে না?

—নেব।

—যদি কারও লিঙ্গ নির্মাণ না হয় সঠিকভাবে, যদি নারীকে নারী বলে চেনা না যায়, পুরুষকে পুরুষ বলে, যদি আদৌ নির্ণীত নাই হয় যে কেউ নারী অথবা পুরুষ, তবে, সে কি মানুষ থাকবে না? মানুষ হওয়ার প্রথম শর্ত হিসেবে, সমাজে বসবাসের প্রথম শর্ত হিসেবে কি সঠিক এবং নির্দিষ্ট লিঙ্গ চিহ্নিত হওয়াই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ?

—না। মানুষের সমাজে প্রথম প্রয়োজন, মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ। অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ।

—ওদের তা হলে আলাদা মহল্লা কেন? ওদের দেখলে আমরা ঘৃণা বোধ করি কেন? ওদের দেখলেই তা হলে যা ইচ্ছে তাই বলা যায় কেন? কেন ওরা মানুষ নয়?

আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। জানালার পাল্লা ভাঙা। হু হু বাতাস এসে গলা টন টন করছে। চোখে একশো বালুর কুচি। ভাবছি, কোনও মানুষ, তার ভুল যৌনাঙ্গের জন্য দায়ী নয়। তার মস্তিষ্ক ঠিক বলে, তার অনুভূতি ঠিক বলে, তার মানবতাবোধ সুস্থ ও স্বাভাবিক। তা হলে সে গ্রাহ্য হবে না কেন? আমি আবার ওদের দিকে তাকালাম। কিন্তু আবার আমার বিবমিষা হল। ওদের মেয়ে সাজবার প্রচেষ্টাই কি এরকম বমন উদ্রেক করে?

সে বলল— নিজেকে বড় করো, দেখবে ওরা আর পাঁচজনেরই মতো। নিজেকে খোঁজো, দেখবে ওরা যদি অপূর্ণ হয় তবে তোমার নিজেকেও অপূর্ণ বলতে হবে।

—মানে?

BanglaBook.org

—ধরো, নিটোল কোনও নারী শরীর, কিংবা, পুরুষের, কিন্তু তার মধ্যে অন্তর্নিহিত ধারাটি পুরুষের কিংবা নারীর। ধরো, শরীরে পুরুষ কিন্তু মনে মনে নারীসুলভ অথবা শরীরে নারী— এমনকী সন্তানধারণেও সক্ষম কিন্তু তার মধ্যে নিহিত টান আসলে নারীরই প্রতি— তা হলে? ধরো এমন কেউ, যে নিজের এই বোধ সম্পর্কে সুজ্ঞাত। কিন্তু এমন যদি কেউ থাকে যে নিজে জানে না নিজে কী— তবে?

ঘুম পেয়ে গিয়েছিল। ঢুলছিলাম। হঠাৎ চটকা ভাঙল। দেখি সে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। মৃদু হাসছে। বলল— ক্লান্ত আছ, না? ঘুমিয়ে পড়ছ। আর একটা কথা বলি। আমার স্টেশন এসে গেল। নেমে যাব। দেখো, মানুষ মানুষকে চায়। এমন কেউ নেই যে অন্য একজন মানুষেরও সঙ্গ প্রার্থনা করে না। যারা সমলিঙ্গকামী বা যাদের লিঙ্গ নির্ধারিত নয় তারাও সঙ্গ প্রার্থনা করে। মানুষ চায়। সমাজ চায়। তাদের যৌনচাহিদার প্রকৃতি প্রকাশ করলে সমাজে ব্রাত্য হয়ে যাবে জেনেও তারা তা প্রকাশ করে, কারণ, না করে তাদের উপায় নেই। কারণ ওই চাহিদাই তাদের কাছে প্রাকৃতিক।

ট্রেন থামল। নেমে গেল লোকটা। না, বলা ভাল, মানুষটা। দেখলাম, হিজড়েরা কোথায় নেমে গিয়েছে। ট্রেনের ভিড় পাতলা হয়ে এসেছে। কোথাও কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। কোলাহল নেই। যেন কিছুই ঘটেনি এতক্ষণ।

ঠিক করেছি, আবার যদি কোনও দিন দেখা হয়, তা হলে, মানুষটার পরিচয় আমি জানতে চাইব।

BanglaBook.org

১ মার্চ

প্রমিতাদি বলেছিলেন, এদিন ন'টার মধ্যে সেন্টারে চলে আসতে। আমি খুব বেশি হলে সওয়া ন'টায় পৌঁছই। তাতে উনি কিছু বলেন না। কিন্তু আজকের ব্যাপার আলাদা। প্রথমত, আজ নতুন একজন যোগ দেবে। দ্বিতীয়ত, আজ সেন্টার ঝাড়পোঁছ করা হবে। আনন্দ ও হীরকও থাকবে এ কাজে। আজ ফিল্ডে যাওয়া হবে না।

আজ আমি আগের ট্রেনটা ধরেছিলাম। সকালবেলায় এখনও শীতের পরিপূর্ণ অবস্থান। ঘন কুয়াশাও ছিল যখন বাড়ি থেকে বেরোই। কুয়াশাকে আমার খুব রহস্যময় মনে হয়। ভাল লাগে।

বাড়ি থেকে স্টেশন পৌঁছতে তিনটে পুকুর পড়ে। কুয়াশার ঢাকনায় আজ সেগুলো বোঝাই যাচ্ছিল না। দুটো পুকুর পেরিয়ে যখন তৃতীয় পুকুরটার কাছাকাছি এসেছি, তখন হালকা রোদ উঠল। কুয়াশারা ওপর দিয়ে হালকা জলের ঝিলিমিলি দেখা যেতে লাগল। পাতায় পাতায় যত শিশির জমে জলের ফোঁটা হয়ে ছিল, তারা জ্বল জ্বল করে উঠল। এক মুহূর্তের জন্য মনে হল পৃথিবী খিল খিল করে হাসছে।

কিন্তু কুয়াশা থাকার মুশকিল হল ট্রেন জোরে ছুটতে পারে না।

ন'টার মধ্যে পৌঁছে গিয়েছিলাম আমি। আনন্দ ও হীরক ছিল। বাচ্চাদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেওয়া হচ্ছিল। কেউ মাদুর ধোবে। কেউ ঝুল ঝাড়বে। মেঝে পরিষ্কার করবে। তিন তারিখ টনি আসবেন। তাঁর ভিজিটের অ্যাজেন্ডায় এবার শিয়ালদার এই সেন্টারটি আছে। বাচ্চাদের খুব উৎসাহ। টনি আঙ্কেল— টনি আঙ্কেল চিৎকার করছে সব। ওরা জানে, টনি আঙ্কেল অনেক টাকা আনেন। ওদের জন্য ক্যামেরা আনেন, ওদের ছবি তুলে নিয়ে যান। ওদের চোখে-মুখে স্বপ্ন ভিড় করে।

বড় ছেলেদের দিয়ে দেওয়াল রং করার পরিকল্পনা নিয়েছে আনন্দ ও হীরক।

BanglaBook.org

ছেলেরা তৈরি। আমার, দেখাশুনো করা ছাড়া কোনও কাজ নেই।

সকাল থেকেই ভেতরে ভেতরে উদ্বেগ হচ্ছিল আমার। আজ নতুন যে যোগ দেবে তাকে সঙ্গে নিয়ে প্রমিতাদির আসার কথা। একথাও বাচ্চাদের জানা হয়ে গেছে যে নতুন আঙ্কেল বা আন্টি আসছে। ভলু তিনবার এসেছে আমার কাছে। সরু গলায় জানতে চেয়েছে নতুন আন্টিটা কেমন। আমি বলেছি, আঙ্কেলও তো হতে পারে। ও বলেছে, না। আঙ্কেল না। আন্টি আসবে। কারণ আঙ্কেলরা মারে, তাই ভাল না। আন্টিরা মারে না, তাই ভাল। আমি ভলুকে বলতে পারিনি, আমি নিজেও ভলুরই মতো, আঙ্কেল বা আন্টি নিয়ে চিন্তিত। যদি দেবরূপা আসে! এবং প্রায় এগারোটা নাগাদ প্রমিতাদি এলেন, সঙ্গে দেবরূপা। জীবন আমাকে আবার কোথায় টেনে নিয়ে যাবে আমি জানি না।

দেবরূপার দিকে তাকালাম। ও, আমাকে চেনে বলে মনে হল না, হয়তো ও প্রকাশ করতে চাইছিল না যে আমরা পূর্বপরিচিত। আমি হাসতে গিয়েও সামলে নিলাম নিজেকে। প্রমিতাদি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন— দেবরূপা। শ্রুতি।

দেবরূপা। শ্রুতি। কতদিন কতবার এই নামগুলি উচ্চারিত হয়েছে প্রমিতাদি জানেন না। এই না-জানা প্রমিতাদিকে আলো করে রেখেছে। আজ তিনি কাঁচা হলুদ রঙের তাঁতের শাড়ি পরেছেন। একই রঙের ব্লাউজ। আজ প্রমিতাদি আলো হয়ে আছেন। এই অগোছাল, ধুলো-ময়লা ঝাড়তে থাকা ঘরে প্রমিতাদিকে স্বর্গোদ্যানের মতো লাগছে। টনি আসবেন। প্রমিতাদির হাজার ব্যস্ততা। আমি চাইছিলাম প্রমিতাদি থাকুন। সারা দিন থাকুন। কিন্তু তা হল না। প্রমিতাদি চলে গেলেন।

ধুলো উড়ছিল সারা ঘরে। নাকে রুমাল চেপে বাইরে এলাম আমি। আমার সঙ্গে সঙ্গে দেবরূপাও এল। আনন্দ ও হীরক। ব্যস্ত। আমাকে দেখে ইশারা করল একবার। নতুন? হ্যাঁ। দেখি, সারা গায়ে ধুলো-ময়লা মাখা ভলু ছুটে আসছে। এক লাফে আমার কোমর ধরে ঝুলে পড়ল। আমি জানি ও কী জানতে চায়। বলল— নতুন আন্টি কোথায় সুতি আন্টি?

আমি দেবরূপার দিকে ফিরলাম। ও হাসল। আমিও। কেউই সহজ হতে পারছি না। ভলুকে বললাম, এই যে তোমাদের নতুন আন্টি।

নতুন আন্টি নতুন আন্টি বলে চিৎকার করল ভলু। বেশ কয়েকটা বাচ্চা কাজ ফেলে নোংরা হাতে ছুটে এল। ভলু দেবরূপাকে জড়িয়ে ধরতে গেল। দু'পা পিছিয়ে গেল ও। দু'হাত দিয়ে আটকে দিল ভলুকে। বলল— 'ইস, বড্ড নোংরা। যাও, পরিষ্কার হয়ে এসো।'

থমকে গেল ভলু। নোংরা আঙুল মুখে পুরে ফ্যাল ফ্যাল করে দেখতে থাকল দেবরূপাকে। অন্য বাচ্চাদের মুখ থেকে উৎসাহ উধাও। মনে পড়ল, অমলদা

BanglaBook.org

বলেছিলেন, টাচ্, স্পর্শ, ওরা বড় স্পর্শের কাঙাল। সবার কাছে ওরা এত বেশি দুচ্ছাই পায় যে একটু কোমল স্পর্শ পেলে ওরা আনন্দে ভিজতে থাকে, ওদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগে। ওরা তোমার গায়ে পড়বে। তোমার খারাপ লাগতে পারে। কিন্তু কখনও ওদের সরিয়ে দিয়ো না।...

দেবরূপা জিজ্ঞেস করল— 'ভাল আছিস?' বললাম— 'ভাল।' আর কোনও কথা হল না। কোনও পুরনো প্রসঙ্গ নয়। একবার জানতে ইচ্ছে করল, শ্রেয়সী কেমন আছে, কী করছে। কিন্তু নিজেকে আটকালাম। কী হবে জেনে! এমনকী, দেবাংশুর সঙ্গে দেখা হওয়ার কথাও তুলিনি।

দেবরূপা, আমাদের সেন্টারে আসায় স্পষ্টত আমি খুশি হইনি। বিশেষত, প্রমিতাদির সামনে আমাকে দেখে অচেনার ভান করে থাকা— এর কী প্রয়োজন ছিল? এই দু'বছরে অনেক বদলেছে ও। চেহারায়, পোশাকে। মোটা হয়েছে। কালো ফ্রেমের চশমা পরেছে। চুলটা ছোটই আছে কিন্তু বয়েজ কাট থেকে ব্লান্ট কাট হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ওর পোশাক। ও শাড়ি পরে এসেছে।

আজ স্নান করতে গিয়ে দেখি আমার কামিজে দু'খানা সাদা উকুন। বাচ্চারা বলে চিল্লার। ভাল করে স্নান না করলে, পরিচ্ছন্ন না থাকলে মানুষের গায়ে এ উকুন জন্মায়। আজ সেন্টার ঝাড়পোছ হয়েছে। কোনওভাবে আমার গায়ে এসে গেছে। এমনকী ভলুর গা থেকেও আসতে পারে। গরম জলে ডেটল ফেলে জামাগুলো চুবিয়ে দিলাম। কাল লক্ষ্মীপিসি কেচে দেবে।

BanglaBook.org

২ মার্চ

আজকের অভিজ্ঞতা, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আমার জীবনে আর যেন না আসে। সেন্টারের পৌঁছে দেখি, ভিড়। রেলের কর্মীরা, ইউনিয়নের কয়েকজন, আর পি এফ, আনন্দ, হীরক, বাচ্চারা এবং প্রমিতাদি। প্রত্যেকের মুখ বিবর্ণ। বিষণ্ণ। প্রচণ্ড দুর্ঘটনার পর সুস্থ মানুষের ত্বকে যেমন যন্ত্রণার আঁকিবুকি পড়ে, তেমনই অনেকটা।

আমার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দেবরূপা এল। ও-ও জানে না কিছু। সকলে নিচু গলায় কথা বলছিল। বাচ্চারা কোনও শব্দ পর্যন্ত করছিল না। আমাকে কেউ কিছু বলছে না। সেন্টারের ভেতরে ঢুকে দেখি এক মহিলা শুয়ে আছে। চুল আলু-থালু। রোগা। ক্লিষ্ট। কিন্তু পেটটি ফুলে আছে। পেটে বাচ্চা। প্রথমে বুঝতে পারছিলাম না। তারপর দেখলাম, এই মহিলাকে আমি চিনি। ভলু-মঙ্গলের মা। মঙ্গলের আগে এর আরও দুটি ছেলে আছে। ভলুর পর একটি মেয়ে। মঙ্গল মায়ের মাথার কাছে চুপ করে বসে আছে। কী হয়েছে? আমি এদিক-ওদিক তাকালাম। ভলু-মঙ্গলের মা এখানে। মঙ্গল আছে। ভলু নেই কেন? হীরক আর আনন্দ আমার কাছে এসেছে। হীরক বলল— 'মঙ্গলের মা। চিনেছেন?' মাথা নাড়লাম। ও বলল— অজ্ঞান হয়ে গেছে।

—কেন?

—আপনি কিছু শোনেননি না?

—না তো। কী হয়েছে?

—আমাদের সেন্টারে একটা দুর্ঘটনা হয়েছে। আমরা তো কাল রাত থেকেই এই নিয়ে ছুটোছুটি করছি।

—কী? কী হয়েছে?

—কাল রাত্রে ভলু মারা গেছে।

—কী! কী করে!

BanglaBook.org

আমার কোনও বোধ কাজ করছিল না। কাঁপছিলাম। ভলু, ভলু, কালও ওকে কোলে নিয়েছি। কতদিন আমার কোলে মাথা দিয়ে ঘুমিয়েছে ও। কালও ওর নোংরা ছোট্ট শরীর দিয়ে আমাকে জড়িয়েছে যখন, আমার জামায় চিল্লার ঢুকে গেছে হয়তো। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কোনওভাবে বেঞ্চে বসলাম। আবার জানতে চাইলাম— কী হয়েছে! ট্রেনে কিছু?

—না। সে এক বিশ্রী ব্যাপার!

ওরা কিছু বলল না। প্রমিতাদিও না। উনি আমার সামনেও আসছিলেন না। উনি জানেন, ভলুকে আমি কীরকম ভালবাসতাম। ভলুকে সবাই ভালবাসত। সব বাচ্চা। ও আমাদের সেন্টারের সবচেয়ে ছোট ছেলে। চুপ করে বসে রইলাম আমি। আমার কান্নাও পাচ্ছিল না। ঘরময় ভলুকে ছোটাছুটি করতে দেখছিলাম। আস্তে আস্তে ভিড় হাল্কা হল। মঙ্গলের মাকে বড় ছেলেরা ধরাধরি করে নিয়ে গেল হাসপাতালে। প্রমিতাদি শুধু বললেন— শ্রুতি, তুমি থেকো। বিকেলে অমলদার সঙ্গে আমি আবার আসব।

কী হচ্ছে, ক'টা বাজে, কিছুই আমার মাথায় ঢুকছিল না। দেবরূপা আমার পাশে বসে আছে। আমার একটা হাত ধরল ও। আমি তাকালাম। তখন, সম্ভবত, আমার চোখে কোনও ভাষা ছিল না। পুরনো পরিচিত বন্ধুর মতোই আমার হাতে চাপ দিল ও। মুখে কিছু বলল না। নিজেই নিজের হাত-পায়ের শৈত্য অনুভব করছিলাম আমি। দেবরূপার ওইটুকু পূর্বপরিচিত উষ্ণতা আমার ভাল লাগছিল।

পায়ে পায়ে পটল এসে দাঁড়াল আমার সামনে। ডাকল— আন্টি। শোনো। এদিকে শোনো।

ও কিছু বলতে চায়। দেবরূপার সামনে বলবে না। নিজেই একটা পরিষ্কার মাদুর পাতল। বলল— বোসো।

বসলাম। পটল ডেনড্রাইট খায়। আজও কি খেয়েছে? ও আমার মুখ দেখে বোধহয় বুঝতে পারল আমি কী ভাবছি। বলল— আমি আজ নেশা করিনি আন্টি। বিশ্বাস করো।

একটু থেমে, আমার খুব কাছে এসে বলল— আমি সব দেখেছি আন্টি। সব।

—কী!

—কালকে আমি বিশু মঙ্গল আর ভোলা সেন্টারে ছিলাম না। ভলুও আমাদের সঙ্গে ছিল।

—কেন?

—ওই দিকে ভিডিও শো ছিল, দেখতে গিয়েছিলাম।

আমার আর প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছিল না। চুপ করে রইলাম। ও বলে গেল— অনেক রাত হয়ে গেল। ভাবলাম এত রাতে গেলে আঙ্কেল মারবে। তাই আট

BanglaBook.org

নম্বরের শেষ মাথায় শুয়ে পড়েছিলাম। এদিকে শুলে আবার পুলিশ মারবে। তাই ওদিকে শুয়ে আছি। হঠাৎ মনে হল কে যেন প্রচণ্ড কাঁদছে। চোখ খুলে দেখি, আমরা যেখানে শুয়ে আছি, তার থেকে কিছু দূরে একটা লোক ভলুকে উল্টো করে পোঁ...মারছে।

আমি পটলের হাত চেপে ধরলাম। হে ভগবান! পটল বলতে থাকল— ভলু কাঁদছিল তো। লোকটা ভলুর মুখ চেপে ধরল। আমি চিৎকার করলাম। মঙ্গল, ভোলা আর বিশুকে ঠেলে তুললাম। তিনজনে মিলে মারতে লাগলাম লোকটাকে। লোকটা আমাদের ঠেলে ফেলে দৌড় লাগাল। ভলু কোনও নড়াচড়া করছিল না। ওকে চিৎ করে দেখি মরে গেছে।

বিকেলে প্রমিতাদি, অমলদা আর মীনাক্ষীদি এলেন। আমাকে ঘিরে বসলেন তিনজনে। অমলদা বললেন— আমরা সেন্টারের কোনও শোক, দুঃখ বা আনন্দকেই ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়ে যাব না। যা ঘটেছে তা অত্যন্ত খারাপ। দুঃখেরও। কিন্তু আমাদের ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে হবে। শক্ত হও। কাল টনি আসবেন। এই সেন্টার সাজাতে হবে। আমি তোমাকে দায়িত্ব দিয়ে গেলাম। কিছু বেলুন আনাও। রঙিন শেকল আনাও। ঘরটা তো বেশ পরিষ্কার লাগছে। এবার সাজিয়ে ফেলো। দেখো, একজনের জন্য শোক করলে আমাদের চলবে না। আমাদের অনেকজনকে নিয়ে ভাবতে হবে। কাল টনি আসছেন। তুমি যেন কোনওভাবেই কাল অনুপস্থিত থেকো না। আর টনি যেন কোনওভাবে ঘটনাটা জানতে না পারেন।

রঙিন শেকল আনিয়েছি। বেলুন আনিয়েছি। সাজিয়েছি। সবই তো সাজানোই। ফোলানো-ফাঁপানো, ওই রঙিন বেলুনের মতোই। এবং সবটাই শেকলে বাঁধা। আমাদের শোক-তাপ পর্যন্ত। শুধু শেকলটা রঙিন বলে আমরা মুগ্ধ হয়ে থাকি। আমি জানি না, বুঝি না, টনি দারিদ্র মুক্তির জন্যই যদি স্পনসর করে থাকেন তবে দারিদ্র কতদূর অভিশাপ হতে পারে, কাজ করতে এসে কতরকম সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় তা কেন ওঁকে জানতে দেওয়া হবে না? নাকি সেন্টারের প্রকৃত চেহারা দেখালে হোপ অকৃতকার্য বলে প্রমাণিত হবে! টনি এতদিন কী দেখে ডলার দিয়েছেন? এইসব বাচ্চাদের কোন অবস্থা? এইসব রঙিন কাগজ ও বেলুনের মিথ্যাচার ধরতে পারা কি সম্ভব হয় না তাঁর পক্ষে?

না। ভলুর জন্য আমি কাঁদছি না। শুধু ফেরার সময় সারা পথ আমি ওই মানুষটিকে খুঁজেছিলাম। সে আজ নেই।

ছোটবেলায় সাজি ভরে শিউলি কুড়োতাম। সাজি এত ভরে উঠত যে ঘরে আসতে আসতেই দু'-একটা ফুল খসে পড়ত মেঝেয়। অবহেলায় ফেলে রাখতাম। আরও তো কতই আছে! ভলুর মৃত্যুটাও এমনই। একটা শিউলি খসে পড়ার মতো।

BanglaBook.org

৩ মার্চ

টনির আসার কথা ছিল দুপুর বারোটায়। সকাল ন'টায় প্রমিতাদি এসে বললেন— ক'জন আছে?

—ষাট জন।

—সবাইকে দশটার মধ্যে স্নান করিয়ে খাইয়ে দাও।

—স্নান করতে পাঠালে অনেকে আর ফিরবেই না।

আনন্দ আর হীরকও আজ ছিল, টনি আসবেন বলে। প্রমিতাদি বললেন, সব বাচ্চাদের ওরা নিয়ে যাবে পাবলিক টয়লেটে। স্নান করিয়ে আনবে।

সেন্টার খরচের টাকা থেকে খরচ দেওয়া হল। পরে প্রমিতাদির কাছে বিল করে দেব। প্রমিতাদি অফিস থেকে টাকা তুলে আনবেন।

সে এক দৃশ্য। বাচ্চারা লাইন করে স্নান করতে যাচ্ছে। সামনে হীরক। পেছনে আনন্দ। ভলুকে মনে পড়ল। ও থাকলে সবার আগে আগে ছুটত।

ওদের চলে যাওয়া দেখছি। প্রমিতাদি ডাকলেন— শোনো। আমি সেন্টারে বসছি। তুমি দেবরূপাকে নিয়ে ফিল্ডে যাও। যেসব বাচ্চা আমাদের সেন্টারে আসে না তাদের বলো আজ অন্তত ঘণ্টা তিনেকের জন্য আসতে। ধর, এগারোটা নাগাদ এল, টনি চলে যাবার পর চলে গেল। ওদের বলো, সেন্টার থেকে আজ বিরিয়ানি আর মাংস খাওয়ানো হবে।

আমি আর দেবরূপা বেরোলাম। বাচ্চাদের যতগুলো ঠেক আমার জানা ছিল, গেলাম। এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম, পুলিশ ব্যারাকের পেছনদিক, কারশেডের মাঠ, সাউথ স্টেশনের চারপাশ। ব্রিজের তলা। ছ' নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ডি আর এম বিল্ডিং পর্যন্ত যে ফুটব্রিজ—তার ওপরটা। এই ওপরটায়, অস্মিতা মুখার্জির কাছে যেতে গিয়ে দেখেছি, অনেক বাচ্চা ঘুড়ি ওড়ায় কিংবা তিনপাত্তি খেলে।

যত বাচ্চার সঙ্গে দেখা হল, নেমন্তন্ন করার মতো বলতে থাকলাম, আজ উৎসব

BanglaBook.org

আছে। সেন্টারে চলো, মাংস-বিরিয়ানি খাওয়া হবে।

কেউ শুনল, কেউ শুনল না। কেউ পাত্তা দিল, কেউ দিল না। কেউ হেসে উড়িয়ে দিল। কেউ সঙ্গে সঙ্গে চলল। দেড়ঘণ্টা পর ঘেমে লাল হয়ে আমি আর দেবরূপা সেন্টারে ফিরলাম পঁচিশজন বাচ্চা নিয়ে। দেবরূপা কালও শাড়ি পরেছিল। আজও পরেছে। সম্ভবত শাড়িই পরে ও এখন। দেবাংশু বলেছিল— 'দিদিভাই আর শ্রেয়সীদির ব্যাপারটা একরকম। কিন্তু তোমাকে কেন বের করে দেওয়া হয়েছিল!' আমি বলেছিলাম— 'একই ঘরে থাকতাম। তাই।' ও বলেছিল— 'তুমি প্রতিবাদ করোনি কেন?' আমি ওকে বলিনি, আমার পক্ষে কত সহজ ছিল নিজেকে বাঁচানো। ও বলেছিল— 'দিদিভাইকে আমি কোনও দিন মার খেতে দেখিনি। ওই একদিন ছাড়া। বাবা দিদিভাইকে মাটিতে ফেলে দাদার প্যান্টের বেল্ট দিয়ে মেরেছিল। মা বলেছিল, ওই খোকার পোশাক যদি আর পরিস তো আমার মরা মুখ দেখবি।'

পঁচিশজন বাচ্চা দেখে প্রমিতাদি খুশি। ওদের রীতিমতো ভি আই পি ট্রিটমেন্ট দেওয়া হল যাতে পালিয়ে না যায়। প্রথম দলটা ফিরে এলে হীরক আবার ওদের নিয়ে গেল স্নান করাতে। পাবলিক টয়লেটে নাকি দারুণ গোলমাল বেঁধেছিল। অতগুলো বাচ্চা গিয়ে পুরো টয়লেট দখল করে ফেলায় অন্য লোকেরা ঢুকতে পারছিল না। স্নান করে ওরা অবশ্য নোংরা ছেঁড়া জামাগুলোই পরেছে। ওদের আজ তেল দেওয়া হয়েছে। মাথায় মুখে চুপচুপে তেল মেখেছে ওরা।

প্রমিতাদি আজ একটা কালো তাঁতের শাড়ি পরেছেন। দারুণ লাগছে। আমাকে বলছেন— তুমি ধনধান্যপুষ্পে ভরা...শেখাচ্ছিলে না? হীরককে বলছেন, তুমি রাস্তায় দাঁড়াও। টনিদের গাড়ি আসছে দেখতে পেলেই বলবে। শ্রুতি তুমি বাচ্চাদের নিয়ে গান ধরবে। আনন্দ, দেবরূপা, তোমরা দেখবে, বাচ্চারা যেন কোনও অসভ্যতা না করে। ... ...

প্রমিতাদি উত্তেজিত। সেই উত্তেজনা সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। টনি আসবেন। টনি আসবেন। হীরক রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে আছে। সিগন্যাল দেবে। সওয়া বারোটায় সিগন্যাল এল। আমি ধরলাম— ধনধান্যপুষ্পে ভরা... বাচ্চারাও ধরল। গানের আবহে টনি পদার্পণ করলেন। সঙ্গে অমলদা, মীনাক্ষীদি, মঞ্জুশ্রীদি, ডাঃ অশোক কেজরিওয়াল। আমরা গাইছি। গেয়ে যাচ্ছি।

টনি হাসছেন। সবাই হাসল।

টনি ছবি তুলছেন। সবাই সন্ত্রস্ত।

টনি বাচ্চাদের আদর করছেন— সবাই বিগলিত।

BanglaBook.org

টনির মুখ দেখে-শুনে মনে হল তিনি সন্তুষ্ট। তাই বাকিরাও সন্তুষ্ট।

গান বন্ধ হতে বাচ্চারা ওঁকে ঘিরে ধরল। টনি আঙ্কেল— টনি আঙ্কেল। সবাই খুশি। কোল্ড ড্রিঙ্কস এল। কোল্ড ড্রিঙ্কসের ফোয়ারা। বাচ্চারা প্রশ্ন করতে থাকল। মীনাক্ষীদিরা অনুবাদ করে দিতে থাকলেন। টনি উত্তর দিলেন। তারও অনুবাদ হল। বাচ্চারা বলল—আঙ্কেল, তুমি বিয়ে করেছ?

—করেছি।

—তোমার বউ কোথায়?

—আছে।

—তোমার বাচ্চা আছে আঙ্কেল?

—আছে।

—ক'টা বাচ্চা?

—আমার হাজার হাজার বাচ্চা মাই বয়।

বাচ্চারা হাসছে। হা হা হা হি হি হি। ওরা জানে হাজার হাজার বাচ্চা হয় না। বাচ্চাদের মুখে কোনও চিহ্ন নেই। কালকের চিহ্ন। ভোলা, বিশু, পটল কারও মুখে না। এমনকী মঙ্গল পর্যন্ত আজ এসেছে। গতকালও এই সময় শোকার্ত স্তব্ধতা ছিল সেন্টারে। আজ নেই। আজ ভলু কোথাও নেই। ভলুর, পুরোপুরি মুছে যেতে, সময় লাগল মোটে একদিন।

BanglaBook.org

২০ মার্চ

আমি আর দেবরূপা আজ আজিজুলের হোম ভিজিটে গিয়েছিলাম। আজিজুল পালিয়ে আসা বা হারিয়ে যাওয়া ছেলে নয়। ওর মা ওকে আর ওর ভাই আতিতুলকে আমাদের সেন্টারে দিয়ে গিয়েছিল। ওদের বাবা নেই। মায়ের পাঁচটি সন্তান। মাঠে দিন-হাজিরি খেটে সামান্য উপার্জন করে।

সেন্টারে আসার কিছুদিনের মধ্যে আতিতুলের টিবি আছে এইরকম সন্দেহ করেন ডাঃ কেজরিওয়াল। ওর জ্বর হয়েছিল। ওকে তখন অফিস বাড়ির সিক বে-তে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেই সময় ডাঃ কেজরিওয়াল ওকে পরীক্ষা করেন। তখন আমরা ওকে নীলরতনে ভর্ত্তি করে দিই। হাসপাতালে যতই অনাচার হোক—এন জি ও থেকে বাচ্চা নিয়ে গেছি শুনলে আমাদের সহযোগিতা পেতে অসুবিধে হয় না। প্রত্যেকেই দরদে উথলে ওঠেন তা নয়। কিন্তু অনেকেই, বাচ্চাদের জন্য এই শুভ প্রকল্পটিকে সমাদর করেন।

আজিজুলের বাড়ি যাওয়া এক দীর্ঘ যাত্রা। লক্ষীকান্তপুর ইস্টিশানে নেমে একটি অটো ভাড়া করলাম আমরা। সেই অটোতে চেপে চল্লিশ মিনিটের পথ পেরিয়ে সোনাপিঁড়ি গ্রাম। একেবারে এঁদো। অনুন্নত। সারাদিন একটি মাত্র বাস আসে এবং সেইটিই ফিরে যায়। ইলেকট্রিকের খুঁটি চোখে পড়ল না কোথাও।

অটো আমাদের নিয়ে ফিরে আসবে—এমনই কথা ছিল। সোনাপিঁড়ি গ্রাম অটোওয়ালা চেনে। গাঁয়ে পৌঁছে সে আজিজুলের বাড়ির হদিশ চাইল। পথ দেখিয়ে আজিজুল অটো ঢুকিয়ে দিল একটা কাঁচা রাস্তায়। কিছুক্ষণ যাবার পর বলল—'থামো।' আমাদের দিকে ফিরে বলল—এবার হাঁটতে হবে।

ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কাঁচা বাড়ি। এ বাড়ির উঠোন, ও বাড়ির বাগান, সে বাড়ির পুকুরপাড় বা দেওয়াল ঘেঁষে আমরা এগোলাম। দেবরূপা আজও শাড়ি পরে এসেছে। ওর অসুবিধে হচ্ছিল।

BanglaBook.org

অবশেষে আজিজুলের বাড়িতে পৌঁছলাম আমরা। গ্রামের কিছু বাচ্চা, নোংরা, উলঙ্গ, অর্ধ-উলঙ্গ, অটোটাকে ঘিরে ধরেছিল। তাদেরই কয়েকজন আমার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। কেউ কেউ আজিজুলকে ছুঁয়ে দেখল। আজিজুলের মা কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। তাকে আশ্বস্ত করে প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা শুরু করলাম। কতদিন হল বর নেই। হোপ—সি সি আই-এর কথা কীভাবে জানল। ইত্যাদি। সে কথা বলছিল, আর তার আঁচল ধরে দাঁড়িয়েছিল বছর তিন-চারের ছোট্ট মেয়ে। উলঙ্গ। চুলে জট। গায়ে ময়লা। নাকে পোঁটা। দেবরূপা বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিল। চুমু খেল গালে। ভলুর কথা মনে পড়ল আমার। ভলুকে ও ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল। ভাবলাম, হয়তো এই ক'দিন সেণ্টারে থাকায় ওর উন্নাসিকতা কমেছে। পরক্ষণেই গা-টা ঘিন ঘিন করে উঠল। দেবরূপা বাচ্চাটাকে কোলে নিয়েছে, শুধুমাত্র, বাচ্চাটা মেয়ে বলেই নয়তো?

BanglaBook.org

২১ মার্চ

এখনও আমি নিজের থেকে দেবরূপার সঙ্গে সহজ হওয়ার ইচ্ছে অনুভব করিনি। কাল ফেরার সময় আজিজুল আসতে চাইল না। বলল, কয়েকদিন পরে যাবে। তাই আমি আর দেবরূপা ফিরে এলাম। ওদের বাড়ি থেকে বেরোনর আগে আমার ছোট বাইরে পেয়ে গেল। আজিজুলের মাকে বললাম। সে আমাকে খোলা পুকুরপাড়ে নিয়ে গেল। আমার পক্ষে অসম্ভব হল ওখানে বসা। তখন সে আমাকে অল্প দূরে একটা আধপাকা বাড়িতে নিয়ে গেল। সে-বাড়ির মেয়েরা উঠোনে একটা বিশাল হাঁড়িতে ধান-সেদ্ধ করছিল। আজিজুলের মা তাদের বলল—আজুর ইস্কুলের দিদিমণি। প্যাচ্ছাপ করবে। পুকুরপাড়ে যাতি চায় না।

এক মহিলা তখন আমাকে পথ দেখিয়ে বাড়ির পেছন দিকে নিয়ে চলল। একটা ছোট ঘর। চট ঢাকা। চট সরিয়ে ঢুকলাম। গা ঘুলিয়ে উঠল। একটা চিনেমাটির প্যান মাটিতে বসানো। ওপরে হলুদ মল ভাসছে। ওখানেও বসা সম্ভব হল না আমার পক্ষে। কাজটা না করে ফিরে এলাম। এই আমাদের ভারতের স্বাস্থ্য সচেতনতা।

ফেরার সময় চুপ করে বসে আছি। দেবরূপা বলল, হোপে কতদিন? বললাম। তারপর চোখ বুঁজলাম। যাতে ও আর কোনও প্রশ্ন না করে। হঠাৎ অভ্রাংশুকে আমার মনে পড়ল। হেদোর পুকুরপাড়ে আমি আর অভ্রাংশু দাঁড়িয়ে আছি। অভ্রাংশু দাঁতে ঠোঁট কামড়াচ্ছে। কান্না আটকাচ্ছে ও, তাই লোহার রেলিং শক্ত করে ধরে আছে। ওর হাতের শিরা ফুলে ফুলে উঠছে। যেন, সেই মুহূর্তে, সমস্ত শরীর দিয়ে ওর তীব্র কান্না ঠিকরে বেরোতে চাইছে। ওর সেই নিজস্ব দুর্বহ মুহূর্তে আমি ওকে শুধু নীরবে সঙ্গ দিয়েছিলাম।

BanglaBook.org

২২ মার্চ

বাচ্চারা শনিবার ডন গ্যাভাঞ্জা মিশনারি স্কুলে যেতে চায়। ওখানে ওরা নানা উপহার পায়। খাবার পায়। কোনওভাবে ওদের আটকানো যায় না। আমি, আনন্দ ও হীরক আটকানোর চেষ্টা করেছিলাম। শনি ও রবিবার আমার অফ ডে বলে ওই দুটো দিন হীরক অতিরিক্ত ডিউটি করত। দেবরূপা আসায় এখন দেবরূপার ডিউটি। দেবরূপা বাচ্চাদের আটকানোর কোনও চেষ্টাই করছে না। ওখানে ওরা চাউমিন খেতে পায়, সুজি, আইসক্রিম, প্যাটিস— এসব পায়। এসব খাবার এখানে দেওয়া হয় না। ওদের আটকানোর হয়তো সেরকম কোনও দরকার নেই কিন্তু এর মধ্যে আমাদের পাঁচটি ছেলেকে ওরা নিয়ে নিয়েছে। অনাথ বাচ্চাদের জন্য ওদের একটা সংস্থা আছে। আমাদের উদ্দেশ্য বাচ্চাদের ভাল করা। ওদের সংস্থায় থেকে যদি কোনও বাচ্চার ভাল হয়, তবে আপত্তির কী আছে। আসলে লোভ দেখিয়ে বাচ্চা নেওয়ার এই পদ্ধতিতে আমাদের আপত্তি। তা ছাড়া ওদের দেওয়া উপহারগুলো খুব নিচু মানের। সেদিন প্যান্ট দিয়েছিল। সবাইকে একজোড়া করে। কী জ্যালজেলে কাপড়। দু' দিন পরতেই ফেঁসে গেল। বাচ্চারা এসব বোঝে না। ওরা কিছু পেলেই খুশি। দেবরূপাকে সবটাই বলা হয়েছে। কিন্তু ওর বক্তব্য —বাচ্চারা আমার কথা শুনছে না।

কথাটা এক দিক দিয়ে ঠিকই। বাচ্চারা দেবরূপার কথা শোনে না কারণ ওর সঙ্গে বাচ্চাদের কোনও সংযোগ তৈরি হয়নি। ওর ব্যবহারে, পড়ানোর পদ্ধতিতে, কেস হিস্ট্রি লেখার কাজে—কোথাও আন্তরিকতা নেই। পড়ানোর সময় ওরা গল্প চায়, ছবি চায়। দেবরূপা বোর্ড ব্যবহার করে না। গল্প বলে না। হাতে একটা স্কেল নিয়ে নামতা কিংবা এ বি সি ডি শেখাবার চেষ্টা করে।

সেদিন ধনীরামের কেস হিস্ট্রি লিখতে বসেছি, মনে হল, ওকে দিই। ও ফর্মটা হাতে নিয়ে শুরু করল, অ্যাই তোর বাবার নাম কী? তোদের বাড়ি কোথায় ছিল?

BanglaBook.org

তোর বয়স কত? ধনীরাম কথা বলছে না। গুটিয়ে যাচ্ছে। ম্লান হয়ে যাচ্ছে। দেবরূপাকে আলাদা করে ডেকে বললাম— 'ওভাবে প্রশ্ন করিস না। ওর সঙ্গে গল্প কর। কথা বলতে বলতে ও তোর সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেবে।' ও বলল— 'তোর বোধহয় জানা নেই, আমি প্রায় দু' বছর অন্য একটা জায়গায় কাজ করেছি।' বুঝতে পারছি, আমার কথা মানতে ওর অসুবিধে হচ্ছে। প্রমিতাদি বলেছিলেন— 'তুমি তো কাজটা মোটামুটি ধরে ফেলেছ, ওকে বুঝিয়ে দিয়ো।' কিন্তু দেবরূপা নিজের মতো করে কাজ করে।

সেদিন দেখি বাচ্চারা গুচ্ছের প্যাকেট কুড়িয়ে কুড়িয়ে জমা করছে। কীসের প্যাকেট? দেখি 'পুরা ধামাকা' বিস্কিটের। প্যাকেটের গায়ে লেখা আছে, দুটো খালি প্যাকেট কেউ যদি সঙ্গে আনে তবে একটি প্যাকেট ফ্রি পাবে। সুকুমারকে জিজ্ঞেস করলাম— 'কী ব্যাপার সুকুমার?' ও বলল— 'আমি যাইনি আন্টি।' বললাম — 'ওরা এগুলো কুড়োচ্ছে কেন?'

—দেবরূপা আন্টি বলেছে।

আমরা, বাচ্চাদের কুড়নোর অভ্যেস থেকে বের করে আনার চেষ্টা করছি, সাধারণ-স্বাভাবিক জীবনে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি, আর দেবরূপা এসব কী করছে! বৃহস্পতি-শুক্র ওর অফ ডে হওয়ায় পর পর চারদিন ওর সঙ্গে আমার দেখা হয় না। সেদিন দেখা হতে জিজ্ঞেস করলাম। বলল —হ্যাঁ, বিস্কিট এনে ওদেরই খেতে দেব।

—এ ভাবে ওদের খাওয়ানোর তো কোনও প্রয়োজন নেই।

—এটা তো একটা মজা! যে-কোম্পানি বিজ্ঞাপন দিয়েছে তারা এতগুলো প্যাকেট একসঙ্গে পেলে ব্যবসা লাটে তুলে দেবে।

দেবরূপা হাসছে। আমি ওকে দেখছি। ওর মুখ। ওর অভিব্যক্তি। ওর কথা বলার রকম। আমার পুরনো কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। রুম নং কুড়ি মনে পড়ে যাচ্ছে। আমি ভেতরে ভেতরে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছি। ইচ্ছে করছে ওকে জড়িয়ে ধরি। বলি—দেবরূপা, কতদিন একসঙ্গে ছিলাম...আমরা আবার সেই দিনগুলোয় ফিরতে পারি না?

সংযত হলাম। আবেগ প্রকাশ করা আমার চরিত্রেও নেই। তা ছাড়া, দেবরূপা সে অর্থে, আমার খুব প্রিয় ছিল না। এই আবেগ আসলে একটা নিখাদ নস্টালজিয়া।

নিজেকে সামলাবার জন্য একটু সময় নিচ্ছিলাম আমি। বিশু কয়েকটা অঙ্ক এনেছিল। বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম। পিণ্টু আর আজগর বলে দুটি ছোট্ট ছেলে এসেছে কিছুদিন হল। ওরা আমার গা ঘেঁষে বসে আঁকিবুকি করছিল। হঠাৎ পিণ্টু খুব উৎসাহে হাত-পা নেড়ে বলল—আন্টি, আমি দশটা প্যাকেট পেলাম। দেবরূপা বলল—কাল আরও আনবি, হ্যাঁ পিণ্টু?

BanglaBook.org

বললাম— ওদের আমরা কুড়িয়ে আনার কথা বলতে পারি না।

—না বললে কি ওরা কুড়োবে না?

—ওদের মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে। সেটাই আমাদের কাজ। আমরাই যদি ওদের এ সবে উৎসাহ দিই তবে ওদের কোনও দিন পাল্টানো যাবে না।

—রাস্তার বাচ্চারা কোনও দিন বদলায় না। কুড়নো ওদের স্বভাব।

আমি আর তর্ক করিনি। কার সঙ্গে করব? এই মানসিকতা নিয়ে ও কাজ করতে এসেছে। কিন্তু দেবরূপাকে নিয়ে ভাবনা শুধুমাত্র এটুকু নয়। আমার ভয় করছে, নতুন কোনও শ্রেয়সী ও তৈরি করবে সঙ্গীতা দত্তকে। সঙ্গীতার সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব দ্রুত গভীর হয়েছে। দেবরূপা যোগ দেওয়ায় প্রমিতাদির অনেক কাজ আমাকে করতে হচ্ছে এখন। বাথরুমের জন্য তদ্বির করতে যাওয়া, অসুস্থ বাচ্চাকে সিক বে নিয়ে যাওয়া, বিল তোলা। সাধারণত, এই কাজগুলো আমি করতে যাই বারোটার পর। কাজ সেরে যখন ফিরি তখন সঙ্গীতা এসে যায়। বাইরে থেকে এসে সেন্টারে ঢুকলে অল্প আলোয় কিছুক্ষণ ধাঁধা লেগে থাকে। আমি দেখেছি, গায়ে গা লাগিয়ে বসে আছে ওরা। আমি এলে সরে যাচ্ছে। একদিন মনে হল দেবরূপার হাত সঙ্গীতার ব্লাউজে খেলা করছিল। আমাকে দেখে হাত সরিয়ে নিল। সঙ্গীতা শাড়ি পরে। আঁচলে গা ঢেকে রাখে। দেবরূপা, আঁচলের মধ্যে দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দেয়। বদলায়নি। একটি বিন্দুও বদলায়নি ও। ঠিক সঙ্গী জুটিয়ে নিয়েছে। আমি কী করব বুঝতে পারছি না। প্রমিতাদিকে জানাব? কী জানাব? না। আমাকে আরও দেখতে হবে। দুপুরে, ওদের প্রবণতা দেখছি, আমি না থাকলেই বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে দেয়। বাচ্চারা কি দেখে না কিছু? দেখলে আমাকে বলবে নিশ্চয়ই। অথবা প্রমিতাদিকে বলবে। আমার জানতে ইচ্ছে করে, ও এই অদ্ভুত যৌনক্রিয়া শুরু করে কী করে! কী করে বোঝে, অন্য পক্ষের আপত্তি থাকবে না? আমাকে তো ও কোনও দিন ট্রাই করেনি! কেন করেনি?

আজ আবার রানা মুখোপাধ্যায়ের চিঠি এসেছে। লিখেছে—

প্রিয় শ্রুতি,

জীবন অতি বিচিত্র। বেশ টের পাচ্ছি। আজ চোখে পড়েছে, আমুল মাখন পাঁউরুটির সঙ্গে শীতের হাতসাফাই। বিধান সরণির 'সোমা' রেস্টুরেন্টে হঠাৎ চোখে পড়ল আমুল মাখন সহযোগে পাউরুটির ব্যানার। হয়তো আমুল মাখন খাবার লোভে এখানে বেশ কিছু লোক চলে আসে যাদের হাতটান স্বভাব আছে এবং যারা পেশায় চোর। বা ওই অঞ্চলের কুখ্যাত পকেটমার। রূপবাণী সিনেমা পেরিয়ে আর পা বাড়াতে পারি না কারণ, তোমাকে মনে পড়ে। তোমাকে দেখিনি কতদিন! অথচ প্রত্যহই দেখি তোমাকে পথে, ঘাটে, ট্রেনে, বাসে। সে-দেখা তেমন দেখা নয়। তবে কেমন দেখা? তোমাকে আমি কীভাবে দেখতে চাই শ্রুতি?

BanglaBook.org

যিশু, বুদ্ধ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ—সবাই জানেন তোমাকে না দেখলে আর বোধহয় একটাও কবিতা লিখতে পারব না। আর তোমার সঙ্গে, আগামী পাঁচ বছরে যদি আমার দেখা না হয় তো একটি ব্যক্তিগত অকালমৃত্যুর সম্ভাবনা আছে।

ইতি

রানা মুখোপাধ্যায়

লোকটা পাগল যে এই অদ্ভুত চিঠিগুলো লেখে। আর আমি উন্মাদ যে এই চিঠি পড়ি ও জমিয়ে রাখি।

BanglaBook.org

২৯ মার্চ

আজ দেবরূপা যে-অন্যায় করেছে, তার কোনও ক্ষমা নেই। সুশীল নামে একটি নতুন ছেলে এসেছে সেন্টারে। বছর ছয়েক বয়স। একটু বেশি অস্থির। দেবরূপা ছোটদের দলটাকে পড়াচ্ছিল। সুশীলও সে-দলে ছিল। দেবরূপার নজর এড়িয়ে ওর পেনটা তুলে নিয়েছিল ও। নাড়াচাড়া করছিল। হয়তো চুরির উদ্দেশ্য ছিল না, হয়তো শুধুই কৌতূহল। দেবরূপা দেখতে পেয়ে এক ঝটকায় সামনে টেনে নিল ওকে। বেঞ্চে বসে পড়াচ্ছিল ও। প্রথমে সুশীলের ঘাড় ধরল। ঝাঁকাল। পেন কেন নিয়েছিস? কেন ধরেছিস পেন? সুশীল নিরুত্তর।

—কবে শিখবি না বলে কারও জিনিস ধরতে নেই?

সুশীল কাঁদছে।

—সব অসভ্য জংলি। কোথা থেকে জন্মের ঝার আসিস তোরা?

সুশীল চিৎকার করছে। আমি দেখছি। দেবরূপা মারছে না কিন্তু সুশীল চিৎকার করছে। কেন? হঠাৎ, চোখে পড়ল, জুতো দিয়ে সুশীলের পা ডলছে ও। পিষছে।

আমাকে জানাতে হবে। প্রমিতাদিকে জানাতে হবে। বাচ্চাদের কাছে আমি শুনেছি, ও মারে। বিশেষত আমার অনুপস্থিতিতে। সেদিন মেরে ভোলার পায়ে দাগ ফেলে দিয়েছে। ও বুঝতে পারছে না, এইসব রিপোর্ট হলে ওর চাকরি যেতে পারে। ওর কি কোনও পরোয়া নেই? হয়তো নেই। কারণ দেবরূপার বাড়িতে আর্থিক প্রাচুর্য আছে। আমার মতো ওর মাইনের টাকায় সংসার চালাবার দায় নেই। কিন্তু তাতে কী! ও কেন এত নির্মম হবে! চাকরির সঙ্গে সহৃদয়তার কোনও শর্ত নেই। একজন মানুষ বাচ্চাদের প্রতি সহৃদয় হবে, এটাই তো স্বাভাবিক। ও কি ছেলেদের সহ্য করতে পারে না? ওকে মেয়েদের সেন্টারে দিলে কি অন্যরকম হত?

BanglaBook.org

৩ এপ্রিল

আজ লক্ষ্মীপিসি ওলুর সম্পর্কে আমার কাছে অভিযোগ করে গেছে। শনি-রবিবার ছাড়া লক্ষ্মীপিসির সঙ্গে আমার দেখা হয় না। কালই বলছিল— 'তোমার সঙ্গে কথা আছে।' আজ বলল— 'কী বলব, তোমাদের বাড়িতে কি আজ থেকে আসি? ওলুকে তো জন্মাতে দেখলাম। কিছুদিন ধরেই ও আমাকে দেখে কীরকম হাসছিল আর ছটফট করছিল...'

আমি উৎকর্ণ হলাম। ওলু কী করেছে? লক্ষ্মীপিসি কী বলতে চাইছে?

লক্ষ্মীপিসিকে দেখে ওলুর অস্থিরতা বাড়ছিল। পিসি কিছু বোঝেনি। ভেবেছিল পাগলামি বেড়েছে। লক্ষ্মীপিসি অত মানসিক প্রতিবন্ধী বোঝে না। ওলুকে মনে করে পাগল। তা তফাত আর কি! পাগলামিও তো মানসিক প্রতিবন্ধকতা।

অস্থিরতা মানে কী, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। লক্ষ্মীপিসি বলল, ও নাকি বেশি বেশি হাসছিল। হাত কচলাচ্ছিল আর মাঝে মাঝে কুঁজো হয়ে যাচ্ছিল। তিন দিন আগে পিসি সামনে ঝুঁকে আমার বিছানা টান করছে, এমন সময় ওলু ওর শক্ত হয়ে ওঠা শরীর লক্ষ্মীপিসির শরীরে ঠেকিয়ে দেয়। লক্ষ্মীপিসি, পুরোপুরি কিছু বুঝে ওঠার আগেই, সটান চড় মেরেছে ওলুর গালে। আমাকে বলল 'কী করব বলো! মাথার ঠিক থাকে?' থাকে না। আমার চেয়ে বেশি আর কে জানে যে মাথার ঠিক থাকে না! কিন্তু সে-কথা লক্ষ্মীপিসিকে বলতে পারিনি আমি। জীবনেও হয়তো কারওকে বলতে পারব না। ওলুর এই জান্তব পরিণতি আমি সহ্য করতে পারছি না। কী হত ওর যৌনবোধ না থাকলে? পৃথিবীর কোথায়, কার, কী ক্ষতি হত! আমি জানি না ওলুকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত কী হবে! লক্ষ্মীপিসিকে বলেছি, ওলু কাছাকাছি এলেই তাড়িয়ে দিতে। অনেকদিনের পুরনো বলে লক্ষ্মীপিসি হয়তো কাজ ছেড়ে দেবার কথা ভাবছে না, কিন্তু আমার ভয় করছে, ওলু যদি বাইরে পা দেয়? যদি রাস্তায় কারওকে কিছু করে বসে! ভাবছি লতিকাপিসির সঙ্গে বিষয়টা

BanglaBook.org

একবার আলোচনা করব।

যৌনবোধই কি পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ? আমার চারপাশে নানাবিধ যৌনতার নজির। শুধু আমারই কোনও বোধ নেই। সম্ভবত চারপাশ দেখতে দেখতে আমার নিজস্ব যৌনতাবোধ পাথর হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

৭ এপ্রিল

আজ সকালে সেন্টারে পৌঁছতেই হই চই। আমি যখন রাস্তায় তখনই বাচ্চারা ছুটে এসে আমায় ঘিরে বলতে লাগল, আন্টি, ললিতা এসেছে। ললিতা এসেছে। কাল রাত্রে ললিতা এসেছে।

ললিতা? ভেতরে এসে দেখি একটি পনেরো-ষোলো বছরের নতুন ছেলে এক কোণে মাথা নিচু করে বসে আছে। বাচ্চারা আঙুল দেখিয়ে বলল— 'ওই দ্যাখো ললিতা।' বিশু দৌড়ে গিয়ে ধাক্কা মারল ওকে। ছেলেটা শাসিয়ে উঠল— এই! যাঃ! এরকম করছ কেন!

এবারে পরিষ্কার হল। কেন ললিতা। ছেলেটি লতানে মতো। মেয়েলি। ওর কথার ধরনে আমার সেই দেবাংশুকে মনে পড়ে গেল। পুরনো দেবাংশু। নতুন দেবাংশু এর মধ্যে আর আসেনি।

কোথা থেকে এল ও? আমি না পৌঁছনো পর্যন্ত হীরক আমার জন্য অপেক্ষা করে। ওর কাছে বৃত্তান্ত শুনলাম।

অফিসের মেয়েদের সেন্টারের জয়াদি কাল সন্ধ্যাবেলা হাওড়া থেকে ফিরছিল। হাওড়া স্টেশনে মেয়েদের ওয়েটিং রুমের সামনের বারান্দায় ও সালোয়ার কামিজ পরা একটি মেয়েকে একা একা কাঁদতে দেখে। এইসব সংস্থায় কাজ করলে একটা স্বভাব জন্মায়। সেটি উদ্ধারের স্বভাব। কারওকে একা, কষ্ট, বিপন্ন দেখলেই নিজের কর্মী হাতটা বাড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু উদ্ধারের ইচ্ছেটা যার যার নিজের ক্ষেত্রে। যেমন জয়াদির জায়গায় আমি হলে মেয়েটাকে কিছু জিজ্ঞেস করতাম না। আবার জয়াদিও হয়তো কোনও বাচ্চা ছেলের প্রতি সেভাবে নজর দিত না।

মেয়েটিকে কাঁদতে দেখে জয়াদি ওকে প্রশ্ন করতে শুরু করে। মেয়েটি জানায় মছলন্দপুর থেকে ও এসেছে। কীভাবে কীভাবে শেয়ালদা থেকে চলে এসেছে

BanglaBook.org

হাওড়ায়। সারাদিন কিছু খায়নি। বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে কারণ ওর মামা-মামি, ওর ওপর অত্যাচার করে। মা-বাবা নেই। মেয়েটি অনাথ। জয়াদি আরও প্রশ্ন করেছিল কিন্তু মেয়েটি এমন অবিশ্রাম কান্না জুড়ে দেয় যে জয়াদি বিপন্ন বোধ করতে থাকে। শেষে মেয়েটিকে সঙ্গে আসতে বললে সে রাজি হয়ে যায়।

রিপন স্ট্রিটের অফিস-বাড়িতে পৌঁছনো পর্যন্ত আর কোনও কথা বলেনি সে। শুধু নাম বলেছিল। ললিতা। রাত্রে ললিতাকে বড় মেয়েদের সঙ্গে ঘুমোতে দেওয়া হয়েছিল। মাঝরাত্রে হঠাৎ চেঁচামেচি। জয়াদি ও সিক-বে-ইনচার্জ অন্নদি বড় মেয়েদের ঘরে গিয়ে দেখে মেয়েরা ললিতাকে মারছে। ওদের দাবি ললিতা মেয়ে নয়। কেন মেয়ে নয়! কেমন করে বোঝা গেল? ও যখন ঘুমিয়ে ছিল তখন ওর কামিজের মধ্যভাগ ফুটে উঠতে দেখেছে একজন। ওইরকম উত্থান কোনও মেয়ের হওয়া সম্ভব নয়। জয়াদি আর অন্নদি জামা খুলতে বাধ্য করেছিল ললিতাকে। দেখেছিল, সত্যিই, মেয়ে নয় ও। সেজেছিল। গলার স্বরে, কথা বলার ধরনে, হাঁটাচলায় ধরার উপায় ছিল না কিছু। সঙ্গে সঙ্গে ওকে আলাদা করে দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গেই ওকে পরিয়ে দেওয়া হয় ছেলেদের পোশাক। এবং সঙ্গে সঙ্গেই ড্রাইভারকে ঘুম থেকে তুলে মারুতি চেপে জয়াদি মধ্যরাত্রে ওকে পৌঁছে দিয়ে যায় আমাদের সেন্টারে। কাণ্ডও হয় এক-একটা! ওর আসল নাম কী কে জানে! সবাই ওকে ললিতা-ললিতা বলে ডাকছে।

দুপুর পর্যন্ত ও একইভাবে বসে থাকল। প্রায় দেড়টায় আমি ধমকে ওকে স্নান করতে পাঠালাম বুড়ো আর সইদুলের সঙ্গে। ওরা ওকে নিয়ে ফিরে হেসেই কুটিপাটি। খারাপই লাগছিল ওর জন্য। বাচ্চারা ওকে ঘিরে হাসছে। ললিতা-ললিতা বলে হাততালি দিচ্ছে। ও মেয়েলি পেলবতায় হুস-হাস করছে। বুড়ো আর সইদুল হাসছে আর বলছে— কী বলব আন্টি, ও কিছুতেই খোলা জায়গায় স্নান করবে না। বুকে জানো তো, মেয়েদের মতো কাপড় বেঁধেছে। হা হা হা।

হা হা হা। হি হি হি। হো হো হো। বাচ্চারা হাসছে। গড়াচ্ছে। হাততালি দিচ্ছে। চিৎকার করছে, কাপড় বেঁধেছে, কাপড় বেঁধেছে। ললিতা ফুঁসছে। আমি ভাবছি, থাক ক'দিন, তারপর কথা বলব ওর সঙ্গে। কিন্তু ও থাকবে তো? রাজা, বাপি, রাজু, বুড়ো, সইদুল—সব বড় ছেলেদের ডাকলাম আমি। বললাম ও যে মেয়েদের মতো ব্যবহার করছে সেটা একটা অসুখ। মনের অসুখ। আমাদের শরীরে যেমন অসুখ করে সেরকম মনেও অসুখ করে। তোমরা ওর সঙ্গে এরকম কোরো না। বরং ওকে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে রাখো।

ওরা খুব বুঝদারের মতো মাথা নেড়েছে। জানি না কী করবে!

আজও ফেরার পথে লোকটাকে খুঁজেছি আমি। ছিল না।

BanglaBook.org

১১ এপ্রিল

ক্রমশ আমি চলে যাচ্ছি তুমুল অন্ধকারে। ক্রমশ আমি চলে যাচ্ছি গভীরতম গহ্বরে। ক্রমশ আমি আমার কাছে আবিষ্কৃত হচ্ছি নতুনতর প্রক্রিয়ায়। আমি শ্রুতি বসু, সম্ভবত আবার কোনও ঘূর্ণির মধ্যে ঢুকেছি। আবার কোনও কৈফিয়তের মধ্যে। কিন্তু আমি আমাকে চিনেছি। আবিষ্কার করেছি।

সকালে সেন্টারে গিয়ে দেখি প্রমিতাদি আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। দেবরূপাও এসে গিয়েছিল তখন। প্রমিতাদি বললেন— এখুনি, সব বাচ্চাদের তৈরি করে নারকেলডাঙা চলে যাও। ওখানে একটা আঁকা প্রতিযোগিতা আছে। শনিবার ওরা কার্ড দিয়ে গেছে। ভাল উপহার দেবে। সবাইকেই দেবে। তা ছাড়া সেন্টারের উন্নতিকল্পে পাঁচ হাজার টাকার চেকও দেবে একটা। আয়োজক রেলকর্মী কংগ্রেস ইউনিয়ন। এবং এটা, বিশেষত, অস্মিতা মুখার্জির অনুরোধ, সমস্ত বাচ্চাদের নিয়ে হাজির থাকা।

এগারোটার মধ্যে পৌঁছতে হবে। আমি বাচ্চাদের তৈরি হতে বললাম। ওরা উৎসাহে স্নান করতে চলে গেল। ঘরের এক কোণে ললিতা শুয়ে ছিল। দেবরূপা দেখলাম মণ্ডলবাবুর দোকান থেকে এক গামলা গরম জল নিয়ে এল। তুলো ও ডেটল নিয়ে ললিতার কাছে গেল। প্রমিতাদিকে জিজ্ঞেস করলাম— 'কী হয়েছে?' প্রমিতাদি আমাকে বাইরে ডেকে নিলেন। ললিতাকে নিয়ে দারুণ সমস্যা হচ্ছে। কী সমস্যা! ললিতা নাকি শুক্রবার রাত্রি থেকে আনন্দকে দারুণ জ্বালাতন করছিল। সুঠাম পেশিবহুল আনন্দ ওকে আকৃষ্ট করে থাকবে সম্ভবত। বার বার ও আনন্দর পাশ ঘেঁষে বসে পড়ছিল। আনন্দ ধমক দেওয়া সত্ত্বেও শুনতে চায়নি। গত রাতে ব্যাপারটা চরমে পৌঁছয়। ও নাকি ঘুমন্ত আনন্দকে জড়িয়ে ধরেছিল এবং আঁচড়ে-কামড়ে যৌনপ্রকৃতির মতো আচরণ করেছিল। আনন্দ, রাগে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। কোমর থেকে বেল্ট খুলে এক ঘণ্টা ধরে ও ললিতাকে

BanglaBook.org

পিটিয়েছে। সারা শরীর কেটে গেছে। দেবরূপা কাটা জায়গাগুলো ডেটলে মুছে সোফ্রামাইসিন লাগাচ্ছে। প্রমিতাদি চিন্তিত। এভাবে মারার কারণে আনন্দর চাকরি বিপন্ন হতে পারে।

সময় ছিল না। প্রমিতাদি চলে গেলেন। যাবার আগে বলে গেলেন ট্রাঙ্কে বাচ্চাদের প্রতিযোগিতার এন্ট্রি স্লিপগুলো রয়েছে। যেন নিয়ে যাই। বললেন— 'তুমিই যেয়ো। তুমি ওঁদের চেনো। ললিতা তো যেতে পারবে না। দেবরূপা সেন্টারে থাক।'

আমি একবার ললিতার কাছে গেলাম। কপালে হাত দিয়ে দেখি জ্বর এসেছে। দেবরূপা ওর চুলে হাত বোলাচ্ছিল। আমি দেবরূপাকে দেখে বিস্ময় বোধ করছিলাম। হোপে আসার পর এত মমত্বময় ওকে কোনও দিন দেখিনি। বললাম—ওকে কি নীলরতনে নিয়ে যাবি?

বলল—দেখি আজকের দিনটা। কাল হয়তো নিয়ে যেতে হবে। কীভাবে মেরেছে দ্যাখ! কী অন্যায়! ছিঃ!

আমার, সুশীলের প্রতি ওর আচরণ মনে পড়ে গেল। কিন্তু কিছুই না বলে সরে এলাম।

সাড়ে দশটায় সব বাচ্চাদের লাইন করে সাজিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কারশেডের পেছন দিয়ে একটা সরু পায়ে চলা পথে রেলের ব্রিজ পেরিয়ে পনেরো-কুড়ি মিনিটে নারকেলডাঙা পৌঁছে যাওয়া যায়। বাচ্চারা যে-যার পেন্সিল, স্লেট, মোমরঙ, রাবার নিয়ে চলেছে। খুব উৎসাহ। ওরা জেনে গেছে উপহার পাওয়া যাবে। টাকা পাওয়া যাবে, সেকথা এখনও বলা হয়নি। নারকেলডাঙায় রেল কোয়ার্টার্সের মধ্যে এই আয়োজন। প্রায় পাঁচশো বাচ্চার জমায়েত আর কিচির মিচির। তারা সব ভাল বাড়ির বাচ্চা। গায়ে রঙিন জামা চড়িয়ে সেজে-গুজে এসেছে। অত ভিড় দেখে আমাদের দুরন্ত বাচ্চাগুলো কেমন শান্ত হয়ে গেল।

ওখানে পৌঁছে হঠাৎ মনে হল এন্ট্রি স্লিপগুলো আনতে ভুলে গেছি। সোজা অস্মিতা মুখার্জির সঙ্গে দেখা করে অনুরোধ করলাম বাচ্চাদের দায়িত্ব নেবার জন্য কারওকে দিতে। আমি ফিরে গিয়ে স্লিপগুলো নিয়ে আসব। ওঁরা একটা ঘেরা জায়গায় অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে ওদের বসিয়ে দিলেন। আমি সুকুমারকে সঙ্গে নিয়ে চললাম। সুকুমার গুন গুন করছিল। বললাম— জোরে গাও। ও গাইতে লাগল—

ছয় মাসের এক কন্যা ছিল
নয় মাসে তার গর্ভ হল
এগারো মাসে তিনটি সন্তান
কোনটা করবে ফকিরি...

BanglaBook.org

শুনতে শুনতে পথ পেরুচ্ছি। দূর থেকে দেখতে পেলাম সেন্টারের দরজা বন্ধ। বন্ধ কেন! সামনে এসে দেখি দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। কড়া নাড়লাম। কোনও সাড়া নেই। সুকুমার বলল— আন্টি বোধহয় ঘুমোচ্ছে।

—ঘুমোচ্ছে!

—হ্যাঁ। শনি-রবিবার দুপুরে আন্টি ঘুমোয়। আজ তো কেউ নেই।

—জোরে ধাক্কা দাও।

—জোরে ধাক্কা দিতে হবে না। আমি বাইরে থেকে ছিটকিনি খুলতে পারি।

সুকুমার দরজার কড়া ধরে দু' বার সামনে-পেছনে করল। দরজা খুলে গেল। আমরা ভেতরে ঢুকলাম। এক সেকেন্ড পর সুকুমার আমাকে খামচে ধরল— আন্টি!

আমার হাতে ওর আঙুল শক্ত হয়ে বসে যাচ্ছে। আমরা বিস্ফারিত চোখে দেখছি। দেবরূপার শাড়ি উঠে গেছে কোমরে। পা ছড়ানো। ওর কোলে ললিতা। গায়ে শার্ট নেই। বুকে একটি কাপড় কাঁচুলির মতো বাঁধা। তার ওপর দেবরূপার হাত খেলছে। দু'জনের মুখ একপাশে নামানো। এর ঠোঁটে ওর ঠোঁট ঢুকে আছে। কোনও হুঁশ নেই।

আমার, হঠাৎ মনে হল, কী অসাধারণ দৃশ্য! কী অসাধারণ! আমি সুকুমারকে চুপ করতে ইশারা করলাম। সুকুমার কাঁপছিল। আমি আস্তে আস্তে ট্রাঙ্কের দিকে এগোলাম। ট্রাঙ্কের ওপরেই স্লিপের তাড়া। বের করে রেখেছিলাম নেব বলে। তুলে নিলাম। ওদের দেখলাম। ওরা শুচ্ছে। পা টান করছে ধীরে ধীরে। ওদের বন্ধ চোখে দরজা খোলার কারণে আলো ঠিকরানো পরিস্থিতি কোনও ব্যত্যয় ঘটায়নি। এত ডুবে আছে ওরা! এত ডুবে থাকা যায়! আমার বুকের মধ্যে কীরকম করছে! কতদূর গেলে এরকম আত্মবিস্মরণ সম্ভব! জানি না। কিছু জানি না। কী করছি তাও জানি না! সুকুমার আমার হাত ছাড়েনি। বললাম— দরজা ভেজিয়ে দাও।

—আন্টি, ওরা কী করছে!

—জানি না সুকুমার।

—আন্টি ওরা কী করছে!

—জানি না।

আমরা এগোচ্ছি। মাতালের মতো। আমার শ্রেয়সীকে মনে পড়ছে। কেন মনে পড়ছে! আমার তলপেট টনটন করছে। আমার শরীর জুড়ে আশ্চর্য অনুভূতি। আমার, ওইরকম, দেবরূপার মতো, কাঁচুলি ভেদ করতে ইচ্ছে করছে! আমার শ্রেয়সীকে মনে পড়ছে! হে ঈশ্বর, এর নাম যৌন অনুভূতি! হে ঈশ্বর, আমি কি নিজেকে চিনতে পারছি! হে ঈশ্বর, আমি ওদের ঘোর ভাঙিয়ে দিলাম না কেন? সে কি এজন্যই যে আমি যা পারি না, দেবরূপা যা পারে, তা প্রত্যক্ষ করে আমার

BanglaBook.org

সুখানুভূতি হচ্ছে!

সুকুমার চিৎকার করছে— আন্টি তুমি কিছু বললে না কেন? আন্টি ওরা কী করছিল?

আমি বললাম— ওরা রাধা-কৃষ্ণ খেলছে সুকুমার। কিন্তু কে রাধা আর কে কৃষ্ণ! আজ কৃষ্ণ রাধা সেজেছে আর রাধা কেষ্টটি সেজে মজা করছে।

আমি জানি, সুকুমার বুঝবে না, ওরা শরীর-প্রকৃতি ছাপিয়ে গেছে। মন-প্রকৃতিতে মিলেছে। চিরন্তন নারীমন চিরন্তন পুরুষমনে মিলেছে। দেহ-গঠন এখানে বাধা হয়নি। নারীদেহধারী পুরুষ, পুরুষদেহী নারীকে জড়িয়েছে। জয় প্রকৃতির জয়!

সুকুমার আমাকে ঝাঁকাচ্ছে— আন্টি! আন্টি!

বললাম— এখন কথা নয় সুকুমার। গান গাও।

—কী গান আন্টি? আমার গাইতে ইচ্ছে করছে না!

—গাও সুকুমার। যেটা গাইছিলে!

ও গাইল না। আমিই ধরলাম। আমার উত্তেজিত, কাঁপা, বেসুরো গলায়—

চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে
আমরা ভেবে করব কি...
চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে—

সুকুমার বলল— ওদের কিছু বলবে না আন্টি?

বললাম— গাও সুকুমার।

সুকুমার গাইল না। বরং অপ্রকৃতিস্থ চ্যাঁচাতে লাগল—আমি বলে দেব! সব বলে দেব! প্রমিতা আন্টিকে বলে দেব!

আমি আকাশের দিকে তাকালাম। সূর্য মধ্য গগনে। চিরসত্যের মতো তীব্র। চোখ ঝলসানো দারুণ। আমি একাই গাইতে লাগলাম—

চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে
আমরা ভেবে করব কি...
চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে—

BanglaBook.org